স্বাধীনতার ইতিহাস

(সচিত্র)



শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত।

কলিকাতা,

৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, "বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন-প্রেসে"

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৪ সাল।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

সূচীপত্র।

হিন্দুও বলিতে পারে,—'আমার স্বদেশ, আমার জন্মভূমি!' মুসলমানও বলিতে পারে,—'আমার স্বদেশ, আমার জন্মভূমি!' খৃষ্টানও বলিতে পারে,—'আমার স্বদেশ, আমার জন্মভূমি!' সকলেরই যদি এই জ্ঞান হইল, সকলেই যদি জননী-জন্মভূমির 'সন্তান' হইল, তবে আর পার্থক্য রহিল কোথায়? যখনই যে জাতি স্বাধীনতার সুখাস্বাদ-লাভে সমর্থ হইয়াছে, তখনই তাহাদের মনে 'আমার জন্মভূমি'—এই প্রথম চিন্তার স্ফুরণ হইয়াছে। জাগরণের দ্বিতীয় উপাদান,—মনুষ্যত্ব। প্রকৃত মানুষ যদি দেশে কখনও জন্মগ্রহণ করে, তাঁহারই প্রভাবে দেশ স্বাধীন হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য জাতির স্বাধীনতার ভিত্তি,—মানুষ ও মনুষ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই কি? বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, আডামস্ স্মিথ, জর্জ্জ ওয়াসিংটন প্রভৃতি 'মানুষ' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই, যুক্তরাজ্য স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল; ম্যাট্সিনী ও গারিবল্ডীর ন্যায় মহাপ্রাণ মহাত্মগণের 'মনুষ্যত্ব'-প্রভাবেই পতিত ইটালীর পুনরুদ্ধার সাধিত হইয়াছিল; রুসো, ভল্টেয়ার এবং নেপোলিয়ন প্রভৃতির ন্যায় 'মনুষ্য' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই, ফরাসী জাতির গৌরব আজিও পৃথিবী-ব্যাপ্ত। কত বলিব? কি ইংলণ্ড, কি জর্ম্মাণ, কি জাপান, কি চীন,—সকল দেশেই কোন-না-কোন কালে 'মনুষ্য' জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই, তাহারা উন্নত এবং স্বাধীনতার গৌরবে গৌরবান্বিত। এক সময়ে ভারতেও মহাপ্রাণ মহাত্মগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাই ভরতবর্ষ সকলের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। কি মহাপ্রাণতা, কি আত্মত্যাগ, কি স্বদেশ-প্রেম,—মনুষ্যের হৃদয়ে উদয় হইলে, জাতি জাগরিত হয়—দেশ স্বাধীনতা লাভ করে,—স্বদেশ-প্রাণ মহাপুরুষগণের জীবনচরিত আলোচনা করিলে, তাহা জানিতে পারা যায়। আত্ম-স্বার্থে বলি দিতে হইবে, পরার্থে প্রাণ নিয়োজিত থাকিবে; সৎসাহস, সাধুতা প্রভৃতি গুণগ্রামে হৃদয় পূর্ণ রহিবে;—স্বাধীনতা-লাভের জন্য আগ্রহ হওয়ার ইহাই উপাদান,—ইহাই আবশ্যক।

স্বাধীনতা কি? স্বাধীনতা-সম্পর্কে অনেক কথারই আলোচনা হইল। কিন্তু স্বাধীনতার তত্ত্ব-কথা কি,—তাহার আলোচনা এখনও হয় নাই। 'স্বাধীনতা চাই'—এ কথা বলিলে, 'কি চাহিতেছি',—তাহা বিচার করিয়া তৎসম্পর্কে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হয়। যদি শব্দগত অর্থের প্রতি দৃষ্টি করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, 'স্বাধীনতা' শব্দের অর্থ,—(স্ব—আপন, আত্ম + অধীনতা—'বশতা') 'আত্মবশতা'। শব্দগত অর্থ ধরিলে, পরাধীনতা বা পর-বশতার যাহা বিপরীত, তাহাই স্বাধীনতা। কিন্তু 'আত্মন্' বলিতে কি বুঝায়? 'আত্মন্' শব্দের অর্থ—আপনার বা আত্মার সম্পর্কিত। সে হিসাবে, 'আপনার বা আপনার জনের অধীনতাই', 'স্বাধীনতা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। আপনি বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহার আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু 'আপনার জন' বলিতে অসংখ্য পর্য্যায় বুঝা যায়। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কুটুম্ব,—সংসারে আত্মীয় জনের কি সংখ্যা আছে? যাঁহারা উদারচরিত, যাঁহারা তত্ত্ব-জ্ঞানের উচ্চ-চূড়ায় আরোহণ করিয়াছেন, সংসারের সকলেই তাঁহাদের আপনার জন;—"উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।" এ সংসারে সে অধীনতার অবধি নাই। সংসারে পুত্র—পিতার অধীন; স্ত্রী,—স্বামীর

অধীন; প্রজা—জমীদারের অধীন; জমীদার—রাজার অধীন;—অধীন নয় কে? আপনার যে দেহ, কাহারও অধীন না হইলেও, অন্ন-জল-বায়ু প্রভৃতির অধীন। এতাদৃশ অধীনতা সত্ত্বেও, মানুষ আপনাকে স্বাধীন বলিয়া মনে করে! সে স্বাধীনতার অর্থ,—সে তাহার "আত্মজনের" অধীন। যে যাহাকে আপনার বলিয়া ভাবিতে পারে, যে যাহাকে আপনার জন করিয়া লইতে পারে, তাহাদের পরস্পরের অধীনতা, পরাধীনতা নয়,—স্বাধীনতা। এইজন্যই দেখিতে পাই, অনেক দেশ, রাজতন্ত্র মানিতে চাহে না; কিন্তু সাধারণতন্ত্র চায়। সাধারণ-তন্ত্রকে যাহারা আপনার বলিয়া ভাবিতে পারে, এক রাজার বশ্যতা অপেক্ষা, শত সাধারণতন্ত্র-সদস্যের অধীনতা স্বীকার করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হয় না। তবেই দেখা যায়, যত কিছু বিবাদ, বিসম্বাদ, 'আপনার জন' বলিয়া মনোমধ্যে স্থান দেওয়া পর্য্যন্ত। 'আপনার জন' বলিয়া মানিয়া লইলে, বৈদেশিক শাসনও, পরাধীনতার পরিচায়ক বলিয়া মনে হয় না। ব্যবহারের তারতম্যেই আত্মপর বিভেদ হইয়া থাকে। রাজা যদি সদ্ব্যবহার করেন, বিদেশী হইলেও প্রজা তাঁহাকেই 'আপনার জন' বলিয়া মনে করে; রাজা যদি দুর্ব্ব্যবহার করেন, স্বদেশী হইলেও, প্রজার নিকট তিনি পর ভিন্ন আর কি হইতে পারেন? রোম সাম্রাজ্যের শাসনাধীনে-স্পেন-দেশ দ্বিতীয় রোম-রূপে পরিগণিত হইয়াছিল;—বিদেশীয় শাসন বলিয়া কেহ মনে করিতেও পারিত না। ভারতবর্ষেও আকবর প্রভৃতি সহৃদয় মুসলমান সম্রাটগণের শাসন-সময়ে হিন্দুগণ ভারতবর্ষকে স্বাধীন বলিয়া মনে করিয়াছিল। কর্ণওয়ালিস, রিপণ, ক্যানিং প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী বহু ইংরেজ শাসনকর্ত্তার সহৃদয়তা-গুণেও তাঁহারা 'আত্মপর' বিচার করিবার অবসর পায় নাই! সকল দেশের ইতিহাসেই এই দৃষ্টান্ত প্রকট দেখিতে পাই। রাজার সদ্ব্যবহারে পরাধীনতার কথা প্রজা ভুলিয়া যায়। যে জাতি মনুষ্যত্ব-ভ্রষ্ট, যে জাতি অধঃপতনের পথে অগ্রসর, তাহারা তো পরাধীনতার কথা ভুলিয়াই আছে!

স্বাধীনতার ইতিহাস।

যে দেশ যে জাতি অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছে, সেই দেশ সেই জাতিকে উন্নত করিতে হইতে হইলে, তাহার চিন্তার স্রোত ফিরাইতে হইবে। তাহার মনে নূতন ভাব জাগাইতে হইবে, তাহার প্রাণে নূতন আদর্শের চিত্রপট প্রতিফলিত করিতে হইবে। "স্বাধীনতার ইতিহাস"—সেই চিত্র, সেই আদর্শ, প্রাণে প্রাণে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই বিরচিত হইয়াছে; হতাশের অন্ধতমসাচ্ছন্ন পথে পথভ্রষ্ট হইয়া যাঁহারা ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকারময় দেখিতেছেন, "স্বাধীনতার ইতিহাসে" তাঁহাদের আঁধার প্রাণে দীপ্তরশ্মি প্রতিভাত হইবে,—নৈরাশ্যের মধ্যে তাঁহারা আশার আলোক দেখিতে পাইবেন। উচ্চ আদর্শ, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, উচ্চ চিন্তা, উচ্চ কল্পনা না হইলে, মানুষ কখনও মহত্ত্বের তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করিতে পারে না। কিসে মানুষ বড় হয়,—কি গুণে, কি শক্তিমাহাত্ম্যে, কি চিন্তার প্রভাবে, মানুষ ক্ষুদ্র হইতে মহৎ হয়, আবার মহৎ হইতে মহত্তর ও মহত্তম হইতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্যই, তাহা হৃদয়ে হৃদয়ে অঙ্কিত করিবার জন্যই, 'স্বাধীনতার ইতিহাস' প্রচারিত হইতেছে। পৃথিবীর কোন জাতি কেমন করিয়া উন্নত হইয়াছে, কোন জাতির কি প্রকারে অধোগতি হইয়াছে, কোন্ জাতি কি শক্তিবলে সহস্র সহস্র বৎসরের পরাধীনতা-বন্ধন ছিন্ন করিয়া বরেণ্য

সমাজে বরণীয় আসন প্রাপ্ত. হইয়াছে;—"স্বাধীনতার ইতিহাসে" তাহার উজ্জ্বল চিত্র দর্শন করুন। এক দিকে দেখুন,—ক্ষুদ্র অধিকার ক্ষুদ্র শক্তি লাভ করিয়া, সামান্য জাতিও সভ্য-সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে বসিয়াছে; অন্য দিকে দেখুন,—ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত হইয়া অন্য জাতি শক্তিসংঘর্ষের কি অপূর্ব্ব পরিচয়ই প্রদান করিতেছে। এক দিকে দেখুন, —ভুটানের ন্যায় ক্ষুদ্র রাজ্য স্বগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে; দুইটী প্রবল শক্তির সন্নিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াও শ্যামের ন্যায় ক্ষুদ্র শক্তি গৌরবের পথে অগ্রসর হইতেছে; আজন্ম-ক্রীতদাসগণও স্বাধীনভাবে 'লাইবিরিয়া' রাজ্য শাসন করিতেছে। আবার অন্যদিকে দেখুন,—ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় আমেরিকার যুক্তরাজ্য গৌরবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে; ফরাসীর বীভৎস অভিনয়ে কত নর-নারী জল-বুদ্বুদের ন্যায় অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইতেছে, আর তাহাদের সমাধি-ক্ষেত্রে কি অপূর্ব্ব জাতির, কি অপূর্ব্ব প্রতিভার বিকাশ পাইতেছে। আরও দেখুন,—বহু শতাব্দীর দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ইটালী কেমন করিয়া পূর্ব্ব-গৌরব ফিরিয়া পাইতেছে; সহস্র সহস্র বৎসরের পর-পদ-দলিত স্পেন, বেল-জিয়ম প্রভৃতি দেশ কেমন করিয়া অমূল্য স্বাধীনতা-রত্ন লাভ করিতেছে। ফলতঃ এই গ্রন্থে রাজা ও প্রজা উভয় পক্ষেরই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রজার প্রতি রাজপক্ষের সুব্য-বহার-দুর্ব্ব্যবহারের ফলাফল দেখান হইয়াছে; আবার প্রজার দুর্ব্বৃত্তিতা ও উচ্ছৃঙ্খলার কি পরিণাম, তাহাও চিত্রিত হইয়াছে। শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক, উভয় পক্ষই আপন আপন দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে কর্ত্তব্য সম্পাদন করুন,—"স্বাধীনতার ইতিহাস" প্রণয়নের তাহাই উদ্দেশ্য।

উপসংহার। "স্বাধীনতার ইতিহাস" প্রণয়নে যে সকল গ্রন্থের এবং যে সকল সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার চিরদিন স্মরণ থাকিবে। আর স্মরণ থাকিবে,—'বঙ্গবাসীর' স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু মহাশয়ের সাহায্য। তাঁহারই উপ-দেশে, তাঁহারই পরামর্শে, তাঁহারই ব্যয়ে,—এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। এমন কি, এই গ্রন্থের অন্ততঃচারি পাঁচ পৃষ্ঠা তাঁহার মধুর রচনায় অলঙ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা না হইলে, এ গ্রন্থ প্রকাশিত হইত না। এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহি-লাম। এই গ্রন্থ প্রণয়ন সম্বন্ধে আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান প্রমথনাথ সান্যালের সাহায্যও বড় অল্প বলিয়া মনে হয় না। প্রমথনাথ এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন; এই গ্রন্থের সহিত তাঁহার নাম চিরগ্রথিত থাকিল;—অধিক আর কি বলিব? এক্ষণে সাধারণের নিকট উৎসাহ পাইলে, "স্বাধীনতার ইতিহাসের" অন্যান্য খণ্ডও প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

কলিকাতা।
আশ্বিন, ১৩১৪ সাল।

নিবেদক
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

স্বাধীনতার ইতিহাস



ভোটরাজ্য।

অন্ধকারে ক্ষীণালোক।

তমসাচ্ছন্ন নিশীথে প্রান্তর-মধ্যে পতিত হইলে, পল্লীপ্রান্তস্থিত ক্ষুদ্র কুটীরের ক্ষীণ দীপালোক প্রতি স্বতঃই নয়ন সঞ্চালিত হয়। অধীনতার অন্ধকারের মধ্যে, ক্ষণে ক্ষণে তাই স্বাধীনতার ক্ষীণরশ্মি নেপাল ও ভুটান রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। কাশ্মীর বলুন, নিজাম বলুন, মহীশূর বলুন, অথবা জয়পুর যোধপুর বা গোয়ালিয়র বলুন,—অপর সকলেই ইংরেজের করদ বা আশ্রিত রাজ্য; কেবল নেপাল ও ভোটরাজ্য এখনও স্বাধীন,—'ইন্‌ডিপেডেণ্ট ষ্টেটস' (Indeoendent States) বলিয়া ভারত-মানচিত্রে ম্লানরশ্মিরূপ বিরাজমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে নেপালে বরং 'রেসিডেণ্ট' আছে, কিন্তু ভুটানে 'রেসিডেণ্ট' পর্য্যন্ত নাই। সেই ভোটরাজ্যে অধুনা * এক নূতন রাজ্যেশ্বরের অভিষেক-উৎসব সমাগত-প্রায়। দেশব্যাপী অশান্তির অন্তর্দাহের দিনে, স্বাধীন-রাজের রাজ্যাভিষেক-উৎসবে, প্রাণে একটু শান্তিকণা সঞ্চার হইবে না কি? পূর্ব্ববঙ্গের অত্যাচার-কাহিনী, পশ্চিম-ভারতের অশান্তির কথা, অথবা কঠিন-কঠোর রাজবিধির প্রবর্ত্তনার মধ্যেও আমরা যে ভোটরাজ্যের কাহিনী কহিতে বসিয়াছি;—তাহাতে অশান্তির চাঞ্চল্য একটু মন্দীভূত করিতে পারিবে না কি?

সীমা পরিমাণ।

হিমালয় পর্ব্বতের পূর্ব্বপ্রান্তে স্বাধীন ভোটরাজ্য অবস্থিত। উহার উত্তরে তিব্বত; পূর্ব্বে বহু অসভ্য পার্ব্বত্য জাতির বাস; দক্ষিণে আসাম এবং জলপাইগুড়ি জেলা; পশ্চিমে সিকিম রাজ্য। ভোটরাজ্যের পরিমাণফল প্রায় ২০ হাজার বর্গ মাইল; লোক-সংখ্যা প্রায় চারি লক্ষ। রাজধানীর নাম 'তাসিসূদন।' 'পুণাখা' (অর্থ—'পুণ্যক্ষেত্র') ভুটানের প্রধান নগর; শীতকালে এই নগরই রাজধানী বলিয়া গণ্য হয়।

---

* ১৩১৪ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠের 'বঙ্গবাসীতে' এই প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয়। তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক (বাসন্তী অষ্টমী পূজার দিন) দুর্গামূর্ত্তি ভগ্ন হয়; পঞ্জাবের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাজদ্রোহের অভিযোগে ধৃত এবং লাজপৎ রায় নির্ব্বাসিত হন। এদিকে বড়লাটের সেক্রেটারী রিজলী সাহেবের দুইটী "সার্কিউলারে" পূর্ব্ববঙ্গে ও পঞ্জাবে সভাসমিতি বন্ধের আদেশ ঘোষিত হয়; এবং রাজনৈতিক সভাসমিতিতে শিক্ষক ও ছাত্রগণের যোগদানের নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়। ৮ই বৈশাখ রবিবার প্রতিমা-ভঙ্গ এবং ২৬শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার লাজপৎ রায়ের নির্ব্বাসন রিজলীর 'সার্কিউলারও' ঐ বৈশাখ মাসের শেষেই প্রচারিত হইয়াছিল। এই সময় সমগ্র ভারতবর্ষ অশান্তিতে পূর্ণ হয়।

ভোটরাজ্যের এই দুই রাজধানীর পরিচয়ে, আমাদের ভারত-গবরমেণ্টের এবং বঙ্গীয়-গবরমেণ্টের রাজধানী-সম্পর্কিত ব্যবস্থার কথা মনে আসে। ভারত-গবরমেণ্ট শীতকালে কলিকাতায় এবং গ্রীষ্মকালে সিমলায়, বেঙ্গল-গবর্ণমেণ্ট শীতকালে 'বেলভেডিয়ারে' এবং গ্রীষ্মকালে দার্জ্জিলিং পাহাড়ে, রাজকার্য্য করিবার প্রধান স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন; ভোটরাজ্যেও সেইরূপ 'তাসিস্থদন' এবং 'পুণাখা' নগরদ্বয়ে রাজকীয় শীত-গ্রীষ্মাবাসের ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত দেখা যায়।

প্রাকৃতিক দৃশ্য। ভোটরাজ্যের উত্তরাংশের উচ্চতা অধিক; প্রধান পর্ব্বতচূড়ার উচ্চতা ২০ হাজার ফিট। মধ্য ভুটানের উচ্চতা ৮ হইতে ১০ হাজার ফিটের মধ্যে। ভুটানের সমস্তই নদ-নদীই উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত। ভুটানের প্রধান নদী 'মানস'; উহা ব্রহ্মপুত্র-নদে মিলিত হইয়াছে। অন্যান্য নদীর নাম,—মাচু, চিংচু, মাংচি, তোরসা, তিস্তা, ধর্লা ইত্যাদি। ভুটানের ভূতত্ত্বানুসন্ধানের সময় কাপ্তেন টর্ণার দেখিয়াছিলেন, একটী জলস্রোত এতই উচ্চ হইতে পতিত হইতেছে যে, মধ্যপথে তাহা প্রায় বাষ্পে লীন হইয়া যাইতেছে, এবং নিম্ন হইতে অত্যুত্তপ্ত গাঢ় জলীয় বাষ্প ভিন্ন তাহাতে আর কিছুই লক্ষ্য হইতেছে না। ঢেউখেলান পাহাড়ের উপর বৃক্ষ-বল্লরী-শোভিত ভুটান-রাজ্যটীকে ছবিখানির ন্যায় মনে হয়। কোথাও পর্ব্বতের ঘনকৃষ্ণ পাদদেশ বিদীর্ণ করিয়া রজত-শুভ্র জলপ্রপাত ও স্রোতস্বিনীসমূহ কলকলনাদে প্রবাহিত হইতেছে; কোথাও প্রকৃতির লীলানিকুঞ্জ অরণ্যমাঝে মৃগযূথসমূহ নিঃশঙ্কে পরিভ্রমণ করিতেছে: ক্বচিৎ কোনও কোনও অধিত্যকা-প্রদেশে হরিৎ-শস্য-সমন্বিত কৃষিক্ষেত্রসমূহ শোভা পাইতেছে।

জলবায়ু। উচ্চতার তারতম্যানুসারে ভুটানের জল-বায়ু বড়ই পরিবর্ত্তনশীল। 'পুণাখা' নগরে প্রখর সূর্য্যোত্তাপে যখন গৃহের বাহির হওয়া কষ্টকর, 'ঘাসা' নগরে তখন নিদারুণ শীত,—বরফে নগর সমাচ্ছন্ন; অথচ ঐ দুইটী নগর পরস্পর এতই নিকটবর্ত্তী যে, একটীতে দাঁড়াইলে অন্যটাকে অনায়াসে দেখিতে পাওয়া যায়। 'পুণাখা' দার্জ্জিলিং হইতে ৯৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে, বাণ্ডই নদীর তীরে অবস্থিত। রাজধানী তাসিস্থদন, বৌদ্ধ লামা-ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল, 'গুডাড়া' নদীর তীরে অবস্থিত। বৃষ্টির সময় কোনও কোনও প্রদেশ বন্যায় ভাসিয়া যায়; কিন্তু রাজধানী 'তাসিস্থদনে' বর্ষাবৃষ্টি স্বাভাবিক। কোনও কোনও গহ্বর-প্রদেশে সময় সময় প্রচণ্ড বাত্যা প্রবাহিত,—সে বাত্যা-ঘোরে সময় সময় প্রাণীর প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হয়; অথচ, অন্যত্র মৃদুমন্দ সমীর প্রবাহিত। ফলতঃ ভুটানের আবহাওয়া বড়ই অভিনবত্বব্যঞ্জক।

জীবজন্তু ও উৎপন্ন দ্রব্য। ভুটানের জঙ্গলে বহু জীবজন্তু বিচরণ করে। হস্তী এত অধিক যে, সচরাচর পথ-চলা বিপত্তিজনক। 'তিস্তা' নদীর তীরে নেকড়ে বাঘ এবং 'হা' উপত্যকায় চিতাবাঘ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। মৃগ—নানাজাতীয়, সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। হিমানী-প্রধান প্রদেশের হরিণে প্রচুর মৃগনাভি পাওয়া যায়, এবং প্রত্যেক পার্ব্বত্য স্থানেই বড় বড় হরিণ দৃষ্ট হয়। বৃহৎ বন্যবরাহ, এবং বড় বড় কাঠ-বিড়ালী ভুটানে অসংখ্য। ভল্লুক এবং গণ্ডারও বিরল নহে। পারাবত, বন্যকুক্কুট এবং অন্যান্য পক্ষী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভুটানে বিচরণ করে। কিন্তু ঐ সকল পক্ষী ও জীবজন্তু ভুটিয়ারা কদাচ শিকার করিতে চাহে না। তাহাদের বিশ্বাস, জীবজন্তুর হিংসায় বন্দুকের শব্দ হইলে,

দেবতারা ক্ষুণ্ণ হন, এবং দেবরোষে দেশে বারিবর্ষণ আরম্ভ হয়। ভুটানে 'টাঙ্গান' নামক এক প্রকার ঘোটক পাওয়া যায়; তিব্বত, নেপাল, আসাম বা বাঙ্গালা দেশে সেরূপ ঘোটক সচরাচর দেখা যায় না। 'টাঙ্গান' ঘোটক ভোটবাসীদের প্রধান গৃহপালিত জন্তু; ঐ ঘোটক দেখিতে সুন্দর, অথচ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। ভুটানে শাল, সেগুন, দেবদারু প্রভৃতি বহু কাষ্ঠ পাওয়া যায়; ওক এবং দারুচিনি প্রভৃতির গাছও অনেক। ভোটরাজ্যে বহুবিধ শস্য উৎপন্ন হয়; ধান, গম, বার্লি, যব, মাকাই (ভুট্টা,) রাই সরিষা, শালগম প্রভৃতি। গোলআলুর চাষও অধুনা আরম্ভ হইয়াছে। পাহাড়ের ধাপ কাটিয়া ভুটিয়ারা চাষের জমী প্রস্তুত করে; জমীর চারিধার, কোথাও গাছের বেড়ায়, কোথাও বা পাথরের প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত; প্রাচীর কখনও কখনও ২০ ফিট (তের চৌদ্দ হাত) পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ বাড়ীর প্রাচীরের মধ্যেও ধান্যাদির চাষ করিয়া থাকে। চাষের জন্য ভুটিয়ারা বহু দূর হইতে খাল কাটিয়া জল আনয়ন করে। দুই ধারে পাথর বাঁধিয়া খাল প্রস্তুত হয়।

বাণিজ্য-ব্যবসায়। ভুটানের সহিত বিদেশীদিগের বাণিজ্য-সম্বন্ধ বড়ই অল্প; বিলাতী মদ্য বা বিলাতী বস্ত্র, ভুটানে প্রায় প্রবেশ করে নাই। পূর্ব্বে তিব্বতের ও আসামের সহিত ভুটানের কিঞ্চিৎ বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল; ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায় যে, আসামের রেশম, গালা, এণ্ডির বস্ত্র, শুষ্ক মৎস্য প্রভৃতির সহিত ভুটানের পশম, স্বর্ণরেণু, লবণ, মৃগনাভি, ঘোটক, রেশম প্রভৃতির বাণিজ্যে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার আদান-প্রদান চলিয়াছিল। ১৮৯৭—৯৮ খৃষ্টাব্দের একটা বাণিজ্য-বিবরণীতে দেখা যায় যে, উক্ত বৎসর ভুটান হইতে ১ লক্ষ ৮ হাজার টাকার দ্রব্য বাঙ্গালা দেশের দিকে আসিয়াছিল, এবং ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকার সামগ্রী এতদ্দেশ হইতে ভুটানে গিয়াছিল। জলপাইগুড়ি জেলায় বাণিজ্যের হিসাব রাখা হয়। কিছু কিছু বিলাতীদ্রব্য (বস্ত্রাদি) আজকাল যে ভুটানে যাইতেছে, ইহাতে বুঝা যায়। পূর্ব্বে কিন্তু এরূপ হইত না।


[তিন জন ভুটিয়া, বাজারে চলিয়াছে

আকৃতি-প্রকৃতি। ভুটিয়ারা দৃঢ় বলিষ্ঠ এবং আত্মরক্ষায় পারদর্শী। তাহারা দেখিতে সুন্দর, কিন্তু সাধারণতঃ অপরিচ্ছন্ন। ভুটিয়ারা বড়ই পরিশ্রমী এবং শিল্পনিপুণ। তাহারা কাঠের এমন সুন্দর তিন চারি তালা বাড়ী প্রস্তুত করে যে, তাহা দেখিয়া সময় সময় ইউরোপীয়েরাও মুগ্ধ হয়। ভুটিয়াদের পোষাক-পরিচ্ছদ অভিনব প্রকৃতির। হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলান একটা লম্বা 'কোট' বা অঙ্গরাখা (প্রায়ই পশমে নির্ম্মিত) এবং তাহার উপরে কাপড়ের পাক দেওয়া একটা কোমর-

বস্ক,—ইহাই ভুটিয়া ভদ্রলোকদিগের পরিচ্ছদ। ভদ্র-স্ত্রীলাকদের গায়ে একটা ঢিলা আলখেল্লা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকেরা খোপায় প্রায়ই ফুল গুজিয়া রাখে; ফুল না পাইলে, অন্ততঃ দুই চারিটা পাতাও গুঁজিয়া রাখিতে দেখা যায়। ভুটানের স্থানে স্থানে পুরুষদিগের ও স্ত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু ভদ্রলোকদিগের মধ্যে তাহা বিরল। ভুটিয়ারা প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। চাউল, গম, মাকাই (ভুট্টা), বালি ও মাংস প্রভৃতি প্রধান খাদ্য। মৎস্য অল্পই পাওয়া যায়; পরন্তু তাহা সুস্বাদু নহে। মাংস পর্য্যাপ্ত। বন্যবরাহের মাংস ভুটিয়ারা খাইয়া থাকে। 'চঙ' এবং 'মারোয়া' নামক মাদক দ্রব্য ভুটিয়াদের প্রিয় সামগ্রী। চাউল, বালি কিম্বা মাকাই চোঁয়াইয়া 'চঙ' মদ্য প্রস্তুত হয়।

ইতিবৃত্ত। ভোটরাজ্যের ইতিহাস অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সাধারণতঃ বিশ্বাস এই যে, পূর্ব্বে কুচবিহারের 'টফু' নামক এক জাতি ভুটানে গিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল; তাহারাই ভোটরাজ্যের আদিম অধিবাসী বলিয়া কথিত হয়। পরে, দুই শতাধিক বৎসর অতীত হইল, তিব্বতের কতকগুলি সৈনিক পুরুষ ভোটরাজ্য অধিকার করিয়া ভুটানে বসবাস করেন। তদবধি ভুটানে নবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ভোটরাজ্যে প্রধানতঃ দুই জন শাসনকর্ত্তা। এক জন 'ধর্ম্ম-রাজা'; তিনি ধর্ম্মবিষয়ক রাজা; তিনি দেবতা-স্থানীয়। অপর জন—'দেবরাজা', তিনি দেশের সাময়িক শাসনকর্ত্তা। সুশৃঙ্খলায় রাজ-কার্য্য সমাধানের জন্য ভুটানে একটী মন্ত্রিসভা আছে। সেই সভার নাম 'লেং হেং'। ইংরেজ ইতিহাস-লেখকগণ বলেন,—"মন্ত্রি-সভার কখনও পরিবর্ত্তন নাই; রাজকর্ম্মচারীদিগের অত্যাচার অবিচার প্রভৃতি হেতু দেশ অরাজক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" পরের দেশ, পরের রাজা সম্বন্ধে, ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ এইরূপ নিন্দার কথাই কহিয়া থাকেন! ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। টন্‌সার 'পেনলোপ' (শাসনকর্ত্তা)—প্রধান মন্ত্রী মধ্যে পরিগণিত। তিনিই পরিশেষে "দেবরাজা" নির্ব্বাচিত হন; সর্দ্দারগণ একমত হইয়া সেই নির্ব্বাচন-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। মন্ত্রিসভাও সর্দ্দারগণ কর্ত্তৃক গঠিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে প্রায় তিন বৎসর অন্তর নূতন 'দেব রাজা' নির্ব্বাচিত হইতেন; এখন অবস্থা বুঝিয়া নিয়মের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ধর্ম্মরাজা সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, এক ধর্ম্মরাজার মৃত্যু হইলে, এক বৎসর বা দুই বৎসর মধ্যে নূতন 'ধর্ম্মরাজা' স্থির করা হয়। সেই সময়ের মধ্যে কোনও প্রধান রাজকর্ম্মচারীর পুত্রসন্তান হইলে, সেই শিশুর পরীক্ষা লওয়া হয়। পরীক্ষার সময় শিশু যদি পূর্ব্ব-ধর্ম্মরাজার কোনও বিশেষ তৈজস স্পর্শ করিতে পারে, তাহা হইলেই লোকে সিদ্ধান্ত করে যে,—সেই শিশুই ধর্ম্মরাজার উপযুক্ত, ধর্ম্মরাজা যেন শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর বৌদ্ধমঠে শিশুর লালন-পালন ও শিক্ষা আরম্ভ হয়; এবং বয়সকালে সেই বালক ধর্ম্মরাজার পদ প্রাপ্ত হয়। ভুটান এখনও স্বাধীন;—আপনাদেরই দেশের লোকে গঠিত "মন্ত্রিসভা" এবং আপনাদেরই দেশের নির্ব্বাচিত "রাজা" লইয়া ভুটান এখনও আপন স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

সৈন্য-বল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ইডেন সাহেব অনুমান করিয়াছিলেন, ভুটানের সৈন্য-সংখ্যা, ৬ ছয় সহস্র। এখন সৈন্য-সংখ্যা ৮ সহস্র। ভুটানের প্রকৃত লোকসংখ্যা বা সৈন্যসংখ্যা নির্দ্ধারণ করা বড়ই দুঃসাধ্য। সে হিসাবে অন্য জাতির পক্ষে

ভোটরাজ্য অধিকার করাও দুঃসাধ্য। কোথায় কোন্ গহ্বরের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া কে কখন অস্ত্র সঞ্চালন করে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ ভুটানকে যতই অসভ্য ও বর্ব্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করুন, ভোটজাতির প্রত্যেকের প্রকৃতিগত স্বাধীনেচ্ছা-বশতঃ ভোটরাজ্যে বৈদেশিক শক্তির প্রাধান্য বিস্তার অসম্ভব বলিয়া মনে হয়; তাহাদিগকে দমনে রাখাও কষ্টকর।

ইংরেজের সহিত সংস্রব।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারের রাজা ধৃজীন্দ্রনারায়ণকে ভুটিয়ারা বন্দী করিয়া লইয়া যায়। রাজা ভ্রাতৃহত্যা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার দণ্ড হওয়া আবশ্যক,—ইহাই তাহাদের হেতুবাদ। ভারতবর্ষে এই সময় 'ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর' অভ্যুদয়। কোচবিহারের রাজার পক্ষ হইতে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে' জানান হয় যে,—ভুটিয়াদের হস্ত হইতে তাঁহারা যদি কোচবিহারকে উদ্ধার করিতে পারেন, কোচবিহার 'কোম্পানীর' অধীনতা স্বীকার করিবে; ভুটিয়াদের সহিত যুদ্ধে যে ব্যয় পড়িবে, কোচবিহার তাহা বহন করিবে; অধিকন্তু কোচবিহার-রাজ্যের রাজস্বের অর্দ্ধেক কোম্পানীকে প্রদান করিবে। শিকার-লোলুপ শার্দ্দূল, সম্মুখে শিকার পাইলে কি কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? অবসর বুঝিয়া, 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' ভোট-রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করেন। কাপ্তেন জেমসের অধীনে সৈন্যদল পরিচালিত হয়। তখন, নরশোণিতে ধরণী কলুষিত হয় দেখিয়া, তিব্বতের প্রধান-পুরুষ 'তাসি-লামা' মধ্যস্থ হন। অতঃপর ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল ইংরেজের সহিত ভুটানের এক সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধিসর্ত্তে কোচবিহারের প্রতি আর ভুটান কোনও আক্রমণ করিবে না,—স্বীকার করে; এবং বন্দী রাজাকে মুক্তি প্রদান করে। ইহার পর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন টর্ণার বাণিজ্য-প্রসার উদ্দেশ্যে ভোটরাজ্যে গমন করেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয় না। অধিকন্তু তখনও সময় সময় পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া ভুটিয়ারা কোনও কোনও গ্রাম আক্রমণ করিতেছে,—এই কথাটা প্রচার হইয়া পড়ে। ভুটান হইতে বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশে আসিবার ১৭টী 'পাশ' বা দ্বার; তখন সেই সকল দ্বারের নিম্নভূমিতে ভুটিয়াদের অধিকার বিস্তার জন্যও ইংরেজেরা বিব্রত হইয়া পড়েন। কাপ্তেন পেম্বারটন ভুটানে গমন করেন, এবং ঐ 'দ্বার' কয়টি সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা পান। অতঃপর স্থির হয়, ইংরেজগবরমেণ্ট ভুটিয়াদিগকে বৎসর বৎসর ১৫ পনের হাজার টাকা প্রদান করিবেন, ভুটিয়ারা পাহাড়ের নীচে আসিয়া আর কোনরূপ অত্যাচার করিবে না। কিন্তু ইহাতেও কোনও ফলোদয় হয় না। ইংরেজের ইতিহাসে প্রকাশ এই যে, উক্তরূপ বন্দোবস্তের পরও ভুটিয়ারা ব্রিটিশ-সীমার মধ্যে লুটতরাজ বন্ধ করিল না; এমন কি, ভোট-রাজকর্ম্মচারীদেরই অধিনায়কত্বে তাহারা গ্রাম-লুণ্ঠন ও নরহত্যা প্রভৃতি আরম্ভ করিল, এবং দাসরূপে নিযুক্ত করিবার জন্য দেশের লোকজনকে অপহরণ করিতে লাগিল। যাহা হউক, তখন ভুটানের নিকট ক্ষতিপূরণের দাবী করিবার জন্য, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে স্তর এস্লি ইডেন সাহেব দূতরূপে ভুটানে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল ফলিল না। বরং তিনি বাধ্য

হইয়া, বিবাদী রাজ্যসমূহ ভুটানেরই অধিকৃত ইত্যাদি মর্ম্মে এক সন্ধি করিয়া আসিলেন। ইডেন সাহেবের প্রত্যাবর্ত্তনের পর, বড়লাট বাহাদুর সেই সন্ধি অমান্য করিলেন; অধিকন্তু দ্বার-সমূহের জন্য ভুটানকে যে টাকা দেওয়া হইত, তাহাও বন্ধ করিয়া দিলেন; এবং পাঁচ বৎসর মধ্যে আসামের যে সকল লোককে ভুটানীরা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগের মুক্তির জন্য দাবী করিলেন। ভুটিয়ারা তাহাতে স্বীকৃত হইল না। অগত্যা ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই নবেম্বরের ঘোষণা দ্বারা গবরনর জেনারেল বাহাদুর, ভুটানের ১১টা দ্বার মহারাণীর রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া লইলেন। প্রথমে ভুটিয়ারা কোনই আপত্তি করিল না। কিন্তু ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হঠাৎ তাহারা দেওয়ানগিরিতে ইংরেজের দুর্গ আক্রমণ করিল, এবং দুইটা কামান অধিকার করিয়া লইল। এই অপমানের প্রতিশোধ জন্য জেনারেল টম্বস্ সসৈন্য যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ঐ বৎসর ১১ই নবেম্বর পুনরায় ভুটানের সহিত ইংরেজের সন্ধি হয়। এই সন্ধিতে ভুটিয়ারা ১৮টি দ্বারই ইংরেজকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হয়; এবং তৎপরিবর্ত্তে ইংরেজ প্রতি বৎসর সাড়ে সাঁইত্রিশ হাজার টাকা ভুটানকে প্রদান করিতে অঙ্গীকার করেন। ভুটান যদি আর কোনরূপ উপদ্রব না করে, ভুটানকে উহার দ্বিগুণ অর্থ পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে,—সন্ধি-সর্ত্তে ইহাও ইংরেজ স্বীকার করেন। এই সন্ধি অনুসারেই এখনও পর্য্যন্ত কার্য্য চলিতেছে। এখন ভুটান, ঐ হিসাবে ব্রিটিশ গবরমেণ্টের নিকট হইতে প্রতি বৎসর পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইয়া থাকেন। ইতিমধ্যে আর কোনও গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। এখন মিত্রতা বিদ্যমান।

নূতন রাজার অভিষেক।

এইবার নূতন রাজার কথা কহিব। যাঁহার অভিষেক উৎসব উপলক্ষ করিয়া ভুটানের অনেক কথাই কহিয়া ফেলিলাম, এইবার তাঁহার—ভুটানের সেই নূতন রাজার—একটু পরিচয় দিব। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে, ইংরেজের দুইটা কামান যখন ভুটানীরা অধিকার করিয়া লয়,—'দেব নাগ' তখন ভুটানের রাজা ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র। প্রথম পুত্র 'থিংলি', পশ্চিম ভুটানের অন্তর্গত 'পারোর' শাসনকর্ত্তৃত্ব 'পেন্‌লোপ'-পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিব্বত-যুদ্ধে 'ফারির' হত্যার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। দেব নাগের দ্বিতীয় পুত্র 'হুউজেং-ওয়াং-চং'; তিনি পূর্ব্ব-ভুটানের 'টনসার' 'পেন্‌লোপ' (শাসনকর্ত্তা) পদ প্রাপ্ত হন। দেব নাগের তৃতীয় পুত্রের নাম—'শ্রী অফেন ওয়াং চক্।' 'উইজেং-ওয়াং-চং'এর মৃত্যুর পর, তিনিই এখন "টন্‌সা পেন্‌লোপ" নামে পরিচিত; তিনিই এখন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত। এবং তাঁহারই রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত। অতঃপর দেখা যাউক, লোকের মনোরঞ্জনে কি উপায়ে তিনি রাজসিংহাসনের অধিকারী হইতে চলিয়াছেন। দেব নাগের যখন মৃত্যু হয়, অবসর বুঝিয়া, রাজার সম্বন্ধী রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহাকে বেশী দিন সিংহাসনে বসিতে হয় নাই; রাজা হওয়ার অল্পদিন পরেই তিনি নিহত হন। অতঃপর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে থিংলি মারা পড়েন। তদবধি রাজ-সিংহাসনের অধিকার-সম্বন্ধে বড়ই একটা গণ্ডগোল চলিতে থাকে; অনেক বিবাদ-বিসম্বাদ ও আত্মদ্রোহের সূত্রপাত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান এই 'টন্‌সা পেন্‌লোপ', কৌশলে সকলই দমন করেন। তাঁহারই চেষ্টায় দেশে এখন শান্তি সংস্থাপিত। সুতরাং দেশের

তিব্বতের তাসি লামা।



তিব্বতের প্রধান ধর্ম্মগুরু 'দলাই লামার' পরেই 'তাসি লামার' আসন। দলাই লামার ফটো এ পর্য্যন্ত কেহ লইতে পারেন নাই; কিন্তু তাসি লামার ফটো ইংরেজ সম্প্রতি লইয়াছেন। সেই ফটো হইতে এই চিত্র প্রকাশিত হইল। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কর্জ্জনের শাসন-সময়ে তিব্বতের সহিত ইংরেজের যে সন্ধি হয়, ভোটরাজ 'টন্‌সা পেন্‌লপের' চেষ্টায় এবং এই তাসি লামার ইচ্ছায়, তাহা সংসাধিত হইয়াছিল। সেই সন্ধি-সর্ত্তে ইংরেজ তিব্বতে বাণিজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; স্থির হইয়াছিল,—ইংরেজ ব্যতীত আর কোন ইউরোপীয় জাতির সহিত তিব্বত কোন সম্বন্ধ রাখিতে পারিবে না; তিব্বতের গ্যায়ন্‌সি সহরে ইংরেজের বাণিজ্য-কুঠী স্থাপিত হইবে। ইংরেজ এইরূপ আরও অনেক সুবিধা করিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু চীন-সম্রাট প্রতিবাদী হওয়ায়, সে সন্ধি এখন নাকচ হইতে চলিয়াছে। ইংরেজ এখন বাণিজ্য ভিন্ন আর কোন সম্বন্ধে তিব্বতকে আবদ্ধ রাখিতে পারিবেন না। তিব্বত এখন চীনের অধীন। ইংরেজের তিব্বত অভিযানের ব্যয় চীন-সম্রাট প্রদান করিবেন। ইংরেজ 'চুম্বি' উপত্যকা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবেন। তাসি লামা পূর্ব্ববৎ দ্বিতীয় ধর্ম্মগুরুর আসনেই সমাসীন আছেন; কিন্তু রাজনীতির সহিত তাঁহার আর তেমন সম্বন্ধ নাই।

(৭ পৃষ্ঠা।)

লোক এখন তাঁহাকেই রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। ছয় জন 'পেন্‌লোপ' এবং 'জোংপেংস্‌' ভুটানের প্রধান ব্যক্তি। তাঁহারা সকলেই একমত হইয়াছেন যে, এই 'টন্‌সা পেনলোপ' ভুটানের রাজা হন। প্রকারান্তরে 'টন্‌সা পেন্‌লোপই' এ পর্য্যন্ত ভুটানের রাজ-কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। 'পুণাখার' গ্রীষ্মাবাসে এইবার তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে চলিল। ইংরেজের সহিত 'টন্‌সা পেন্‌লোপের' যথেষ্ট মিত্রতা। বিগত 'তিব্বত মিশনে' তিনি ইংরেজের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, এবং সন্ধিসর্ত্তের মধ্যস্থতা করিয়াছিলেন; ব্রিটিশ-গবরমেণ্ট এই জন্য তাঁহাকে "কে-সি-আই-ই" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে, মিঃ ক্লড হোয়াইট, বড়লাট বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, তাঁহাকে ঐ উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিয়া আসেন। 'টন্‌সা পেন্‌লোপের' রাজ্যাভিষেকে ব্রিটিশ-গবরমেণ্ট আনন্দিত। 'টনসা পেনলোপ' বংশানুক্রমে ভুটানের রাজা হইলেন;—কি ইংরেজের, কি ভোটবাসীর, সকলেরই ইহাতে আনন্দ।

নূতন রাজার প্রতিকৃতি।

এই প্রসঙ্গের প্রথমেই 'টন্‌সা পেনলোপের' ফটোগ্রাফ-চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠক, দেখুন,—সেই ধীর-গম্ভীর সৌম্য-শান্ত বীরত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তি। এই পরাধীনতা-তমসাচ্ছন্ন সমগ্র ভারতে যে দুই একটী স্বাধীনতাদীপ এখনও মিটি মিটি জ্বলিতেছে, ভারতের ভোটরাজ্য তন্মধ্যে অন্যতম। ভোটরাজ্য এখনও সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। 'টন্‌সা পেন্‌লোপ' সেই স্বাধীন ভোটরাজ্যের অধীশ্বর। একবার স্বাধীনতা-সুখ-গর্ব্ব-মাখা সেই মূর্ত্তিখানি দেখ! কি বিরাট বিপুল দেহ! কি পূর্ণায়ত মুখমণ্ডল! কি জ্যোতিষ্মান্ নয়নদ্বয়! এখনও বিদেশীয় সাজ-পরিচ্ছদে তাঁহার দেহ কলঙ্কিত হয় নাই। স্বদেশী রাজ-পরিচ্ছদে কেমন সুন্দর মানাইয়াছে। ভোট-জাতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী—ইহাঁরা প্রায় জুতা ব্যবহার করেন না। তাই রাজার পায়েও জুতা নাই,—কি সুন্দর! স্বাধীনতা রক্ষার অস্ত্র তরবারি,—ঐ দেখুন,—তাঁহার কটিদেশে দোদুল্যমান। ইংরেজের সহিত ভোটরাজের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য। তিব্বত-অভিযানে ইহাঁর সহায়তা-লাভ না করিলে, ইংরেজের অভিযান-যাত্রা সুদূরপরাহত হইত; ইনি মধ্যস্থ না থাকিলে, লাসায় সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইত কিনা—সন্দেহ। এই সকল কারণে ইংরেজ ইহাঁর নিকট চিরঋণী।

শ্যাম রাজ্য।



স্বাধীনতার উষালোকে।

স্বাধীনতার উষালোকে প্রাচ্য প্রদেশ উদ্ভাসিত। জাপানের জয়ডঙ্কা বাজিয়াছে; চীনের জড়তা ভাঙ্গিয়াছে; ক্ষুদ্র যে শ্যামরাজ্য,—সেও জাগিয়া উঠিয়াছে! শ্যামের বর্ত্তমান অধিপতি, জাপানের পদাঙ্ক অনুসরণে, রাজ্যের বিবিধ উন্নতি-সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। বর্ত্তমান নৃপতির শাসনাধীনে শ্যামরাজ্য শনৈঃ শনৈঃ যেরূপ উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, জাপানের ন্যায় শ্যামের প্রতি জগতের দৃষ্টি শীঘ্রই আকৃষ্ট হইবে। আমরাও যে আজি শ্যামের বৃত্তান্ত পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহারও কারণ অন্য কিছু নহে; কারণ,—ভারতের এই দুর্দ্দিনে—'স্বরাজের' এই আকাশ-কুসুম কল্পনার কালে, অভ্যুত্থানশীল স্বাধীন রাজ্যের উন্নতির ইতিহাস পাঠ করিলে, সত্য সত্যই হয় ত, স্বরাজের পথ মানস-পটে প্রতিভাত হইতে পারে! জাপান উন্নতির উচ্চচূড়ায় আরোহণ করিয়াছে, তাই এখন জাপানের ইতিবৃত্ত সর্ব্বত্র সমাদৃত। শ্যাম ধীরে ধীরে অভ্যুদয়ের সোপানে অগ্রসর হইতেছে; তাই তাহার অভ্যুদয়-কাহিনী, অনেকেরই কৌতূহল উদ্দীপন করিতেছে। বিশেষতঃ শ্যাম-রাজ্যের বর্ত্তমান অধিপতি 'চুলালংকরণ' অধুনা * পাশ্চাত্য-দেশ পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের আচার-ব্যবহার শিক্ষা-দীক্ষা শৌর্য্যবীর্য্যাদির পরিচয় প্রত্যক্ষ করিতেছেন; তাহাতেও তাঁহার প্রতি সভ্য জগতের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "হীরক জুবিলী" (ষাট বার্ষিক রাজোৎসব) উপলক্ষে তিনি আর একবার ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। তখনও তাঁহার প্রতি সভ্য জগতের লক্ষ্য পড়িয়াছিল। জাপান, বিভিন্ন পাশ্চাত্যদেশের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া, তত্তৎ দেশের শৌর্য্য-বীর্য্য গুণগরিমার গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইয়া, স্বরাজ্যের সমূহ উন্নতি-সাধন করিয়াছেন। শ্যাম-রাজের দেশ-পর্য্যটনেরও সে উদ্দেশ্য কি না,—কে বলিতে পারে? তিনি অল্প দিন মধ্যে আপন রাজ্যের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সকল কার্য্যেই সাধারণের লক্ষ্য পড়িবে, সংশয় নাই। বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে শ্যামরাজ্যের আলোচনার সেও এক কারণ নহে কি?

আমীর ও জ।

শ্যামরাজের কথা কহিতে গেলে, প্রথমেই আফগানিস্থানের আমীরের কথা মনে পড়ে। রাজনৈতিক অধিকার হিসাবে দুই রাজ্যের সমান অধিষ্ঠান। ইংরেজীতে ঐ দুই রাজ্যকে "বফার ষ্টেট" (**Buffer State**) অর্থাৎ "মধ্যস্থ রাজ্য" বলে। ইংরেজীতে 'বফার' কথার অর্থ,—'আঘাত বা ধাক্কা সহকারী।'

* ১৩১৪ সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠের "বঙ্গবাসীতে" এই প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয়। এক্ষণে তাহাই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধটী যখন লিখিত হয়, শ্যামরাজ চুলালংকরণ তখন ইউরোপের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতেছেন, এবং সর্ব্বত্র সম্মান প্রাপ্ত হইতেছেন।

একখানি রেলগাড়ির সঙ্গে আর একখানি রেলগাড়ির সংঘর্ষের সময় উভয় গাড়ীর মধ্যস্থিত লৌহদণ্ডে প্রথমে ধাক্কা লাগে; সেই লৌহদণ্ডকে 'বফার' কহে; 'বফারে' আসিয়া সংযোগ হওয়ার পরই সংঘর্ষণের বেগ মন্দীভূত হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আফগানিস্থানের এবং শ্যাম-রাজ্যের সেই "বফারের" অবস্থা। একদিকে রুষ, অন্য দিকে ইংরেজ,—দুই দিকে দুই প্রবল বেগ; কিন্তু মধ্যে আফগান-রাজ্য বিরাজমান থাকায়, উভয় বেগকেই মন্দীভূত করিয়া রাখিয়াছে। ভারতে আসিতে হইলে রুষকে আগে আফগান-রাজ্য জয় করিতে হয়; ইংরেজেরও রুষ-রাজ্য আক্রমণ করিতে হইলে আগে আফগান-রাজ্য অধিকার করার আবশ্যক হয়। আফগান-রাজ্য এমনই সন্ধিস্থল অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। কি ইংরেজ, কি রুষ, সন্ধিসর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া কেহই এখন সে সন্ধিক্ষেত্র অধিকার করিতে পারিতেছেন না। শ্যামরাজ্যও এইরূপ দুই শক্তির সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। এসিয়া মহাদেশে আফগানিস্থান ও শ্যাম-রাজ্য যেরূপ "বফার ষ্টেট"—মধ্যস্থ রাজ্য, ইউরোপে 'বেলজিয়ম' এক্ষণে সেইরূপ 'বফার' রাজ্য। শ্যাম-রাজ্যের এক দিকে ফরাসী, অন্য দিকে ইংরেজ,—দুই দিকে পৃথিবীর দুই প্রধান শক্তি সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে, অথচ কেহই অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। ইংরেজ ও ফরাসীর তীব্র তাপের মধ্যে শ্যাম-রাজ্যটী স্নিগ্ধ সলিল-রাশির ন্যায় শোভমান আছে। উভয়ের ক্লেদ, শ্যাম-সন্নিধানে উপনীত হইলেই বিলীন হইয়া যায়। দুই শক্তির মধ্যগত বলিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্যাম-রাজ্য ও আফগান-রাজ্যের মধ্যে সৌসাদৃশ্য থাকিলেও, উভয় রাজ্যের প্রকৃতিগত পার্থক্য সম্পূর্ণ বিদ্যমান। শ্যাম-রাজ্য সমুদ্র-তীরবর্ত্তী; সুতরাং নৌশক্তি-বৃদ্ধির উপযোগী। আফগানরাজ্য দেশ-মধ্যবর্ত্তী, সুতরাং নৌশক্তি সঞ্চালনে অসমর্থ। কাবুলের আমীর, ইংরেজের নিকট হইতে সমুদ্র-তীরবর্ত্তী কোনও বন্দর প্রাপ্ত হইবার জন্য বহুদিন হইতে চেষ্টা পাইতেছেন; কিন্তু সে সুযোগ তাঁহার ঘটিতেছে না। অথচ, শ্যামরাজ্যে সে সুযোগ প্রকৃতি আপনিই করিয়া রাখিয়াছেন। সে পক্ষে শ্যামরাজ্য জাপানের পথ অনুসরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। শ্যাম-রাজ্যের সমুদ্রতীরবর্ত্তী অধিকার-সমূহ, তাহার অভ্যুদয়ের প্রধান সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সীমা-পরিমাণ ও লোকসংখ্যা।

ভারতবর্ষ এবং চীন-সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে 'ইন্দু-চীন' উপদ্বীপ অবস্থিত। শ্যামরাজ্য সেই ইন্দু-চীনের অন্তর্গত। উত্তর ও পশ্চিমে ব্রহ্মদেশ; পূর্ব্বে ফরাসী অধিকৃত কাম্বোডিয়া, কোচিন চায়না প্রভৃতি রাজ্য-সমূহ; এবং দক্ষিণে শ্যাম-উপসাগর; এই চতুঃসীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ শ্যামরাজ্য নামে অভিহিত। শ্যামরাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত; উচ্চ (অপার) শ্যাম, এবং নিম্ন (লোয়ার) শ্যাম। মালয় উপদ্বীপের কিয়দংশ নিম্ন-শ্যামের অন্তর্গত; তত্রত্য কেদা, পাটানী, কেলানটান এবং ত্রিণগণু প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য তদ্দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন নৃপতিগণের শাসনাধীন হইলেও, তাঁহারা সকলেই শ্যাম-রাজের প্রাধান্য স্বীকার করেন। মালয়ের দক্ষিণে ব্রিটিশ-রক্ষিত 'পেরাক' এবং 'পাহাং' রাজ্য। শ্যামরাজ্যের পরিমাণ ২ লক্ষ ২০ হাজার বর্গ মাইল; পঞ্জাবের প্রায় দ্বিগুণ। লোক-সংখ্যা (১৯০৫ খৃষ্টাব্দের গণনাক্রমে) ৬৬ লক্ষ, ৮৬ হাজার। তন্মধ্যে খাঁটি শ্যামদেশী ১৭ লক্ষ, ৫০ হাজার; মালয় ও চীনদেশী ২০ লক্ষ। ব্রহ্মদেশী এবং হিন্দুর সংখ্যাও অল্প

নহে। এতদ্ব্যতীত ইউরোপের এবং আমেরিকারও প্রায় সহস্রাধিক লোক শ্যাম-রাজ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকে। শিখ, আরব, ইহুদী, পার্শী এবং অন্যান্য জাতিও অল্পাধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

নদ-নদী পর্ব্বত-হ্রদ।

শ্যাম-রাজ্যের প্রধান নদী 'মিনাম' (অর্থ 'জলের জননী')। এই নদীর জলে প্রায় সমগ্র দেশের উর্ব্বরতা সাধিত হয়। নদীর দুইটী প্রধান শাখা 'শান'-পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আরও বহু শাখা-প্রশাখা এই নদীতে মিলিত এবং ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর, দুইটী প্রধান শাখায় বিভক্ত হইয়া, উহা শ্যাম-উপসাগরে গিয়া মিলিত হইয়াছে। সেই দুই প্রধান শাখার একটীর নাম পূর্ব্ব-শাখা বা 'ব্যাঙ্কক নদী', অপরটী পশ্চিম-শাখা বা 'ট্যাচীন নদী'। মিনাম নদীতে স্রোতের বেগাধিক্য নাই: উহাতে পাঁচ শত মাইল পর্য্যন্ত অনায়াসে নৌকাদি চলিতে পারে। বঙ্গ-দেশে গঙ্গা প্রভৃতি নদীর বন্যায় পলি পড়িয়া জমীর উর্ব্বরতা-সাধন করে; 'মিনাম' নদীর বন্যায়ও শ্যামদেশের উর্ব্বরতা সাধিত হয়। তবে প্রতি বৎসরই যে বন্যা সমান হয়, তাহা নহে। বন্যা কম হওয়ায় কখনও কখনও শস্যহানি হয়; আবার বন্যাধিক্যে কখনও কখনও দেশের পশ্বাদি ভাসাইয়া লইয়া যায়। 'মেকং' নামক আর একটী প্রসিদ্ধ নদী, শ্যামরাজ্যের পূর্ব্বসীমান্তে অবস্থিত। এই নদীর দৈর্ঘ্য ১৬০০ মাইল; কিন্তু স্রোত এতই প্রবল যে, ক্বচিৎ এই নদীতে নৌকাদি এই চলিতে পারে। শ্যামদেশের নদ-নদী মৎস্যে পরিপূর্ণ। বন্যার সময় কৃষিক্ষেত্রে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ উঠে; এবং জল কমিলে লোকে রাশি রাশি মৎস্য ধরিয়া থাকে। শ্যামরাজ্যের প্রধান হ্রদের নাম 'তালে সাপ' (অর্থাৎ 'বৃহৎ হ্রদ'); শ্যাম এবং কাম্বোডিয়ার মধ্যে এই হ্রদ অবস্থিত। এই হ্রদের দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০ মাইল; প্রশস্ত প্রায় ১৫ মাইল। এই হ্রদ মৎস্যে পরিপূর্ণ। এই হ্রদে মৎস্য ধরিবার জন্য হ্রদের উপর কাষ্ঠাদির গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া মৎস্য-জীবিগণ নিয়ত অবস্থান করে। শ্যাম-রাজ্যের উত্তর এবং পশ্চিমাংশে পর্ব্বতমালা পরিদৃষ্ট হয়। পর্ব্বতাদির উচ্চতা প্রধানতঃ ৫০০ ফিট হইতে ১০০০ ফিট; উত্তরাংশের কোনও কোনও পর্ব্বতের উচ্চতা ৫০০০ ফিট পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কয়েকটী পর্ব্বতের নাম,—'নোমৃ-ডাং-বেক', 'মাউন্ট প্যাংচক', 'লুয়াং-প্রবাং', ইত্যাদি। উচ্চতায় না হউক, পুণ্যক্ষেত্র-হিসাবে একটী পর্ব্বত শ্যামরাজ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। সেই পর্ব্বতের নাম—'প্রভাত-পর্ব্বত'। শ্যামদেশে উহা এক দ্রষ্টব্য সামগ্রী।

জল-বায়ু-স্বাস্থ্য।

শ্যাম-রাজ্য এবং ভারতবর্ষ বিষুব রেখা হইতে প্রায় সমান দূরে সম-ক্ষেত্রে অবস্থিত। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় উষ্ণতা শ্যামরাজ্যে বিরল। ফাল্গুনের শেষার্দ্ধ হইতে বৈশাখের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত দুই মাস কাল শ্যামরাজ্যে গ্রীষ্মাধিক্য অনুভূত হয়। তৎপরেই বর্ষারম্ভ। আশ্বিনের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ মাস বর্ষাকাল। অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি শীত আরম্ভ হয়। মাঘ মাসের মাঝামাঝিতে শীতের শেষ। অবশিষ্ট কয়েক মাস, শুষ্কতা ও আর্দ্রতার সন্ধিক্ষণ বলিলেও বলা যায়। বর্ষার কয়েক মাস শ্যামরাজ্য বড়ই অস্বাস্থ্যকর। কতক বৃষ্টির জলে, কতক বন্যায়, দেশের অধিকাংশ স্থান ভাসিয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া, রক্তামাশয় ও ওলাউঠা প্রভৃতির প্রকোপ বৃদ্ধি

পায়। তাহাতে এক এক সময় শ্যামদেশে মৃত্যুর হার বড়ই বাড়িয়া যায়; লোকসংখ্যা হঠাৎ কমিয়া পড়ে। শীত ও গ্রীষ্মকালে দেশের স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

জীব-জন্তু ও উৎপন্ন দ্রব্য।

হস্তীর জন্য শ্যামরাজ্য বিশেষ প্রসিদ্ধ; শ্যামরাজ্যে অসংখ্য হস্তী ইতস্ততঃ বিচরণ করে; লোকে অল্প আয়াসেই তাহাদিগকে ধরিতে পারে, পোষ মানাইয়া লয়, এবং দেশ বিদেশে চালান দেয়। 'লেও' প্রদেশে এবং 'আজুথিয়ার' নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রায়ই বন্যহস্তী ধরা হয়। শ্যামদেশের 'শ্বেত হস্তীর' কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন; আমাদের দেশের গো-পূজার ন্যায়, শ্যামদেশের অধিবাসীরা দেবতা-জ্ঞানে শ্বেত-হস্তীর পূজা করিয়া থাকে। শ্যামদেশে হস্তীতে চড়িবার প্রথা এদেশ হইতে স্বতন্ত্র; ইঙ্গিত করিলে, হস্তী আপনার সম্মুখের পায়ের হাঁটু বাঁকাইয়া ফেলে এবং সেই হাঁটুর উপর পা দিয়া লোকে হস্তীতে আরোহণ করে। শ্যামরাজ্যের হস্তী প্রধানতঃ মন্থরগতি; তজ্জন্য অশ্ব ও অশ্বতর প্রভৃতির দ্বারাই লোকে দ্রব্যাদি বহন করাইয়া থাকে। শ্যামদেশে মহিষের দ্বারা জমীতে চাষ দেওয়া হয়। ষাঁড়ে কখনও কখনও গাড়ি টানিয়া থাকে। ব্যাঘ্র, গণ্ডার এবং ভল্লুক শ্যামদেশের অরণ্যে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। 'পেরিয়া' কুকুর প্রচুর; অনেক গ্রামে ও নগরে ঐ সকল কুকুরের দ্বারাই মেথরের কাজ সাধিত হয়। শ্যামরাজ্যের অধিকাংশ প্রদেশ নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সেগুণগাছ অসংখ্য। বৎসরে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার সেগুণ কাঠ বিদেশে রপ্তানি হয়। দেশে চাউল পর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। দেশের লোকের অভাব পূরণ করিয়াও, বৎসর প্রায় দুই কোটী টাকার চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। আম্র, কদলি এবং ভারতবর্ষের ন্যায় অন্যান্য ফলও শ্যামদেশে যথেষ্ট জন্মে। 'ম্যাঙ্গোষ্টিন' এবং 'ডুরিয়ান' শ্যামদেশের প্রসিদ্ধ ফল। খনিজ পদার্থের মধ্যে টিন, লৌহ, 'রুবি'-প্রস্তর, লবণ প্রসিদ্ধ। নদীর বালুকণার মধ্যে স্বর্ণ সংগৃহীত হয়। চীন-দেশীয়েরা, ব্রহ্মদেশবাসীরা এবং অন্যান্য বহু বৈদেশিক জাতি, শ্যামরাজ্যে খণিজ পদার্থ সংগ্রহে নিযুক্ত আছে। ঐ সম্বন্ধে অনেক যৌথ কারবারও এক্ষণে প্রতিষ্ঠিত।

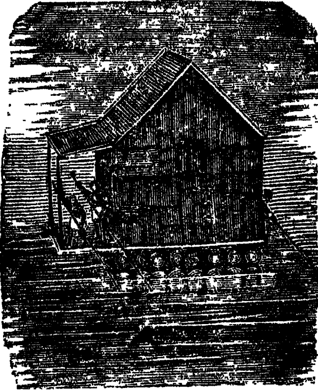
রাজধানী প্রভৃতি।

শ্যামরাজ্যের রাজধানীর নাম 'ব্যাঙ্কক' নগর। এই নগর 'মিনাম' নদীর তীরে সমুদ্র হইতে ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৫০ হাজার। এই সহরে নানা জাতীয় লোকের বসতি। পূর্ব্বের একটা হিসাবে দেখা যায়,—তখন পাঁচ শত ইউরোপীয়ের মধ্যে ২০০ শত ইংরেজ, ১৯০ জর্ম্মাণ, ৫০ জন ডেনীয়, ঐ নগরে বাস করিতেন। এখন ঐ সকল জাতির সংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য প্রধান নগরের নাম 'আজুথিয়া', 'চাংটাচুন', 'চেংমাই', 'কোরাট', 'পেচাবুড়ি', 'সিন্দোরা,' ইত্যাদি। 'আজুথিয়ায়' প্রথমে রাজধানী ছিল। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশীয়েরা ঐ নগর লুণ্ঠন করে; সেই কারণে এবং অন্যান্য নানাদুর্দ্দৈব-বশতঃ আজুথিয়া হইতে রাজধানী উঠিয়া আসে। তদবধি 'ব্যাঙ্কক' সহরই শ্যাম-রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 'মিনাম' নদী হইতে ব্যাঙ্কক সহরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, প্রথমেই একটী সুন্দর মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়। রাজপ্রাসাদ একটু দূরে;—ঐ মন্দিরের প্রতি সম্মুখ করিয়া নির্ম্মিত। নদী হইতে রাজপ্রাসাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাসাদের চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাহার বেড়

প্রায় এক মাইল। প্রাসাদের গণ্ডীর মধ্যেই রাজকীয় আপিস এবং সেনা-নিবাসের সমাবেশ আছে। প্রাসাদের প্রাচীরের প্রায় অর্দ্ধ মাইল অন্তরে খাস 'ব্যাঙ্কক সহর' আর একটী নূতন প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই সহরের মধ্যে এবং প্রাচীরের বাহিরে আজিকালি সরকারী অনেক নূতন বাড়ী প্রস্তুত হইতেছে; এবং সহরের শোভা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সহরের প্রধান রাজপথের দুই পার্শ্বে পাশ্চাত্য পদ্ধতিক্রমে দোকান-পাট ও বাড়ী-ঘর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাত্রিতে বিদ্যুতালোকে রাজপথ আলোকিত হয়। ভারতবর্ষের ন্যায় রাজপথে ঘোড়গাড়ি এবং গরুর গাড়ি সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। 'রিক্সা' নামক মানুষে-টানা গাড়ি, চীন মজুরে টানিয়া থাকে। দ্বিচক্রযানও সময় সময় দেখা যায়। প্রাচীর-বেষ্টিত নগরের পর, বৈদেশিক প্রতিনিধিগণের আবাস-ভবন, ব্যবসায়ীদিগের কুঠী, জেঠী, গুদাম, কল-কারখানা ইত্যাদি। ফলতঃ নদীর পূর্ব্বধারে এই সহরের দৈর্ঘ্য ৬ মাইলের কম নহে। কলিকাতা প্রভৃতির ন্যায় বিদ্যুতের 'ট্রামও' এখন ব্যাঙ্ককের রাজপথে চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। সহরের মধ্যে রাজপ্রাসাদ, রাজোদ্যান, রাজকীয় যাদুঘর প্রভৃতি দ্রষ্টব্য সামগ্রী। নদীর পশ্চিম তীর, পূর্ব্ব তীরের ন্যায় সমৃদ্ধ বা কোলাহলপূর্ণ নহে; কিন্তু নদীগর্ভ বড়ই অভিনবত্বপূর্ণ।

ভাসমান ভবন।

নদীর মধ্যে প্রধান দ্রষ্টব্য—ভাসমান ভবন। মিনাম নদীতে—ব্যাঙ্কক সহরের পার্শ্বে—স্তরে স্তরে ভাসমান ভবন সজ্জিত রহিয়াছে। এই সকল বাড়ী রকম রকম। কোনটীর সমস্তই কাষ্ঠে নির্ম্মিত। কোনটী, কাঠের বা তালের ডোঙার উপর মাচান বাঁধিয়া, তদুপরি তাল বা খেজুরের পাতায় চাল খাটাইয়া, প্রস্তুত হইয়াছে। এমন একটি আধটি নহে; নদীর উপর নদীর দুই ধারে সারি সারি এইরূপ ভাসমান ভবন দেখিতে পাওয়া যায়। শ্যামের লোক, ঐ সকল বাড়ীতে, জলের উপর বাস করিতে ভালবাসে। প্রতি বাড়ীতে প্রায় একটী করিয়া বারাণ্ডা থাকে। ছেলে-পিলে পড়িয়া না যায়,—এজন্য বারাণ্ডার চারিধারে 'রেলিং' দেওয়া হয়। নিকটস্থ একবাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে যাতায়াত আবশ্যক হইলে, তক্তা ফেলিয়া যাতায়াত করে। ফেরীওয়ালাদের নৌকা, ঐ সকল বাড়ীর বারাণ্ডায় আসিয়া জিনিস-পত্র বিক্রয় করিয়া যায়। এই ভাসমান ভবন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা যায়। এক একটী ভাসমান ভবনে গৃহস্থগণ, পিতা পিতামহ প্রভৃতি সহ বসবাস করেন। ঐ বাড়ীতেই লোকের সন্তান-সন্ততি হয়; ঐ বাড়ী হইতেই তাহারা লালিত পালিত শিক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়।



[মিনাম নদীর একটী ভাসমান ভবনের চিত্র উপরে প্রদত্ত হইল। দুই ব্যক্তি 'লগী' দিয়া জলের উপর তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে।]

আমোদ-প্রমোদ।

শ্যামদেশে নানা-প্রকার আমোদ-প্রমোদের পদ্ধতি প্রচলিত আছে। বাজীকরেরা সুদক্ষ এবং নির্ভীক। ২০ ফিট (তের চোদ্দ হাত) উচ্চ বাঁশের উপরে উঠিয়া তাহারা নানা ক্রীড়া প্রদর্শন করে। জুয়াখেলার আড্ডা অনেক।

মোরগের লড়াইয়ে বাজী, ক্রিকেট খেলায় বাজী, ঘুড়ী উড়ানয় বাজী,—বাজী সর্ব্বদাই দেখা যায়। স্ত্রী এবং পুরুষে দুই দিকে দুই দল বাঁধিয়া, সময় সময় ঘুড়ীর লড়াই বাধাইয়া দেয়। লোকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া দেখে,—কে হারে—কে জিতে! শ্যামরাজের থিয়েটারের বড়ই ধুম। বালক বৃদ্ধ-যুবকযুবতী সকলেই থিয়েটারের আমোদ উপভোগ করে। থিয়েটারের অনেক পালাই "রামায়ণ" ও "মহাভারত" হইতে গৃহীত হয়। এক একটী পালা এত বড় হয় যে, ক্রমাগত পনের দিন রাত্রিতে অভিনয় হইয়াও পালা শেষ হয় না। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই অভিনয় করে। অভিনেত্রীদিগের বড়ই রব-রবা! শ্যামদেশের থিয়েটারে নাচের বড়ই ধুম ব্যাপার। অভিনেত্রীরা বালিকা বয়স হইতে হাত-পা বেঁকাইয়া নাচ অভ্যাস করে। একটী অভিনেত্রীর বেশভূষার পরিচয়-স্বরূপ এক প্রতিকৃতি পার্শ্বে প্রদত্ত হইল।



[শ্যামদেশের এক জন প্রধান অভিনেত্রী অভিনয়োপযোগী বেশ-ভূষায় সজ্জিত।]

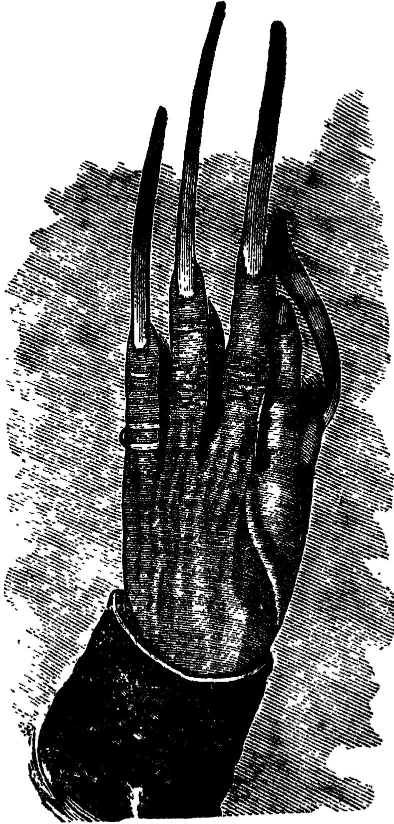
আকৃতি প্রকৃতি ও ভিন্ন ভিন্ন জাতি সহিত
বেশভূষা।

পরস্পরের মধ্যে হয়। তবে প্রধানতঃ তাহারা মধ্যায়তন। চীনাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু মালয়বাসীদের অপেক্ষা সুন্দর। নাসিকা অল্প চেপ্টা; ঠোঁট দুটী একটু বাহির করা; গাল দুইটীর নিকট মুখটা একটু প্রশস্ত; মাথার উপরিভাগটা একটু ছুঁচলো; চিবুক ছোট; চুল কালো, কিন্তু মসৃণ নহে। শ্যামবাসীরা দাড়ি রাখিতে ভালবাসে না। দাড়ি একটী একটী করিয়া তুলিয়া ফেলে; কদাচ বাড়িতে দেয় না। পার্শ্বে দুই জন শ্যামবাসীর চিত্র প্রদত্ত হইল; তাহাতে তাহাদের আকৃতির ও পরিচ্ছদের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। শ্যামবাসীদের সাধারণ পরিচ্ছদ—তুলার একখানা লম্বা রঙ্গীন কাপড়। কোমর হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত



[শ্যাম দেশের দুই জন লোক রাজপথে চলিয়াছে।

জড়াইয়া কাপড়ের খুঁট দুইটা, পরস্পর পেছুনের দিকে বাঁধিয়া রাখা হয়। তাহারা মাথায় কিম্বা গায়ের উপর অন্য কোনও আবরণ দেওয়ার আবশ্যকতা মনে করে না। তাহাদের হাঁটু এবং পা সম্পূর্ণরূপ অনাবৃত থাকে। সাধারণ লোকের এই পদ্ধতি। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সময় সময় জুতা পায়ে দেন; কিন্তু প্রায়ই চটী জুতা। তাঁহারা সাধারণতঃ স্কন্ধের উপর একখণ্ড বস্ত্র ঝুলাইয়া রাখেন; কখনও বা সেই বস্ত্রখণ্ড মাথার পাগড়ীরূপে ব্যবহার করেন। যুবতী স্ত্রীলোকেরা, কখনও কখনও বক্ষাবরণরূপে রেশমের রুমাল ব্যবহার করেন; কিন্তু বিবাহের পর অনেক সময় সে আবরণ পরিত্যক্ত হয়। কোমরের উপরের শরীরটা অনাবৃত রাখায়, স্ত্রী-পুরুষ কেহই লজ্জা বা বেয়াদবি মনে করে না। রৌদ্রের সময় স্ত্রী-পুরুষ সকলেই মাথায় তালপত্রের এক একটা 'টোপর' বা টুপি ব্যবহার করে; তাহা কতকটা আমাদের দেশের কৃষকদের 'টোকার' ন্যায়। রাজ-দরবারে বা কোনও বিশিষ্ট স্থানে যাইতে হইলে, দেশের প্রধান ব্যক্তিগণ বহুমূল্য পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করেন। সে বেশভূষা অবশ্য স্বতন্ত্র; কতকটা ঢিলা আলখেল্লার ন্যায়; ঘাড়ের এবং বুকের সঙ্গে তাহা জড়ান থাকে। পাশ্চাত্যের অনুকরণে সাহেবী পোষাকও এখন চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রমজীবীরা কাজকর্ম্মের জন্য বাধ্য হইয়া নখ কাটিয়া থাকে। কিন্তু বড়-মানুষেরা সহসা নখ কাটেন না। নখ যত বড় হইবে, ততই বড়-মানুষের চিহ্ন প্রকাশ পাইবে,—ইহাই তাঁহাদের ধারণা। আজকাল এ ধারণা কমিয়াছে বটে; কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টান-মিশনরীগণ আনামের এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নখের একটা চিত্র লইয়াছিলেন। তাঁহাদের লিখিত বিবরণে দেখা যায়, নখ বৃদ্ধির জন্য সে দেশের লোকে নখের উপর শূকরের চর্ব্বি প্রভৃতি ঘর্ষণ করিয়া থাকে; এবং পাছে নখ ভাঙ্গিয়া যায়—সেই আশঙ্কায় নখের জন্য রূপার বা সোণার আবরণ-পাত্র প্রস্তুত করিয়া লয়।



[এক জন বড় লোকের হাতের নখ।]

সামাজিক আচার-ব্যবহার

বালক-বালিকার মস্তক মুণ্ডন, শ্যামদেশে প্রধান সামাজিক উৎসব মধ্যে গণ্য। বার বৎসর বয়সের পূর্ব্বে চুল ছাটিবার নিয়ম নাই। তৎপূর্ব্বে যদি কাহারও চুল কাটা হয়, বালক পাগল বা অপদেবতা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে,—এই আশঙ্কায় তাহার পিতামাতা সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকেন। শুভদিনে চূড়াকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন

হয়; ঐ দিনে আত্মীয়-স্বজনকে আমন্ত্রণ করিয়া চর্ব্বচূষ্য আহার করাইতে হয়; এবং অবস্থা-অনুসারে বাড়ীতে যাত্রা-থিয়েটার নাচ-গান দেওয়া হয়। রাজকুমারদিগের মস্তক-মুণ্ডনে জাঁকজমকের অবধি থাকে না। থিয়েটার ও নাচগানে নগর পরিপূর্ণ হয়। মস্তক মুণ্ডনের পরই বিবাহ ব্যাপার। পুরুষের ২৪ বৎসর এবং স্ত্রীলোকের ১৪ বৎসর,—ইহাই বিবাহের নির্দ্দিষ্ট কাল। পাত্র ও পাত্রী নির্ণয়, সম্বন্ধে শ্যামদেশের অভিনব প্রথা! তথায় প্রতি ১২ বৎসরের ১২টী নাম আছে; যথা ইন্দুর, গাভী, ব্যাঘ্র ইত্যাদি। যে যে বৎসর যাহাদের জন্ম, সেই সেই বৎসর ধরিয়া তাহাদের 'ইন্দুর', 'গরু' ইত্যাদি পর্য্যায় হয়। বিবাহের সময় কন্যা ও পাত্রের সেই পর্য্যায় মিলাইয়া বিবাহ দেওয়াই রীতি; অর্থাৎ ইন্দুরের সঙ্গে ইন্দুরের ইত্যাদি। অসম পর্য্যায়ের বিবাহে কন্যা বা পাত্রের অমঙ্গল ঘটিতে পারে,—ইহাই শ্যামবাসীদিগের বিশ্বাস। আমাদের দেশে যেমন বিবাহের সময় "গণ" মিলান হয়, এবং 'রাক্ষস' গণের সহিত যেমন 'নর' গণের বিবাহ দেওয়া হয় না, ইহাও কতকটা সেই রকমের মনে হয়। শ্যাম দেশে বহুবিবাহ প্রচলিত; বিশেষতঃ বড়লোকদিগের মধ্যে। শ্যামের বর্ত্তমান রাজার পিতা ভূতপূর্ব্ব শ্যামরাজ 'মংকূটের' ৭০০ শত বিবাহিতা পত্নী * ছিল। তঁহার ৩৫টী মহিষীর গর্ভে ৮৪টী সন্তান † জন্মে। বর্ত্তমান শ্যামরাজ চুলালংকরণেরও বিবাহিতা পত্নীর সংখ্যা ৮৪ চুরাশীটি; পুত্র কন্যা ৭০টির উপর ‡। বহু বিবাহের প্রকৃষ্ট নিদর্শন, আর কি হইতে পারে?

ধর্ম্মকর্ম্ম ও উৎসবাদি।

শ্যামবাসীরা পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিল। প্রমাণ পাওয়া যায়, এক সময়ে কাম্বোডিয়া রাজ্যে, হিন্দু-প্রাধান্য বিস্তৃত হইয়াছিল। এখনও তথায় বহু হিন্দু-দেবদেবীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। শ্যামদেশ এখন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। তবে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব এখনও দেশ হইতে একেবারে দূরীভূত হয় নাই। কৃষকদের বহু ক্রিয়াকর্ম্মে এবং রাজার অভিষেক প্রভৃতি উৎসবে এখনও ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল ক্ষেত্রে, বৌদ্ধ-পুরোহিতদিগের অপেক্ষাও ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের সম্মান লক্ষিত হয়। অপরাপর বিষয়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্যই বিদ্যমান। দেশের সর্ব্বত্রই বৌদ্ধ-মন্দির ও বৌদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ, ধর্ম্ম-শিক্ষা দিয়া দেশে দেশে বিচরণ করেন। তাঁহাদের পরিধানে হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্র; এক হাতে পাখা, অন্য হাতে দণ্ড; গলায় ভিক্ষাপাত্র দোদুল্যমান; মুখ শ্মশ্রুগুম্ফবিহীন; মস্তক মুণ্ডিত। একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রতিকৃতি পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। শ্যামদেশে বৌদ্ধদিগের বহু উৎসব। জন্মতিথি নববর্ষ, সূর্য্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, পরিচ্ছদ-বিতরণ, বর্ষোৎসব, দীপোৎসব প্রভৃতি উৎসবে, সময় সময় দেশ মত্ত হইয়া উঠে। বর্ষা অন্তে পরিচ্ছদ-বিতরণ উৎসবে বড়ই জাঁকজমক হয়। রাজা স্বয়ং পারিষদবর্গসহ ঐ সময় প্রধান প্রধান মন্দির-

* ১৭ই জুলাইয়ের "ইণ্ডিয়ান মিরর" (Indian Mirror, 17th July, 1907) অতিরিক্ত পত্র দ্রষ্টব্য।
† "শ্যামরাজ্য ও তাহার অধিবাসিগণ" (Siam and its People) নামক ইংরাজী পুস্তক "বিবাহ" প্রসঙ্গ।
‡ ১৯এ জুলাইর "বেঙ্গলী" (Bengalee, 19th July, 1907).

সমূহ দর্শন করিতে যান; এবং সেই উপলক্ষে বহু বস্ত্রাদি দান করেন। সে সময় রাজার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ ষাট খানা শাস্ত্রীর নৌকা গমন করে; এবং দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার অনুসরণ করেন। সে এক বিরাট সমারোহ ব্যাপার। উৎসবের আর এক সমারোহ ব্যাপার—"প্রভাত-পর্ব্বতে।" প্রভাত পর্ব্বতে ভগবান বুদ্ধদেবের চরণচিহ্ন আছে;—তাহা দেখিবার জন্য সেখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়, 'প্রভাতে' সর্ব্বদাই সমারোহ ব্যাপার লাগিয়া আছে। "প্রভাত"-পর্ব্বত বৌদ্ধগণের পূজার সামগ্রী। ঐ পর্ব্বতের উপর সাত-তলা এক শ্বেত-মন্দির আছে। 'বুদ্ধ-পদ' সেই মন্দিরের মধ্যে অবস্থিত। ঐ 'বুদ্ধ-পদ' চারি-ফিট দীর্ঘ এবং দেড় ফিট প্রস্থ। (অর্থাৎ প্রস্থে এক হাত, দৈর্ঘ্যে আড়াই হাতেরও অধিক।) প্রভাত-পর্ব্বতের এই বুদ্ধ-পদের ন্যায় লঙ্কাদ্বীপে একটী 'বুদ্ধপদ' আছে। লঙ্কাদ্বীপের সর্ব্বোচ্চ পাহাড়ের নাম—'শ্রীপদ'। তথায় বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন আছে বলিয়া, সেই পর্ব্বতও বৌদ্ধসম্প্রদায়ের পূজনীয়।



[এক জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রতিকৃতি।]

রাজ্যের ইতিবৃত্ত

শ্যামের অধিবাসীদের নিকট শ্যামরাজ্যের নাম "মাঙ টাই" অর্থাৎ "স্বাধীন রাজ্য"। বর্ত্তমান রাজ-বংশের আদিপুরুষ 'প্রা-জোদ-ফা' ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই রাজধানী ব্যাঙ্কক নগরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পূর্ব্বের বৃত্তান্ত বিশদরূপে সংগৃহীত হওয়া বড়ই আয়াস-সাধ্য; সে ইতিবৃত্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন। প্রতিপন্ন হয়, ৫০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের কোনও হিন্দুরাজ্য শ্যামরাজ্যে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার-পূর্ব্বক কাম্বোডিয়া-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তবে কোন সময় হইতে কোন সময় পর্য্যন্ত শ্যামদেশ হিন্দুরাজ্য ছিল, তাহার বিশেষ কোনও ইতিহাস পাওয়া যায় না। ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে শ্যামদেশ বৈদেশিক অধীনতার পাশ ছিন্ন করে। অতঃপর কাম্বোডিয়া ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। সেই সময় 'আজুথিয়ায়' রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং টাভয়, টেনাসিরাম ও সমগ্র মালয় উপদ্বীপে শ্যামরাজের অধিকার বিস্তৃত হয়। তদবধি ক্রমাগত পাঁচ শত বৎসর কাল বিভিন্ন

শক্তির সহিত সমরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকাশ করিয়া, আপনার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, এক্ষণে শ্যামরাজ্য পৃথিবীর একটী প্রধান শক্তির মধ্যে পরিগণিত হইতে চলিয়াছে। ইউরোপীয় জাতির মধ্যে প্রথমে পর্তুগীজ জাতি শ্যামরাজ্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন। ১৫১১ খৃষ্টাব্দে আলবুকার্ক 'মালাক্কা' দ্বীপ জয় করিয়া শ্যামরাজ্যের সহিত সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হন। সপ্তদশ শতাব্দীতে, প্রথমে দিনেমারগণের এবং তৎপরে ইংরেজগণের সহিত শ্যামরাজ্যের সম্বন্ধ হয়। ইংলণ্ড ও শ্যামদেশের মধ্যে সম্বন্ধ-স্থাপন বিষয়ে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের সহিত শ্যামরাজের যে চিঠিপত্র চলিয়াছিল, তদনুসারে (১৬১২ খৃষ্টাব্দে) ইংরেজের একখানি জাহাজ আজুথিয়ায় প্রথম উপস্থিত হয়। শ্যামরাজ অভ্যাগতের অভ্যর্থনা করেন। এই সময়ে কতকগুলি ইংরাজ, শ্যামরাজের কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত হন। ইহার পর, 'ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' আমলে, লোভপরতন্ত্র হইয়া, ইংরেজ শ্যামদেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু তাহার পরিণাম-ফল বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়; ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে 'মারগুই' নামক স্থানে বহু ইংরেজের হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়, এবং তৎপর বৎসর আজুথিয়া হইতে ইংরেজের বাণিজ্য-কুঠী উঠিয়া যায়। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে গ্রীকজাতি এবং চতুর্দ্দশ লুইর রাজত্ব-সময়ে ফরাসী জাতি, শ্যামরাজ্যে দূত-প্রেরণ করেন। শ্যামরাজ্য হইতেও ঐ দুই দেশে দূত প্রেরিত হয়। ইহার পর কিছুকাল গৃহযুদ্ধে এবং বৈদেশিক সমরে শ্যাম-রাজ বিব্রত হইয়া পড়েন। শেষে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে "ফ্রা-নাং-ক্লাড" শ্যামের সিংহাসনে অধি-রোহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতা 'মহামংকুট' রাজা হন। তিনি ১৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া ছিলেন। তাঁহার শাসন-সময়ে শ্যামদেশের বহু শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। তাঁহারই পুত্র—শ্যামের বর্ত্তমান অধিপতি—"চুলালাংকরণ।" ইহাঁর পুরা নাম প্রকাণ্ড। সচরাচর ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত নাম—"ফ্রা পরমিন্দ্র চুলালংকরণ।"

বর্ত্তমান অধীশ্বর। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর চুলালংকরণের জন্ম হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর ইনি রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই নূতন রাজার রাজত্বে শ্যামের অশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। শ্যামদেশে পূর্ব্বে দাস-বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল; এই নূতন রাজা সেই প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন। রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে উৎকোচ-গ্রহণের আধিক্য ছিল; নূতন রাজা তাহা বন্ধ করিয়াছেন। প্রজাবৃন্দের সুশিক্ষার জন্যও ইনি যথোপযুক্ত আয়োজন করিতেছেন। রাজদর্শন করিতে হইলে, ইতর-ভদ্র সকলকেই মাটীতে মাথা নোয়াইয়া হামাগুড়ি খাইয়া গিয়া রাজার পায়ের উপর মাথা রাখিতে হইত; ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে নূতন রাজা সে প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছেন। নূতন রাজার আগ্রহাতিশয্যে, ইংলণ্ডের "প্রিভি কাউন্সিলের" অনুসরণে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শ্যামরাজ্যে 'প্রিভি কাউন্সিল' সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; গোপনীয় পরামর্শাদির জন্যও, রাজা 'ষ্টেট কাউন্সিল' বা পরামর্শ-সভা গঠন করিয়াছেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে 'ষ্টেট কাউন্সিলের' উপর এক 'ব্যবস্থাপক সভা' গঠিত হইয়াছে। ঐ সভার ৪১ জন সদস্যের মধ্যে রাজমন্ত্রী প্রভৃতি ১২ জন সদস্য রাজার মনোনীত। ফলতঃ পাশ্চাত্য প্রদেশের আদর্শে দেশের যতদূর উন্নতি সাধন সম্ভবপর, শ্যামরাজ তৎসমস্তই ধীরে ধীরে সম্পাদন করিতেছেন।

রাজ্য-ব্যবস্থা। শত্রুপক্ষের দমনের জন্য ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে, শ্যামরাজ্যের তদানীন্তন নৃপতি, চীনের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। সেই সন্ধি সর্ত্ত অনুসারে শ্যামরাজ্য চীনের করদরাজ্য মধ্যে পরিগণিত হয়। চীন কিন্তু সেই সন্ধিমত কাজ করিতে পারেন না; সুতরাং চীনের সহিত শ্যামের সে সম্বন্ধ এখন বিচ্ছিন্ন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কোচিন চায়না, ফরাসীর কবলে পতিত হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কাম্বোডিয়াও ফরাসীর অধীনতা স্বীকার করে। মেকংশের পূর্ব্বস্থিত সমস্ত জনপদ কাম্বোডিয়ার সীমান্তর্গত বলিয়া দাবী করিয়া, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী তাহাও অধিকার করিয়া লয়। ইহাতে প্রায় ১১ হাজার বর্গ মাইল দেশ, শ্যামের অধিকারচ্যুত হয়। তখনও শ্যামরাজ্য ফরাসীর সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা লাভ করে নাই; সুতরাং সকলই সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহার পর রাজা 'চুলালংকরণ' ইংরেজের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসী, ইংরেজ ও শ্যামরাজের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। সেই সন্ধি অনুসারে উক্ত তিন শক্তির পরস্পরের সীমানা পাকাপাকি নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। তদবধি মেকং নদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী কাম্বোডিয়ার অন্তর্গত 'লোয়াং-প্রবাং' রাজ্য ফরাসীদিগের অধিকৃত বলিয়া গণ্য হইয়াছে। সেই রাজ্যের পরিমাণ প্রায় ৮ হাজার বর্গ মাইল। অন্য পক্ষে মিনাম নদীর ও শ্যাম উপসাগরের পশ্চিম প্রদেশে ইংরেজের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছে। শ্যামরাজ্য উভয়ের মধ্যে বিরাজমান। সন্ধিসর্ত্ত-অনুসারে ফরাসীও আর অগ্রসর হইতে পারিবেন না, ইংরেজও আর অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। শ্যামরাজ্য এক্ষণে ৪১টী বিভাগে বিভক্ত; প্রতি বিভাগে এক একজন শাসনকর্ত্তা (কমিসনার) * আছেন। শ্যামরাজ্যের অধীনে কতকগুলি করদ-রাজ্যও দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজপরিবার। শ্যামরাজের পরিবার-সংখ্যা অসংখ্য; সম্ভবতঃ পৃথিবীর অপর কোনও রাজার পরিবার-সংখ্যা এত অধিক নহে। শ্যামরাজের অন্তঃপুরের নাম "কাং-নাই"; প্রায় এক বর্গ মাইল স্থান অধিকার করিয়া এই অন্তঃপুর অবস্থিত। স্বয়ং রাজা ভিন্ন অপর কোনও পুরুষের তথায় প্রবেশাধিকার নাই। অন্তঃপুরে প্রধানতঃ রাজমহিষীগণের এবং দাসীগণের বাস। বর্ত্তমান রাজার পিতা মংকুটের সাত শত স্ত্রী এবং তেইশ শত দাসী এই অন্তঃপুরে বাস করিতেন। বর্ত্তমান রাজার আমলে অন্তপুর-প্রথার অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। তাঁহার প্রধানা মহিষী দুই জন এবং অন্যান্য মহিষী আশী জন; তাঁহাদের বাসের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। রাজার সন্তান-সন্ততির সংখ্যা ৭০; ভ্রাতৃ-সংখ্যা ৫০; খুল্লতাত সংখ্যা ২৫০। রাজার পুত্র-সন্তানগণের অনেকেই এখন ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন। রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজের নাম—"চৌফা মহারাজিরা বুদ্ধ।" তাঁহার বয়ঃক্রম ২৬ বৎসর। তিনি অক্সফোর্ড সহরে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন; ইংরেজ-সমাজের নিকট তিনি প্রতিষ্ঠাপন্ন ও সুপরিচিত।

---

* শ্যাম রাজ্যের জেলার কর্ত্তারা "অ্যামফন" (Amphon) নামে অভিহিত। জেলার বন্দোবস্ত বিষয়ে 'সিসিল কার্টার' প্রণীত 'শ্যামরাজ্য' পুস্তকের ১৩শ ও ১৪শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।—"The kingdom of Siam.' by A. Cecil Carte M. A.

রাজ-সম্পদ।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে শ্যামরাজ্যের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ১৮ লক্ষ, ৭৪ হাজার, ৩০০ পাউণ্ড (পাউণ্ড ১৫৲ টাকা হিসাবে); ১৯০৫-৬ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব আদায়ের 'এষ্টিমেণ্ট'—২৯ লক্ষ, ৫৩ হাজার, ৬৪৫ পাউণ্ড। দিন দিনই আয় বৃদ্ধি। নগদ টাকা এবং রাণীদিগের অলঙ্কারাদিতেও শ্যামরাজ বিশেষ বিত্তসম্পন্ন। তাঁহার প্রধানা মহিষীর বহুমূল্য অলঙ্কার দেখিয়া, ইউরোপীয়গণকেও মুগ্ধ হইতে হইয়াছে। তাঁহার একখানি ক্ষুদ্র স্বর্ণালঙ্কারের মূল্য ১৫ হাজার পাউণ্ড (প্রায় ২ লক্ষ, ২৫ হাজার টাকা)। পাশ্চাত্য দেশের লোক তাহা দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়াছে। শ্যামরাজের সহিত তাঁহার প্রধানা মহিষী ইউরোপ ভ্রমণে গমন করিয়াছেন। চমৎকারীর সামগ্রী সভ্যজগৎ ক্রমশঃ আরও অনেক প্রকারের দেখিতে পাইবে!—শ্যামরাজ্যের দিন দিন উন্নতির কথা স্মরণ করিয়া ইহাই মনে হয় না কি?

শিক্ষা-প্রণালী।

শ্যামদেশের বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিগণ লোকশিক্ষা-বিস্তারের প্রধান সহায়। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ বহুকাল হইতে লোকশিক্ষা-কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন; বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিগণ শ্যামদেশে তাহারই ধ্বংসাবশেষ রক্ষা করিতেছেন। এদেশের টোল-চতুষ্পাঠীর ন্যায় শ্যামদেশে বৌদ্ধমঠে শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এক ব্যাঙ্কক জেলাতেই ২৯৯টী বৌদ্ধমঠে ৮৭০০ জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আছেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে ৪৫০ শত জন শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্রতী। অন্যান্য প্রদেশেও সাধারণতঃ বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিগণই লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত খৃষ্টান মিশনারীরাও প্রায় ৪৫০০ ছাত্রকে শিক্ষাদান করেন। রাজকীয় প্রাইমারী স্কুল ৮০টী, বালিকা-বিদ্যালয় ৪টী, উচ্চ ইংরাজী স্কুল ২টী, ইত্যাদি। দিন দিনই শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। শ্যামদেশীয় বালকগণ সামান্য মাত্র দেশীয় ভাষা শিক্ষার পর পালি ভাষা শিক্ষার চেষ্টা করে। সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা ভাষার যে সম্বন্ধ, শ্যামদেশের ভাষার সহিত পালি ভাষার প্রায় সেইরূপ সম্বন্ধ। ইংরেজী প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষাও এখন অনেকে শিক্ষা করিতেছেন। বর্ণমালা, ভারতীয় হিন্দুদিগের বর্ণমালার ন্যায় অকারাদি ক্রমে সুগ্রথিত; মাত্র আকৃতিতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত।

অন্যান্য উন্নতির পরিচয়।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্কক হইতে পাকনাম পর্য্যন্ত প্রথম ষ্টিম ট্রাম খোলা হয়। এখন রেল লাইনের পরিমাণ তিন শত মাইলের উপর। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে 'পোষ্টাল ইউনিয়নের' মধ্যে শ্যামদেশ স্থান প্রাপ্ত হয়। এখন ডাকবিভাগের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি। 'টেলিগ্রাফ' সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি যদিও হয় নাই, কিন্তু চেষ্টা হইতেছে। এখন প্রায় ২০০০ মাইলের উপর টেলিগ্রাফের তার বিস্তৃত। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা প্রভৃতি সহরের ন্যায় রাজধানী ব্যাঙ্কক সহরে 'ইলেক্ট্রিক ট্রাম' চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্যাম-রাজ্যের নির্দ্দিষ্ট সৈন্য-সংখ্যা ৮০০০ সহস্র। যুদ্ধের আবশ্যক হইলে, দেশের লোক অনেকেই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়; বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ পর্য্যন্ত রাজ্যরক্ষায় সহায় হইতে পারেন। কয়েকখানি যুদ্ধ-জাহাজ সংপ্রতি প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের সামরিক বিধি-ক্রমে এখন জাপান হইতে শ্যামরাজ্যে বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র আমদানী হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের ন্যায় তথায় অস্ত্র আইন নাই; রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে

জাপানী-কর্ম্মচারী অনেক আছে। নানা দেশের নানা লোকের সঙ্গে সংশ্রব রাখিয়া, রাজা সুকৌশলে রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন।

সৎকার প্রথা।

মৃতদেহের সৎকারে শ্যামদেশে বড়ই ধূমধাম হয়। রাজার বা রাজ-পরিবারবর্গের সৎকারের তো কথাই নাই;—একটু সম্পন্ন গৃহস্থের সৎকার-কার্য্যেও উৎসবের অবধি থাকে না। মৃত ব্যক্তির অবস্থা অনুসারে অনেক দিন পর্য্যন্ত মৃতদেহ সৎকার করা হয় না। শ্যামের ভূতপূর্ব্ব রাজার মৃতদেহ দুই বৎসর পরে সৎকার করা হইয়াছিল। ভূতপূর্ব্ব যুবরাজ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে লোকান্তর গমন করেন; কিন্তু ১৯০১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার সৎকার হইয়াছিল। সৎকারের পূর্ব্বে কাষ্ঠের এক একটী অট্টালিকা বা মন্দির নির্ম্মিত হয়, এবং বিবিধ মূল্যবান্ দ্রব্যে তাহা সজ্জিত করা হইয়া থাকে। সেই অট্টালিকার নাম 'প্রিমে।' সেখানে একটী বাক্সের মধ্যে মৃত ব্যক্তির অস্থি-সমূহ সংরক্ষিত হয়। যত দিন না সৎকার হয়, তত দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ সেখানে ঈশ্বরোপাসনা চলিতে থাকে: নাচ-গান-থিয়েটার প্রভৃতি আনন্দ উৎসবে নিয়ত সে স্থান মুখরিত হয়। রাজার বা রাজ-পরিবারের কোনও ব্যক্তির সৎকারের সময়, রাজা স্বয়ং তাহাতে অগ্নি সংযোগ করেন। সৎকার বা সমাধি-স্থানের উপর কাষ্ঠনির্ম্মিত বহু অট্টালিকা বা মন্দির ব্যাঙ্কক সহরে প্রায়ই দৃষ্ট হয়: সহরে প্রবেশ করিলে, স্বতঃই তৎপ্রতি দৃষ্টি সঞ্চালিত হইয়া থাকে। *

উপসংহার।

বলিতে গেলে, আরও অনেক কথা বলিতে হয়। শত শত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে শ্যামরাজ্য কিরূপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি শাসন-পদ্ধতি পরিমার্জ্জিত করিয়া লইয়া কিরূপে শ্যামরাজ্য দেশের লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছে, এবং বিদেশী বিভ্রান্ত পতিত জাতির সম্মুখে আপন ক্রমোন্নতির চিত্রপট উন্মুক্ত করিয়া কিরূপে লোকশিক্ষার সহায়তা করিতেছে,—ভাবিতে গেলে—বুঝিতে গেলে, সে অনেক কথা। শ্যামরাজ ইউরোপ-ভ্রমণে গিয়াছেন। তাঁহার সে ভ্রমণ-কাহিনীর বিস্তৃত পরিচয় অনাবশ্যক। ইউরোপের নানা স্থানে তিনি বহু সম্মান পাইয়াছেন: কেম্ব্রিজে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইয়াছেন। তাঁহার বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ আর কি বর্ণনা করিব? এখন কেবল বলিতে চাই,—জাপানের ন্যায় আবার এক নতন জাতি প্রাচ্য-প্রদেশ আলোকিত করিয়া অভ্যুত্থান করিতেছে! দেখ—দেখ!—সে আলোকমালায় একবার চক্ষু সার্থক কর।

* "Siam in the XXth. Century" by C. G. D. Campbell, page 133.

দাসজাতির স্বাধীন-রাজ্য।

দাসরাজ্য—"লাইবিরিয়া।"

চিন্তার স্রোত।

দেড় শত বৎসরের প্রগাঢ় নিদ্রার পর, ভারতবর্ষ সহসা স্বপ্নঘোরে চমকিয়া উঠিয়াছে! পরাধীনতার পাষাণস্তূপ, বক্ষের উপর আসন গ্রহণ করিয়া আছে; ভারত-সন্তান এখন যেন একটু একটু করিয়া তাহা বুঝিতে পারিতেছে। লালা লাজপৎ রায় বলিয়াছিলেন,—"আমি আমেরিকায় যাই, ইউরোপে যাই, আমি যেখানেই যাই, ভারত-সন্তান বলিয়া যতই সমাদর পাই, ততই আমার জননী জন্মভূমির পরাধীনতার কথা মনে পড়ে,—ততই আমি লজ্জায় অধোবদন হই।" * একা লাজপৎ রায় নহেন;—যাঁহারই একটু আত্মসম্ভ্রমজ্ঞান আছে, তিনিই এখন এই চিন্তায় চিন্তান্বিত। কি যেন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ তারে তারে সঞ্চালিত হইয়াছে।

মরলের আপত্তি।

ভারতের রাজস্ব-সচিব মরলে সাহেব উদার দলের অগ্রণী বলিয়া অভিহিত। অনেকে তাই আশা করিয়াছিলেন, উদারতার প্রভাবে মরলে মহোদয় ভারতের অধীনতা বন্ধন কথঞ্চিৎ শিথিল করিয়া দিবেন। কিন্তু সে আশা নিষ্ফল হইয়াছে। বিগত 'বজেট'-বিচারের বক্তৃতায় প্রসঙ্গতঃ তিনি স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে,—"শিক্ষিত ভারতবাসী এখনও বিশাল শাসন-যন্ত্র পরিচালনার উপযুক্ততা লাভ করে নাই।" † সুতরাং সে অধিকারে তাহারা যে বঞ্চিত রহিল, তাহা না বলিলেও বুঝিতে পারা যায়। তবে কত কালে কি শিক্ষার পর ভারতবর্ষ যে আপন শাসন-যন্ত্র পরিচালনায় সমর্থ হইবে, মরলে সাহেব সে কথাও কিছু প্রকাশ করিয়া কহেন নাই। ব্রিটনের ন্যায় স্বাধীন জাতির সংস্রবে দেড় শতাধিক বৎসর কাল শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও যাহারা শাসন-যন্ত্র পরিচালনায় সমর্থ হইল না;—জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় না কি,—তাহাদের সে অসামর্থ্যের জন্য দায়ী কে? সকল প্রকার প্রতিযোগী পরীক্ষায় ভারতবর্ষ জয়মাল্য প্রাপ্ত হয়;—

---

* ১৩১৪ সালের ৩১এ জ্যৈষ্ঠের (১৭ই জুন, ১৯০৭ খৃঃ) 'বঙ্গবাসীতে' এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহারই অব্যবহিত পূর্ব্বে ইংরেজী সংবাদপত্র-সমূহে লাজপৎ রায়ের ঐ পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

† ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন 'পার্লমেণ্ট মহাসভার অধিবেশনে 'ষ্টেট সেক্রেটারী' জন্ মরলে (John Morley) এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন;—"They (educated section of the people of India) see that the British hand work the State machine surely and smoothly, and they think, having no fear of race animosities, that their hand could work the machine as surely and as smoothly as the British hand. From my observations I should say they could not do it for a week (hear, hear)—it would break upon."

আর শাসন-যন্ত্র পরিচালনায়ই তাহারা অযোগ্য? ভারতবাসী জজ হইতে পারে, মাজিষ্টর হইতে পারে, বিভাগের কমিশনর হইতে পারে,—আবার সুদূর ব্রাজি-রাজ্যে গিয়া সেনা-পতিত্বও করিতে পারে! ভারতবাসী সমর্থ নয় কিসে? বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও শক্তির পরীক্ষায় ভারতবাসী পদে পদে ব্রিটিশ-সন্তানদিগকে পরাজিত করিয়া থাকে; অথচ, সমর্থ নহে—কেবল শাসন-যন্ত্র পরিচালনায়! বলিহারি মরলে তোমার যুক্তি-সিদ্ধান্ত! এ অপেক্ষা স্পষ্ট বলিলেই তো হইত,—"অধীন জাতিকে অধীনই থাকিতে হইবে; তাহাদের পক্ষে মুক্তির আশা বিড়ম্বনা মাত্র।" মরলে! তুমি উদার-দলের প্রধান বলিয়াই কি সত্যকথা স্পষ্টকথা কহিতে তোমার সাহসে কুলাইল না? যাহারা বলে,—'তরবারির জোরে ভারত জয় করিয়াছি, তরবারির জোরে ভারত শাসন করিব,' তাহারা বরং ভাল! মিথ্যা বলে বলুক, মনের ভাব স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করে, তাহারা বরং ভাল! কিন্তু তোমাদের ঐ মিছরীর ছুরি—আশার ছলনায় প্রাণ বড়ই কাতর হয়।

এ ছলনা কেন?

সত্যই যদি হিতাকাঙ্ক্ষী তোমরা, সত্যই যদি এই পরাধীন জাতিকে মুক্তি-দান করিতে বাসনা তোমাদের, তবে আর এ ছলনার কথা কেন? ইতিহাসের একটা পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখ দেখি,—মুক্তিদানের স্বাধীনতা-দানের ইচ্ছা করিলে, কয় দিনের চেষ্টায় তাহা সফল হয়? তোমরাই তো,—তোমাদেরই পূর্ব্ব-পুরুষেরাই তো,—আফ্রিকার ক্রীতদাসদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়া স্বাধীন করিয়া তুলিয়াছিল। মনে কর দেখি, কয়দিন লাগিয়াছিল,—তাহাদের সেই স্বাধীন-রাজ্য "লাইবিরিয়ার" প্রতি-ষ্ঠায়? মনে কর দেখি, কয়দিন লাগিয়াছিল,—দাসজাতির স্বাধীন-রাজ্যে সাধারণতন্ত্র-প্রণালীর প্রবর্ত্তনায়? আর বল দেখি,—বিদ্যা বুদ্ধি শৌর্য্য বীর্য্য কোনগুণে ভারতবাসী আফ্রিকার অসভ্য ক্রীতদাসদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট? তোমরা, ইংরেজ—তোমরা যখন অসভ্য বর্ব্বর বন্য জন্তুর ন্যায় বনে বনে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছিলে, ভারতবর্ষ তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত;—অধিক বলিব কি, তোমারা অধিকার-বিস্তার করিবার পূর্ব্বেই ভারতবর্ষ ভারতবাসীর দ্বারাই শাসিত ও রক্ষিত হইয়া আসিয়া-ছিল; এবং তোমাদিগকেও তাহাদেরই দ্বারে প্রথমে ভিক্ষার্থীর ন্যায় দাঁড়াইতে হইয়াছিল। পুরুষ-পরম্পরাগত শৌর্য্য-বীর্য্য-জ্ঞানগৌরবের আশ্রয়ভূত যে ভারতবর্ষ, এখন সেই হইল—শাসন-যন্ত্রের পরিচালনায় অসমর্থ! সামান্য কয়েক বর্ষের শিক্ষায় আফ্রিকার ক্রীতদাসেরা সমর্থ হইয়াছিল; আর তোমাদের শত বৎসরের শিক্ষায় ভারতবর্ষ সমর্থ হইল না? জানি না—দোষ কার? দোষ—দেশের, না শিক্ষকের, না শিক্ষার? অথবা, মনে হয় না কি—এও এক তোমাদের ছলনা মাত্র।

দাস-রাজ্য।

দাস-জাতির স্বাধীন-রাজ্য "লাইবিরিয়ার" ইতিহাস আলোচনা করিলে, এ সময় অনেকেরই চক্ষু ফুটিতে পারে। সে আলোচনায়, অনেক কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে,—সভ্যদেশে দাস-দাসীর অবাধ-বাণিজ্য-প্রথা! মনে পড়ে,—ধনলোভে নিষ্ঠুরতার মর্ম্মভেদী কাহিনী! মনে পড়ে,—দাস-প্রথার উচ্ছেদ-সাধনে সহৃদয়-গণের আকুলি-ব্যাকুলি! মনে পড়ে,—দাসদিগের মুক্তি এবং দাস-রাজ্যের প্রতিষ্ঠার

কথা! আর মনে পড়ে,—পুরুষপরম্পরায় ক্রীতদাস-রূপে জীবন যাপন করিয়াও, কিরূপে তাহারা রাজ্য শাসন করিতেছে।

দাস-ব্যবসায়। আমেরিকায় অধিকার-বিস্তারের পর প্রথমে পর্তুগাল ও স্পেন সেখানে গিয়া খনির কাজ এবং কৃষিকার্য্য আরম্ভ করেন। তজ্জন্য তাঁহাদের বহু শ্রমজীবীর প্রয়োজন হয়; কিন্তু আমেরিকার আদিম জাতিরা তাঁহাদের আশানুরূপ শ্রমপরায়ণ না হওয়ায়, তাঁহারা বড়ই অসুবিধা অনুভব করেন। বিশপ "লা কাশা" এই সময় 'চিয়াপা' প্রদেশে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারে ব্রতী ছিলেন। তিনি পরামর্শ দেন,—আফ্রিকার নিগ্রো-জাতি বড়ই কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রম-পরায়ণ, তাহাদিগকে আমেরিকায় আনিয়া খনির ও চাসের কাজে নিযুক্ত করিতে পারিলে সমূহ সুবিধার সম্ভাবনা। তাঁহারই পরামর্শানুসারে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে, পর্ত্তুগালের রাজা চার্লস, আফ্রিকার গিনি-রাজ্য হইতে নিগ্রো দাসদাসীদিগকে আমেরিকায় প্রেরণের আদেশ প্রদান করেন। কাবীর সাগরের 'হেটি' বা 'সানডমিঙ্গো' দ্বীপে তাঁহারই আদেশে প্রথম দাসদাসী আনীত হয়।* পর্ত্তুগালের দেখা-দেখি ক্রমে ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য জাতিও ঐ পথে অগ্রসর হন। ইংরেজদিগের মধ্যে স্যর জন হকিন্স নামক একজন প্রসিদ্ধ নাবিক, প্রথমে দাস-ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করেন। ছলে বলে কৌশলে আফ্রিকার বহু কাফ্রিকে তিনি আমেরিকায় লইয়া আসেন; এবং তাহাদিগকে স্পেনের নিকট দাস-রূপে বিক্রয় করেন। এই ব্যবসায়ে তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুসরণে পরিশেষে ইংরেজ জাতি দাস-ব্যবসায়ের চূড়ান্ত করিয়া তোলেন। চা-বাগানে কুলী চালান দেওয়ার ব্যবসায়ে আজকাল এ দেশে অনেক ইউরোপীয় সওদাগর অনেক কীর্ত্তি প্রকাশ করিতেছেন;—সে সময়ে দাস-ব্যবসায়ে ইংলণ্ডে তাহারই চরম চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। 'ব্রিষ্টলে' এবং 'লিভারপুলে' "দাস-দাসীর হাট" বসিয়া গিয়াছিল। লণ্ডন নগরেও হাজার হাজার দাস-দাসী বিক্রীত হইত। সংবাদপত্রে দাস-দাসী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশ পাইত; নরনারী ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসায়ে সভ্য ইংরেজ একটুও লজ্জা বোধ করিত না। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দেও লণ্ডন সহরে দাস বিক্রয়ের বাজার ছিল, এবং ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের "বার্ম্মিংহাম গেজেটেও" দাস-দাসী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল,—ইংরেজের গ্রন্থ-পত্রেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।† দাস-ব্যবসায়ের বিস্তৃতির পরিচয় আর কি দিব? ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২০ বৎসরে ইংরেজ

* প্রাচীন গ্রীক, রোম ও কার্থেজীয় জাতির মধ্যেও প্রকারান্তরে দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। মুসলমান-দিগের আধিপত্য সময়ে ক্রীতদাস ক্রীতদাসীদের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। দাস-ব্যবসায়ের ইতিহাস-সংক্রান্ত গ্রন্থে এবং "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা" প্রভৃতির "দাস-ব্যবসায়" (Slave trade) অধ্যায়ে তাহা দ্রষ্টব্য। তবে পাশ্চাত্য-জগতে ধারাবাহিকরূপে নির্লজ্জভাবে যে দাস-ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছিল, ইহাই তাহার সূত্রপাত বলিতে হয়।

† "In 1764 there were believed to be thousands of negro slaves in London; and advertisements of 'black boys' for sale were frequent. As late as November 1771 the 'Birmingham Gazette' advertised the public sale of a negro boy, sound, healthy and of a mild disposition."—Chamber's Encyclopædia, vol ix., p. 500.

দাস-ব্যবসায়ীরা আফ্রিকা হইতে অন্যূন ৩ লক্ষ দাস-দাসী চালান দিয়াছিল। ১৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৮৬ বৎসরে এক জ্যামেকা দ্বীপেই ৬ লক্ষ ১৯ হাজার দাস-দাসী ইংরেজ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল। ইংরেজের ন্যায় ইউরোপের অন্যান্য জাতিও যে এই ব্যবসায়ে বিলক্ষণ জড়িত ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। দাস-ব্যবসায়ের জন্য ঐ সকল দেশে তখন অনেক যৌথ-কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

নিদারুণ নিষ্ঠুরতা।

বলপূর্ব্বকই হউক বা প্রলোভন-প্রদর্শনেই হউক, দাস-দাসী সংগ্রহে নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছিল। অর্দ্ধাহার, অনাহার, অতিরিক্ত পরিশ্রম, এবং সামান্য অপরাধে নিদারুণ বেত্রদণ্ড,—দাস-দাসীদিগের প্রতি সর্ব্বদাই বিহিত হইত। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কেহই দণ্ডের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইত না। দাস-দাসীদের মধ্যে কেহ অতিরিক্ত পরিশ্রমে বা বার্দ্ধক্যে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে, অথবা কেহ রুগ্ন হইলে, তাহাদিগকে প্রায়ই অপঘাতে মরিতে হইত। দাস-ব্যবসায়ের নিষেধ বিধি প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত যখন গোপনে গোপনে দাস-ব্যবসায় চলিয়াছিল, অত্যাচারের মাত্রাটা তখন আবার আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তখন যদি কোনও দাস-দাসী-বোঝাই জাহাজ ধরা পড়িবার সম্ভাবনা হইত, দাস-ব্যবসায়ীরা আপনাদের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্নের জন্য জাহাজের সমস্ত দাসদাসীদিগকে সমুদ্র-জলে ডুবাইয়া মারিত। ইংরেজ-বণিকদিগের বাণিজ্য-জাহাজে এইরূপ সহস্র সহস্র নরনারীকে ডুবাইয়া মারা হইয়াছে, ইংরেজের ইতিহাসেই সে কথা প্রকাশ আছে।* পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে কোন্ জাতি কি নৃসংস কার্য্য করিতেছে, তাহা নিবারণের জন্য, সময়ে সময়ে ইংরেজের করুণার প্রস্রবণ উছলিয়া উঠে; কিন্তু দেখুন, সেই ইংরেজের ঘরের কোণে কি কাণ্ড—কি নিদারুণ নিষ্ঠুরতা সাধিত হইয়া থাকে।

দাস-ব্যবসায় প্রতিরোধে।

দাস-দাসীদের প্রতি নিদারুণ নির্য্যাতনের দিনে, নিরীহ নর-নারীর কাতর ক্রন্দনে যখন আকাশ-পাতাল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, বুঝি ভগবান্ তখন তাহা শুনিতে পাইলেন। যে ইংরেজের জাতি এই নৃশংস দাস-ব্যবসায় চালাইতেছিল, সেই ইংরেজের জাতিই এক্ষণে দাস-ব্যবসায়ের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইল। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে বিলাতের মহামান্য বিচারপতি জজ ম্যান্সফিল্ড ইংলণ্ড হইতে দাস-ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার জন্য মন্তব্য প্রকাশ করিলেন; অন্যান্য বিচারপতিরাও তাঁহার সহিত একমত হইলেন। বিষবৃক্ষে প্রথম কুঠারাঘাত আরম্ভ হইল।

* কেবল বিপদ-ভয়েই যে ইংরেজ-বণিকগণ, দাসদাসীর প্রতি এই পৈশাচিক ব্যবহার করিত, তাহা নহে। আইন হওয়ায় অনেক পূর্ব্বেও ইংলণ্ডে দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। ইংরেজ জাতি আপন দাসদিগের প্রতি তখন যে নৃশংস ব্যবহার করিত, তাহা মনে করিলেও প্রাণ বিদীর্ণ হয়। কোনও ক্রীতদাস পলায়নের চেষ্টা করিলে, তাহাকে বেত মারিয়া হত্যা করা হইত; স্ত্রীলোক হইলে, তাহাকে জীবন্তে পোড়াইয়া মারা হইত। দাসদাসীর হত্যার জন্য বিচার ছিল না। প্রভু ভিন্ন অপর ব্যক্তিও যদি কোনও দাস-দাসীকে হত্যা করিত, তাহা হইলে নিহত দাসদাসীর মূল্য দিয়াই সে ব্যক্তি নিষ্কৃতি পাইত। "গ্রীণ"-প্রণীত "ইংলণ্ডের ইতিহাস" (Green's History of the English People) ১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাদরী মিশনারীরা পূর্ব্ব হইতেই দাস-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে টমাস্ ক্লার্কসন এবং গ্রেণভাইল সিপি প্রভৃতি মহাত্মগণের উদ্যোগে লণ্ডনে 'দাস-ব্যবসায় নিবারণী সভার' প্রতিষ্ঠা হইল; উইলিয়াম উইলবারফোর্স এবং জ্যাকেরিয়া মেকলে, ঐ সভার সহিত যোগদান করিলেন; দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। সেই আন্দোলনে ইউরোপীয়গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ডেনমার্ক-রাজ্য বিজয়-মাল্যে বিভূষিত হইলেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ডেনমার্ক-রাজ্যে দাসপ্রথা রহিত করিবার জন্য রাজাদেশ প্রচারিত হইল; এবং ১৮০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ডেনমার্কের অধিকৃত সমস্ত রাজ্য হইতে দাস-ব্যবসায় রহিত হইয়া গেল। ইংলণ্ডেও মহানুভব উইলবারফোর্স ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে দাস-ব্যবসায় রদ করিবার আইনের জন্য পার্লামেণ্ট-সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করেন; কিন্তু সেবার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পর বৎসর, মহামন্ত্রী পিটের সহানুভূতি পাইয়া, পুনরায় তিনি আইনের এক পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিলেন। প্রধানতঃ ব্রিটিশ-অধিকার হইতে দাস-ব্যবসায় রহিত করাই সেই পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য। সৌভাগ্যক্রমে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে দাস-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে আইন পাশ হইয়া গেল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে সেই আইনে আরও কঠোর বিধি সংযোজিত হয়। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ-অধিকৃত সমস্ত দেশ হইতে দাস-ব্যবসায় রহিত হইবার প্রস্তাব হয়; আইনের কড়াকড়ি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। "মনুষ্য মাত্রই স্বাধীন",—রুসোর এই নীতি এই সময়ে ফরাসী দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী দাস-ব্যবসায় রদ-সম্বন্ধে ফরাসী জাতিও ইংলণ্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। দেখিতে দেখিতে, সুইডেন, হলণ্ড, স্পেন ও পর্ত্তুগাল প্রভৃতি দেশও দাস-ব্যবসায়ের উচ্ছেদসাধনে অগ্রসর হইলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমেরিকা ও ইউরোপের সকল রাজ্যেই দাস-ব্যবসায় রহিত করিবার আইন হইল। তখন, গোপনে গোপনে যাহারা দাস-ব্যবসায় চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য গোয়েন্দা-পোত এবং তাহাদিগকে দণ্ড দিবার জন্য বিচারালয়াদির বিশেষ ব্যবস্থা হয়। কিন্তু তাহাতেও বহুস্থানে বহুকাল পর্য্যন্ত দাস-ব্যবসায়ের মূলোচ্ছেদ হইল না। ব্রিটিশ উপনিবেশে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে, ওলন্দাজ অধিকারে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে, এবং ব্রাজিলে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে দাসমুক্তির শেষ সংবাদ পাওয়া যায়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের গণনায় প্রতিপন্ন হয়, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে তখন ৮ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪১ জন দাস-দাসী নিযুক্ত ছিল; ১৮৬০ খৃষ্টাব্দেও দক্ষিণপ্রদেশের ৩৯ লক্ষ, ৫৩ হাজার, ৭৬০ জন দাস-দাসীর সংবাদ পাওয়া যায়। যাহা হউক, পরিশেষে দাস-মুক্তি-বিষয়ে ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য যে প্রাণপাত পরিশ্রম ও অজস্র অর্থব্যয় করেন, তাহা চির-কাল স্মরণ থাকিবে। তাহাতে তাঁহাদের কলঙ্কের পশরার উপর কীর্ত্তির কেতন চির-দিন উড্ডীন হইবে। শুনিবেন কি,—দাস-ব্যবসায় বন্ধ করিতেও তাঁহাদের কি অর্থব্যয় ও কি প্রাণক্ষয় হয়? দাস দাসীর মুক্তিতে, দাস-ব্যবসায়ীদিগের ক্ষতিপূরণ জন্য, ইংলণ্ডকে ৩০ কোটী টাকা নগদ দিতে হইয়াছিল। এই ব্যাপারে আমেরিকাকে আরও অধিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গৃহ-যুদ্ধে ৬ লক্ষ

লোকের অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল, এবং তিন হাজার কোটী টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছিল। বিষবৃক্ষের অঙ্কুরে জল-সেচন করিয়া পরিশেষে তাহার মুলোচ্ছেদে মানুষকে এতই আয়াস-স্বীকার করিতে হয়।

পূর্ব্বে ও পরে।

সৎ ও অসৎ সকল কার্য্যেই সংসারে দুইটী দল দেখিতে পাই। দাস-প্রথা রদ করিবার চেষ্টার সময়ও ইউরোপে তাই দুইটী দল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুযোগ বুঝিয়া, এই সময় ক্ষতিপূরণ আদায়েরও ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। স্পেন ও পর্ত্তুগাল এই ক্ষতিপূরণ আদায়ে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের নিকট হইতে স্পেন প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা (৪ লক্ষ পাউণ্ড) ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগালও ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ঐ বাবদ ইংলণ্ডের নিকট প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা (৩ লক্ষ পাউণ্ড) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ আরও কত জনে কত প্রকার কত লোকের নিকট হইতে কত টাকা আদায় করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। যেরূপ-ভাবে দাসদিগকে ধরিয়া আনা হইত, এবং শেষ যেরূপে তাহাদিগকে মুক্তিদান করা হইল,—উভয়ই লোমহর্ষণ ব্যাপার! আফ্রিকার দাসদিগকে ধরিয়া আনার একটী ঘটনা, ইতিহাসে এইরূপ বর্ণিত আছে। কোনও গ্রাম হইতে দাসদিগকে ধরিয়া আনিবার পূর্ব্বে, দুর্বৃত্তেরা রাত্রিযোগে সেই গ্রামে আগুন লাগাইয়া দিত। ধূ-ধূ আগুন জ্বলিয়া উঠিলে, গৃহস্থগণ যখন প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিত, দাসব্যবসায়ীদিগের আড়কাঠিগণ সেই সময় তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিত। তার পর একে একে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া প্রধান আড্ডায় পাঠাইয়া দিত। এই সময় যাহারা ধরা দিতে চাহিত না বা আপত্তি করিত, নৃশংসগণ তাহাদিগকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। দাসদাসী সংগ্রহের জন্য আফ্রিকার উপকূলে ইউরোপীয়গণের অনেকগুলি কুঠী ছিল। ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড লিখিয়া গিয়াছেন, ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে একটী উপকূলে দাস-ব্যবসায়ের ৪০টি কুঠী দেখিয়াছিলেন; সেই কুঠীগুলির ১৪টি ইংরেজের, ৩টি ফরাসীর, ১৫টি ওলন্দাজদিগের, ৪টী পর্ত্তুগিজদিগের, এবং ৪টী ডেনীয়দিগের। সেই সকল কুঠী হইতে প্রতি বৎসর কত দাস দাসী রপ্তানী হইত, ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের একটা হিসাবে তাহারও একটু আভাস পাওয়া যাইতে পারে। সে হিসাব এই;—ইংরেজের কুঠী হইতে ৩৮ হাজার, ফরাসীদিগের কুঠী হইতে ২০ হাজার, ওলন্দাজদিগের কুঠী হইতে ৪ হাজার, ডেনীয়দিগের কুঠী হইতে ২ হাজার, পর্ত্তুগীজদিগের কুঠী হইতে ১০ হাজার, মোট ৭৪ হাজার। যাহা হউক, চালান যাইবার সময়ও দাসদাসীগণ নানারূপে নির্য্যাতনগ্রস্ত হইত। সে নির্য্যাতনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় আর কি দিব? এক পরিচয়,—কার্য্যস্থলে পৌঁছিবার পূর্ব্বে তাহাদের অর্দ্ধেক লোক পথেই মারা যাইত। এক সহৃদয় ঐতিহাসিক হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন,—আফ্রিকা হইতে এক শত দাসদাসী যদি জাহাজে পাঠান হইত, তাহাদের মধ্যে শতকরা ১৭ জন ৯ সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইত; অবশিষ্টও মরিতে মরিতে শেষ অর্দ্ধেকে গিয়া দাঁড়াইত। দাসদাসীদিগের নির্য্যাতনের আরও অনেক দৃষ্টান্ত। অধিক বলিব কি?—মিস ‘ষ্টৌ’-প্রণীত “অঙ্কেল টমস্ ক্যাবিন” নামক উপন্যাসের বর্ণিত

লোমহর্ষণ বিবরণকেও অনেকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন।* ফরাসীর অধিকৃত "সেণ্ট ডোমিঙ্গো"-দ্বীপে অত্যাচারে দাসগণ একবার বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল; এবং ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই বিদ্রোহী দাসদিগকে দমন করিবার জন্য, ফরাসীকে সৈন্য পাঠাইতে হইয়াছিল। সেই বিদ্রোহ সেবার বহু দাসদাসী নিহত হয়। কিউবা এবং ব্রাজিল দেশেও দাসদাসীদিগের প্রতি অল্প অত্যাচার হইত না। যাহা হউক, মুক্তির পরও দাসদাসীগণের অনেকের যে অসহ কষ্ট হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহারা কোথায় যাইবে, কি করিবে,—এই ভাবিয়াও ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। অনেকে তাই মুক্তি পাইয়াও প্রকারান্তরে দাস-রূপে জীবন উৎসর্গ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহাই অদৃষ্ট। সংসারে দাস-রূপে আত্মবিক্রয় করিতে মানুষ যে কত কারণে বাধ্য হয়, তাহার কি আর নির্ণয় করা যায়? অন্তরে অন্তরে স্বাধীন কল্পনা পোষণ করিয়াও মানুষ যে দাসত্বে আবদ্ধ হয়, অদৃষ্ট ব্যতীত তাহারই বা আর অন্য কারণ কি নির্দ্দেশ করিতে পারি? আবার কেহ কেহ ক্রীতদাস হইয়াও যে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়, দাসজাতির মুক্তিতে যে স্বাধীন লাইবিরিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়,—সেও অদৃষ্ট বৈ কি! অদৃষ্ট ভিন্ন আর কি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারি? দাস-ব্যবসায়ের পূর্ব্বের অবস্থা এবং দাস-ব্যবসায়ের পরের অবস্থা—উভয় অবস্থা আলোচনায়, সেই এক কথাই মনে বদ্ধমূল হয়।

"লাইবিরিয়ার" প্রতিষ্ঠা।

দাসরাজ্য 'লাইবিরিয়ার' কথা কহিতে গিয়া, অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। অতএব অবান্তর কথা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় 'লাইবিরিয়ার কথাই আরম্ভ করিতেছি। দাসদাসীদিগের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অবস্থানাদির এবং জীবিকার্জ্জনের চিন্তা, এই সময়ে বহু সহৃদয়ের হৃদয়ে উদয় হয়। সেই চিন্তার ফল,—ইংলণ্ডের 'য়্যানটি শ্লেভারি' সভা; সেই চিন্তার ফল,—আমেরিকার 'কলোনিজেসন সোসাইটি।' মুক্ত দাসদাসীদের সুখ ও স্বাধীনতার জন্য ইংলণ্ডের 'য়্যান্টি শ্লেভারী' সভা, পশ্চিমোত্তর আফ্রিকার সিরালয়োঁ দেশে (১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে) এক উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইংলণ্ডের মুক্ত দাসদাসীগণ সেইখানে প্রেরিত হয়। দাসদাসীগণ সেখানে ইংরেজের আশ্রিত প্রজা-রূপে বসবাস করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। সিরোলিয়োঁ ইংরেজেরই অধিকৃত ছিল, এখনও ইংরেজেরই রাজ্য বলিয়া পরিগণিত। ইংরেজের এই উপনিবেশের অনুসরণে, আমেরিকার 'কলোনিজেসন সোসাইটী'ও, যুক্ত-রাজ্যের মুক্ত দাস-দাসীদের জন্য (১৮২২ খৃষ্টাব্দে) 'সিরালিয়োঁর দক্ষিণপূর্ব্বস্থিত সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী "লাইবিরিয়া' রাজ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। লাইবিরিয়া যুক্তরাজ্যের অধিকৃত দেশ; বহুদিন যুক্তরাজ্যের অধিকারেই ছিল; পরিশেষে (১৮২২ খৃষ্টাব্দে) যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট জেমস্ মনরো সাহেবের শাসনকালে, উহা মুক্ত ক্রীতদাসদিগের উপনিবেশ-মধ্যে পরিগণিত হইল।

* "Uncle Tom's Cabin" by Mrs. Harriet Beecher Stowe. বাঙ্গালাভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ "টমকাকার কুটীর" নামে প্রসিদ্ধ।

মনরো সাহেবের নামানুসারে 'লাইবিরিয়ার' এক রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই রাজধানী 'মনরোভিয়া' নামে অভিহিত হইয়া, আজিও মনরো সাহেবের সেই গৌরব-কাহিনীর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মুক্ত-দাসদিগের উপনিবেশরূপে প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর, ২৫ বৎসর কাল, 'লাইবিরিয়া' যুক্ত-রাজ্যের শাসনাধীন ছিল। তৎপরে মুক্ত দাসদিগের উপযুক্ততা উপলব্ধি করিয়া, তাহাদিগেরই উপর রাজ্যশাসন-ভার ন্যস্ত করিয়া, 'লাইবিরিয়ার' শাসন-কার্য্য হইতে যুক্তরাজ্য অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। 'লাইবিরিয়া' এক্ষণে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জেমস্ নক্স পোক * যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁহারই শাসন-সময়ে, 'লাইবিরিয়া' স্বাধীন-রাজ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। তার পর!—আরও বলিতে হইবে কি? সেই মুক্ত-দাসগণ,—পুরুষপরম্পরায় যাহারা দাস্যবৃত্তিতে জীবনযাপন করিয়াছে, তাহাদেরই সন্তান-সন্ততিগণ,—এখন 'লাইবিরিয়া'-রাজ্যের শাসন-কর্তৃত্ব পরিচালনা করিতেছেন। ইংরেজ!—তোমরাও দেখ! ভারতবাসী!—তোমরাও দেখ!

রাজ্য-ব্যবস্থা। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের আদর্শে লাইবিরিয়ায় সাধারণতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত। দুই বৎসর অন্তর 'প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন; তিনিই প্রধান শাসনকর্ত্তা। তাঁহার সাহায্যের জন্য একটী মন্ত্রিসভা আছে। আর দুইটী সভার, একটীর নাম—'সেনেট সভা'; অন্যটীর নাম—প্রতিনিধি সভা। রাজ্য-শাসন-সংক্রান্ত আইন-কানুন বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তনার জন্য 'সেনেট' সভার প্রতিষ্ঠা। দেশের লোকের মতামত গ্রহণে রাজ-কার্য্যের সৌষ্ঠব-সাধনই প্রতিনিধি-সভার উদ্দেশ্য। 'সেনেট' সভার চারি বৎসর অন্তর এবং 'প্রতিনিধি-সভার' দুই বৎসর অন্তর নির্ব্বাচন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রেসিডেণ্ট, ভাইস প্রেসি-ডেণ্ট, ষ্টেট সেক্রেটারী, সৈন্যাধ্যক্ষ, ডাক-বিভাগের কর্ত্তা, শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তা প্রভৃতি পদে ভিন্ন ভিন্ন উপযুক্ত ব্যক্তি নিযুক্তগণ আছেন। বিদেশীরা কেহ বাণিজ্য-শুল্ক ফাঁকি দিতে না পারে, সেদিকেও রাজ্যের বিশেষ দৃষ্টি আছে। যুক্তরাজ্য, ইংলণ্ড এবং অন্যান্য বৈদেশিক শক্তির সহিত 'লাইবিরিয়া' সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। ইংলণ্ডের সহিত লাইবিরিয়ার বিশিষ্ট সম্বন্ধ বিদ্যমান। এখন ইংলণ্ডের একজন 'কন্সল' লাইবিরিয়ায় বাস করেন, এবং লাইবিরিয়ারও একজন 'কন্সল' লণ্ডনে অবস্থিতি করেন। রাজ্যের দুইখানি রণপোত আছে। ১৫ বৎসর হইতে ৫০ বৎসর বয়স্ক দেশের প্রত্যেক পুরুষ আবশ্যক-মত যুদ্ধকার্য্য করিতে বাধ্য; সকলকেই যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে হয়। ইংরেজের মুদ্রাই এখন লাইবিরিয়ার প্রচলিত; তবে হিসাব-পত্র আমেরিকার ন্যায় 'ডলার' মুদ্রাতেই সম্পন্ন হয়। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ও নগরে বিদ্যালয়ের আধিক্য দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের।

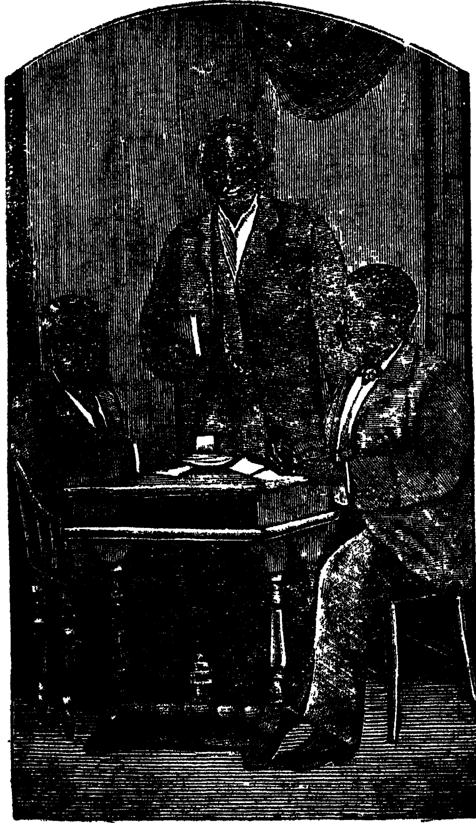
* জেমস্ নক্স পোক যেদিন প্রেসিডেণ্ট পদে বরিত হন, বৈজ্ঞানিক জগতের সে এক স্মরণীয় দিন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৯এ মে তিনি প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। সেই সংবাদ, ঐদিন "ম্যাগনেটীক টেলিগ্রাফ"-যোগে বালটিমোর হইতে ওয়াসিংটনে প্রেরিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালে তাড়িত-বার্ত্তার যে উন্নতি দেখা যায়, সেই উন্নতির সেই প্রথম সূত্রপাত। অধ্যাপক স্যামুয়েল এফ বি মোর্স, ঐ দিন ঐ নূতন পদ্ধতিতে প্রথম টেলিগ্রাফ প্রেরণ করেন। তাঁহার সেই প্রণালীই এখন সর্ব্বত্র প্রচলিত।

নাম,—'ওয়েষ্ট আফরিকান্ কলেজ'; রাজধানী মনরোভিয়ায় উহা প্রতিষ্ঠিত। খৃষ্টান ধর্ম্মই দেশের প্রধান ধর্ম্ম; খৃষ্টান পাদরীগণ শিক্ষা-বিস্তারের বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকেন। দেশের অধিবাসীদিগকে "ক্রুমেন" বলে; উহারা 'নিগ্রো'—কাফরী-জাতীয়; দৃঢ়কায়, পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। ইংরেজের যুদ্ধজাহাজে উহাদের অনেকেই কাজ করে; তজ্জন্য কেহ কেহ এখনও ব্রিটিশ-গবরমেণ্টের 'পেনসান' ভোগ করিতেছে। লাইবিরিয়ার রাজভাষা ইংরেজী।

শ্বেতাঙ্গের দর্পচূর্ণ। 'লাইবিরিয়া'-রাজ্যের একটী প্রধান রীতি এই যে,—ঐ দেশের স্বত্ব-স্বামিত্বে কেবল কৃষ্ণজাতিই অধিকারী, কোনও শ্বেতজাতি দেশাধিবাসীর স্বত্বলাভে সমর্থ নহে। শ্বেতজাতির অধিকৃত উপনিবেশ-সমূহে কৃষ্ণকায় জাতি অনেক সময় অনেক অধিকার-স্বত্বে বঞ্চিত হয়; দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ কলোনী, নেটাল, ট্রান্সভাল প্রভৃতি স্থানে এসিয়া-বাসীরা কোনই অধিকার প্রাপ্ত হয় না; আমেরিকার কলিফোর্ণিয়া প্রদেশে তদ্দেশবাসীদিগের সহিত জাপানীদের স্বত্বাস্বত্ব লইয়া এখনও গণ্ডগোল চলিয়াছে; ভারতবাসী আমরা, শ্বেত-কৃষ্ণের পার্থক্যহেতু, আমাদের নিজের দেশেও আমরা অনেক স্বত্বে অনেক প্রকারে বঞ্চিত আছি। এইরূপ যে দেশেই দেখি না কেন, শ্বেতজাতির নিকট কৃষ্ণজাতি অপদস্থ ও অপমানিত। কিন্তু লাইবিরিয়ার কৃষ্ণকায় জাতি এই কলঙ্ক দূর করিয়াছেন। সেখানে কৃষ্ণজাতির নিকট শ্বেতজাতির গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া আছে। লাইবিরিয়ায় শ্বেতজাতি কোনই স্বত্বাধিকার পায় না। কৃষ্ণজাতিরাও যে শ্বেতজাতির অভিমানে আঘাত করিতে পারে,—ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। শ্বেতাঙ্গ ইংরেজের এক একবার এই দৃষ্টান্ত স্মরণ করা কর্ত্তব্য নহে কি? চর্ম্মভেদে অধিকার ভেদ, কেবল ইংরেজ প্রভৃতি শ্বেতাঙ্গেরাই এত দিন করিয়া আসিতেছিলেন। লাইবিরিয়া তাঁহাদের সে দর্প চূর্ণ করিয়াছে।

দাস রাজপুরুষত্রয়। সিরালিয়োঁ এবং লাইবিরিয়ার সীমা লইয়া ১৯০১ খৃষ্টাব্দে একবার ইংলণ্ডের সহিত লাইবিরিয়ার বিবাদের সম্ভাবনা হয়। সেই সময় তিন জন দাসকর্ত্তা বিলাতে গিয়াছিলেন। ঐ তিন জনের মধ্যে এক জনের নাম,—এলফ্রেড। ইনিই তখন লাইবিরিয়া রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট-পদে অভিষিক্ত ছিলেন। ইহাঁর পারিবারিক পরিচয়,—ইনি আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, এবং বাল্যকালে লাইবিরিয়ায় নীত হন। দ্বিতীয় জন,—আর্থর বার্কলে; ইনি তখন 'ষ্টেট-সেক্রেটারীর" পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখন ইনিই দেশের 'প্রেসিডেণ্ট'। তৃতীয় ব্যক্তি—জষ্টিস রবার্টস; ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ১৮ বৎসর বয়সে ইনি জর্জ্জিয়া হইতে লাইবিরিয়ায় নীত হন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রধান জজের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। লাইবিরিয়া হইতে ঐ তিন দাসকর্ত্তা যখন ইংলণ্ডে উপস্থিত হন, তখন তাঁহারা যথেষ্ট সম্মান-লাভ করেন। তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হন; সীমান্ত-নির্দ্ধারণে তাঁহাদেরই অকাট্য তর্ক-যুক্তি ইংরেজকে মানিয়া লইতে হয়। পর-পৃষ্ঠায় সেই দাস-রাজপুরুষত্রয়ের প্রতিচিত্র প্রদত্ত হইল। পাঠক! সেই তিন জন প্রধান দাসকর্ত্তার প্রতি লক্ষ্য করুন। সেই ক্রীতদাসদিগের অপেক্ষাও জগতের নিকট

আমরা কত হেয়,—আমরা কত উপেক্ষিত! তাহাদের জন্যও লাইবিরিয়া বা 'স্বাধীন রাজ্য' স্থাপিত হইতে পারে, তাহারাও সম্মান-সম্পদের অধিকারী হইতে পারে,—আর ইংরেজের চক্ষে আমরাই অক্ষম!—আমরাই অধম!



মন্ত্রণা-কক্ষে

চীফ জষ্টিস, প্রেসিডেণ্ট, ষ্টেট সেক্রেটারী।

[দাস জাতির স্বাধীন রাজ্যের 'চিফ জষ্টিস', 'প্রেসিডেণ্ট' এবং 'ষ্টেট সেক্রেটারী' রাজপুরুষত্রয় মন্ত্রণা-কক্ষে মিলিত হইয়া, স্বদেশ স্বজাতি, ও স্বরাজ্যের উন্নতিকল্পে মন্ত্রণা করিতেছেন। আমাদের ইহা দেখিয়াও সুখ। পাঠক! মনে রাখিবেন, ইঁহারা সকলেই ঘোর কৃষ্ণকায় কাফ্রি জাতি; এবং সকলেই ক্রীতদাস-বংশ-সম্ভূত।]

বর্ত্তমান শাসকর্ত্তৃগণ।

লাইবিরিয়ার বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট অনারেবল আর্থর বার্কিলে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন; ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইঁহার কার্য্যকাল নির্দ্দিষ্ট আছে। এখন যিনি ষ্টেট সেক্রেটারী, তাঁহার নাম—এচ ডবলিউ

ট্রাজিস। ট্রেজারির কর্ত্তার নাম,—ডি ই হাউয়ার্ড। এটর্ণী জেনারেল,—আর জন্‌সন্। পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল,—এস টি প্রাউট ইত্যাদি। এইরূপ পুলিশের কর্ত্তা, বিচারালয়ের কর্ত্তা, শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তা,—আরও অনেক কর্ত্তা আছেন। ফলতঃ সুসভ্য প্রণালীতে দেশ-শাসনের যেরূপ ব্যবস্থা বিহিত হয়, এই কৃষ্ণকায় দাসপুত্রগণ ঠিক সেইরূপভাবেই দেশ-শাসনের ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সে ব্যবস্থায় এখন সভ্য-জগৎ চমকিত ও মুগ্ধ। কালে যে, সকলে আরও চমকিত—আরও মুগ্ধ না হইবে, তাহাই বা কে বলিল? এই ক্ষুদ্র রাজ্য—দাসজাতির স্বাধীন-রাজ্য—ইহাই যে কালে রাজশক্তির শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? ক্ষুদ্র "নর্ম্মাণ্ডী" রাজ্য কি ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া কি মহীয়সী মহিমার পরিচয় দিয়াছিল,—মনে হয় না কি? সেই ক্ষুদ্র শক্তির প্রভাবে ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে কি বিপ্লব সাধিত হইয়াছিল,—একবার মনে কর দেখি! তাই মনে হয়, ক্ষুদ্র লাইবিরিয়া—এখনও তুলনায় ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু কাল-মহিমায় ঐ লাইবিরিয়াই আবার দেশব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে পারে,—হয় তো বা ইংরেজ-অধিকৃত অর্দ্ধ-পৃথিবীর ন্যায় ঐ দাসজাতির রাজত্বই অর্দ্ধপৃথিবী জুড়িয়া বসিতে পারে! ক্ষুদ্র বলিয়া কাহাকেও উপেক্ষা করিও না।

ভৌগলিক বিবরণ। লাইবিরিয়া—আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। উহার পূর্ব্বে ফরাসী-অধিকৃত 'আইভরি কোষ্ট' এবং পশ্চিমে ইংরেজ-অধিকৃত সিরালিয়ো। উহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে কাভালী নদী এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মান্না নদী। পরিমাণ ফল ৪৮ হাজার বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। তন্মধ্যে প্রায় ৬০ হাজার লোক 'সভ্য-কাফ্রি' বলিয়া অভিহিত। অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ২৫ সহস্র লোক যুক্তরাজ্যের মুক্ত দাস। তাহাদের অনেকেই এখন দেশের প্রধান ব্যক্তি বলিয়া গণ্য। রাজধানী মনরোভিয়ার লোকসংখ্যা ৪ সহস্রের উপর। অন্যান্য নগর;—হারপার, লোকসংখ্যা ৮ হাজার; বুচানন এবং এডিনা, 'জন' নদীর দুই ধারে দুই নগর, লোকসংখ্যা ৫ হাজার। রবার্টস্‌পোর্ট, লোকসংখ্যা ১২ শত। 'মান্না' এবং 'কাভালি'—দুইটী সীমান্ত নদী। অন্যান্য নদী,—সেণ্ট জন, সেণ্ট পল, মানো, লোভা প্রভৃতি। নদীর স্রোত প্রধানতঃ প্রবল। কোনও কোনও নদীতে ২৫ মাইল, কোনও কোনও নদীতে ৫০ মাইলের অধিক নৌকাদি পরিচালন করা যায় না। সমুদ্র উপকূলের সীমান্ত-রেখার পরিমাণ ৩৫০ মাইল। নিম্ন-লিখিত ১৩টী বন্দর ব্যতীত দেশের অন্য কোনও নগরে বৈদেশিক ব্যাবসায়ীদিগের ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধিকার নাই; যথা,—মান্না, রবার্টস্‌পোর্ট, মনরোভিয়া, মার্শাল, গ্রাণ্ডবাসা, রিভারসেস্, গ্রীনস্‌ভাইল, নান্নাক্রু, নিফু, হারপার, হাফ ক্যাভেলা, জেনু এবং ওয়েরু। ইউরোপ হইতে লাইবিরিয়ায় যাতায়াতের দুইটী 'ষ্টীমার লাইন' আছে। একটী ইংলণ্ডের ষ্টীমার লিভারপুর হইতে ১৪ দিনে, এবং অপরটী জর্ম্মণীর ষ্টীমার হামবার্গ হইতে ছাড়িয়া সাউদাম্পটন্ দিয়া ১১ দিনে মনরোভিয়ায় পৌছে। বিষুবরেখার সমীপস্থ দেশ বলিয়া 'লাইবিরিয়াকে' গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বলা যায়। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মধ্যেও ইহার জল-বায়ু অনেকটা স্বাভাবিক। অগ্রহায়ণ মাসের শেষার্দ্ধ হইতে মাঘ মাসের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত

গ্রীষ্মকাল বলিয়া কথিত হইলেও, প্রভাতে প্রায়ই শৈত্যানুভব হয়। বৈশাখ মাসের মধ্যভাগ হইতে কার্ত্তিক মাসের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত বর্ষাকাল। অন্যান্য সময় নাতি-গ্রীষ্ম নাতি-বর্ষা। তবে বৃষ্টি কোন মাসেই প্রায় বাদ পড়ে না। গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশের ন্যায় পশুপক্ষী এবং বৃক্ষলতাদি লাইবিরিয়ায় বর্ত্তমান আছে। লাইবিরিয়ার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কফি, কোকো, রবার, হস্তিদন্ত প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি হয়। মেহগনী প্রভৃতি কাষ্ঠও কিছু কিছু পাওয়া যায়। স্বর্ণ ও রুবি প্রভৃতি মূল্যবান প্রস্তরও কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। তুলার চাষ স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে লবণ, চাউল, তামাক, বস্ত্রাদি, মদ্য, কাচের বাসন, এবং গোলা-গুলি বারুদ-বন্দুক প্রভৃতি। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের আমদানীর পরিমাণ ১ লক্ষ [illegible] হাজার পাউণ্ডের দ্রব্য; রপ্তানীর পরিমাণ ৯০ হাজার পাউণ্ডের দ্রব্য। ব্যবসায়-বাণিজ্য জর্ম্মণীর এবং ইংলণ্ডের সহিতই প্রধানতঃ সম্পন্ন হয়। রাজস্ব আদায় ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ছিল ৩৩ হাজার ৯৬ পাউণ্ড; ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৬৪ হাজার ৬০৪ পাউণ্ড; ক্রমেই বৃদ্ধি। দাসরাজ্য ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর।

তুমি কি সেই ইংরেজ।

এই আমরা ভারতসন্তান, এখন ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়া, ইংরেজ, তোমার অনুগ্রহের প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া আছি; আর তুমি, অবহেলায় অশ্রদ্ধায় তৃণজ্ঞানে আমাদিগকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছ! তাই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, তাই সংশয় হয়,—ইংরেজ!—তুমি কি সেই ইংরেজ? —যে ইংরেজের পূর্ব্বপুরুষগণ দাস-ব্যবসায়ের উচ্ছেদ-সাধনে প্রাণপাত করিয়াছিলেন,—যে ইংরেজের পিতৃপিতামহগণ মুক্ত দাসদিগের স্বাধীনতার জন্য লাইবিরিয়া" রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিলেন;—তুমি কি সেই ইংরেজ? আর জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়,—মরলে!—সত্য সত্যই তুমি কি সেই বংশের বংশধর! তা যদি হও, তবে এখনও বিচার করিয়া দেখ,—ভারতবাসী স্বাধীনতা-লাভের অযোগ্য কি না?—তোমার শাসনযন্ত্র পরিচালনায় অসমর্থ কি না! দাসবংশের সন্তানসন্ততি পুরুষানুক্রমে দাস্যকর্ম্মে অভ্যস্ত, লাইবিরিয়ার ঘোরকৃষ্ণ কর্ত্তৃপক্ষগণ;—তাহারা যদি সুশৃঙ্খলায় লাইবিরিয়া রাজ্য পরিচালন করিতে পারে, এই বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-গুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ-গরিষ্ঠ ভারতসন্তানগণই বা তাহা না পারিবে কেন? স্তোক-বাক্যে আর কতদিন ভুলাইয়া রাখিবে? তোমরা স্বাধীন জাতি, স্বাধীনতার মর্য্যাদা রাখ। দেখ!—একবার বিচার করিয়া দেখ!—অধিকার পাইলে, চিরপরাধীন দাস জাতিও স্বাধীন রাজ্য পরিচালনায় সমর্থ হয়!

মার্কিণের স্বাধীনতা-লাভ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

কত কথা মনে পড়ে। এক শত একত্রিশ বৎসর অতীত হইল, আমেরিকার মার্কিণ যুক্তরাজ্য (ইউনাইটেড ষ্টেটস) স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। বিগত ৮ঠা জুলাই সেই স্বাধীনতা-লাভের বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।* সংবাদপত্রে সেই সংবাদ পাঠ করিলে, কত কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে,—মহা-সাগরের পর-পারে সেই অজ্ঞাত-দেশ, কেমন করিয়া ইউরোপীয় জাতিসমূহের নয়ন-পথে প্রথম নিপতিত হয়; মনে পড়ে,—কত বৎসর পূর্ব্বে, কিরূপে, ইংরেজ বণিকগণ সে দেশে প্রথম উপস্থিত হয়; মনে পড়ে,—কিরূপে, কত নির্য্যাতন সহ্য করিয়া, কত প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া, সে দেশে ইংরেজের ও অন্যান্য জাতির উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়; মনে পড়ে,—সেই সকল জাতির সংঘর্ষে কি প্রকারে ধীরে ধীরে আমেরিকার আদিম-অধিবাসিগণের অস্তিত্ব লোপ পাইতে আরম্ভ হয়; মনে পড়ে,—কি প্রকারে উপনিবেশ-বাসীরা জ্ঞান-গৌরবের উচ্চস্তরে পদার্পণ করে; আর মনে পড়ে,—কেমন করিয়া, কি কৌশলে, কি শক্তি-বলে, ইংরেজের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সেই উপনিবেশ এক্ষণে স্বাধীনতা-লাভ করিয়াছে।

অতীত-স্মৃতি। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপের রাজন্যবর্গের প্রাণে নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারের ও অধিকারের কল্পনা উদিত হয়। স্পেন ও পর্ত্তুগাল সেই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। তাঁহাদের উদ্যোগ, অধ্যবসায় ও সামর্থ্য দর্শনে, ইউরোপের প্রধান ধর্ম্মযাজক, রোমের পোপ, তাঁহাদিগকে এক সনন্দ (Bull) প্রদান করিয়াছিলেন; সনন্দের মর্ম্ম এই যে, স্পেনের জন্য পৃথিবীর পশ্চিমার্দ্ধ এবং পর্ত্তুগালের জন্য পৃথিবীর পূর্ব্বার্দ্ধ নির্দ্দিষ্ট রহিল।† দুই দিকে বাণিজ্য-পোত পরিচালনা করিয়া, দুই জাতি পৃথিবীর

---

* ১৩১৪ সালের ২৮শে আষাঢ় (১৩ই জুলাই, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে) এই প্রবন্ধ অতি সংক্ষিপ্তভাবে 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

† যিনি এই সনন্দ (Bull) প্রদান করেন, তাঁহার নাম পোপ ষষ্ঠ আলেক্জাণ্ডার। এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—"A Bull was obtained from Alexander vi. in 1493 which granted to Spain all discoveries west of an imaginery line drawn hundred leagues to the west of the Azores and the Cape Verde Islands." (See "Encyclopaedia Britannica", vol xxii, Ed. ix., p. 327) অন্যত্র

দুই দিকে অধিকার বিস্তার করুক,—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। সেই উদ্যোগের ফলে, স্পেনের রাণী ইসাবেলার ব্যয়ে, ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেন।* তখন

এই বিষয় আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিত আছে;—"A Papal Bull promulgated in 1493 or 1494 decreed that the world should be divided into two hemispheres, the Western half to pertain to Spain and the Eastern half to Portugal". (See Col. J. Younghusband,—"The Philippines and Round About," ch. i.). ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডার এই সনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন,—তাহাতে সংশয় নাই। তবে, শেষোক্ত পুস্তকে চতুর্থ আলেকজাণ্ডারের নাম উল্লিখিত আছে। উহা মুদ্রাকর প্রমাদ বলিয়াই মনে হয়।

* পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অধুনা অনেকেরই বিশ্বাস,—কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্বে, আমেরিকার সংবাদ পৃথিবীর আর কোন জাতিই জানিত না। এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। জগতের আর কোনও জাতি আমেরিকার সংবাদ জানুক আর না জানুক, ভারতের হিন্দুজাতি তাহা জানিতেন। কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের স্মরণাতীত কাল পূর্ব্বে আমেরিকায় হিন্দু উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রে তাহার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দুগণ, মিশর, ইথিওপিয়া, পারস্য, এসিয়া মাইনর, গ্রীস, রোম, তুর্কীস্থান, রুশিয়া, জর্ম্মণী, নরওয়ে, সুইডেন, গ্রেট ব্রিটেন, চীন, অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা মহাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন,—এ কথা, ইংরেজ, জর্ম্মাণ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও অস্বীকার করিতে পারেন না। ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে (যব, বলী, লম্বক ও বোর্ণিয়ো প্রভৃতি দ্বীপে) আজিও হিন্দুর বসতি আছে। ঐ পথ দিয়াই হিন্দুগণ প্রথমে আমেরিকায় গমনাগমন করিতেন। মেক্সিকো, মধ্য-আমেরিকা ও পেরু প্রভৃতি স্থানে এখনও তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। স্থলপথেও তাঁহারা চীন, মঙ্গোলিয়া, সাইবেরিয়া অতিক্রম করিয়া, "বেয়ারিং" প্রণালী পার হইয়া, উত্তর আমেরিকায় প্রবেশ করিতেন। আমেরিকার পুরাতত্ত্বে দেখা যায়, হিন্দু-দেবদেবীর উপাসনা প্রণালী তথায় বিদ্যমান ছিল; আমেরিকাবাসিগণ জগৎ-মাতার (Mother Earth) পূজা করিত। লঙ্কা দ্বীপে বুদ্ধ-পদ-চিহ্ন, গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন পূজিত হয়; আমেরিকার মেক্সিকো প্রদেশে "কোয়েটজাল কোটলের" পদ-চিহ্ন পূজিত হইত। দেশ-ভেদে ভাষা-ভেদে কোন দেবতার কি নাম প্রদত্ত হয়, নির্ণয় করা বড়ই দুঃসাধ্য। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণে হিন্দুদিগের ন্যায় আমেরিকাবাসীরা উৎসবাদি করিত। তাহারা বিশ্বাস করিত যে, "মাল্য" (Maleayo) নামক দৈত্য, সূর্য্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করে। হিন্দুদিগের রাহু-কেতু গ্রাসের সহিত এ বিষয়েও তাহাদের মিল দেখা যায়। "মেকসিকো" প্রদেশে গণেশের প্রতিমূর্ত্তি পূজিত হইত। তাহাদিগকে হস্তিমুণ্ডযুক্ত নরদেহের উপাসনা করিতে দেখিয়া, জর্ম্মণীর বিখ্যাত পরিব্রাজক ও বৈজ্ঞানিক ব্যারণ হামবল্ট (Hnmboldt) বলেন,—"It presents some remarkable and apparently not accidental resemblance with the Hindu Gonesh." মিঃ পোকক (Mr. Pococke) পেরুবাসীদিগের সামাজিক রীতি-পদ্ধতি দেখিয়া বলেন,—"The Peruvians and their anscestors, the Indians, are in this point of view at once seen to be the same people." অর্থাৎ, পেরুভিয়ান এবং হিন্দুগণ এ বিষয়ে এক জাতি বলিয়া মনে হয়। হিন্দুদিগের "মনসা" পূজার ন্যায় আমেরিকাবাসিগণ নাগপূজা করিত। এলফিন্ষ্টোন, টড, সার উইলিয়ম জোন্স, ডাক্তার কমট, পিংকারটন্, ম্যাকসমুলার, প্রফেসর হিরেন্, মিঃ ডাও প্রভৃতি পাশ্চাত্য গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ-পত্রেও হিন্দুদিগের পৃথিবী-ব্যাপী প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। "হরিবংশ" পুরাণে দেখা যায়, প্রিয়াবর্ত্ত পৃথিবীকে সপ্তদ্বীপে বিভক্ত করিয়াছিলেন। সেই সপ্তদ্বীপের নাম—(১) জম্বু, (২) প্লক্ষ, (৩) পুষ্কর, (৪) ক্রৌঞ্চ, (৫) শক, (৬) শাল্মলী, (৭) কুশ। ঐ সপ্তদ্বীপ, পর্য্যায়ক্রমে (১) এসিয়া, (২) দক্ষিণ-আমেরিকা, (৩) উত্তর আমেরিকা, (৪) আফ্রিকা, (৫) ইউরোপ, (৬) এনটার্কটা-অষ্ট্রেলিয়া, (৭) ওশেনিয়া। কর্ণেল উইলফোর্ড সকল নামগুলির সহিত একমত না হইলেও, "প্লক্ষ" দেশকে "লেসার এসিয়া" এবং "আমেরিকা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। তবেই দেখা গেল, কত সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কিরূপভাবে হিন্দুজাতির প্রাধান্য কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখনও আদিম আমেরিকাবাসীকে পাশ্চাত্যগণ যে "রেড-ইণ্ডিয়ান" (Red Indian) নামে

ইউরোপের পশ্চিমে আমেরিকার ন্যায় এক ধনধান্যপূর্ণ অজ্ঞাত দেশ আছে জানিতে পারিয়া, ইউরোপের অপরাপর শক্তিও সেই দেশের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি সঞ্চালন করেন। ইংরেজ, ফরাসী, রুষ, পর্ত্তুগীজ, একে একে সকলেই আমেরিকার দিকে অগ্রসর হন।

স্পেন অগ্রণী।

ইহাঁদের মধ্যে স্পেনই সর্ব্ববিষয়ে অগ্রণী। আমেরিকার সংবাদ স্পেনই প্রথমে জগতের সমক্ষে প্রচার করেন; আবার স্পেনের দ্বারাই আমেরিকায় প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয়। কলম্বস প্রথম দিন হরিৎশস্যসমন্বিত একটী সুন্দর দ্বীপ দেখিতে পান; সেই দ্বীপটীকে তিনি 'স্যান্সেলভেডার' নামে অভিহিত করিয়া, ক্রমশঃ অন্যান্য প্রদেশের উদ্দেশে অগ্রসর হন; 'সেণ্টমেরি', 'ফারনান্দিনা', 'ইজাবেলা' এবং কিউবা' প্রভৃতি দ্বীপ সেই সময়ই আবিস্কৃত হয়। * তৎপরে প্রায় এক শত পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল ক্রমান্বয়ে স্পেনীয়গণ আমেরিকায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন; সেই চেষ্টার ফলে, দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সমস্ত দেশ এবং উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ প্রদেশ তাঁহাদের করায়ত্ত হয়। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লসের রাজত্ব কালে, 'প্যাম্ফিলো ডি-নারভে' ফ্লোরিডার গবর্ণর নিযুক্ত হন। 'সেবল' অন্তরীপ হইতে 'পাম' নদী পর্য্যন্ত মেক্সিকো উপসাগরের প্রায় চতুর্দ্দিকে তাঁহার সীমানা বিস্তৃত ছিল। তৎপরে 'ফারডিনাণ্ড ডি-সটো' ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে 'ফ্লোরিডা' এবং 'কিউবা' দ্বীপের গবর্ণর হইয়া আসেন। আদিম অধিবাসীদিগের সহিত বহু যুদ্ধ-বিগ্রহে তাহাদিগের অনেকের উচ্ছেদ-সাধন করিয়া, আমেরিকায় তিনি স্পেনের প্রাধান্য-বিস্তার করেন। ঐ প্রদেশেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর 'পেড্রো মেলেণ্ডেজ', ফরাসীদিগকে পরাজিত করিয়া, স্পেনের আধিপত্য অধিকতর দৃঢ় করেন। অবশেষে, ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর, স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ, উত্তর আমেরিকার সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হন। ইংরেজের কোনও স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপনের ৪২ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এইরূপে স্পেনের আধিপত্য স্থাপিত হয়। †

মার্কিণে ইংরেজ।

স্পেনের অনুসরণে ইংরেজগণও বহু দিন হইতে আমেরিকার দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের ছয় বৎসর পরে, বৃষ্টলের এক নাবিক, সাবাষ্টিয়ান ক্যাবট, ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে, আমেরিকার উত্তরাংশে বর্ত্তমান হডসন উপসাগরের সন্নিকটে অবতরণ করেন। ইংরেজ জাতির মধ্যে তিনিই প্রথম আমেরিকায় উপনীত হন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় বিশেষ কোনও ফললাভ হয় নাই। আমেরিকায়-আধিপত্য-বিস্তারের কোনও চিহ্ন পর্য্যন্ত তিনি রাখিয়া আসিতে পারেন নাই।

অভিহিত করেন, তাহাতেও ভারতবর্ষের সহিত আমেরিকার সংস্রবের কথা স্মরণ হয় না কি? হিন্দুদিগের উপনিবেশ স্থাপন সংক্রান্ত বহু তত্ত্ব "হিন্দু সুপিরিয়রিটী" নামক গ্রন্থে বিবৃত আছে। (Compare, "Hindu Superioity" by Har Bilas Sarda., B. A., F. R., S. L. pp 135—200.)

* "অনুসন্ধান" পত্র, সপ্তম বর্ষ, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা; ১৩০০ সাল, ১৫ই ও ৩১এ আশ্বিন দ্রষ্টব্য।

† Compare John Clark Redpath. L. L D.—"Cyclopædia of Universal History", Vol. iii, p. 354

ক্যাবটের পর, এই উপলক্ষে ৮৫ বৎসর কাল নানা উদ্যোগ-আয়োজন চলিয়াছিল। তাহাতে ইংরেজ ও স্পেনের মধ্যে নানারূপ বিবাদ-বিসম্বাদ আরম্ভ হয়। ইংরেজের জাহাজ আমেরিকার পথে অগ্রসর হইলে, প্রথম প্রথম স্পেনীয়গণ তাহাতে বাধা দিতেন; ইংরেজেরাও সুযোগ-মত স্পেনীয়দিগের পোতাদি লুণ্ঠন করিতেন। ফ্রান্সিস ড্রেক (ডেভনসায়ারের একজন নাবিক) প্রশান্ত মহাসাগরের 'ম্যাগেলান' প্রণালীর মধ্য দিয়া স্পেন-অধিকৃত 'ভ্যালপারিসো' এবং দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলস্থিত কয়েকটী নগর লুণ্ঠন করেন। স্পেনীয় উপনিবেশসমূহ লুণ্ঠনে স্বর্ণ ও রৌপ্যে জাহাজ বোঝাই করিয়া, উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হন। কথিত হয়, ইংরেজের মধ্যে ফ্রান্সিস ড্রেকই প্রথম পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। সার জন হকিন্স নামক আর একজন ইংরেজ কর্ত্তৃক স্পেনীয়গণের 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ' দ্বীপপুঞ্জ পুনঃপুনঃ লুণ্ঠিত হয়। এই সার জন হকিন্সই সর্ব্বপ্রথমে (১৫৬২ খৃষ্টাব্দে) আফরিকার 'নিগ্রো'দিগকে ধরিয়া আনিয়া স্পেনীয়দিগের নিকট দাসরূপে বিক্রয় করিয়াছিলেন।* রাণী এলিজাবেথের শাসন-সময়ে, ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে, আমেরিকায় ইংরেজের উপনিবেশ-স্থাপনের পথ একটু প্রশস্ত হইয়া আসে। সার হাম্প্রে জিলবার্ট, কৃষিকার্য্য এবং ব্যবসায়াদির জন্য আমেরিকায় কিছু ভূ-সম্পত্তি-লাভের আশায় রাণী এলিজাবেথের সাহায্য-প্রার্থী হন। তদনুসারে জিলবার্ট, ছয় শত বর্গ মাইল অনধিকৃত দেশ দখল করিয়া লইবার অনুমতি প্রাপ্ত হন, এবং তদুদ্দেশ্যে রাণী তাঁহাকে যথাসম্ভব সাহায্য-প্রদান করেন। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে জিলবার্ট এবং তাঁহার ভ্রাতা সার ওয়ালটার র‍্যালে পাঁচ খানি পোত সহ, আমেরিকা অভিমুখে রওনা হন। তাহার দুই দিন পরেই তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে একখানি জাহাজ পথ হইতে ফিরিয়া আসে; শেষ, চারি খানি জাহাজ লইয়া তাঁহারা আমেরিকায় উপনীত হন। কিন্তু 'ম্যাসাচুসেটের' অনতিদূরে সমুদ্র-মধ্যে ঘোর দুর্দ্দৈব উপস্থিত হয়; প্রায় শতাধিক আরোহী সহ একখানি জাহাজ সমুদ্র-গর্ভে ডুবিয়া যায়। প্রত্যাগমন-কালেও 'স্কুইরেল' নামক জাহাজ জলমগ্ন হওয়ায়, জিলবার্ট প্রভৃতি প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। সেবার কেবল একখানি জাহাজ লইয়া প্রাণে প্রাণে র‍্যালে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু র‍্যালে তাহাতেও নিরুৎসাহ হইলেন না; পর বৎসর পুনরায় রাণীর নিকট তিনি আর এক সনন্দ গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল,—কৃতকার্য্য হইলে, র‍্যালে আমেরিকায় বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিকারী হইবেন। দ্বিতীয় বার দুই খানি জাহাজ লইয়া র‍্যালে আমেরিকার যাত্রা করেন। জুলাই মাসে 'ক্যারোলিনার' উপকূলে তাঁহারা উপস্থিত হন। "রেণোকা" দ্বীপের রাণীর নিকট অতিথি-রূপে উপস্থিত হইলে, রাণী তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সমাদর করেন। সেই সময় যে শস্যশ্যামল মনোহর প্রদেশ তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন, রাণী এলিজাবেথ "ভারজিনিয়া" নামে তাহা অভিহিত করেন। উহা আজিও সেই নামেই পরিচিত। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পুনরায় সনন্দ গ্রহণ করিয়া, সার ওয়ালটার র‍্যালে সাত খানি

* Compare Cyril Ransome, M. A. "A short History of England", P. 214., and "Chamber's Encyclopoedia", Vol. ix. P. 500.

জাহাজ লইয়া আমেরিকার দিকে অগ্রসর হন। সেই উদ্যোগে দুই লক্ষ ডলার * মুদ্রা ব্যয় হইয়া যায়; কিন্তু কার্য্যতঃ কোনই ফললাভ হয় না। † ১৬০২ খৃষ্টাব্দে বারথলমিউ গস্‌নল্ড 'কন্‌কর্ড' নামক এক খানি ক্ষুদ্র পোতে আরোহণ করিয়া সাত সপ্তাহ মধ্যে "মেইন" উপকূলে উপনীত হন। এই যাত্রায় তিনি যে নূতন পথ আবিষ্কার করেন, তাহাতে পথের দূরত্ব প্রায় দুই হাজার মাইল কমিয়া যায়। "এলিজাবেথ দ্বীপপুঞ্জে"র পশ্চিমাংশের একটী দ্বীপে তিনি উপনীত হন। সেই দ্বীপটীকে তিনি "নিউ ইংলণ্ড" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। চারি মাসের পর গস্‌নল্ড দেশে প্রত্যাগত হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পাইল। এইরূপে রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে, প্রথম জেমসের সিংহাসনারোহণে, প্রথম জর্জ্জের শাসন সময়ে, দ্বিতীয় জর্জ্জের অভ্যুদয়ে, বারবার ইংরেজ আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনে চেষ্টা করেন; জিলবার্ট, রালে, গস্‌নল্ড প্রভৃতি নানা জনের নানা চেষ্টার পর, বহু জনের বহু প্রাণ বিসর্জ্জনের পর, ধীরে ধীরে আমেরিকায় ইংরেজের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়।

ইংরেজের প্রথম উপনিবেশ।

এলিজাবেথের পর, প্রথম জেমস্ ইংলণ্ডের রাজ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। আমেরিকার প্রতি প্রথম হইতেই তাঁহার মন আকৃষ্ট হয়। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দের ১০ এপ্রেল তিনি এক আদেশ পত্র প্রচার করেন,—'আমেরিকায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারিলে, ঔপনিবেশিকগণ ইংলণ্ডের অধিবাসীর ন্যায় স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হইবেন, এবং নানা-প্রকার সুবিধা উপভোগ করিতে পারিবেন।' তদনুসারে দুইটী কোম্পানী ‡ গঠিত হয়। একটী কোম্পানীর নাম—"লণ্ডন কোম্পানী"; অপরটীর নাম—"প্লাই-মাউথ কোম্পানী"। লণ্ডন সহরের বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যক্তি এবং ব্যবসায়ী একত্র হইয়া, "লণ্ডন কোম্পানী" প্রতিষ্ঠা করেন। প্লাইমাউথ বন্দরের কতকগুলি উদ্যমশীল ব্যক্তি কর্ত্তৃক "প্লাইমাউথ কোম্পানী" গঠিত হয়। আমেরিকাকে আনুমানিক দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক দিকে "লণ্ডন কোম্পানী" অন্য দিকে "প্লাইমাউথ কোম্পানী" পোত পরিচালনা করেন। আগষ্ট মাসে "প্লাইমাউথ কোম্পানী" আমেরিকা অভিমুখে অগ্রসর হইলে, একখানি স্পেনীয় যুদ্ধ-জাহাজ তাঁহাদের গতিরোধ করে। 'প্লাইমাউথ কোম্পানীর' জাহাজ লুণ্ঠিত এবং উদ্দেশ্য বিপর্য্যস্ত হয়। পর বৎসর শরৎকালে তাঁহারা আর এক খানি জাহাজ প্রেরণ করেন; কিন্তু সে জাহাজও ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়।

* আমেরিকার মুদ্রাবিশেষ। পূর্ব্বে রূপার "ডলার" প্রচলিত ছিল; এখন স্বর্ণ ডলার আমেরিকায় বিশেষ প্রচলিত। তাহার মূল ৪ শিলিং ২ পেন্স অর্থাৎ প্রায় তিন টাকা। মেক্সিকো, দক্ষিণ আমেরিকা, সিঙ্গাপুর ও ফিলিপাইন দ্বীপে আজিও রূপার 'ডলার' প্রচলিত আছে; কিন্তু তাহার মূল্য সোণার "ডলারের" সহিত সমান।

† See "History the World," vol. iii., p. 356,

‡ রাণী এলিজাবেথের রাজত্ব কালে (১৬০০ খৃষ্টাব্দে) ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-ব্যপদেশে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই কোম্পানীই ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্বের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠা করে। "লণ্ডন কোম্পানী" এবং "প্লাইমাউথ কোম্পানী" কতকটা যে সেই উদ্দেশ্যেই অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

তবে প্রত্যাগত ব্যক্তিগণ আমেরিকার অতুল সম্পদের যে পরিচয় প্রদান করেন, তাহাতে প্রলোভনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে ‘প্লাই মাউথ কোম্পানি”র আর এক খানি জাহাজ প্রেরিত হয়। সেই জাহাজে প্রায় এক শত লোক যাত্রা করেন। তাঁহারা সকলেই আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বসবাস করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যান। সেবার “কেনেবেক” নদীর তীরে “সেণ্ট জর্জ্জ” নামে এক উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়; পঁয়তাল্লিশ জন লোককে সেখানে রাখিয়া, জাহাজ ফিরিয়া আসে। কিন্তু ১৬০৭-৮ খৃষ্টাব্দের নিদারুণ শীতে সকল উদ্যম ব্যর্থ হয়। ঔপনিবেশিকগণের অনেকেই,—কেহ শীতে, কেহ অনাহারে,—প্রাণত্যাগ করেন; তাঁহাদের ঘর-বাড়ী পুড়িয়া যায়; অবশিষ্ট কয়েকটী প্রাণী প্রাণে প্রাণে দেশে ফিরিয়া আসেন; উপনিবেশ-স্থাপনে প্লাইমাউথ কোম্পানী বিফল-মনোরথ হন। * ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর “লণ্ডন কোম্পানী” তিনখানি জাহাজে ১০৫ জন লোক লইয়া আমেরিকা-অভিমুখে যাত্রা করে। ‘কৃষ্টোফার নিউপোর্ট’ অধ্যক্ষ ছিলেন। পর বৎসর এপ্রিল মাসে আমেরিকার উপকূলে উপস্থিত হইয়া, নিউপোর্ট এক সুন্দর জনপদ দেখিতে পান। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে তথায় এক উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের নামানুসারে সেই উপনিবেশ “জেমস্ টাউন” নামে অভিহিত। উহাই আমেরিকায় ইংরেজের প্রথম স্থায়ী উপনিবেশ। ইংলণ্ডের প্রথম নাবিক ক্যাবটের আমেরিকা দর্শনের এক শত দশ বৎসর পরে এবং স্পেনীয়গণ কর্ত্তৃক “সাম্রাজ্য” প্রতিষ্ঠার প্রায় ৪২ বৎসর পরে, আমেরিকায় ইংরেজের স্থায়ী উপনিবেশের ইহাই সূত্রপাত।

পিউরিটানদিগের উপনিবেশ।

অতঃপর “পিউরিটান” † নামক খৃষ্টান সম্প্রদায় আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাণী এলিজাবেথ, প্রথম জেমস এবং প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে, এই সকল “পিউরিটান” ইংলণ্ড হইতে হলণ্ড দেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে বিভিন্ন খৃষ্ট-সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু দিন পর্য্যন্ত বিবাদ-বিসম্বাদ চলে। তাহারই ফলে, ‘পিউরিটান’গণ দারুণ নির্য্যাতন ভোগ করে। তাহাদের

* ইহার পর ‘জন্ স্মিথ’ নামক জনৈক উদ্যমশীল ব্যক্তির উদ্যোগে, ১৬০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্লাইমাউথ কোম্পানী পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। শেষোক্ত বৎসরের গ্রীষ্মকালে ‘মেইন’ নদীর তীরে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া তাঁহারা বিশেষ লাভবান হইয়াছিলেন। জুলাই মাসের শেষে জন্ স্মিথ, “পেনোবস্কট” নদী হইতে ‘কড’ অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খণ্ডের ভৌগলিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন; তৎকর্ত্তৃক ঐ প্রদেশের এক মানচিত্র প্রস্তুত হয়। উক্ত প্রদেশ তৎকালে “নিউ ইংলণ্ড” নামে অভিহিত হইয়াছিল; এবং সেই নামেই তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত পরিচিত ছিল। বর্ত্তমান কালে তাহা যুক্তরাজ্যের উত্তর পূর্ব্ব প্রদেশের অন্তর্গত।

† খৃষ্টীয় ধর্ম্মরাজ্যে রোমের ‘পোপ’ প্রধান ধর্ম্মগুরু বলিয়া অভিহিত হইতেন। প্রধানতঃ তাঁহার মতানুসারেই খৃষ্ট জগতের ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। তাঁহার অধীনস্থ খৃষ্টান-সম্প্রদায় ‘রোমান-ক্যাথলিক’ সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। জর্ম্মণীর প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক মার্টিন লুথার, রোমের পোপের ধর্ম্মমতের সংস্কার-সাধনে প্রয়াসী হন। সেই উপলক্ষে একটী নূতন দল সৃষ্ট হয়। সেই দল “প্রোটেষ্টাণ্ট” (অর্থাৎ প্রচলিত মতের আপত্তিকারী) নামে পরিচিত। প্রোটেষ্টাণ্টদিগের মধ্যে যাহারা অতিরিক্ত মাত্রায় সংস্কার-প্রয়াসী, তাহারাই “পিউরিটান” (অর্থাৎ পবিত্র মতাবলম্বী)। রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে এই দলের সৃষ্টি হয়।

বহুলোক উৎপীড়িত, দেশান্তরিত এবং নিহত হয়। যাহারা ওলন্দাজ-রাজ্যে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, তাহাদেরও কষ্টের অবধি ছিল না। সেখানে এক দিন প্রায় এক সহস্র পিউরিটানকে এক সঙ্গে একটী গাছে লটকাইয়া ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল। উৎপীড়ন দিন দিন অসহ্য হওয়ায়, 'পিউরিটানগণ' আমেরিকায় গিয়া বাস করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। ১৬২০ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট পিউরিটানদিগের দুই খানি জাহাজ আমেরিকার অভিমুখে অগ্রসর হয়। সে যাত্রায় তাঁহাদিগকে যে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। পথে সমুদ্রের মাঝে বিষম ঝড়-বৃষ্টি; তীরে অবতরণ করিয়াও, নিদারুণ শীতে, উপযুক্ত আহার্য্যের অভাবে এবং দস্যুদিগের ভয়ে, তাঁহারা বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে যাত্রায়, কেহ জ্বরে, কেহ অতিসারে, কেহ ক্ষয়-কাসে,—একে একে অনেকেই শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন, অনেকেই প্রাণত্যাগ করেন। এই বিপদ-পরম্পরার মধ্যেও 'পিউরিটান'গণ "নিউ ইয়র্ক" দ্বীপে আপনাদিগের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই হইতে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বহুদেশ, বহু জনপদ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন।

তেরটী প্রদেশ প্রতিষ্ঠা। চেষ্টার পর চেষ্টার ফলে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তেরটী ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ম্যাসাচুসেটস', 'নিউ-হাম্পসায়ার', 'কনেকটিকট' এবং "রোড আইল্যাণ্ড"—'পিউরিটান'গণ স্থাপন করেন। 'মেরিল্যাণ্ড' এবং 'ভারজিনিয়া' ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। 'ভারজিনিয়ার' দক্ষিণে দুইটী উপনিবেশ ছিল; ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের অভিপ্রায় অনুসারে তাহা "ক্যারোলিনা" নামে অভিহিত হয়। তৎপরে ওলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধে 'হডসন' হইতে দেশ-মধ্যবর্ত্তী হ্রদসমূহের সীমানা পর্য্যন্ত প্রদেশ ইংরেজগণ অধিকার করিয়া লন। রাজা দ্বিতীয় চার্লস ঐ প্রদেশটী তাঁহার ভ্রাতাকে প্রদান করেন; এবং তৎকর্তৃক উহা 'নিউ ইয়র্ক' নামে অভিহিত হয়। এই বিস্তৃত "নিউ ইয়র্ক" প্রদেশের কিয়দংশ পরবর্ত্তী কালে 'নিউ জার্সি' ও "দেলাওয়ার" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম পেন, "কোয়েকার" * মতাবলম্বী খৃষ্টান-সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোকের সহিত আমেরিকায় আগমন করিয়া, সদলবলে "দেলাওয়ারের" প্রান্তস্থিত গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। সেই অরণ্য প্রদেশে মিঃ পেন কর্তৃক যে উপনিবেশ স্থাপিত হয়, তাঁহারই নামানুসারে, তাহা "পেনসিলভেনিয়া" নামে অভিহিত। 'ফিলাডেলফিয়া' নগরেরও তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। অতঃপর ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জর্জ্জের রাজত্বকালে, জেনারেল 'অগ্লিথোরপ' কর্তৃক 'সাভানা' নদীর তীরে রাজার নামানুসারে "জর্জ্জিয়া" উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ঋণ-ভারে বিপন্ন ইংলণ্ডের কতকগুলি দরিদ্র লোক এবং জর্ম্মনীর উৎপীড়িত কতকগুলি 'প্রটেষ্টাণ্ট' খৃষ্টান, অসহনীয় যন্ত্রণায় দেশত্যাগী হইয়া, এই প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। অতঃপর ধীরে ধীরে এই সকল উপনিবেশের জন-সংখ্যা এবং ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হয়। তৃতীয় জর্জ্জের সিংহাসন প্রাপ্তি-কালে এই সকল উপনিবেশের অধিবাসি-সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ (ইংলণ্ডের

* জর্জ্জ ফক্স নামক এই এক ব্যক্তি সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। পিউরিটানদের ন্যায় ইঁহারাও প্রচলিত প্রাচীন ধর্ম্মমতের বিরোধী। "বান্ধব-সম্প্রদায়" (Society of Friends) নামেও ইঁহারা পরিচিত।

তাৎকালিক লোক-সংখ্যার প্রায় চতুর্থাংশ) দাঁড়াইয়াছিল। উপনিবেশ স্থাপনের পর, লোক-সংখ্যার অনুপাতে আমেরিকার অর্থ-সম্পদ দিন-দিনই বাড়িতে লাগিল। 'ক্যারোলিনা" প্রদেশে পর্য্যাপ্ত নীল উৎপন্ন হইতে লাগিল; 'ভারজিনিয়ায়' তামাকের চাষ আরম্ভ হইল; "জর্জ্জিয়া" প্রদেশের ধানের চাষে দেশে লক্ষ্মী-শ্রী উছলিয়া উঠিল। এই সকল চাষ-আবাদে উপনিবেশসমূহে প্রায় পাঁচ লক্ষ ক্রীতদাস আনীত হইয়াছিল। 'নিউ ইয়র্ক' এবং 'পেনসিল-ভেনিয়া' প্রদেশ বিবিধ শস্তের চাষ-আবাদে ও কাষ্ঠ-ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। দক্ষিণ-প্রদেশের এই শ্রী-বৃদ্ধির সময়, 'পিউরিটানগণ' কর্তৃক উত্তর-প্রদেশেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল; উত্তর-প্রদেশ শিল্পের জন্য ক্রমশঃ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কর্ম্ম-বৈগুণ্যে উভয় প্রদেশের আচার-ব্যবহারেরও অনেকটা বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছিল। দক্ষিণ-প্রদেশের ধনবানগণের কৃষিক্ষেত্রে অসংখ্য দাস-দাসী নিযুক্ত ছিল; ধনিগণ তাহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করিতেন; কিন্তু উত্তর প্রদেশের পিউরিটান'গণের সরলতা, দয়া এবং সদ্ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ ছিল। পিউরিটান সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সমতা-রক্ষার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতেন। অধিবাসীদিগের সুশিক্ষার জন্য তাঁহারা যে বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠা করেন, আজিও তাহা আমেরিকার অতীত-গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাঁহারা নিয়ম করিয়াছিলেন,—যে গ্রামে পঞ্চাশটী গৃহস্থের বাস আছে, সেখানকার বালক বালিকাদিগের লেখা-পড়া শিক্ষার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত হইবে; আর যে গ্রামে এক শত গৃহস্থের বাস, সেখানে একটী "গ্রামার স্কুল" প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেক বালক-বালিকা যাহাতে সু-শিক্ষা লাভ করে,—ইহাই তাঁহাদের আন্তরিক কামনা ছিল। *

আদিম অধিবাসী।

আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ, অভ্যাগত বৈদেশিকগণকে প্রথমে সমাদর করিয়া আপন দেশে স্থান-দান করিয়াছিল। পাশ্চাত্য জাতির ইতিহাসে তাহারা অসভ্য বর্ব্বর "রেড ইণ্ডিয়ান" বলিয়া অভিহিত হইলেও, তাহাদের দয়া-দাক্ষিণ্য সরলতা ও অতিথি-সৎকারের বহু চিত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কলম্বসকে তাহারা আদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিল,—দেবতার ন্যায় সম্মান করিয়াছিল, তাহার শত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। বিপন্ন ইংরেজ নাবিক র‍্যালেকে 'রোনোকা' দ্বীপের রাণী আশ্রয় প্রদান করিয়া কত সাহায্য করিয়াছিলেন,—তাহাও ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। 'রজার উই-লিয়ম' নামক 'লণ্ডন কোম্পানীর' জনৈক আমিনকে (Surveyor) আদিম-অধিবাসিগণ যে অভ্যর্থনা করিয়াছিল, তাহারও চিত্র-পট অনেক পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। † কিন্তু সেই অতিথিসৎকারপ্রিয় জাতির শেষ পরিণাম কি হইল, সেই আদিম অধিবাসিগণ কোথায়

---

* See Green's "History of the English People", p. 739. পিউরিটানগণ উপনিবেশবাসীদিগের শিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহা এইরূপ লিখিত আছে:—"Every township after the Lord hath increased them to the number of fifty householders, shall appoint one to teach all children to write and read; and when any town shall increase to the number of a hundred families they shall set up a grammer school."

† John Clark Reidpath,—"Cyclopaedia of Universal History", vol. iii.

কি অবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিল—সে সংবাদ কেহ বলিতে পারেন কি? ইতিহাস সে সম্বন্ধে প্রায় নীরব;—তাহারাও তেমন কোনও নিদর্শন রাখিয়া যায় নাই। তবে মোটামুটি এই-টুকু বুঝিতে পারা যায়,—তাহারা পাশ্চাত্য-জাতিকে যেমন আদরে আশ্রয় দিয়াছিল; * তাহার প্রতিফলস্বরূপ পাশ্চাত্য-জাতির হস্তে তাহাদের পরিচয়-চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপপ্রায়। এই পাশ্চাত্য জাতি যে দেশে যখনই পদার্পণ করিয়াছে,—যেখানেই তাহাদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে,—সে দেশের ভাগ্যেই এই পরিণাম দেখিতে পাই। তাহাদের প্রভাবে—তাহাদের তাপে, অন্য জাতির জীবন-স্রোত শুখাইয়া যায়। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়াছিল। প্রথমে তাহাদের নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়া, শেষ তাহাদিগের সহিত বিবাদ বাধাইয়া, পাশ্চাত্য-জাতি তাহাদের সর্ব্বস্ব শোষণ করিয়া লইয়াছিল। তাহাদের কতকগুলি প্রাণ-ভয়ে গভীর অরণ্যে বা গিরি-গুহায় পলাইতে বাধ্য হইয়াছিল; কতকগুলি অস্ত্রের আঘাতে বা বন্দুকের গুলিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল, কতকগুলি বা আপনাদের দেশে আপনাদের স্বত্বাধিকারে বঞ্চিত হইয়া সেই বিদেশীয়দিগের নিকট দাসরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। "সূচ হইয়া প্রবেশ করা এবং ফাল হইয়া বাহির হওয়া"—এই যে এক প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত আছে; আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন এবং আদিম অধিবাসীদিগের উচ্ছেদ-সাধন,—সেই প্রবাদেরই স্বার্থকতা সম্পাদন করে বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অশান্তির সূত্রপাত।

প্রাথমিক শাসন-প্রণালী।

যে যাইবার, সে গিয়াছে; যে থাকিবার, সে আছে! সুতরাং আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের অবান্তর কথায় আর প্রয়োজন কি? এখন দেখা যাউক, সভ্যতার উষালোক আমেরিকায় কিরূপে প্রকাশ পাইল; প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিমালা কেমন করিয়া জলে-স্থলে উদ্ভাসিত হইল; আর এখনই বা কি প্রকারে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের দীপ্ত-জ্যোতিঃ সৌভাগ্য-গগন উজ্জ্বল করিয়া বিরাজমান রহিয়াছে। উত্তর আমেরিকায় ইংরেজের প্রথম স্থায়ী উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পর এক শত ছাব্বিশ বৎসরের মধ্যে একে একে তেরটী প্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হইল। † তেরটী প্রদেশের তের জন শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন;

* 'ওয়াসিংটন আরভিং' প্রণীত "কলম্বসের জীবনী" পুস্তকে কলম্বসের অভ্যর্থনার বিষয় দ্রষ্টব্য। 'রজার উইলিয়মকে' তাহারা কি ভাবে অভ্যর্থনা করিতেছে, তাহার একখানি ছবি পর্য্যন্ত 'রিডপাথের' গ্রন্থে প্রকাশিত আছে।

† সেই তেরটী প্রদেশের পরিচয় এই;—(ক) উত্তর দিকের "নিউ ইংলণ্ড ষ্টেটের" প্রদেশ চারিটী,—(১) ম্যাসাচুসেটস্ (২) কনেকৃটিকট, (৩) নিউ হাম্পসায়ার, (৪) রোড দ্বীপ; (খ) মধ্য ষ্টেটের প্রদেশ তিনটী,—(১) নিউ ইয়র্ক, (২) নিউ জার্সি, (৩) পেন্‌সিলভানিয়া; (গ) দক্ষিণ ষ্টেটের প্রদেশ ছয়টি,—(১) দেলাওয়ার,,

প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসিগণের মতামত লইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। উপনিবেশের পত্তন হইতেই প্রকারান্তরে স্বায়ত্ত-শাসনের বীজ অঙ্কুরিত হইল। ইংলণ্ডের রাজা, প্রথম প্রথম ঔপনিবেশিকগণের অধিকারে কোনই হস্তক্ষেপ করিলেন না। ঔপনিবেশিকগন আপনারাই দেশ অধিকার করিয়া বসিলেন; আপনারাই দেশে সাধারণ-তন্ত্র-শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিলেন; আপনারাই আপনাদের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া আপনাদের শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কোনও কোন প্রদেশের জন্য, কখনও বা ইংলণ্ডের রাজা, শাসনকর্ত্তা মনোনীত করিয়া পাঠাইতেন; কিন্তু প্রায়শঃ আমেরিকা হইতেই সেই শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইতেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত এই ভাবেই রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। আমেরিকার শাসন-কার্য্যে ইংলণ্ড বিশেষ কোনও হস্তক্ষেপ করেন নাই।

অশান্তির বীজ। কিন্তু ইংলণ্ড যেদিন হইতে আমেরিকার শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন, সেই দিন হইতেই অশান্তির অনল প্রধূমিত হইতে লাগিল। বৈদেশিক শাসনকর্ত্তা, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বরূপ অনিষ্টের মূলীভূত। দেশের লোকের রীতিপ্রকৃতি এবং মানসিক গতি বুঝিয়া, তাঁহারা প্রায়শঃই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। তাঁহারা যদি সম্রাট্ বা রাজা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন, তাহা হইলে তো আর কথাই নাই! তাঁহারা 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করেন, দেশে অনর্থের বীজ ছড়াইয়া দেন। সিদ্ধান্তের সার্থকতা প্রতিপাদনের জন্য, দৃষ্টান্তের বড় আবশ্যক করে না। সকল দেশের সকল পরাধীন জাতিই এই দৃষ্টান্তের ফল হাড়ে হাড়ে ভোগ করিয়া আসিতেছেন। আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে প্রথমে এই দৃষ্টান্তের সূত্রপাত হইল। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে 'কস্‌বে' নামক এক ব্যক্তি নিউইয়র্কের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বর তাঁহাকে নিয়োগপত্র প্রদান করেন। সুতরাং তাঁহার আর অহঙ্কারের অবধি রহিল না। যুক্ত-রাজ্যে পদার্পণ করিয়াই তিনি প্রভুত্ব-প্রকাশে অগ্রসর হইলেন। আমেরিকায় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পর হইতে উপনিবেশবাসীরা যে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছিল, কস্‌বে তাহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলেন। যতদূর সম্ভব, আমেরিকাবাসীদিগকে ইংলণ্ডের অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করাই তাঁহার সঙ্কল্প হইল। কিন্তু স্বাধীনতার সুখাস্বাদ যাহারা একবার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা তাহা সহিবে কেন? সুতরাং যুক্তরাজ্যের অধিবাসিগন নানারূপে তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে লাগিল। সেই সময়ে নিউইয়র্ক সহরে দুইখানি সংবাদপত্র প্রকাশ হইত। একখানি পত্রের নাম—"উইকলি জর্নাল।" পিটার জেঙ্গার নামক জনৈক তেজস্বী ব্যক্তি, সেই পত্রের সম্পাদক ছিলেন। শাসনকর্ত্তা কসবের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বরের প্রবন্ধে ঘোর অনল জ্বালাইয়া দিল। দেশের 'গবরনর' বা শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ,—আর রক্ষা আছে

(২) মেরিল্যাণ্ড, (৩) ভার্জ্জিনিয়া, (৪) উত্তর ক্যারোলিনা, (৫) দক্ষিণ ক্যারোলিনা, (৬) জর্জ্জিয়া। "নিউ ইংলাণ্ড ষ্টেটের" উত্তরে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই কানাডা নামে অভিহিত। কানাডা প্রথমতঃ ফরাসীদিগেরই অধিকৃত ছিল।

কি? রক্ষকই তখন ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইলেন। রাজদ্রোহসূচক মানহানিকর প্রবন্ধ প্রকটনের অভিযোগে উপস্থিত হইল। সম্পাদক জেঙ্গার ধৃত ও বন্দী হইলেন। বিচারের পূর্ব্বেই কারাগারে তাঁহার প্রতি কঠোর শাসন আরম্ভ হইল; পত্রাদি লিখিবার জন্য তিনি কাগজ, কলম ও কালী পর্য্যন্ত ব্যবহারের অধিকার পাইলেন না। সম্পাদকের বন্ধুবর্গ "হিবিয়াস্ কর্পাস্ য়্যাক্ট" আইন অনুসারে তাঁহার মুক্তির প্রার্থনা করিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর, সম্পাদককে জামিনে মুক্তি-দানের আদেশ হইল বটে; কিন্তু ৭০ হাজার টাকা জামিন চাওয়া হইল। এত অধিক টাকার জামিন কে হইবে? সুতরাং সম্পাদক জামিন সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে হাজতেই পচিতে হইল। দুই-জন ব্যারিষ্টার তাঁহার পক্ষ গ্রহণে মকদ্দমায় তদ্বির করিতে গেলেন। বাদানুবাদ-সূত্রে তাঁহাদের উপরও কড়া হুকুম জাহির হইল;—তাঁহাদের নাম ব্যারিষ্টারির তালিকা হইতে কাটা গেল। এইরূপে বহুকাল ধরিয়া বিচার চলিল। সম্পাদক হাজতে আবদ্ধ রহিলেন। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট সুপ্রিম কোর্টের জজের নিকট এই মামলার শেষ বিচার আরম্ভ হয়। বিচারপতি ডি-ল্যান্সি, সম্পাদককে দণ্ড দিবার জন্যই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ব্যারিষ্টার হামিণ্টনের যুক্তিতর্কপূর্ণ তেজোগর্ব্বময় বক্তৃতায়, জুরিগণ সকলেই, সম্পাদক জেঙ্গারকে নির্দ্দোষ সাব্যস্থ করিলেন। প্রায় ৯ মাস কাল হাজত ভোগের পর, জেঙ্গার মুক্তি পাইলেন। সেই দিন রাত্রে সহরে এক ভোজ হইল। সম্পাদক, সেই ভোজে বহুল সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। অন্যায় করিয়া তাঁহাকে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, এবং এরূপ বিচার ও ব্যবহারে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-লোপের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছে,—এই বলিয়া দেশের লোক অনেকেই বিচলিত হইয়া উঠিলেন। যুক্তরাজ্যে সংবাদপত্রের প্রতি রাজকর্ম্মচারী-দিগের এই প্রথম দুর্ব্ব্যবহার,—লোকের প্রাণে প্রাণে বিদ্ধ হইল। লোকে রাজ-শাসনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিল। স্বাধীন-চিন্তার জলসেকে স্বতঃ-উর্ব্বর সেই মানসক্ষেত্রে,—এইরূপে অশান্তির বীজ অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইল। পঞ্চাশ বর্ষ পরে এই অশান্তির ফলে ইংলণ্ডকে কি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল, ইতিহাস আজিও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।* সংবাদপত্র জনসাধারণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্থানীয়। যখনই যে দেশে সংবাদপত্রের প্রতি নির্য্যাতন হইয়াছে, এক সময়, না এক সময় প্রতিপক্ষকে তাহার ফল-ভোগ করিতে হইয়াছে। তদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বহ্নি প্রধূমিত। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ কাটিয়া গেল। কিন্তু 'এক্স-লা-চ্যাপেলের' সন্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসন্তোষ-বহ্নি প্রধূমিত হইল। অষ্ট্রীয়ার রাজসিংহাসন লইয়া ইউরোপে ফ্রান্স, প্রুশিয়া ও বাভেরিয়ার সহিত ইংলণ্ড ও অষ্ট্রীয়ার যুদ্ধ উপস্থিত হয়; তখন আমেরিকাও ফরাসীর সহিত ইংরেজের যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দের "এক্স-লা-চ্যাপেলের"

---

* বুথ-সাহেব প্রণীত "নিউইয়র্কের ইতিহাস' গ্রন্থে (Booth's "History of New york") এই মকদ্দমার বিবরণ বিবৃত আছে। গ্রন্থকারের মতে, সংবাদপত্রের নির্য্যাতনরূপ এই বিষবৃক্ষের ফলে, পঞ্চাশ বৎসর পরে ইংলণ্ডকে জর্জ্জরীভূত হইতে হইয়াছিল।

সন্ধিতে সেই বিবাদ মিটিয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার প্রতি ইংলণ্ডের একটু খর-দৃষ্টি পতিত হয়; ইংলণ্ড আমেরিকাকে আপনার শাসনাধীনে রাখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন। তার পর প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডারিককে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ইউরোপে যখন "সপ্ত-বর্ষব্যাপী" (১৭৫৬ খৃঃ—১৭৭৩ খৃঃ) যুদ্ধ আরম্ভ হয়, আমেরিকায়ও তখন ফরাসী ও ইংরেজে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠে।* সেই সময় আমেরিকার "সেন্ট-লরেন্স" ও "লুসিয়ানার" উপত্যকা এবং কানাডা প্রদেশ ফরাসীগণের অধিকৃত ছিল; ইংরেজ ঔপনিবেশিকগণ "আলিঘেনী" পর্ব্বত অতিক্রম করিতে পারিতেন না; অধিকন্তু ফরাসী জাতি সুদৃঢ় দুর্গ প্রস্তুত করিয়া আটলাণ্টিক উপকূলে ইংরেজের গতিবিধির পথ রোধ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমেরিকায় ফরাসী ও ইংরেজে যুদ্ধ চলিয়াছিল। সেই যুদ্ধে ঔপনিবেশিকগণের অনেকেই ফরাসীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন; ইংলণ্ড হইতেও কতকগুলি সৈন্য যাইয়া তাঁহাদের সাহায্য করিয়াছিল। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্বকালে পারিস-নগরের সন্ধিতে এই বিবাদ মিটিয়া যায়। সন্ধি-সর্ত্তানুসারে কানাডা, ডোমিনিকা, সেণ্টভিনসেণ্ট, গ্রেনেডা এবং টোব্যাগো, ইংরেজের অধিকারভুক্ত হয়; ফরাসী-গণ, মার্টিনিক এবং পণ্ডিচেরী প্রাপ্ত হন; হাভেনা এবং মানিলায় স্পেনের অধিপত্য অক্ষুন্ন থাকে। এই উপলক্ষে ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জ আমেরিকায় শাসন-দণ্ড পরি-চালনার জন্য অধিকতর প্রলুব্ধ হন। নূতন নূতন বিধি-বিধানের প্রবর্ত্তনায় আমে-রিকার উপনিবেশ-সমূহে আধিপত্য-বিস্তারের বিশেষরূপ চেষ্টা করেন। সঞ্চিত অসন্তোষ-বহ্নি ধীরে ধীরে শিখা-বিস্তার আরম্ভ করে।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন।

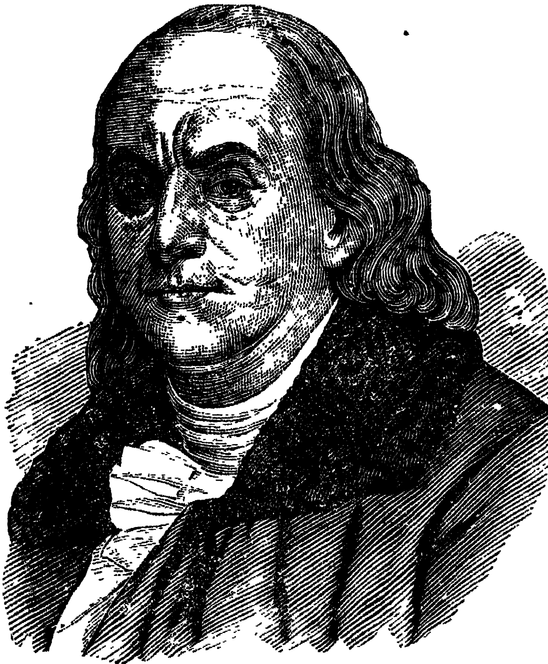
এই সময়ে মহানুভব বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের আবির্ভাব হয়। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী বোষ্টন সহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা, বাতি ও সাবান প্রস্তুত করিতেন; বাল্যকালে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনও সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। দশ বৎসর বয়সের সময় বাতির "শলিতা" কাটিবার জন্য এবং "ছাঁচ" তুলিবার জন্য, তাঁহার পিতা, তাঁহাকে স্কুল ছাড়াইয়া, আপন কারবারে নিযুক্ত করেন। বালক ফ্রাঙ্কলিনের তাহা ভাল লাগিত না; সময় সময় তিনি যেন কি এক গভীর চিন্তায় বিভোর হইয়া পড়িতেন। ফ্রাঙ্কলিনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বোষ্টনের একটী ছাপাখানায় মুদ্রা-করের কার্য্য করিতেন; বাতির কার্য্যে ফ্রাঙ্কলিনকে অন্যমনস্ক দেখিয়া, তিনি তাঁহাকে ছাপাখানার কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ফ্রাঙ্কলিনের বয়ঃক্রম তখন বার বৎসর মাত্র। ভবিষ্যতের বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ও রাজনীতিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের বাল্যজীবন এইরূপে আরব্ধ হইল।† বোষ্টন হইতে নিউ-ইয়র্কে, নিউ-ইয়র্ক হইতে ফিলাডেল-

---

* এই সময়, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে, পলাসী-যুদ্ধে বাঙ্গালার ভাগ্য-লক্ষ্মী ইংরেজের অঙ্কশায়িনী হন। ইতিপূর্ব্বে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় কর্ণাটিক যুদ্ধে আর্কট অধিকার করিয়া ইংরেজ দাক্ষিণাত্যে প্রাধান্য স্থাপন করেন। এইবার পলাশী-জয়ে ফরাসীর ভারত-বিজয়ের আশা চিরতরে অবসান হয়।

† He (Franklin's father) set the future philosopher to the cutting of wicks for the candles, filling moulds, and other duties necessary to his business.'—See 'Dictionary of Universal Information.'

ফিয়ায়,—কখনও ছাপাখানার কাজে, কখনও মজুরের কাজে, তিনি দিনযাপন করিতে লাগিলেন। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কলিন ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানে 'কক্স এণ্ড ওয়াই-ম্যানের' ছাপাখানায় তাঁহার চাকুরী হয়; সে চাকুরীও—মজুরী বা সরকারী কাজের অনুরূপ। পূর্ব্ব হইতেই ফ্রাঙ্কলিনের প্রাণে বিদ্যানুরাগ জাগিয়া উঠিয়াছিল; লণ্ডনে গিয়া, ছাপাখানার কাজ করিতে করিতে, তিনি বিদ্যাচর্চ্চায় বিশেষরূপ মনোযোগী হইলেন। আগ্রহে সুযোগ আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। বিদ্যাচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডন সহর হইতে "স্বাধীনতা ও তাহার আবশ্যকতা,—সুখ ও কষ্ট"—এই বিষয়ে তিনি এক পুস্তক প্রণয়ন করিলেন। সেই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, তাঁহার প্রতি অনেকেরই



বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন।

[এই মহানুভবই আমেরিকার স্বাধীনতার মূল। ইঁহারই শিক্ষায় দেশ স্বাধীন-চিন্তায় স্বাধীনভাবে একতা-সূত্রে আবদ্ধ হয়। ইনিই আমেরিকার শিক্ষা-গুরু। ইঁহারই শিক্ষায়, ইঁহারই আদর্শে, আমেরিকা নবজীবন লাভ করিয়াছিল।]

দৃষ্টি আকর্ষিত হইল; একজন শ্রমজীবী মুদ্রাকর যে এরূপ চিন্তাপূর্ণ অভিনব গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে পারেন,—ইহাতে অনেকেই চমৎকৃত হইলেন। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কলিন আমেরিকায় প্রত্যাগমন করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি ভাগ্য-লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পতিত হইল। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিবাহ হয়; সেই বৎসর তিনি আমেরিকায় প্রথম

"সাধারণ পাঠাগার" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি "পুয়োর রিচার্ড আলমানাক" নামক সাময়িক পত্র প্রচার করেন; তাঁহার "ধনাগমের উপায়" ("The Way to Wealth") নামক গ্রন্থ এই সময়ই প্রকাশিত হয়। অতঃপর দিন দিন ফ্রাঙ্কলিনের সু-যশ দেশব্যাপ্ত হইতে লাগিল। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি "ফ্রাঙ্কলিন ষ্টোন" আবিষ্কার করিলেন। দুই বৎসর পরে তাঁহার অমূল্য "দার্শনিক তত্ত্ব" প্রচারিত হইল। "বজ্র ও বিদ্যুতের অভিন্নতা" (Identity of Electricity and Lightening) প্রতিপন্ন করিয়া, এই সময় তিনি বৈজ্ঞানিক জগতেও উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইলেন। দেশের কাজে, দশের মঙ্গলের জন্য, ফ্রাঙ্কলিনের শেষ জীবন নিয়োজিত হয়। আমেরিকার উপনিবেশ-সমূহ একতা-সূত্রে আবদ্ধ করায়, তাঁহার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে।

মিলন বা মৃত্যু।

ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে একতা স্থাপনের জন্য মহানুভব বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। বক্তৃতায়, সামাজিক আচার-ব্যবহারে, পুস্তকাদি প্রণয়নে, সর্ব্বদা তিনি চেষ্টা করিতেছিলেন,—কিসে ঔপনিবেশিকগণ এক-প্রাণ এক-মন হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে। সেই সঙ্কল্প সুসিদ্ধির জন্য তিনি "পেন্‌সিলভেনিয়া গেজেট" নামে এক সংবাদ-পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সংবাদ-পত্রের মূল-মন্ত্র ছিল—"মিলন বা মৃত্যু"। প্রতি পত্রিকার শীর্ষদেশে "নীতিবাক্য" প্রকাশিত হইত—'মিলন বা মৃত্যু' ('Unite or Die') *। ফ্রাঙ্কলিনের এই শিক্ষাবলেই আমেরিকার বিচ্ছিন্ন জনপদসমূহ একসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিয়াছিল; ফরাসীর বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিকগণ যে জীবন পণ করিয়া মিলিত হইয়াছিল, তাহারও কারণ—ফ্রাঙ্কলিনের উদ্দীপনা ব্যতীত আর কি বলিতে পারি? পরবর্ত্তী কালেও ঐ কয়েকটী প্রদেশে একত্র সম্মিলিত হইয়া যে 'যুক্ত-রাজ্য' (United States) নামে অভিহিত হয়, তাহারও মূল মন্ত্র—সেই "মিলন বা মৃত্যু"! বড় শুভক্ষণে ফ্রাঙ্কলিন আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; বড় শুভক্ষণে তিনি "মিলন বা মৃত্যুর" সার্থকতা বুঝাইতে পারিয়াছিলেন; বড় শুভক্ষণে আমেরিকাবাসীরা তাঁহার সেই বীজ-মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। এমন কথা—এমন ভাব বড় শুভক্ষণেই দেশে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। সে দেশ ধন্য,—যে দেশ এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। সে দেশ কৃতকৃতার্থ,—যে দেশ এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে! এই মন্ত্র প্রাণে প্রাণে সঞ্চালিত না হইলে—মরমে মরমে গাঁথা না থাকিলে, কোনও সমাজ, কোনও জাতি, কোনও জনপদ, কখনও কি বড় হইতে পারে?

হরিষে বিষাদ।

এক দিকে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন প্রভৃতির চেষ্টায় দেশ একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইল,—বহিঃ-শত্রুর বিভীষিকা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়াবলি অন্বেষণ করিতে লাগিল; অন্যদিকে ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জ তাহাদিগের সকল উদ্যম ব্যর্থ করিতে মনস্থ করিলেন,—একতা-সূত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদিগকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে

* ফিস্কির প্রণীত "আমেরিকান্ রেভোলিউসন্" ("The American Revolution" by John Fiske) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ফ্রাঙ্কলিনের সংবাদপত্রের এবং যোঙ্গেমের সভা প্রভৃতির বিবরণ বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

উদ্যোগী হইলেন। প্রায় ৭০ বৎসর কাল দেশে শান্তি বিরাজমান ছিল। সম্মিলনের চেষ্টায় সমগ্র দেশ পরস্পর মিলিত হইয়া আসিতেছিল। সহসা ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্রেণভাইল মন্ত্রণা দিলেন,—'আমেরিকার উপনিবেশ-সমূহে ইংলণ্ডের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে।' সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য, তিনি পরামর্শ দিলেন, সেখানে 'ষ্ট্যাম্প আইন' প্রবর্ত্তিত হউক। মামলা-মকদ্দমায়, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে এবং বিবাহের কাগজ পত্রাদিতে ব্রিটিশ গবরমেণ্টের ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করা আবশ্যক ;—গ্রেণভাইল এই আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। কারণ দেখাইলেন,—ফরাসীর সহিত যুদ্ধে আমেরিকার যে ক্ষতি হইয়াছে, ঐ 'ষ্ট্যাম্প আইনের প্রবর্ত্তনায় সেই ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে 'ষ্ট্যাম্প আইন' পাশ হইল। ভারতেও ইংরেজ ষ্ট্যাম্প আইন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। সে আইনের মর্ম্ম, ভারত-বাসী সকলেই হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছেন। আমেরিকায় ষ্ট্যাম্প আইনের প্রস্তাবনার সময় হইতেই আমেরিকাবাসীরা প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন ; বহু আবেদন-নিবেদন ইংলণ্ডে প্রেরিত হইল। ফ্রাঙ্কলিন প্রধান মন্ত্রীকে জ্ঞাপন করিলেন,—"ফরাসীর সহিত যুদ্ধে উপনিবেশবাসীরা সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ; তাহারা আপনাদের বাড়ী-ঘর বন্ধক দিয়া, চাঁদা তুলিয়া,—প্রকারান্তরে ভিক্ষা করিয়া, যুদ্ধের ব্যয়-ভার বহন করিয়াছে। তাহাদের উপর আবার করভার স্থাপন করিলে, তাহারা প্রাণে মারা যাইবে।" কিন্তু গ্রেণভাইল সে আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিলেন না। ষ্ট্যাম্প আইন অনুসারে কর আদায়ের জন্য নবেম্বর মাসের প্রথম দিন হইতে বিশেষ চেষ্টা চলিতে লাগিল উপনিবেশবাসীরাও দিন দিন ইংলণ্ডের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। এইবার প্রধূমিত বহ্নি ধিকি ধিকি জলিয়া উঠিল। দেহ-প্রাণ সমর্পণে, অশেষ দায়িত্ব গ্রহণে, যাঁহারা এই উপনিবেশ-স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই মনে তখন ভবিষ্যতের সুখ-সমৃদ্ধির আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল। স্বদেশের গৌরব-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ যাহাতে নব-অধিকৃত দেশের স্বত্বাধিকারে ও সৌভাগ্য-সম্পদে অধিকারী হয়,—সে আশাও তাঁহাদের মনে উদিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের তাৎকালিক রাজন্যবর্গও সেই আশায় তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়াছিলেন। রাজা প্রথম জেমস্ যে সনন্দ প্রদান করেন, তাহাতে স্পষ্টই উল্লিখিত ছিল, ঐ দেশে উপনিবেশ স্থাপিত হইলে দেশের অধিবাসীরা ইংলণ্ডের অধিবাসীর সহিত সমান অধিকার প্রাপ্ত হইবে। ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়া, ইংরেজ যে স্বাধীনতা, যে স্বত্ব, যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণও পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সেই স্বাধীনতা, সেই স্বত্ব, সেই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে।* বহুদিন পর্য্যন্ত

* রাজা প্রথম জেমস্ যে সনন্দ প্রদান করেন, এবং যে সনন্দের সর্ত্ত-হেতু ঔপনিবেশিকগণ ইংলণ্ডের অধিবাসীদিগের ন্যায় স্বত্বাধিকার দাবী করেন,—তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—"Also we do, for us, our heirs and successors, declare by these presents that all and every the persons, being our subjects, which shall go and inhabit within the said colony and plantation, and every their children and posterity, which shall happen to be born within any of the limits thereof, shall have and enjoy all liberties, franchises, and immunities of free denizens and natural subjects within any of our other dominions, to all intents and purposes, as if they had been

সেই কথাই প্রচারিত ছিল। সেই আশায় আশান্বিত হইয়াই—সেই অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত হইয়াই, ইংলণ্ডের বহু নরনারী আমেরিকায় উপনিবেশ-স্থাপনে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। কতবার আমেরিকার পথে ঘোর বাত্যায় কত তরণী বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, কতবার কত যুদ্ধবিগ্রহে কত জনের প্রাণনাশ হইয়াছিল, কতবার কত জন আহার্য্যাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন;—কিন্তু ভবিষ্যতের সুখের আশায়-স্বদেশে বিদেশে সমান অধিকার পাইবার ভরসায়—সকল বিপদ আপদকেই তাঁহারা আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। এখন সেই সকল কথা একে একে প্রাণের ভিতর জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

উত্তেজনার সূত্রপাত।

কেবল যে ষ্ট্যাম্প আইন প্রবর্ত্তিত হইল বলিয়াই উপনিবেশবাসিগণ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইল, তাহা নহে। উত্তেজনার আরও কারণ ছিল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে "আমদানী শুল্ক" ধার্য্য হয়; এবং চিনি, গুড়, ও "রম" মদ্যের আমদানীর উপর কর আদায়ের উদ্যোগ চলিতে থাকে। কিন্তু ব্যবসায়িগণ ঐ কর প্রদানে আপত্তি করে; আইনানুসারে কর আদায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে আর এক আইন পাশ হয়; লোহার কারখানা বা লোহার ঘরবাড়ী যাহাতে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত না হয়,—সেই আইনের তাহাই উদ্দেশ্য। এ আইনও অন্যায় ও অত্যাচারমূলক বলিয়া ঔপনিবেশিকগণ গ্রাহ্য করিল না। অতঃপর ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে "আমদানী শুল্ক" আদায়ের জন্য ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জ কঠোর উপায় অবলম্বন করিলেন। উপনিবেশের বিচারালয়-সমূহ নূতন শক্তি প্রাপ্ত হইল; তাহাদের প্রদত্ত "সার্চ্চ ওয়ারেণ্ট" (Writs of Assistance) লইয়া সামান্য কনষ্টেবলেরাও ব্যবসায়ী ভদ্রলোকদিগের ঘরবাড়ী অনুসন্ধান করিবার অধিকার পাইল। সালেম এবং বোষ্টন সহরে এই উপলক্ষে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। "জেমস্ ওটিস্" নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ী-ঘর অনুসন্ধান হওয়ায়, তিনি ঘোর আপত্তি তুলিলেন; ঔপনিবেশিকগণের স্বত্বাধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার পার্লামেণ্টের কোনই ক্ষমতা নাই,—ওজস্বিনী বক্তৃতায় তিনি সেই কথা ঘোষণা করিলেন; সমগ্র উপনিবেশে বিষম উত্তেজনার সূত্রপাত হইল। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে চিনি ও গুড়ের কর আদায়ের জন্য আরও পীড়াপীড়ি আরম্ভ হইল; নৌ-বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ গুড় ও চিনি বোঝাই বাণিজ্য-পোত-সমূহ বাজেয়াপ্ত করিবার অধিকার পাইলেন। এই সময় 'বোষ্টন' সহরে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইল; স্যামুয়েল আডামস্ তেজস্বিনী বক্তৃতায় সভাস্থ সকলকে বুঝাইয়া দিলেন,—'বৃটিশ-রাজ্যের নীতি অনুসারে, পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি না থাকিলে, উপনিবেশবাসীরা কর দিতে বাধ্য নহে।' এদিকে আমেরিকার বন্দরসমূহে ইংরেজদিগের যুদ্ধ-জাহাজ পাহারায় নিযুক্ত হইল। চিনি, গুড় ও মদ বোঝাই বহু বাণিজ্যপোত তাহারা আক্রমণ করিল; "ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ" দ্বীপপুঞ্জের সহিত উপনিবেশবাসিদিগের সমস্ত ব্যবসায়-

abiding and born within this our realm of England, or in any other of our dominions." See "The Hist ry of War in Amarica between Great Britain and her Colonies." Vol 1.

বাণিজ্য ধ্বংস পাইল। অতঃপর গ্রেণভাইল,ইংলণ্ডের মন্ত্রী হইলেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ পার্লামেণ্ট সভায় 'ষ্ট্যাম্প আইনের" পাণ্ডুলিপি পেশ হইল। আমেরিকায় যখন এই সংবাদ পৌঁছিল, দেশব্যাপী দারুণ উত্তেজনা ও বিদ্বেষের ভাব জাগিয়া উঠিল। প্রতিদিন রাজনৈতিক সভা-সমিতি হইতে লাগিল; বক্তাদিগের অবসর রহিল না। সংবাদ-পত্র-সমূহ আইনের প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল; প্রত্যেক সহরে প্রত্যেক সভায় আইনের বিরুদ্ধে "রেজোলিউসন" পাশ হইতে লাগিল। ঔপনিবেশকগণ ইংলণ্ডের রাজার নিকট এবং পার্লামেণ্ট মহাসভায় প্রতিবাদমূলক আবেদন-পত্র প্রেরণ করিলেন; আইন যাহাতে পাশ না হয়,—তাহার তদ্বির করিবার জন্য, উপনিবেশসমূহ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া, লণ্ডন সহরে প্রেরিত হইলেন।

উত্তেজনার অন্যান্য কারণ।

এই উপলক্ষে উপনিবেশবাসিগণের একতা-বন্ধন আরও দৃঢ়তর হইল; স্বাধীনতার সুখ-স্পৃহা তাহাদের মনে আরও জাগিয়া উঠিল। উপনিবেশসমূহে ইংলণ্ড একছত্র-শাসন-প্রভাব বিস্তার করিতে চান, অথচ ন্যায়তঃ ইংলণ্ড তাহাতে অধিকারী নহেন,—এই চিন্তাই উপনিবেশবাসীদিগের উত্তেজনার প্রধান কারণ। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দের "এক্স-লা-চ্যাপেলের" সন্ধির পর হইতে ইংলণ্ড ক্রমাগত আমেরিকায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য চেষ্টা করেন। সেই সময় হইতে উপনিবেশ-বাসীরাও ক্রমাগত সেই চেষ্টায় বাধা দিতে আরম্ভ করে। তখন হইতেই উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব সঞ্চিত হয়। তার পর, আমেরিকায় ফরাসীদিগের প্রাধান্যবশতঃ উপনিবেশ-বাসীরা উত্তেজিত হইয়া উঠে; ফরাসীকে বাধা দিতে গিয়া তাহারা স্বভাবতঃই প্রতি-রোধশক্তি প্রাপ্ত হয়। উত্তেজনার এই দুই প্রধান কারন। তৃতীয় কারণ,—ঔপনিবেশিকগণের প্রতি ফরাসীর সহানুভূতি। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে "পারিসের সন্ধি" সুর্ত্তে ফরাসীরাজ ইংরেজকে কানাডা প্রদেশ প্রদান করেন, তাহার এক নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। উপনিবেশবাসীরা একত্র হইতে পারিলে, ফরাসীর চির-শত্রু ইংরেজকে আমেরিকা হইতে বিদূরিত করিতে পারিবে,—কানাডা প্রদানে ফরাসীর ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। ইংলণ্ডও তাহা মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পার্লামেণ্ট তাই কয়েক বার ফরাসীকে কানাড়া ফিরিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। আমেরিকার উন্নতির গতি-রোধ করাই তখন ইংরেজের উদ্দেশ্য হইয়াছিল সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরের সময় ফরাসী রাজনীতিজ্ঞ ভারজেনেস্ স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,—"কানাডা প্রদান করিয়া আমরা আমেরিকায় এক নূতন বিদ্রোহের সূত্রপাত করিয়া রাখিলাম। ইহাতে, ইংলণ্ডকে শীঘ্রই পশ্চিম সাম্রাজ্য হারাইতে হইবে।" উত্তেজনার চতুর্থ কারণ,—আমে-রিকা-বাসীদের স্বাভাবিক প্রকৃতি এবং বংশগত চরিত্র। ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ রাজতন্ত্র-প্রিয়, ধর্ম্মবিষয়েও কিন্তু সমাজ-বিশেষের মতাপেক্ষী। যাঁহারা প্রথমতঃ আমেরিকায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহাদের অনেকেই রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়াসী এবং ধর্ম্ম-বিষয়ে স্বাধীন-মতাবলম্বী। রাজা কাহাকে বলে, ঔপনিবেশিকগণ তাহা জানিত না। ইংলণ্ডের মন্ত্রিসমাজ এবং তাহাদের মধ্যে অতলস্পর্শ আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র বিরাজ-মান। রাজতন্ত্র তাহাদিগের আশৈশব ঘৃণার সামগ্রী। এই নব-ভূখণ্ডে আগমন

কালে তাহাদের পিতৃ-পুরুষগণ কি যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলেন,—সে কথা তাহারা ভুলিতে পারে নাই, এবং কখনও ভুলিতে পারিবে না। ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত তাহারা আপনাদের রাজ্য আপনারাই শাসন করিয়া আসিতেছে; সাধারণ-তন্ত্র শাসনপ্রণালীই তাহাদের এই নূতন রাজ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া আছে; ইংলণ্ডের অধীনতা তাহারা স্বীকার করিতে পারে কি? বিশেষতঃ আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের এবং ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধে তাহারা এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহারা আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ সমর্থ। উত্তেজনার পঞ্চম কারণ,—আমেরিকায় উন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিশ্বাস করিতেন, ইংলণ্ডের সহিত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা অসম্ভব নহে; পরন্তু বাঞ্ছনীয়। জনসাধারণের মনেও এই ভাব বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছিল। জন আডামস্ ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে কনেকৃটিকটের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা-কার্য্য করিতেন। তিনি আপন দিনলিপির মধ্যে লিখিয়া গিয়াছিলেন,—"আর এক শতাব্দী পরে, সমগ্র ইউরোপ একত্র হইলেও, আমাদিগকে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করিতে পারিবে না। আমাদিগকে পরাজিত করিতে হইলে, তাহাদিগের একটী-মাত্র উপায় আছে; সে উপায়—আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিচ্ছেদ বাধাইয়া দিতে হইবে।" এই কথা-কয়টী প্রথমে দিনলিপিতে লিখিত ছিল; ক্রমে পুস্তকে ও সংবাদ-পত্রে এই কথার আভাস মাত্র প্রকাশিত হয়। পরিশেষে প্রকাশ্যভাবে সর্ব্বত্র এই কথা ঘোষিত হইয়াছিল। সাধারণ নির্ব্বোধ লোকে প্রথমে এ কথা গ্রাহ্য করে নাই; বরং একথা শুনিয়া ভীত ও চমকিত হইয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে এই কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াই দেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল। উত্তেজনার ষষ্ঠ কারণ,—ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জের নীচাশয়তা। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন; ষাট বৎসর তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রিগণ প্রায় সকলেই অযোগ্য এবং সঙ্কীর্ণমনা ছিলেন। তাঁহার মত যাঁহারা সমর্থন করিতেন, তৃতীয় জর্জ্জ বাছিয়া বাছিয়া সেইরূপ মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। জাতীয় প্রাণে স্বাধীন চিন্তা স্বাধীন-ভাব জাগরূক হয়,—সে পক্ষে তৃতীয় জর্জ্জ সম্পূর্ণ প্রতিবাদী ছিলেন। এই প্রকার সঙ্কীর্ণমনা রাজা ও মন্ত্রিসভার প্রতি আস্থা স্থাপন,—সর্ব্বত্যাগী উপনিবেশবাসীদিগের বংশধরগণের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে কি? সুতরাং তাহারা ইংলণ্ডের রাজাকে মানিতে চাহিল না।

ইংলণ্ডের নির্ব্বুদ্ধিতা।

ষ্ট্যাম্প আইন পাশ হইল; আমেরিকায় সেই সংবাদ পৌঁছিল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে যেন ঘনঘন বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল। জনসাধারণ প্রথমে শোকাচ্ছন্ন হইল; তৎপরে ঘৃণার ভাব প্রকাশ করিল; পরিশেষে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠিল। উত্তেজনায় সহর ছাইয়া ফেলিল। 'ফিলাডেলফিয়া' এবং 'বোষ্টনের' গোরস্থান-সমূহে শোকসূচক ঘণ্টাধ্বনি বাজিয়া উঠিল। লোকে বলিতে লাগিল,—"স্বাধীনতার মরণের ঘণ্টা বাজিতেছে।" নিউইয়র্ক সহরের রাজপথে জনসাধারণের উত্তেজনার অবধি রহিল না; একটী মরার মাথার উপর 'ষ্ট্যাম্প আইনে'র প্রতিলিপি আঁটিয়া লইয়া, তাহারা রাজপথে প্রধাবিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে এক ঘোষণাপত্র "প্লাকার্ড"

ইংরেজের দেওয়ানী সনন্দ লাভ।



নদীর এক কূল ভাঙ্গে; অন্য কূলে পলি সঞ্চয় হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে 'ষ্ট্যাম্প আইনের' প্রবর্ত্তনায় ইংরেজের আমেরিক অধিকারে ভাঙ্গন ধরিল; কিন্তু এদিকে ভারতবর্ষে ইংরেজের আধিপত্য-বিস্তৃতির সূত্রপাত হইল। ঐ দেখুন,—ভারতের নাম মাত্র সম্রাট দিল্লীর হীনবীর্য্য ভীরু বাদসাহ সাহ আলম্ প্রকাশ্য দরবারে ইংরেজ 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' হস্তে চিরকালের জন্য বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার শাসনভার দিতেছেন; ক্লাইভ সেই দেওয়ানী সনন্দ হাত পাতিয়া লইতেছেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের বক্সার-যুদ্ধে ইংরেজের জয় হইলে পর, সম্রাট সাহ আলম্ গত্যন্তর না দেখিয়া ভয়ে ইংরেজের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন; প্রকাশ্য দরবার করিয়া ইংরেজের হস্তে বঙ্গদেশের শাসনভার অর্পণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই বঙ্গের নবাব ইংরেজের ক্রীড়াপুত্তলি হইয়াছিলেন। এইবার ভারত-সম্রাটও ইংরেজের ক্রীড়াপুত্তলি হইলেন। সেইদিন হইতেই ভারত ইংরেজের হইল।

[৫০ পৃষ্ঠা।]

বাহির হইল,—"ইংলণ্ডের নির্ব্বুদ্ধিতা, এবং আমেরিকার ধ্বংস-সাধন।"* সহরের পথে পথে এইরূপ বীভৎস ব্যাপার চলিতে লাগিল;—জনসাধারণ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। এদিকে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায়ও ঘোর বাদ-প্রতিবাদ উপস্থিত হইল। 'পেট্রিক হেনরি' নামক 'ভারজিনিয়া'-সভার একজন সদস্য ষ্ট্যাম্প আইনের বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি তুলিলেন; বক্তৃতায় আবেগভরে একখানি পুরাতন আইন-পুস্তক হইতে একটা পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া, তাড়াতাড়ি কয়েকটী "রেজোলিউসন" লিখিয়া ফেলিলেন; লিখিলেন,—সভা প্রতিজ্ঞা করিতেছে, (১) ভারজিনিয়া-বাসিগণ ইংলণ্ডের অধিবাসীর ন্যায় সমস্ত স্বত্বে স্বত্ববান, (২) 'গ্রেট ব্রিটেনে'র অধিবাসিগণ যেমন তাহাদের দেশের কর-ধার্য্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে পারে, ঔপনিবেশিকদিগেরও সে অধিকার সম্পূর্ণ বিদ্যমান, (৩) করধার্য্য-সম্বন্ধে কোন আইন 'ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট' কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইলে, ঔপনিবেশিকগণ তাহা মানিতে বাধ্য নহে, (৪) যে ব্যক্তি এতদ্বিষয়ে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিবে, সে ব্যক্তি স্বদেশের পরম শত্রু। সভাগৃহে প্রস্তাব কয়টী উত্থাপিত হইলে, ঘোর বাদানুবাদ চলিতে লাগিল; হেনরি তেজোগর্ব্বে সহকারে বলিতে লাগিলেন,—"টারকুইন এবং সিজারের নিধন জন্য ব্রুটাসের জন্ম হইয়াছিল; প্রথম চার্লসের সংহারের জন্য ক্রমওয়েল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং তৃতীয় জর্জ্জেরও—" হেনরি এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতেই বাধা প্রাপ্ত হইলেন; 'রাজদ্রোহ, রাজদ্রোহ'—রবে সভাগৃহ প্রতিধ্বনিত হইল। কয়েক জন রাজভক্তি-পরায়ণ স্বার্থপর সভ্য, ভীত হইয়া সভাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। হেনরি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"এবং তৃতীয় জর্জ্জও,—টারকুইন, সিজার বা প্রথম চার্লসের দশা প্রাপ্ত হইবেন।" তিনি আরও বলিলেন,—"আমার এ কথায় রাজদ্রোহ হয়, হউক; যদি রাজদ্রোহই হয়, ভ্রাতৃগণ, তোমরা সকলেই তজ্জন্য প্রস্তুত হও। দেখিবে,—ইহাতে কি শুভফল লাভ করিতে পার।" এই সভায় 'জর্জ্জ ওয়াসিংটন' এবং 'টমাস জেফারসন্' (যুক্ত-রাজ্যের ভাবী 'প্রেসিডেণ্ট'-দ্বয়) উপস্থিত ছিলেন; হেনরির উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে তাঁহাদেরও প্রাণ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে দিনের মত হেনরির প্রস্তাব গৃহীত হইল। ভাবী বিপদের আশঙ্কায় অনেকেই তৎপ্রতিবিধানে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

প্রথম "কংগ্রেস"। ভারজিনিয়ার এই আন্দোলনের সময়, নিউইয়র্ক, ম্যাসাচুসেট্‌স, এবং বোষ্টনেও সেইরূপ রেজোলিউসন গৃহীত হইল। বোষ্টনের সভায় জেমস্ ওটিস্ আমেরিকায় কংগ্রেসের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিলেন। সেখানে স্থির হইল, প্রতি-প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া নিউইয়র্কের "কংগ্রেস" সভায় আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর নিউইয়র্ক সহরে প্রথম ঔপনিবেশিক

* 'প্লাকার্ডে লিখিত হইয়াছিল—"The Folly of England and the Ruin of America." বঙ্গ বিভাগের সময় ভূতপূর্ব্ব বড়লাট কর্জ্জন যখন পূর্ব্ববঙ্গ পরিভ্রমণে গমন করেন, সেই সময়েও (১৯০৫ খৃষ্টাব্দে) নানা প্লাকার্ড প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল,—"Don't Divide Us" ইত্যাদি। বড়লাটের শোভাযাত্রার পথে লোকে সেই প্লাকার্ড ধরিয়া ছিল, এবং নানা স্থানে তাহা লটকাইয়া দিয়াছিল।

"কংগ্রেস" আহুত হইল * নয়টী প্রদেশ হইতে ২৮ জন প্রতিনিধি ঐ সভায় যোগদান করিলেন। ম্যাসাচুসেটসের 'টিমোথি রাগেল্‌স্‌' ঐ সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। যুক্তরাজ্যের এই প্রথম "কংগ্রেস" সভা হইতে স্বত্ব-বিষয়ক এক ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল;— মনুষ্যোচিত প্রতিবাদের সহিত ইংলণ্ডের রাজার নিকট এক আবেদন-পত্র প্রেরিত হইল। উপনিবেশবাসীদিগের নিকট কর আদায়ে ইংলণ্ডের কোন ক্ষমতা নাই,—সে কথাও এই "কংগ্রেস" সভায় সাব্যস্থ হইল।

শোকের দিন।

১লা নবেম্বর 'ষ্ট্যাম্প আইন' অনুসারে কার্য্য চলিবার ব্যবস্থা হয়। উপনিবেশ-সমূহে সে একটী শোকের দিন। সেদিন যেন কি এক শোকের প্রবাহ বহিয়া গেল। সেদিন স্কুল কলেজ বন্ধ; আইন আদালত বন্ধ; হাট-বাজার দোকান-পাট বন্ধ। সেদিন যাহাতে একখানিও ষ্ট্যাম্প কাগজ কোথাও কেহ ব্যবহার না করে, স্বতঃপরতঃ তাহারই চেষ্টা চলিতে লাগিল। অনেক স্থলে উপনিবেশবাসীরা ষ্ট্যাম্প কাগজ জোর করিয়া পুড়াইয়া দিল। এদিকে "স্বাধীন সন্তান-সম্প্রদায়" † নামে এক সমিতি গঠিত হইল। নিউইয়র্ক, বোষ্টন এবং ফিলাডেলফিয়ার বণিক-সম্প্রদায় প্রতিজ্ঞা করিলেন,—ষ্ট্যাম্প আইন রদ না হইলে, তাঁহারা বৃটিশ-জাত পণ্য-দ্রব্য কদাচ আমদানী করিবেন না। এই সময় বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, তাঁহার লণ্ডন-সহরস্থ এক বন্ধুকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—"আমেরিকার স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিতপ্রায়। আমরা এখন দেশের মধ্যে শিল্প ও ধনবিজ্ঞানের এক নূতন আলোক প্রজ্বালিত করিব।" কিন্তু তাঁহার বন্ধু তাহাতে উত্তর দিলেন,— "আমরাও আর এক নূতন রকমের মশাল জ্বালিব।" বন্ধুর কথায় লোকে বুঝিল,—ইংলণ্ড আরও কঠোর উপায় অবলম্বন করিয়া উপনিবেশবাসীদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিবে। ‡ তাহাতে লোকের মন অধিকতর উত্তেজিত হইল। ইংলণ্ডের কার্য্যে বাধা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে, ফ্রাঙ্কলিনের প্রস্তাব-অনুসারে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের শ্রী-বৃদ্ধি সাধনে সকলেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শোক-প্রকাশ এবং উত্তেজনা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাবলম্বন ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার ভাব দেশে জাগিয়া উঠিল। ষ্ট্যাম্প আইনের ধার্য্য কর আদায়ের জন্য কোনরূপ বন্দোবস্ত করা, ইংলণ্ডের পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।

আইন রদ।

ঘটনাচক্রে এই সময় গ্রেণভাইল পদত্যাগ করিলেন। কিছু দিনের জন্য পিট মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি স্বাধীন-চেতা, সহৃদয় ও দূরদর্শী। ইতিপূর্ব্বে 'কমন্স' সভার এক বক্তৃতায় তিনি আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধের কথা বিবৃত

* এই 'কংগ্রেস' সভাকে কোন কোন ঐতিহাসিক 'ষ্ট্যাম্প' আইনের প্রতিবাদমূলক 'কংগ্রেস'—সভা বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ইহার পর ফিলাডেলফিয়ায় যে 'কংগ্রেস' হয়, তাঁহাদের মতে তাহাই প্রথম 'কংগ্রেস'। ফিলাডেলফিয়ার কংগ্রেস ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আহূত হইয়াছিল।

† এই সমিতির নাম,—'Sons of Liberty.'

‡ "স্বদেশী" আন্দোলনে, দেশীয় শিল্পের শ্রী-বৃদ্ধি সাধনে ভারতবর্ষ বদ্ধপরিকর হইলে, শিল্প বাণিজ্যের নবীন আলোক দেশমধ্যে প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা করিলে, কতকগুলি নীচাশয় লোক তাহাতে বাধা প্রদান করিতে অগ্রসর হয়। সকল দেশে সকল শুভ কার্য্যেই এইরূপ অন্তরায় আছে। তবে আমেরিকার বিরাট ব্যাপারে যাহা ঘটিয়াছিল, এদেশের তুচ্ছ ব্যাপারেও তাহা ঘটিয়া থাকে—ইহাই আশ্চর্য্য।

করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমেরিকার প্রতি কর ধার্য্য বিষয়ে ইংলণ্ডের কোনই স্বত্ব নাই। আমেরিকাবাসীরা যে প্রতিবাদী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট। আপনারা কি মনে করেন,—দেশের ত্রিশ লক্ষ লোক এতই প্রাণহীন যে তাহাদের স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া স্বেচ্ছায় আপনাদের ক্রীতদাস হইয়া থাকিবে?" * মহামন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হইয়া পিট সেই কথার সার্থকতা প্রতিপন্ন করিলেন; ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ 'ষ্ট্যাম্প আইন' রদ হইল। আমেরিকার যুক্তি-পূর্ণ আপত্তির ফল ফলিয়াছে,—ইহাতে আর আনন্দের অবধি রহিল না; আমেরিকা এবং ইংলণ্ড উভয় দেশেই আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। কোন বিসদৃশ বিধান বিধিবদ্ধ হইবার সময়, ভারতেও এইরূপ আপত্তি সময় সময় উঠিয়া থাকে। কত 'ডেপুটেশান', কত 'পিটিশান', কত আবেদন-নিবেদন রাজ-দরবারে প্রেরিত হয়; কত সভা-সমিতি, কত বাদ-প্রতিবাদ, কত শোক-প্রকাশ, কত 'রেজোলিউশন'—আরও কত কি হইয়া থাকে! কিন্তু সুফল কিছু ফলে কি?

হয় মৃত্যু, নয় স্বাধীনতা।

এক বৎসর পরে, ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে, আবার এক নূতন কর ধার্য্য হইল। চা, গ্লাস শিশা, রং, কাগজ প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য আমেরিকায় আমদানি হইত, বৃটিশ-পার্লামেণ্ট তাহার উপর কর আদায় করিতে চাহিলেন। ষ্ট্যাম্প আইন রদ হওয়ায় দেশের লোক কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হইয়াছিল; কিন্তু এই নূতন আইন (রেভিনিউ এক্ট) পাশ হওয়ায় তাহারা পুনরায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী নর্থ, এইবার পশুবলে আমেরিকাবাসীদিগকে শাসন করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ৫০টি কামানসহ একখানি যুদ্ধজাহাজ বোষ্টন নগরে প্রেরিত হইল; এবং সৈন্যদল উপস্থিত হইয়া দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপদ্রব আরম্ভ করিল। দেশবাসীর আবেদন-নিবেদনে ইংলণ্ড কর্ণপাত করিলেন না; অথচ, তাহাদিগকে জব্দ করিবার জন্য পাশব বল প্রয়োগ করিলেন। ইংলণ্ডের তখন মূলমন্ত্র হইল,—তরবারির বলে রাজ্য-শাসন করিবেন। জনসাধারণ ইহাতে বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িল। এই সময়ে, ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন, যুদ্ধ-জাহাজের নাবিকেরা, জন হাংকক নামক এক ব্যক্তির একখানি নৌকা লুণ্ঠন করিল; আরও নানা স্থানে নানা অত্যাচার আরম্ভ হইল। দেশবাসীরা পুনরায় মিলিত হইলেন; "ফ্যানেল হলে" এক বিরাট সভার অধিবেশন হইল। সভার উত্তেজনার মধ্যে সকলেই প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"হয় মৃত্যু, নয় স্বাধীনতা—**Death, or Freedom.**" স্থির হইল,—প্রথমে এই অত্যাচার-কাহিনী ইংলণ্ডের গোচরীভূত করা হইবে; তাহাতে যদি কোন ফল-লাভ না হয়, দেশ স্বাধীনতার জন্য জাগিয়া উঠিবে। ইংলণ্ডের মন্ত্রিসমাজ কিন্তু সেই সভার আবেদনে কোনই কর্ণপাত করিলেন না; বরং নূতন নূতন সৈন্যদল পাঠাইয়া উপনিবেশবাসিগণকে নির্য্যাতন করিবার

---

* পিটের বক্তৃতার কয়েক ছত্র এই;—"In my opinion. this Kingdom has no right to lay a tax on the colonies.......America is obstinate! America is almost in open rebellion! Sir, I rejoice that America has resisted. Three millions of people so dead to all the feelings of liberty as voluntarily to submit to be slaves would have been fit instruments to make slaves of the rest."

জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দুই দল নূতন সৈন্য পুনরায় বোষ্টনে উপনীত হইল। আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

বোষ্টনের হত্যাকাণ্ড।

দেশের নিরীহ অধিবাসীর মধ্যে দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদল উপস্থিত হইলে স্বতঃই যে অত্যাচার-স্রোত বহিয়া থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য। বোষ্টনেও সেই অত্যাচার চলিতে লাগিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী রাজপথে কতকগুলি স্কুলের বালক জটলা করিতেছিল। রিচার্ডসন নামক এক জন সৈনিক-পুরুষ তাহাদিগের প্রতি গুলি চালাইল। কতকগুলি বালক আহত হইল, একটী বালক মারা পড়িল। কিন্তু তাহাতেও রিচার্ডসনের কোনও শাস্তি হইল না। জনসাধারণ মর্ম্মে মর্ম্মে সে বেদনা অনুভব করিল। আর এক দিন, ২রা মার্চ্চ, সৈন্যদলের অত্যাচারে নগরবাসীরা বিপন্ন হইল : তাহারও কোন প্রতিকার হইল না। পরিশেষে বোষ্টনে এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইল। ৫ই মার্চ্চ সন্ধ্যা ৮টার সময় কতকগুলি লোক ব্রাটেল ষ্ট্রীটের ব্যারাকের নিকট বেড়াইতেছিল; সৈন্যদলের গুলিতে তাহাদের ছয় জনের মৃত্যু হইল, এবং তিন জন আহত হইল। এই সকল দুর্ঘটনায়, লোকের মন বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। পরদিন প্রাতঃকালে সৈন্যদলকে দেশ হইতে সরাইবার জন্য সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। এক সভা আহ্বান করিয়া, নিদারুণ ক্রোধ প্রকাশ হইল; স্যামুয়েল এডামস প্রভৃতির নেতৃত্বে ঐ সকল অত্যাচারের কথা পুনরায় ইংলণ্ডে জ্ঞাপন করা হইল। কিন্তু তাহাতেও যখন বিশেষ কোন ফল হইল না, ইংলণ্ডের অত্যাচারী সৈন্যদল আমেরিকা হইতে দূরীভূত হইল না; তখন দেশের লোক দলবদ্ধ হইলেন, বলসংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন; আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। বিবাদ পাকিয়া উঠিল।

'বয়কটের চরম-চিত্র।

এই সময়ই চা'র করে অনর্থ ঘটিল। অন্যান্য কর আদায় করা অসাধ্য হইল দেখিয়া, বৃটিশ-পার্লামেণ্ট কেবল মাত্র চার উপর কর নির্দ্দিষ্ট করিলেন; স্থির হইল,—প্রতি পাউণ্ডে (প্রায় অর্দ্ধ সের) তিন পেন্স (এক্ষণে তিন আনা) করিয়া চার কর আদায় হইবে; অন্যান্য কর উঠিয়া যাইবে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে এই চা'র কর প্রবর্ত্তিত হইল। কিন্তু এ সময় অত্যাচারে অত্যাচারে উপনিবেশ-বাসীরা 'মরিয়া' হইয়াছিল। চা'র করভার-বহনেও তাহারা একবাক্যে অস্বীকার করিল। লোকে প্রতিজ্ঞা করিল,—তাহারা চা-পান ত্যাগ করিবে, সেও স্বীকার; তথাপি চার কর দিবে না। ফ্রাঙ্কলিন বিলাতের কমন্স সভায় স্পষ্টতঃই জ্ঞাপন করিলেন,—"সৈন্যদল পাঠাইয়া দেশবাসীকে হত্যা করা সম্ভবপর; কিন্তু জোর করিয়া কেহ কাহারও গলার ভিতর চা ঢুকাইয়া দিতে পারিবে না; আমেরিকার অধিবাসীরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, চা'র কর উঠাইতে না পারিলে তাহারা আর চা খাইবে না।' বাস্তবিক যে প্রতিজ্ঞা, সেই কাজ। আমেরিকাবাসীরা দেশমধ্যে চা'র আমদানী বন্ধ করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আমেরিকা হইতে বৃটিশ-পণ্যের বহিষ্কার-সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইল। 'বয়কট' চলিতে লাগিল। 'বয়কট' বাক্যের সার্থকতাও—তাহারা প্রতিপদে প্রমাণ করিতে আরম্ভ করিল।

যে দিন আমেরিকাবাসী 'বয়কটে' প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল, তাহার পর হইতেই ব্রিটিশপণ্যের আমদানী কমিয়া গেল। এক বৎসরের মধ্যেই দেখা গেল, সর্ব্বত্র বহিষ্কারের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর 'পেনুসিলভানিয়া' এবং 'নিউ ইংলণ্ড' প্রদেশে ১৩ লক্ষ ৩০ হাজার পাউণ্ডের পণ্যদ্রব্য ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছিল; কিন্তু বহিষ্কারের প্রতিজ্ঞায় এক বৎসরের মধ্যেই তাহা কমিয়া ৪ লক্ষ পাউণ্ডে গিয়া দাঁড়াইল।* অন্যান্য প্রদেশেও ব্রিটিশ-পণ্য ঐ অনুপাতে বহিস্কৃত হইল। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোষ্টনের বন্দরে চা-বোঝাই এক জাহাজ উপস্থিত হওয়ায়, পরদিন প্রাতঃকালে "ফেনুইন হলে" জনসাধারণের বিরাট্ সভা বসিল। সভায় স্থির হইল, চার কর রহিত হওয়ার পূর্ব্বে কোনও জাহাজ হইতে চা নামাইতে দেওয়া হইবে না; যেরূপে হউক, দেশবাসীরা তাহাতে বাধা দিবে। ১৭ই ডিসেম্বর প্রাতঃকালে পুনরায় এক সভা হইল। সেই সভায় স্থির হইল,—'ডারমাউথ' নামক জাহাজের চা জলে ভাসাইয়া দিবে; তাহাতে তাহাদের যে বিপদ ঘটে, তাহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছে। কার্য্যেও তাহাই পরিণত হইল। ঐদিন রাত্রি ৯টার সময় জাহাজে ভীষণ দৃশ্য। পঞ্চাশ জন ভদ্রলোক, আমেরিকার আদিম-অধিবাসীর বেশ ধারণ করিয়া, জাহাজের উপর উঠিয়া পড়িলেন; তীরে জেটীর উপরও কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জলের উপর স্তরে স্তরে চা ভাসিয়া চলিল। ৩৪৫টী প্রকাণ্ড চার বাক্স ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ঐ রাত্রে জলের মধ্যে ভাসিয়া যায়। জাহাজ হইতে যখন চা-গুলি ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তখন সৈন্যদল প্রস্তুত ছিল না। কাজেই লোকজন কেহ হতাহত হইল না। পরন্তু একটা আনন্দের—একটা উন্মত্ততার রোলে দেশ ভরিয়া গেল; চা ভাসাইয়া দেওয়ায় তেরটী উপনিবেশেই আনন্দের ধ্বনি উত্থিত হইল। কেবল এক বোষ্টনের বন্দরে নহে;—ঐ মাসেই চার্লসটনের বন্দরেও ২৫৭ বাক্স চা পচিয়া নষ্ট হইল। ২৫শে ডিসেম্বর ফিলাডেলফিয়া সহরে চা'র জাহাজ উপস্থিত হইলে, পাঁচ শত লোক সমবেত হইয়া চা নামাইতে বাধা দিল; চা-বোঝাই ইংলণ্ডের জাহাজ, অবশেষে ইংলণ্ডেই ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল। এইরূপে যুক্তরাজ্য বয়কট' বা বহিষ্কারের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিল। 'বয়কট', 'পিকেটিং' প্রভৃতি যে সকল বাক্য আজকাল এদেশে প্রচলিত দেখিতে পাই,—আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে তাহারই আদর্শ দেখাইয়াছিল। অনুকরণপ্রিয় জাতি আমরা,—আমরা এখন কেবল সেই কথাগুলা লইয়াই বাগাড়ম্বর করিয়া বেড়াইতেছি।

পার্লামেন্টের কঠোরতা।

বোষ্টনে চা ভাসাইয়া দেওয়ার সংবাদে ইংলণ্ড আরও চটিয়া উঠিলেন। পার্লামেন্ট কঠোর হইতে কঠোরতর আইন পাশ করিতে লাগিলেন। কিছুতেই যে পশুবলে রাজ্যশাসন হয় না, তাঁহারা তখনও তাহা বুঝিতে পারিলেন না। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড নর্থের পরামর্শক্রমে ঔপনিবেশিকগণের

* এই সম্বন্ধে স্যার জর্জ্জ ট্রেভেলিয়ানের পুস্তকে লিখিত আছে—"And the value of such goods exported to New England and Pennsylvania fell in a single year from £ 13, 30, 000 to £ 4,00,000."—Sir George Trevelyan—"The American Revolution," p 114.

বিরুদ্ধে নূতন নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইল। 'বোষ্টন পোর্ট এক্ট' আইনে বোষ্টন বন্দর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। চা'র ক্ষতি-পূরণ এবং অধীনতা-স্বীকার না করিলে, ঐ বন্দরে আর কোন বাণিজ্য-জাহাজ প্রবেশ করিতে পারিবে না,—তাহারই ব্যবস্থা হইল। 'ম্যাসাচুসেটস এক্ট' পাস করিয়া পূর্ব্ব-সনন্দের অধিকার সমূহ রদ করা হইল। উপনিবেশের বৃটিশ-সেনাপতি কেজ সাহেবকে ঐ প্রদেশের গবরনর-পদে নিযুক্ত করা হইল; তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার অধীনে ৪ দল সৈন্য নিযুক্ত রহিল। দেশের শাসনকর্তৃগণ কেহ বিরুদ্ধাচারী হইলে, ইংলণ্ডে বা 'নবস্কোসিয়ায়' লইয়া গিয়া তাঁহাদিগের বিচার করা হইবে, এবং দেশের সীমা প্রভৃতিরও অদল-বদল করা হইবে।-পার্লামেণ্ট, এইরূপ নানা আইন পাশ করিয়া আমেরিকাকে সুদৃঢ় পরাধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। আমেরিকা সম্পূর্ণরূপে ইংলণ্ডের অধীন থাকে, ইহাই তাঁহাদের সঙ্কল্প হইল।

প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইংলণ্ড যতই কঠোরতা অবলম্বন করিতে লাগিলেন, আমেরিকার উপনিবেশিকগণ ততই দৃঢ়তার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। কত বৎসর পূর্ব্বে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন যে চেষ্টার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন, "মিলন বা মৃত্যু" যে মহামন্ত্র প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, এখন দলে দলে লোকে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে লাগিল, সেই মন্ত্রে উদ্বোধিত হইতে লাগিল। উপনিবেশের সকল লোক সমবেদনায় ব্যথিত হইল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর ফিলাডেলফিয়ায় 'কংগ্রেস' বসিল, এক জর্জ্জিয়া ব্যতীত সকল প্রদেশ সেই 'কংগ্রেসে যোগদান করিল; সকলের একতা বন্ধন আরও দৃঢ় হইল। সেই কংগ্রেসে সকলেই স্থির করিলেন,—বৃটিশ পার্লামেণ্টের কার্য্য বিগর্হিত হইয়াছে; অতএব, গ্রেট বিটেন বা আয়ারলণ্ডের কোনও পণ্যদ্রব্য উপনিবেশবাসীরা গ্রহণ করিবে না। পার্লামেণ্টে আমেরিকার কোন প্রতিনিধির স্থান নাই, অথচ তাহার শাসন মানিয়া চলিতে হইবে,—এও বড় বিচিত্র কথা! ৮ই অক্টোবর কংগ্রেসের আর এক অধিবেশন হইল; সেদিন স্পষ্ট করিয়াই বলা হইল, যদি জোর করিয়া কোনও আইন চালাইবার চেষ্টা হয়, আমেরিকাবাসীরা তাহাতে বাধা প্রদান করিবে। আমেরিকাবাসীর ক্ষোভের বিষয় এইবার বিশদভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িল। সাধারণের প্রতিনিধির স্থান নাই, অথচ তাহারা কর দিতে বাধ্য হইবে;—এ অত্যাচার তাহারা সহিবে না, এ আদেশ তাহারা মানিবে না। উপনিবেশ স্থাপনের সময় যে সর্ত্ত অনুসারে কার্য্য হইয়াছিল, সে সর্ত্ত উল্টাইয়া দিলে, তাহারা তাহা শুনিবে না; যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া পূর্ব্ব-পুরুষদিগকে উপনিবেশ-স্থাপনে উত্তেজিত করা হইয়াছিল, সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে, তাহারা তাহা মানিবে না। যুক্তরাজ্যের নগরে নগরে এই উত্তেজনার স্রোত প্রবাহিত হইল। 'স্বায়ত্ত-শাসন চাই'; 'সাধারণ-তন্ত্র-শাসন প্রণালী অব্যাহত রাখিব', 'প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত করভার সহিব না', 'প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত আইন-কানুন মানিব না,'—আমেরিকার সর্ব্বত্র এই ঝঙ্কার ধ্বনিত হইল। কোনরূপ রাজবিধি প্রবর্ত্তনা করিতে গেলে, দেশবাসীর তাহার প্রতিবাদী হইবে,—এক বাক্যে ইহা স্থির হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।



স্বাধীনতার সমরানল।

জর্জ্জ ওয়াসিংটন।

আমেরিকার দারুণ দুর্দ্দিনে কর্ম্ম-বীর ওয়াসিংটনের আবির্ভাব হয়। তাঁহার জীবন-চরিত পাঠ করিলে, অতি হতাশ প্রাণেও আশার সঞ্চার হয়, মৃত-দেহেও সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চালিত হয়, নিরন্ন অনাথ অসহায় ব্যক্তিও উচ্চ-চিন্তায় উদ্বোধিত হইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে জ্ঞানবীর বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন হৃদয়ে হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিস্তার করিয়াছিলেন; এক্ষণে কর্ম্মবীর জর্জ্জ ওয়াসিংটন আবির্ভূত হইয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে উপনিবেশবাসীদিগকে উদ্বোধিত করিতে লাগিলেন। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী 'ভারজিনিয়ার' অন্তর্গত 'ব্রিজেস্ ক্রিক' পল্লীতে তাঁহার জন্ম হয়। এগার বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা 'অগষ্টাইন ওয়াসিংটন' পরলোক গমন করেন। অল্প বয়সেই পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, ওয়াসিংটনের লেখাপড়া শিক্ষা-সম্বন্ধে তাঁহার জননী বিশেষ কোনও বন্দোবস্ত করিতে পারিলেন না। সামন্য গ্রাম্য পাঠশালায় ওয়াসিংটনের লেখা-পড়া আরম্ভ হয়। সেখানে তের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন; তাহাতে সামান্য মাত্রই লেখা-পড়া শিক্ষা হইয়াছিল। তখন, সামান্য লিখিতে, পড়িতে, এবং অঙ্ক কষিতে শিখিয়াছিলেন। তৎপরে তিন বৎসর কাল 'জ্যামিতি' ও 'জরীপ' শিক্ষা করেন। ষোল বৎসর বয়সে স্কুল পরিত্যাগ করিয়া, 'আলিঘেনী' পর্ব্বতে লর্ড ফেয়ার-সেক্সের একটী সম্পত্তির জরীপ-কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে তাঁহার মাতাও পরলোক গমন করেন। বাংক্রফট সাহেব 'যুক্তরাজ্যের ইতিহাস' পুস্তকে তাঁহার বাল্যজীবনের কথা যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, বালক-বয়সে তাঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তিনি আপনার অন্ন আপনিই রন্ধন করিতেন; তাঁহার আপনার আহার-সঙ্কুলান আপনাকেই করিতে হইত। তৈজস-পত্রের অভাবে কাষ্ঠ বা পত্রের উপরে তাঁহার আহার্য্য দ্রব্য রক্ষিত হইত; বস্ত্রের অভাবে অনেক সময় তিনি পশুচর্ম্ম পরিধান করিতে বাধ্য হইতেন। * এই দৈন্য-দারিদ্র্যের অবস্থা হইতে তিনি যুক্তরাজ্যের দেশপতি প্রেসিডেণ্ট পদ লাভ করিয়াছিলেন। মানুষের পার্থিব উন্নতির দৃষ্টান্ত—ইহার অধিক আর কি হইতে পারে? বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন অনাথ অবস্থায় যে স্বাবলম্বন-শক্তিতে তিনি দিনপাত করিয়াছিলেন, সেই শক্তিবলেই তিনি দেশের বরণীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন,—এ চরিত্র, এ চিত্র, স্মরণীয় দর্শনীয় কি নহে? যাহা হউক, ওয়াসিংটন বাল্যকালে লেখাপড়া শিখিবার বিশেষ সুবিধা পান নাই। সুতরাং অধিক বয়সে তাঁহাকে বিদ্যাভ্যাস করিতে হইয়াছিল। ষোড়শ

* See 'History of the United States of America' by Bancroft.

বৎসর বয়সের সময় হইতে তিনি যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষা করেন; পর্ব্বতে পর্ব্বতে বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার শরীর ও মনের দৃঢ়তা সাধিত হয়। উনিশ বৎসর বয়সের সময় জেনারেল 'ডিন উইডি' কর্তৃক তিনি প্রাদেশিক সৈন্যদলের মেজর পদে নিযুক্ত হন। ফরাসীর সহিত সীমানা লইয়া 'ওহিও' নদীর তীরে এই সময় যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতে ফরাসীর একদল সৈন্যকে তিনি পরাজিত করেন। তদবধি 'রণ-কুশল' বলিয়া তিনি সুপ্রসিদ্ধি হন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে জেনারেল ব্রাডকের অধীনে "কর্ণেল" পদে নিযুক্ত হইয়া, তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। "মনোনগাহেলার'



জর্জ্জ ওয়াসিংটন।

[ঐ দেখ পাঠক! সেই স্বদেশভক্ত মহাবীর মহাপ্রাণ জর্জ্জ ওয়াসিংটনের প্রতিকৃতি। ইহাঁরই অকপট স্বদেশ-হিতৈষণায়, অক্লান্ত চেষ্টায়, অদ্ভুত বীরত্বে, ইংরেজের অধীনতা-পাশ হইতে মার্কিণ-যুক্তরাজ্য মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ইনিই সেই স্বাধীন-মার্কিণের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হন। জন্ম ১৭৩২ খৃষ্টাব্দ; মৃত্যু ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ।]

ভীষণ যুদ্ধে যেরূপ সুকৌশলে তিনি আপন সৈন্যদলের প্রাণরক্ষা করেন, তাহাতে তাঁহার যশ আরও বিস্তৃত হইয়া, পড়ে। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ওয়াসিংটন 'ভার্জিনীয়' সৈন্যের অধিনায়ক-পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার পর, কিছুকাল রাজ্যের 'সিনেটর' বা ব্যবস্থাপক পদে নিযুক্ত হইয়া দেশের উন্নতির জন্য অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। অতঃপর আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের বিবাদের সূত্রপাত হইতেই তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিলেন। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, আপনিই অসীম সাহসে সৈন্য পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সর্ব্বত্রই অসীম পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারই রণনৈপুণ্যে যুক্তরাজ্য বরমাল্যে বিভূষিত হইল।

যুদ্ধের সূচনা। ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার বিবাদ মিটাইবার জন্য বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ড তাঁহার অনুরোধে কর্ণপাত করিলেন না। পরন্তু অস্ত্রের সাহায্যে উপনিবেশিকগণকে দমন করিবেন—ইহাই ইংলণ্ডের সঙ্কল্প হইল। ফ্রাঙ্কলিন যখন ভগ্নমনে আমেরিকায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, ঔপনিবেশিকগণ তখন আর নিশ্চিন্ত থাকা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিলেন না। ফিলাডেলফিয়ার 'কংগ্রেসের' পর হইতেই তাঁহারা সৈন্যদল সংগঠন জন্য চেষ্টান্বিত হইলেন। ইংলণ্ড তখনও অবহেলা করিলেন। অধিকন্তু ঔপনিবেশিকদিগকে অধিকতর দণ্ড দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পার্লামেণ্ট মহাসভা সেনাপতি 'গেজের' উপর উপনিবেশবাসীদিগকে দমন করিবার ভার অর্পণ করিলেন। তাঁহার সাহায্যার্থ দশ সহস্র সৈন্য এবং রণতরীসমূহ ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত হইল। অতঃপর সেনাপতি 'গেজ বোষ্টন বন্দরে সৈন্য-সমাবেশ আরম্ভ করিলেন; 'কেম্ব্রিজ' এবং 'চার্লস টাউন" হইতে রসদ প্রভৃতি আসিতে লাগিল। দেশের লোককে অস্ত্রত্যাগ করিবার জন্য তিনি আদেশ প্রচার করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিকগণও আত্মরক্ষার জন্য বার হাজার সৈন্য প্রস্তুত করিল। বোষ্টনের জনসাধারণ আপনাদের অস্ত্র-শস্ত্র লুক্কায়িতভাবে 'কনকর্ড' গ্রামে যাইয়া যাইতে লাগিল। 'কনকর্ডে' ঔপনিবেশিকগণের প্রধান আড্ডা হইল। ১৮ই এপ্রেল রাত্রিকালে 'কনকর্ড' ধ্বংস করিবার জন্য 'গেজ' আট শত সৈন্য প্রেরণ কারলেন। বৃটিশ-সৈন্য রাত্রিযোগে সংগোপনে কার্য্যোদ্ধার করিবে বলিয়া স্থির হইল। কিন্তু ঔপনিবেশিক নেতৃগণ তাহা জানিতে পারায়, গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিল। 'কর্ণেল স্মিথ' এবং মেজর 'পিটকেয়ার্ণ' নামক ইংরেজ সেনাপতিদ্বয় সসৈন্যে 'কনকর্ড' অভিমুখে অগ্রসর হইলে, ১৯শে জুন 'লেক্সিংটনে' প্রথম রক্তপাত আরম্ভ করিল। কয়েক জন ঔপনিবেশিক নেতা বৃটিশ-সৈন্যকে বাধা প্রদানের জন্য 'লেক্সিংটনের' পথে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রত্যুষে পাঁচটার সময় 'পিটকেয়ানের' অধীনস্থ সৈন্যদল সেই পথে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইল, তাঁহাদিগকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে বলিল। তাঁহারা অল্প সংখ্যক; 'পিটকেয়ার্ণের' সৈন্য-সংখ্যা বহুগুণে অধিক। তথাপি তাঁহারা নিরস্ত হইলেন না; কনকর্ডে পৌঁছিতে 'পিটকেয়ার্ণের' যাহাতে বিলম্ব হয় এবং সেই অবসরে 'কনকর্ডের' সৈন্যদল যাহাতে অধিকতর প্রস্তুত হইতে পারে,—প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্যেই নেতৃগণ পথ ছাড়িলেন না। অতঃপর 'পিটকেয়ার্ণ' গুলি চালাইবার হুকুম দিলেন। ১৬ জন স্বদেশ-সেবক সেই সংঘর্ষে নিহত হইলেন, অপর সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল; ব্রিটিশ-বাহিনী 'কনকর্ডের' অভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে ঔপনিবেশিক সৈন্য ঘাটি আগলাইয়া দাঁড়াইল। 'কনকর্ড' গ্রামের পার্শ্ব দিয়া 'কনকর্ড' নদী প্রবাহিত। সেই নদীর উত্তর দিকের সেতু রক্ষা করিবার জন্য ঔপনিবেশিক সৈন্যদল অপেক্ষা করিতেছিল। প্রথম যুদ্ধ সেই স্থানেই আরম্ভ হইল। ঔপনিবেশিক সৈন্যের দলপতিগণ প্রকৃতপক্ষে এই দিন (১৯শে এপ্রিল) প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই দুইজন বৃটিশ-সৈন্য নিহত হইল। অতঃপর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া নিরাপদ নহে মনে করিয়া ইংরেজ-সৈন্য পশ্চাৎপদ হইবার জন্য চেষ্টা করিল। এই সময়ে

চারিদিক হইতে দলে দলে ঔপনিবেশিক সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। প্রায় ছয় মাইল পর্য্যন্ত রাস্তার উপর উভয় দলে ঘোর যুদ্ধ চলিল। এক একবার মনে হইল, বুঝি বা সমস্ত বৃটিশ-সৈন্য ঔপনিবেশিকগণের হস্তে আত্মসমর্পণ করে। এই যুদ্ধে বৃটিশ পক্ষের ২ শত ৭৩ জন লোক নিহত হইল; উপনিবেশবাসীদিগের ৪৯ জন মাত্র প্রাণত্যাগ করিল। যুদ্ধে ইংরেজের পরাজয় হইল; ঔপনিবেশিকগণ জয় লাভ করিলেন। এই যুদ্ধ-জয়ের নিদর্শন-স্বরূপ, 'কনকর্ড' নদীর তীরে পরবর্ত্তী কালে (১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে) এক স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। জনসাধারণ উত্তেজিত হইলে, সুশিক্ষিত সৈন্যগণ কিরূপে পরাজিত হয়,—সেই স্মৃতিস্তম্ভ আজিও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।*

'বাংকার্স-হিলে' পরাজয়।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে হইতে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় আট বৎসর কাল যুদ্ধ চলিল। 'বাংকার্স হিল'† নামক স্থানে দ্বিতীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ড হইতে 'হোয়ে', 'ক্লিণ্টন' এবং 'বার-গয়েন' প্রভৃতি সেনাপতিগণ বোষ্টনে আগমন করেন। ১৬ই জুন (১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ) রাত্রিতে এই দ্বিতীয় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রথমে কর্ণেল প্রেসকট সহস্রাধিক সৈন্যসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পরদিন দ্বি-প্রহরে 'হোয়ে' এবং 'পিগট' পরিচালিত তিন সহস্র রণকুশল ও বহুদর্শী ইংরেজ-সৈন্য 'মর্টন পয়েণ্টে' তাঁহার সহিত যোগদান করেন। এ সময় ঔপনিবেশিক-গণের দেড় সহস্র মাত্র সৈন্য উপস্থিত ছিল। কিন্তু সেই অল্প সৈন্য লইয়া তাহারা যে যুদ্ধ করিল, তাহাতে ইংরেজ-সেনাপতিগণ বিস্মিত হইলেন। যদিও সে যুদ্ধে ইংরে-জের জয়লাভ হইল, কিন্তু ইংরেজের ১১ শত সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল। আমেরিকার ১১৫ জন সৈন্য হত, ৩০৫ জন আহত এবং ৩২ জন বন্দী হইল। 'ওয়ারেণ' নামক আমেরিকার একজন উদ্যমশীল নেতা এই যুদ্ধে নিহত হওয়ায়, যুদ্ধে পরাজয় অপেক্ষাও উপনিবেশবাসিগণ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইল বলিয়া মনে করিল। যাহা হউক, ইংরেজগণ বুঝিলেন,—উপনিবেশবাসীরা কাপুরুষ নহে। সেনাপতি 'গেজ' ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভায় পত্র লিখিলেন,—"আপনারা যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহা ভ্রম-সঙ্কুল। বিদ্রোহিগণ হীনবল নহে; পরন্তু শিক্ষিত ও বলদৃপ্ত।"

বোষ্টন অধিকার।

'বাংকার্স হিলের' যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও উপনিবেশবাসীরা হতাশ হইল না। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় তাঁহাদের নবীন উৎসাহ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। এই সময় ('কংকর্ড' নদীর যুদ্ধের একমাস পরে) 'ফিলাডেলফিয়া

* সেই স্মৃতিস্তম্ভে এমারসনের রচিত 'কনকর্ড স্তোত্র' (Concord Hymn) নামক কবিতার প্রথম চারি ছত্র খোদিত আছে। তাহা এই;—

"By the rude bridge that arched the flood,
Thier flag to April's breeze unfurled;
Here once the embattled farmer's stood,
And fired the shot heard round the world."

† বোষ্টনের সম্মুখে, খালিকটা জলাভূমির পরে, ৭৫ ফিট উচ্চ 'ব্রিডস্-হিল' নামক পর্ব্বত, 'বাংকার্স-হিল' নামে অভিহিত।

নগরে পুনরায় 'কংগ্রেসে'র অধিবেশন হইল। বেঞ্জামিন ফাঙ্কলিন, জর্জ্জ ওয়াসিংটন, জন আডামস্, সামুয়েল আডামস্, পেট্রিক হেনরি এবং জেফারসন প্রভৃতি কর্ম্মবীরগণ সকলেই এই সভায় উপস্থিত হইলেন। এই সভার অভিমত-ক্রমে ইংলণ্ডের রাজার নিকট শেষ আবেদন পত্র প্রেরিত হইল; যাহাতে বিবাদ মিটিয়া যায়, উপনিবেশবাসীরা রাজার নিকট পুনরায় সেই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। রিচার্ড পেন সেই আবেদন পত্র লইয়া ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট উপস্থিত হন। অধিকন্তু জন আডামসের প্রস্তাব অনুসারে এই 'কংগ্রেস' সভা হইতে জর্জ্জ ওয়াসিংটন সেনাপতি-পদে বরিত হইলেন। ১৫ই জুনের কংগ্রেস সভায় এই সকল বিষয় ধার্য্য হয়। এইদিন সেনাপতি-পদে বরিত হইলেও, জর্জ্জ ওয়াসিংটন তৎপর দিবসের 'বাংকার্স হিলের' যুদ্ধে যোগদান করিবার সময় পাইলেন না। পরন্তু 'কংগ্রেস' সভার আবেদন-পত্র লইয়া পেন যখন ইংলণ্ডে উপনীত হইলেন, বাংকার্স হিলের যুদ্ধে তখন ইংরেজের জয়লাভ হইয়াছে, ইংরেজ গর্ব্বে স্ফীত হইয়া পড়িয়াছেন; সুতরাং সে প্রার্থনায় তাঁহারা কর্ণপাত করিবেন কেন? রাজা তৃতীয় জর্জ্জ যুদ্ধ চালাইবার জন্যই আদেশ প্রচার করিলেন। আবেদন পুনঃপুনঃ অগ্রাহ্য হইতেছে দেখিয়া, ঔপনিবেশিকগণ ইংলণ্ডের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধচ্যুত হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। সেনাপতি-পদে বরিত হইয়াই ওয়াসিংটন 'বোষ্টন' নগর অধিকার করিবার জন্য আয়োজন করিতেছিলেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের শীতকালে তিনি নগর একপ্রকার অবরোধ করিয়া বসিয়াছিলেন। এই সময়ে সেনাপতি 'হোয়ে', সেনাপতি 'গেজের' পদ প্রাপ্ত হইয়া 'বোষ্টন' রক্ষা করিতেছিলেন। জর্জ্জ ওয়াসিংটন সসৈন্যে নগরাভিমুখে অগ্রসর—ইহা বুঝিতে পারিয়া, 'হোয়ে' বাধা-প্রদানের জন্য চেষ্টিত হইলেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ ওয়াসিংটন 'ডরচেষ্টার হাইটস' নামক বোষ্টনের প্রধান সন্ধিস্থল আক্রমণ করিলেন। সকলেরই মনে হইল,—এইবার তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। কিন্তু ইংরেজ-সেনাপতি রণ-সাজে সজ্জিত হইবার পূর্ব্বেই দারুণ দুর্য্যোগ উপস্থিত হইল। ওয়াসিংটনকে আক্রমণ করা দূরের কথা, তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারিলেন না। 'ডরচেষ্টার হাইটস্' অধিকার করিয়া, ওয়াসিংটন যেন বোষ্টনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিলেন। ইংরেজ-সেনা মধ্যস্থলে অবরুদ্ধ রহিল। ১০ই পর্য্যন্ত এই অবস্থায় অতিবাহিত হইল। ইংরেজগণ অগ্রসর হইতে বা পশ্চাদ্গমন করিতে কোন পক্ষেই সমর্থ হইলেন না। তখন, ওয়াসিংটনের সহিত বৃটিশ-সেনাপতি মুক্তির জন্য সর্ত্ত করিতে বাধ্য হইলেন। স্থির হইল,—ইংরেজগণ বোষ্টন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন; অগ্নি-সংযোগে বা অন্য কোনরূপে নগর ধ্বংস করিতে পারিবেন না; ওয়াসিংটন তাঁহাদিগের পলায়নে কোনরূপ বাধা দিবেন না। ১৭ই মার্চ্চ বৃটিশ-সৈন্য বোষ্টন পরিত্যাগ করিল; ২০শে মার্চ্চ জয়োল্লাসের সহিত যথারীতি সমারোহ করিয়া, ওয়াসিংটন প্রমুখ ঔপনিবেশিক সৈন্যগণ বোষ্টন অধিকার করিয়া বসিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ বৃটিশ-সৈন্য কর্ত্তৃক বোষ্টনে যে হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়, বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ 'ডরচেষ্টার হাইটস্' অধিকৃত হওয়ায়, অবরুদ্ধ বৃটিশ-সৈন্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিতে লাগিল,—"এতদিনে বোষ্টনের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ হইতে চলিল। আজ তাহার বাৎসরিক উৎসবের দিন।"

ঘোষণা প্রচার।

বোষ্টন অধিকারের পর যুক্তরাজ্যে উৎসাহ ও আনন্দের অবধি রহিল না। কংগ্রেস-সভার অধিবেশনে ওয়াসিংটনকে সম্মানের বিজয় মাল্য প্রদান করা হইল। বৃটিশ-সৈন্যগণকে প্রথমবার বিতাড়িত করার স্মরণ-চিহ্ন-স্বরূপ ওয়াসিংটনের সম্মানের জন্য একটী স্বর্ণ-পদক প্রদত্ত হইবে,—'কংগ্রেস' সভায় স্থির হইয়া গেল। এই সময় পুনঃপুনঃ 'কংগ্রেস'-সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের কংগ্রেস-সভা হইতে উপনিবেশবাসিগণ "স্বাধীনতার ঘোষণা-পত্র" প্রস্তুত করিলেন। ৪ঠা জুলাই সেই স্বাধীনতার ঘোষণা-পত্র সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। তাহাতে লিখিত হইল,—"ভগবানের নামে আমরা শপথ করিতেছি, যুক্তরাজ্য এক্ষণে স্বাধীন; তাহার স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিব। *

বিষম বিপর্য্যয়।

ইহার পর 'লঙ' দ্বীপে এবং 'নিউইয়র্ক' প্রদেশে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট বৃটিশ-সৈন্য, 'লঙ' দ্বীপে ওয়াসিংটনের সৈন্যদলকে অবরুদ্ধ করিল। তৎকালে 'ওয়াসিংটনের প্রায় ৯ হাজার সৈন্য সেখানে উপস্থিত ছিল। সেনাপতি 'হোয়ে' সেই দ্বীপে ২০ হাজার সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ২৭শে আগষ্ট ওয়াসিংটনের অধীনস্থ সেনাপতি 'পুটনাম' পরাজিত হওয়ায়, তাঁহাদের জয়ের আশা বিলুপ্ত হইল, ওয়াসিংটন দ্বীপের পর-পারের 'নিউ-ইয়র্ক' অভিমুখে পলায়ন করিলেন। যে অবস্থায় সৈন্যদল লইয়া সমুদ্র পার হইয়া তিনি পলায়ন করেন, তাহা বড়ই শোচনীয়। ২৯শে আগষ্ট রাত্রি ৮টা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাত্রি নৌকা চালাইয়া তাঁহার সৈন্যগণ পলায়ন করিয়াছিল। সেই পলায়নের সময়, বলদৃপ্ত বৃটিশ-সৈন্যগণ যদি তাঁহাদের অনুসরণ করিতে পারিত, তাহা হইলে সেইদিনই আমেরিকার সকল আশা লোপ পাইত। যাহা হউক, ওয়াসিংটন পলায়ন করিলে, 'হোয়ে'-পরিচালিত বৃটিশ-সৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। সেই সময় বহু সৈন্য ওয়াসিংটনকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল; অনেকে হতাশ্বাস হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ক্রমাগত যুদ্ধ চলিল। 'নিউইয়র্ক' হইতে বিতাড়িত হইয়া ওয়াসিংটন 'হারলেম' পর্ব্বতে আশ্রয় লইলেন। সেখান হইতে তিনি 'নর্থ কাসেল' নামক স্থানে পলায়ন করেন। মধ্যে ক্বচিৎ কোনও খণ্ডযুদ্ধে আশার বিদ্যুৎ আলোক দেখিতে পাইলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই ঘন-মেঘে তাহা আবৃত হইতে লাগিল। অতঃপর 'নিউ জার্সি' হইতে 'ডেলাওয়ার' উপসাগর পার হইয়া তিনি 'ফিলাডেলফিয়া' অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেনাপতি 'হোয়ে' মনস্থ করিলেন,—'কয়েক দিন পরেই নদীর জল জমিয়া যাইবে; তৎপরে তাঁহারা ওয়াসিংটনকে গ্রেপ্তার করিবেন; সকল বিপ্লবের অবসান হইবে।'

---

* এই ঘোষণা পত্র—'ডিক্লারেশন অব ইনডিপেনডেন্স' (Declaration of Independence) বা 'স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র' নামে প্রসিদ্ধ। সেই ঘোষণার কয়েক ছত্র এস্থলে উদ্ধৃত হইল;—

"We, the representatives of the United States of America, in Congress assembled, appealing to the Supreme judge of the world for the rectitude of our intentions, solemnly publish and declare that these United Colonies are, and of right ought to be Free and Independent States."—See "State Papers of the United States, America."

এদিকে ভয়প্রযুক্ত 'ফিলাডেলফিয়া' হইতে 'কংগ্রেস' সভা 'বাল্টিমোরে' উঠিয়া গেল। সভা ওয়াসিংটনের উপরই রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণের সমস্ত প্রভুত্ব প্রদান করিলেন। অন্তঃসারশূন্য বহু ব্যক্তি, বৃটিশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অধীনতা স্বীকার করিল। এইবার জনসাধারণের বিষম পরীক্ষার দিন উপস্থিত। দেশের জন্য সত্যই তাঁহাদের প্রাণ কাঁদে কিনা,—সত্যই তাঁহারা স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল কিনা,—এইবার ওয়াসিংটন তাহা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন।

সৌভাগ্যের সূত্রপাত।

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ওয়াসিংটন বিষম বিপদ-সাগরে ভাসমান রহিলেন। 'ট্রেনটন' এবং 'প্রিন্সটাউনের' খণ্ড যুদ্ধে তিনি কিছু কিছু কৃতিত্ব প্রকাশ করিলেন বটে; কিন্তু তাহাতে কোনই ফল ফলিল না। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ-সৈন্য 'ব্রাণ্ডিওয়াইন' নদীর তীরে তাঁহাকে বিধ্বস্ত করিল; 'পেন্সিলভেনিয়ার' রাজধানী ফিলাডেলফিয়া নগর অধিকার করিয়া লইল; নানারূপে ঔপনিবেশিকগণকে বিব্রত করিয়া তুলিল। এই সময় বৃটিশ-পক্ষ স্থির করিলেন,—'সারাটোগা' নামক স্থানে মিলিত হইয়া, ক্রমান্বয়ে তাঁহারা সমস্ত প্রদেশ অধিকার করিয়া ফেলিবেন। বন্দোবস্ত হইল,—কানেডা হইতে জেনারেল বারগয়েন' হড্‌সন নদীর দিকে অগ্রসর হইবেন; নিউইয়র্ক হইতে সেনাপতি ক্লিণ্টন আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিবেন। এই সময় ওয়াসিংটন অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিলেন। ক্লিণ্টন উপস্থিত হইবার পুর্ব্বেই 'বারগয়েনের' সৈন্যদল ওয়াসিংটন কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল। ১৭ই অক্টোবর 'সারাটোগার' প্রস্রবণের সন্নিকটে বারগয়েন পরিচালিত সমস্ত সৈন্য ওয়াসিংটনের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। সারাটোগার যুদ্ধে বারগয়েন এবং তাঁহার সমস্ত সৈন্য বন্দী হইলেন. বৃটিশ-পক্ষ পরাজিত হইল। ভাগ্যচক্র উল্টাইয়া গেল। বিজয়-লক্ষ্মী উপনিবেশবাসিগণের অঙ্কশায়িনী হইলেন। পরবর্ত্তী বৎসরে (১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে) ইংরেজগণ 'ফিলাডেলফিয়া' হইতেও বিতাড়িত হইলেন। অমানিশার অন্ধকারের পর, যুক্তরাজ্যের সৌভাগ্য-গগনে, পুর্ণিমার পুর্ণশশধর বিকাশ পাইলেন।

ইংলণ্ডে আন্দোলন।

ইংরেজ-সেনাপতি 'হোয়ে' আমেরিকায় যুদ্ধ-জয় করিলে, ইংলণ্ডে আনন্দের কোলাহল উঠিয়াছিল। উপনিবেশবাসীরা দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হইল মনে করিয়া, তখন অনেকেই উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। 'লর্ড চ্যাথাম' (পিট্) তখন ইংলণ্ডের মহামন্ত্রী; আমেরিকার সহিত বিবাদে পূর্ব্বাপরই তিনি আপত্তি করিয়া আসিতেছিলেন। সেনাপতি 'হোয়ে' জয়লাভ করায় লোকের আনন্দ দেখিয়া, তিনি পার্লামেণ্ট-সভায় উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—"তোমরা কখনই আমেরিকা জয় করিতে পারিবে না। আমি ইংরেজ; কিন্তু আমি যদি আজ আমেরিকাবাসী হইতাম, আর আমার সেই মাতৃভূমি আজি যদি বিদেশী কর্ত্তৃক দলিত হইত, আমি কখনই অস্ত্রত্যাগ করিতে পারিতাম না। পারিতাম কি? কখনই না—কখনই না—কখনই না!"—বলিতে বলিতে, রোষে ক্ষোভে, বৃদ্ধ মন্ত্রী ইংরেজ-জাতির অপরিণামদর্শিতার জন্য ভূয়োভূয়ঃ নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। তখনও যাহাতে যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলা হয়,—উপনিবেশবাসীদিগকে

ন্যায্য অধিকার প্রদান করা হয়, তজ্জন্য তিনি পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড কিন্তু তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষা করিল না। তাহারা পশুবলে যুক্তরাজ্যকে দমন করিতে চায়! তাহারা শুনিবে কেন? অতঃপর সারাটোগার যুদ্ধে সসৈন্য ইংরাজ-সেনাপতি 'বারগয়েনের' আত্ম-সমর্পণের সংবাদ ইংলণ্ডে উপনীত হইলে, ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী, পার্লামেণ্ট মহাসভায় পুনরায় আমেরিকার কথা লইয়া আন্দোলন উঠিল। বৃদ্ধ মহামন্ত্রী 'চ্যাথাম' শারীরিক অসুস্থতা-সত্ত্বেও সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি তখনও ঔপনিবেশিকগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন। ৭ই এপ্রিলের সভায় এই সম্বন্ধে তিনি বিশেষ জিদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃদ্ধের অনুরোধ রক্ষিত হইল না। 'ডিউক অব রিচমণ্ড' প্রতিবাদ করিলেন; সেই প্রতিবাদই সভাস্থলে গৃহীত হইল। মহামন্ত্রী 'চ্যাথাম' বলিলেন,—"সতের বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সকল জাতিই ইংলণ্ডকে ভয় করিত। ইংলণ্ডের অসীম রাজ্য ও অসীম যশ অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু——" তিনি আর বলিতে পারিলেন না; উত্তেজনার আবেগে, বৃদ্ধমন্ত্রী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এমন কি, সেই মূর্চ্ছিত অবস্থায় সভাস্থল হইতে সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। ইহারই একমাস পরে (১১ই মে) ভগ্নপ্রাণে, ভগ্নমনে বৃদ্ধ প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজা তৃতীয় জর্জ্জ কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার বিবাদ মিটিল না।

ফরাসী রাজ্যে ফ্রাঙ্কলিন।

একদিকে আমেরিকায় সমরানল প্রজ্বলিত হইল; অন্যদিকে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ইউরোপ যাত্রা করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য হইল,—দেশের গৌরব রক্ষা করিবেন; অথচ নরশোণিত-স্রোত বন্ধ হইবে। ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি-স্থাপনের চেষ্টায় যখন বিফল-মনোরথ হইলেন, তখন তিনি ইংলণ্ডের চির-শত্রু ফ্রান্সের নিকট গমন করিলেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ফরাসী-রাজ-দরবারে উপনীত হন। রাজা ষোড়শ লুই তখন ফরাসীর রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণগ্রাম উপলব্ধি করিয়া, ফরাসী জাতি মুগ্ধ হইলেন। প্রথমতঃ প্রকাশ্যভাবে সাহায্য করিতে স্বীকৃত না হইলেও, তাঁহারা গোপনে গোপনে আমেরিকার সহায়তা করিতে আরম্ভ করিলেন। ফরাসী দেশে ফ্রাঙ্কলিন অনেকেরই সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলেন। ফরাসী জাতির নবজীবন-সঞ্চারক বৃদ্ধ 'ভল্টেয়ারের' সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে, উভয়ের প্রাণে প্রাণে কি যেন এক তাড়িত-প্রবাহ সঞ্চালিত হইল। ফ্রাঙ্কলিনের পৌত্রকে 'ভল্টেয়ার' যখন আশীর্ব্বাদ করিলেন, তখন মনে হইল,—ভল্টেয়ার যেন আপনার সমস্ত জ্ঞানগরিমা, কল্পনা-শক্তি ও দার্শনিক প্রতিভা পরবর্ত্তী বংশধরগণকে সম্প্রদান করিয়া গেলেন। অতঃপর একদিন ফ্রাঙ্কলিন ও ভল্টেয়ার দুইজনে একত্র পারিসের এক রঙ্গালয়ে আমন্ত্রিত হন। অভিনয়ের পর তাঁহাদের দুইজনকে রঙ্গমঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া, ফরাসী জাতি এক সঙ্গে পৃথিবীর দুইটী প্রধান শক্তি প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করিল। তাঁহারা দুইজন যখন রঙ্গমঞ্চের দর্শকবৃন্দের সম্মুখে

দণ্ডায়মান হইলেন, সহস্র কণ্ঠে সমস্বরে উচ্চারিত হইল,—"সোলন ও সক্রেটিস।" যেন পৃথিবীর সেই দুই প্রধান রাজনীতিক এবং দার্শনিককে তাহারা দেখিতে পাইল। বৎসরাধিক কাল ফ্রাঙ্কলিন ফরাসী দেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম ফরাসী জাতি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে ইতস্ততঃ করেন। কিন্তু যেদিন 'সারাটোগার' যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি বাবগয়েন আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন শুনিতে পাইলেন, সেদিন আর তাঁহাদের ইতস্ততঃ রহিল না। ফ্রাঙ্কলিনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী ফরাসী-রাজ ষোড়শ লুই আমেরিকার সহিত সন্ধি-স্থাপন করিলেন। ইংরেজের সহিত পূর্ব্ব-শত্রুতার প্রতিশোধ-কল্পে ফরাসী-জাতি আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যকে স্বাধীন বলিয়া মানিয়া লইলেন। 'সপ্ত বর্ষ ব্যাপী যুদ্ধে' ফরাসীর যে ক্ষতি হইয়াছিল, এইবার ফরাসী তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রস্তুত হইল। এক বৎসর পরে (১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে) স্পেন এবং তৎপর বৎসর (১৭৮০ খৃষ্টাব্দে) 'হলাণ্ড' সন্ধি স্থাপন করিল। কেবল আমেরিকায় নহে; এবার ইউরোপেও সমরানল প্রজ্বলিত হইল। ইংলণ্ডের অবিমৃষ্যকারিতার ফল হাতে হাতে ফলিতে লাগিল।

দুই দিকে যুদ্ধ। ফ্রান্স, স্পেন ও হলাণ্ডের সহিত সন্ধি স্থাপিত হওয়ায়, ইউরোপ ও আমেরিকা দুই দিকে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। ইংলণ্ড চারিদিকে বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ও স্পেনীয়গণ একযোগে ইউরোপে ইংরেজের অধিকৃত 'জিব্রাল্টার'-বন্দর আক্রমণ করিল; ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি এডমিরাল 'রডনি', 'সেণ্ট ভিন্‌সেণ্ট অন্তরীপের নিকট স্পেনীয়দিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয়গণ 'মিনর্কা' আক্রমণ করিল। পরিশেষে ঐ বৎসর বহু চেষ্টায়, ফরাসী ও স্পেনীয়দিগকে পরাজিত করিয়া, ইংরেজ জিব্রাল্টার উদ্ধার করিলেন। এদিকে আমেরিকায়ও যুদ্ধের বিরাম রহিল না। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট 'কামডেনের' যুদ্ধে ইংরেজগণ কর্ত্তৃক ঔপনিবেশিকগণ পরাজিত হইলেন। এই সময়ে ফরাসীদেশ হইতে কতকগুলি সৈন্য আসিয়া আমেরিকার সহিত যোগদান করিল; 'জিলবার্ট মোটিয়ার' ('লাফেট) নিজ ব্যয়ে ফ্রান্স হইতে আগমন করিয়া, 'সখের সৈন্য' রূপে আমেরিকার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে 'গিল্‌ফোর্ডের' যুদ্ধেও ইংরেজগণ জয়লাভ করিলেন। কিন্তু ইংরেজ সেনাপতি লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌কে ঐ যুদ্ধে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল। অতঃপর 'কোপেনের' যুদ্ধে ঔপনিবেশিকগণ ইংরেজ সেনাপতি 'টার্লটনকে' পরাজিত করিলেন। 'হোবকিন্‌স্ হিল', 'ইউটাউ স্প্রিংস' প্রভৃতির আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র যুদ্ধে ইংরেজগণ পরাজিত হইলেন। এই সময়ে আবার, ফরাসী জাতি ইংলণ্ড আক্রমণ করিবে বলিয়া, ইংলণ্ডে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল; লর্ড জর্জ্জ গর্ডন নামক এক ধর্ম্মোন্মত্ত 'প্রোটেষ্টাণ্ট', ৬০ হাজার 'প্রটেষ্টাণ্টকে' উত্তেজিত করিয়া, ইংলণ্ডে "গর্ডন রায়ট" বিদ্রোহানল জ্বালিয়া দিল। ফলতঃ এইরূপ ঘরে-বাহিরে অশান্তি লইয়া ইংলণ্ড বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

ইংলণ্ডের পরাজয়। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের মে মাসের প্রারম্ভে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ 'ভারজিনিয়ায়' বৃটিশ-সৈন্যের অধিনায়ক-পদে নিযুক্ত হন। সেই পদে নিযুক্ত হইয়া, প্রথমেই তিনি দেশ-লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; প্রায় এক কোটী পঞ্চাশ লক্ষ 'ডলার' মূল্যের

ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। লাফেট বাধা দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। ইহার পর আগষ্ট মাসে বৃটিশ-সেনাপতি কর্ণওয়ালিশ 'ইয়র্ক টাউনে' সেনানিবাস স্থাপন করিলেন। সেনাপতি 'ক্লিন্টন' আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিবেন স্থির হইল। বৃটিশ-বাহিনী বিপুল আয়োজনে সজ্জিত হইতে লাগিল। এদিকে জর্জ্জ ওয়াসিং-টন এবং 'লাফেট' ব্রিটিশ-পক্ষের গতি-রোধের জন্য অগ্রসর হইলেন। 'উইলিয়মসবর্গ' নামক স্থানে 'লাফেট' ও 'ওয়াসিংটনের' মিলন হইল। তাঁহারা কর্ণওয়ালিসের এক দিকের পথ অবরোধ করিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে ৩০শে আগষ্ট চারি হাজার সৈন্য সহ কয়েক খানি ফরাসী-যুদ্ধ-জাহাজ 'চেসাপিক' উপসাগরে উপনীত হইয়া ইয়র্ক-নদীর মোহনা অবরোধ করিল। কর্ণওয়ালিসের সঙ্গে ৮ সহস্র সৈন্য সুসজ্জিত ছিল; কিন্তু তিনি কোনও দিকেই অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেন না। একদিকে স্থলপথে ওয়াসিংটন ও লাফেট পরিচালিত সৈন্য, অন্যদিকে জলপথে ডি-গ্রাসি পরিচালিত ফরাসীর রণতরীসমূহ তাঁহাকে ঘেরিয়া রহিল। তিন সপ্তাহ কাল এই অবস্থায় অতিবাহিত হইল। ৬ই অক্টোবর হইতে ১৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত কয়েক দিনের মধ্যে কর্ণওয়ালিস সেই সৈন্যব্যূহ ভেদ করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাতে কোনই ফল ফলিল না। তাঁহার সাহায্যার্থ অন্য কোন দিক হইতে বৃটিশ-সৈন্য আসিয়া যোগদান করিতে পারিল না; অথচ মধ্যে মধ্যে তাঁহার উপর আক্রমণ চলিতে লাগিল। অগত্যা ১৮ই অক্টোবর কর্ণওয়ালিস সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ১৯শে অক্টোবর অপরাহ্নে সাত হাজার দুই শত ৪৭ জন সৈন্য সহ লর্ড কর্ণওয়ালিস, ঔপনিবেশিকগণের হস্তে বন্দী হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের যুক্তরাজ্য অধিকারের জন্য ইংরেজের যত কিছু আশা—যত কিছু দম্ভ—সকলেরই অবসান হইল।

আনন্দোৎসব। ইংরেজ-সেনাপতি লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রায় আট সহস্র সৈন্যসহ বন্দী হওয়ায়, যুক্তরাজ্যে কি যেন এক অনুপম আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর সায়ংকালে 'কংগ্রেস' সভায় ঐ সংবাদ যখন উপস্থিত হইল, তখন জয়োল্লাসে দিগ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই রাত্রেই প্রহরিগণ ফিলাডেলফিয়া নগরের ঘরে ঘরে ঘোষণা-প্রচার করিল,—'কর্ণওয়ালিস বন্দী হইয়াছেন; যুক্তরাজ্যের জয় হইয়াছে।" প্রহরিগণের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে নগর যেন কি এক আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল,—"ধন্য স্বদেশের সেই মহাপ্রাণগণ! তাঁহারা 'কনকর্ড' এবং 'লেক্সিংটনে'র যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া স্বাধীনতার ভিত্তি-ভূমি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; 'নিউইয়র্কের' যুদ্ধ-জয়ে আজি স্বাধীনতার গগনস্পর্শী সুধাধবলিত সৌধ সম্পূর্ণ হইল।" যুক্তরাজ্যের নগরে নগরে এই আনন্দ-কোলাহল, ইংলণ্ডের কর্ণে শেলসম বিদ্ধ হইল। রাজা তৃতীয় জর্জ্জ দারুণ ক্ষুব্ধ ও ক্রোধান্বিত হইলেন; কিন্তু ইংলণ্ডের সহৃদয় স্বাধীনপ্রাণ জনসাধারণ প্রাণে প্রাণে আনন্দ অনুভব করিলেন। এই দুর্ঘটনায় মহামন্ত্রী লর্ড নর্থ হতাশ্বাস হইয়া বলিলেন,—'সব ফুরাইল।' সেই হতাশ্বাসে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ লর্ড নর্থ মন্ত্রিপদ ত্যাগ করিলেন।

স্বাধীনতার সন্ধিপত্র।

লর্ড নর্থের পদত্যাগের পর, নূতন মন্ত্রি-সভা গঠিত হইল। স্যার গুই কারলটন প্রধান মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। উপনিবেশবাসীদিগের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল; সুতরাং তিনি সন্ধি-স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে ইংলণ্ড হইতে পার্লামেণ্টের প্রতিনিধিরূপে 'রিচার্ড অসওয়াল্ড' পারিস নগরে গমন করিলেন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, জন আডামস, হেনরি লরেন্স এবং জে প্রমুখ ঔপনিবেশিক প্রতিনিধিগণ তখনও পারিসে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত সন্ধি-সর্ত্ত স্থির করিবার জন্যই অসওয়াল্ড পারিসে উপস্থিত ছিলেন। সন্ধির সর্ত্ত লইয়া প্রথমে অনেক তর্ক বিতর্ক উঠিল। ফরাসী জাতি প্রস্তাব করিল,—এক বাঙ্গালা দেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের সমস্ত অধিকার ইংরেজ যদি ফরাসীকে প্রদান করে, তাহা হইলে সন্ধি সম্ভবপর। স্পেনীয়গণ বলিল,—ইংরেজ আমাদিগকে জিব্রাল্টার ছাড়িয়া না দিলে, তাঁহাদের সহিত সন্ধি করা হইবে না। ইতাবসরে 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ' দ্বীপপুঞ্জের যুদ্ধে এডমিরাল রডনি, ফরাসী-সেনাপতি 'গ্রাসি'কে পরাজিত করিলেন; ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল ফরাসী সেনাপতি গ্রাসি 'জামেকা' দ্বীপ হইতে বিতাড়িত হইলেন। সেই যুদ্ধের পর সন্ধি-স্থাপনের পথ সুগম হইয়া আসিল। ইতিমধ্যে স্পেনীয়গণ 'জিব্রাল্টার' পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। অতঃপর ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নবেম্বর যুক্তরাজ্যকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিয়া ইংলণ্ড সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। ঐ সন্ধি অনুসারে কানাডা, নভস্কোশিয়া এবং নিউফাউণ্ড-লাণ্ড ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রদেশ যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া ঘোষিত হইল। এই সন্ধি-সর্ত্তে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধের অবসান হইল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর স্পেন, ফ্রান্স, ইংরেজ এবং যুক্তরাজ্য সকলে মিশিয়া সেই সন্ধি-পত্র পাকা করিয়া লইলেন। তাহাতে স্থির হইল,—(১) যুক্তরাজ্য সম্পূর্ণরূপ স্বাধীন; (২) মিসিসিপি নদীর পূর্ব্ববর্ত্তী সমগ্র প্রদেশ যুক্তরাজ্যের অধিকারভুক্ত; (৩)মিসিসিপি নদীতে এবং হ্রদ সমূহে যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য-পোত অবাধে গতিবিধি করিতে পারিবে। পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত অন্যান্য সর্ত্তও এই সন্ধিতে বজায় রহিল। ইংলণ্ড পশুবলে যুক্তরাজ্য শাসন করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার ফলে, যুক্তরাজ্য ইংলণ্ডের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন বলিয়া পরিগণিত হইল। যতদিন পর্য্যন্ত আমেরিকার প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ না হইয়াছিল, ততদিন আমেরিকা ইংলণ্ডের অধীন ছিল। কিন্তু যেদিন হইতে তাহার উপর প্রভুত্ব-বিস্তারের চেষ্টা হইল, সেই দিন হইতেই আমেরিকার চোখ ফুটিল। এইজন্যই পরবর্ত্তী কালে কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়া বলেন,—"গ্রেণভাইলের পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রিগণ আমেরিকার শাসন-সংক্রান্ত কাগজ-পত্র পড়িতেন না; গ্রেণ-ভাইল সেই কাগজ-পত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাই তিনি আমেরিকা হারাইয়া-ছিলেন।" বৈদেশিক রাজকর্ম্মচারীদিগের কথায় প্রত্যয় করিয়া, সকল সময় কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ শ্রেয়ঃ নহে; তাঁহারা নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে অনেক বিষয় অতিরঞ্জিত করিয়া প্রচার করেন। সর্ব্বথা তাঁহাদের কথায় নির্ভর করিলে, পরিণামে যে কি বিসময় ফল উৎপন্ন হয়, আমেরিকার স্বাধীনতা-লাভ-ব্যাপারে তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাজ্য-ব্যবস্থা।

বিধি-বিধান।

আট বৎসর যুদ্ধের পর, যুক্তরাজ্য সম্পূর্ণরূপ স্বাধীনতা লাভ করিল। বৃটিশ-সৈন্য আমেরিকা পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর ওয়াসিংটন আপন সৈন্যদলকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন; অতঃপর তাহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইল। এই সময়ে 'আনা-পোলিসে' কংগ্রেসের বৈঠক বসিতেছিল। ওয়াসিংটন সেই কংগ্রেস সভায় যাত্রা করিলেন। সহস্র সহস্র লোক পথপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ওয়াসিংটনকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। ওয়াসিংটন ২৩শে ডিসেম্বর 'কংগ্রেস' সভায় উপনীত হইলেন; কংগ্রেসে তাঁহার সমাদরের অবধি রহিল না। জেনারেল 'মিফ্লিন' সেই কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন; তিনি ওয়াসিংটনকে যথেষ্ট আপ্যায়ন করিলেন। অতঃপর ওয়াসিংটন আপনার সমস্ত কার্য্য বুঝাইয়া দিয়া 'মাউণ্ট ভারননে' স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজকার্য্য সংক্রান্ত সমস্ত বিধি-বিধানের ভার, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, আডাম স্মিথ প্রভৃতি নেতৃবর্গের উপর ন্যস্ত রহিল। ওয়াসিংটন রাজ্যশাসন সম্পর্কে আপন আধিপত্য বা প্রভুত্ব-বিষয়ে অণুমাত্র উৎসুক হইলেন না। প্রাচীন রোমের 'সিনসিনেটসের' * ন্যায় তিনি আপনার কোন স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কৃষিকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সমবেত হইয়া রাজ্য শাসনের বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধের সময় ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর 'আর্টিকেলস অব কনফেডারেশন" নামে কতকগুলি বিধি-বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এক্ষণে তৎসমুদয় পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পুনঃপুনঃ 'কনভেসন' সভার অধিবেশনে অতঃপর রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থা (কনষ্টিটিউশন) প্রবর্ত্তিত হইল। ঐ সকল নিয়মাবলী প্রবর্ত্তনের কার্য্য শেষ করিয়া, ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর 'কনভেশন' সভা ভঙ্গ হয়। কি করিয়া 'কংগ্রেস' সভা গঠিত হইবে, 'কংগ্রেস' গঠন সম্বন্ধে জনসাধারণের কিরূপ ক্ষমতা থাকিবে, কি প্রকারে প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহার কি প্রকার ক্ষমতা থাকিবে, কি করিয়া আয়-ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে,—'কনষ্টিটিউশন' বিধি-বিধানে প্রধানতঃ তৎসমুদায় স্থির হইল। যুক্তরাজ্যের স্বাধীনতা-লাভের পর তাহার উত্তরের অংশ 'কানাডা' রাজ্য ইংরেজের অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু কানাডার অধিবাসিগণও পুনঃপুনঃ স্বায়ত্ত-শাসন লাভের জন্য চেষ্টা করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কানাডায় "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন" প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কানাডা এখন বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বটে; কিন্তু তাহার

---

* এই বিখ্যাত বীর, খৃষ্ট জন্মের ৪৬০ বৎসর পূর্ব্বে রোম রাজ্যে বিদ্যমান ছিলেন। রাজ্য রক্ষা বা দেশ জয়ের জন্য যখনই যুদ্ধের প্রয়োজন হইত, ইনি তখনই সেই যুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধ শেষ হইলে, জয়লব্ধ সমস্ত সম্পদ সাধারণের মঙ্গলার্থ দেশের নেতৃগণের হস্তে অর্পণ করিয়া, আপনি কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন। অনেক সময় তাৎকালিক 'সিনেট' সভা তাঁহাকে ডিক্টেটরের সর্ব্বোচ্চ পদ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষণার জন্য তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ইংলণ্ডে দুইজন কানাডাবাসী।



'কানাডা' উপনিবেশের দুইজন আদিম অধিবাসী—'রেড ইণ্ডিয়ান' রাজা, সম্প্রতি ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতি কানাডার ঔপনিবেশিক গবরমেণ্ট কোনরূপ অবিচার করিয়াছিলেন,—এই বিশ্বাসে, তৎপ্রতি-কারার্থ তাঁহারা ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট দরবার করিতে আসিয়াছিলেন। কানাডার 'মনিটোবা' প্রদেশে ঐ দুই রাজার বাস ; একজনের নাম,—আকিসিয়া ; অপরের নাম,—কিরাকান। ঔপনিবেশিক মন্ত্রী লর্ড এলগিনের নিকট তাঁহাদের কোন সুবিচার না হওয়ায়, তাঁহারা বকিংহাম প্রাসাদে সপ্তম এডওয়ার্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু প্রহরী দ্বার ছাড়িল না। তাঁহাদের ভাগ্যে রাজদর্শন ঘটিল না। কানাডা সম্বন্ধে ঔপনিবেশিক গবর্ণমেণ্ট যাহা বিচার করিবেন, তাহার উপর আর কথা নাই ; সুতরাং স্বয়ং সম্রাট বা ঔপনিবেশিক মন্ত্রী তাঁহাদের কোন কথাই শুনেন নাই।

(৬১ পৃষ্ঠা।)

শাসন-ব্যবস্থা সমস্তই অধিবাসিগণের মতামত লইয়া নির্ব্বাহিত হয়। এক্ষণেইংলণ্ড হইতে কানাডার শাসন-কর্ত্তা (গবরনর জেনারেল) নিযুক্ত হন। কিন্তু তত্রত্য সদস্য-সভার মত লইয়া তাঁহাকে রাজকার্য্য চালাইতে হয়। কানডার শাসন-কর্ত্তৃত্বে ইংলণ্ডের একাধিপত্য ক্ষমতা কিছুই নাই। স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরও সেখানকার বিধি-বিধানে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। তত্রত্য 'রেড ইণ্ডিয়ান' অধিবাসিগণের প্রতি স্থানীয় শাসন-কর্ত্তৃপক্ষগণ ন্যায়-অন্যায় কোন ব্যবহার করিলে, ইংলণ্ড তাহার অন্যথাচরণে সমর্থ নহেন।

যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্টগণ।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যুক্তরাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ অনেকটা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শাসিত হইতে লাগিল। অতঃপর সমস্ত প্রদেশগুলি একত্র শাসিত হওয়ার জন্য সকল প্রদেশের অধিবাসিগণের মত লইয়া দেশপতি প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে একজন প্রধান শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচনের প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ায়, সকলেই একবাক্যে জর্জ্জ ওয়াসিংটনকে সেই পদে বরণ করিতে মনস্থ করিলেন। এপ্রিল মাসের প্রথমে নির্ব্বাচনকারীদিগের 'ভোট' লওয়া হইল, তাহাতে ওয়াসিংটন প্রেসিডেণ্ট এবং জন আডামস্ তাঁহার সহকারী মনোনীত হইলেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় নির্ব্বাচনেও সকলে ওয়াসিংটনকেই প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত করিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জর্জ্জ ওয়াসিংটন যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট-পদে অভিষিক্ত ছিলেন। তাঁহার সময়ে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ২৯এ মে যুক্তরাজ্যের তেরটী প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে এক-শাসনের অধীন হয়; সকলেই ওয়াসিংটনকে প্রেসিডেণ্ট বলিয়া গ্রহণ করে। সেই সময় (১৭৯০ খৃষ্টাব্দে) মহানুভব বেঞ্জামিন ফ্রঙ্কলিন ৮৪ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার লোকান্তরে যুক্তরাজ্যে গভীর শোক-প্রবাহ প্রবাহিত হয়। তেরটী প্রদেশ এক-কেন্দ্রীভূত হইলে, ঐ সকল প্রদেশের একবার লোকসংখ্যা গণনা হয়। তাহাতে স্থির হয়, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে যুক্তরাজ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ লোকের বসতি ছিল; তন্মধ্যে ৫ লক্ষ লোক, আফ্রিকা হইতে আনীত ক্রীতদাস। এই সময়ে যুক্তরাজ্যে দুই তিনটী দল হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কোন কোন দল, জন আডামস্‌কে 'প্রেসিডেণ্ট' বলিয়া স্বীকার করিত; কিন্তু কার্য্যতঃ ওয়াসিংটনই প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তৃতীবার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হয়। এই নির্ব্বাচনে 'জেফারসন' প্রেসিডেণ্ট-পদে বরিত হন, এবং 'বার' চারি বৎসরের জন্য 'ভাইস-প্রেসিডেণ্ট' নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে যুক্তরাজ্যে দলাদলি ব্যাপারে একটী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। সেই বিদ্রোহের পর, ওয়াসিংটন-নগর যুক্তরাজ্যের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইল। এই সময়ে 'দাস-ব্যবসায়' বন্ধ করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং নানারূপে দেশের উন্নতি-চেষ্টা চলিতে থাকে। এই সময়, দশ বৎসরের মধ্যে, যুক্তরাজ্যে ৭৫টি হইতে ৯০৩টী ডাক-ঘর স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচনে জেফারসন পুনরায় প্রেসিডেণ্ট পদে বরিত হন; ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি সেই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় 'লুসিয়ানা', 'ওরিগণ' প্রদেশ প্রভৃতি যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। জেফারসনের পর 'মেডসন' প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। তাঁহার সময়ে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সহিত পুনরায় যুদ্ধ হয়।

সেই যুদ্ধ 'মেডসন যুদ্ধ' নামে প্রসিদ্ধ। এই যুদ্ধের ফলে, ইংরেজগণ ওয়াসিংটন নগর পুড়াইয়া দেয়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের 'ঘেণ্ট' সহরের সন্ধিতে এই যুদ্ধ মিটিয়া যায়। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে (১৮১২ খৃষ্টাব্দে) 'মেডসন' দ্বিতীয়বার প্রেসিডেণ্ট-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে 'জেমস মনরো' প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইলেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় নির্ব্বাচনেও জনসাধারণ তাঁহাকে প্রেসিডেণ্ট বলিয়া গ্রহণ করে। তাঁহার সময়ে, যুক্তরাজ্যের সীমানা-মধ্যে কোনও বৈদেশিক অধিকার যাহাতে না থাকিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হয়। 'লাইবিরিয়া' রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তিনি দাসজাতির স্বাধীনতা-প্রদানের সূত্রপাত করিয়া যান। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে মনরোর কার্য্যকাল শেষ হয়। অতঃপর 'জন কুইন্সি আডামস্' প্রেসিডেণ্ট পদ প্রাপ্ত হন। আডামসের পর ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে 'এনড্রুরু জ্যাক্সন' প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইলেন। এই সময় প্রতিপন্ন হয়, ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যের যে পরিমাণ (২ লক্ষ ৪০ হাজার বর্গ মাইল) ছিল, এক্ষণে তাহার প্রায় তিনগুণ (৬ লক্ষ ৩৩ হাজার বর্গমাইল) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে পরবর্ত্তী ৮ বৎসর কাল জ্যাক্সনের শাসনকাল বলিয়া কথিত হয়। জ্যাক্সনের সময় হইতেই আমেরিকার বর্ত্তমান উন্নতির সূত্রপাত হয়। এই সময়ে ইংলণ্ডে জর্জ্জ ষ্টিফেনসন, প্রথম 'রেলওয়ে ইঞ্জিন' প্রস্তুত করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে জ্যাকসন সেই ইঞ্জিন আমেরিকায় আনয়ন করিয়া তাহারই আদর্শে আমেরিকায় ইঞ্জিন প্রস্তুতের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া যান। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রথম ২৩ মাইল পরিমিত রেলপথ খোলা হইয়াছিল। 'জ্যাক্সনের' পর, 'ভ্যান বারেণ' প্রেসিডেণ্ট হন। তাঁহার পর ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে 'হ্যারিসন্' প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইয়াছিলেন; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই (১৮৪১ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার সহকারী 'টাইলার' প্রেসিডেণ্ট-পদে বরিত হন। অতঃপর ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের নির্ব্বাচনে 'জেমস নক্স পোক' প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে দাসরাজ্য 'লাইবিরিয়া' সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। 'মেক্সিকের যুদ্ধ'—তাঁহার শাসন-কালের একটী প্রধান ঘটনা। সেই যুদ্ধে 'কালিফোর্ণিয়া' এবং উটা, আরিজোনা ও নব-মেকসিকো প্রভৃতি প্রদেশ যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচনে 'টেলার' প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হন। এই সময় দেখা যায়, বিগত দশ বৎসরের মধ্যে 'ফ্লোরিডা,' 'টেক্সাস,' 'আইওয়া,' 'উইসকনসিন' এবং 'কালিফোর্ণিয়া' এই পাঁচটী প্রদেশ যুক্তরাজ্যের সহিত নূতন সংযুক্ত হইয়াছে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে 'পিয়ার্স' প্রেসিডেণ্ট পদ প্রাপ্ত হন। ৮৫৪ খৃষ্টাব্দে জাপানের সহিত আমেরিকার বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে 'বুচানন' প্রেসিডেণ্ট হন। এই সময়ে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে দেখা যায়, যুক্তরাজ্যের লোকসংখ্যা ৩ কোটী ১০ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে অর্থাৎ দশ বৎসরে ৮০ লক্ষ বাড়িয়াছে। এই সময় 'মিনেছটা' ও 'ওরিগন' যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচনে 'লিঙ্কন' প্রেসিডেণ্ট-পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় দেশে গৃহ-বিবাদ উপস্থিত হয়। দলাদলি সেই গৃহ-বিবাদের মূল কারণ। সেই সকল বিবাদ মিটাইয়া দিয়া, (১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী) এক 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' প্রচারিত হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচনেও লিঙ্কন প্রেসিডেণ্ট পদ প্রাপ্ত হন। ঐ বৎসর 'নাভেদা

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট।



কর্ণেল থিয়োডোর রুজভেণ্ট।

ইনিই এখন আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্ক সহরে ইহাঁর জন্ম হয়। হারভার্ডে ইনি শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহাঁর রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হয়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ইনি নিউইয়র্ক প্রদেশের গবর্ণর হইয়াছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে, প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্‌কিন্‌লের মৃত্যুর পর, ইনি যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট পদ প্রাপ্ত হন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুনের নির্ব্বাচনেও ইনি দ্বিতীয়বার প্রেসিডেণ্ট পদে বরিত হইয়াছেন। আগামী ডিসেম্বর মাসে নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের সম্ভাবনা; হয়ত বা, ইনিই পুনরায় নির্ব্বাচিত হইবেন। যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্টের পারিশ্রমিকের পরিমাণ,—বৎসরে পঞ্চাশ সহস্র "ডলার"। (৭১ পৃষ্ঠা।)

যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ৩৬টী প্রদেশে যুক্তরাজ্যের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল ঘাতুকের গুপ্ত-অস্ত্রে তিনি নিহত হন। অতঃপর ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে 'জনসন', এবং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে 'গ্রাণ্ট' প্রেসিডেণ্ট হইলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার নির্ব্বাচনের পর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 'গ্রাণ্ট' প্রেসিডেণ্ট পদে অভিষিক্ত ছিলেন। শেষোক্ত বৎসরে 'হেজ' প্রেসিডেণ্ট পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচনে 'গারফিল্ড' প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলেন। বিপক্ষের গুলির অঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। অতঃপর 'আর্থার' প্রেসিডেণ্ট পদে বরিত হন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচনে 'ক্লেভলাণ্ড' প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচনে 'বেঞ্জামিন হারিসন' এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার 'ক্লেভল্যাণ্ড' প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন! ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ 'ম্যাকৃকিনলে' যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট পদে বরিত হন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলে, নরহন্তার গুলিতে তাঁহার মৃত্যু হয়।* অতঃপর 'থিয়োডোর রুজভেল্ট' প্রেসিডেণ্ট পদ প্রাপ্ত হন। এখনও পর্য্যন্ত তিনিই প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

উপসংহার। স্বাধীনতা লাভ করিয়া যুক্তরাজ্য শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। বিগত ৩১ বৎসরের মধ্যে যুক্ত-রাজ্যের যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা স্বপ্নেরও অতীত বলিয়া মনে হয়। প্রথমে ১৩টী ক্ষুদ্র প্রদেশ লইয়া মার্কিণ যুক্তরাজ্য গঠিত হইয়াছিল। এখন ৪৯টী বিভাগে উহা বিভক্ত; উত্তর আমেরিকার অর্দ্ধেকাংশ যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত। দেশে একদিকে যেমন ব্যবসায়-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে, অন্যদিকে তেমনই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চাও দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। যে স্বাধীনতার—যে স্বায়ত্ত শাসনের জন্য আজি সমগ্র পৃথিবীর ব্যাকুলতা দৃষ্ট হয়, যুক্তরাজ্যই তাহার আদর্শ-স্থল। তাহার শাসনপ্রণালী, শাসন-কর্ত্তৃত্বে নির্ব্বাচন-প্রথা,—অধুনা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই সুবিদিত। কি রাজ্য-বিস্তৃতি, কি শৌর্য্যবীর্য্য, কি শিক্ষা-সৌকর্য্য, সর্ব্ব বিষয়েই যুক্তরাজ্য এখন ইউরোপীয় প্রধান শক্তিপুঞ্জের সমক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছে। দেখ,—কি ছিল, কি হইয়াছে! ভাব,—কি শক্তিতে, কি গুণে, মানুষ তেমনটী হইতে এমনটী হইতে পারে। এ শিক্ষা—অপর কাহারও নহে; ইংরেজের ইতিহাসে, ইংরেজের জাতি, ইংরেজকেই এই শিক্ষা প্রদান করিয়াছে। আর যদি ভারতবর্ষের সেদিন কখনও আসে, ইংরেজের দ্বারাই তাহা আসিবে। ঘর-বিভীষণ কেবল এ দেশেই নহে; সকল দেশে, সকল সময়ে, সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে। ঐ যে 'কটন', ঐ যে 'ওগ্রেডি', ঐ যে 'ওডোনেল', ঐ যে 'হাইণ্ডম্যান'—যাঁহাদিগকে 'ইংলিশম্যান' প্রভৃতি সংবাদপত্র দেশদ্রোহী বলিয়া পরিচিত করিতেছেন, সত্য সত্যই বলি, ইংরেজের যদি কিছু অনিষ্ট হয়, তাঁহাদের দ্বারাই হইবে। আমাদের দ্বারা ইংরেজের কোনই অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই; আমাদিগের দিকে ইংরেজ যে মধ্যে মধ্যে রাজদ্রোহের বিভীষিকা দেখেন, ইংরেজের সে ভ্রান্তি মাত্র! ন্যায়মতে ধর্ম্মমতে আত্মোৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলেই আমরা জীবনের সার্থকতা জ্ঞান করি। সেই আদর্শ—সেই চিন্তাই আমাদের শ্রেয়ঃ। অপরের শত সাহায্যেও আমাদের যে প্রকৃত কোন

* এই পুস্তকের ৮৬ পৃষ্ঠায় ম্যাকৃকিনলের চিত্র ও কিঞ্চিৎ পরিচয় দ্রষ্টব্য।

উপকার সাধিত হইবে, সে আশা আমরা আদৌ করি না। কাহারও কোনও অধিকারে বঞ্চনা করিয়া আত্ম-অধিকার বিস্তারের ভাবনা, আমাদের মনে একটুও নাই। আমরা জানি, আপনি ভাল তো জগৎ ভাল, আপনি বড় তো জগৎ বড়!

পরিশিষ্ট।

সীমা পরিমাণাদি।

এক্ষণে যুক্তরাজ্যের পরিমাণফল (আলাস্কা ও হাওয়াই সহ) ৩৬ লক্ষ, ২২ হাজার, ৯৩৩ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা (১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীর গণনা অনুসারে) ৮ কোটী ২৮ লক্ষ ৫৯ হাজার ২২১ জন। রাজধানী ওয়াসিংটনের পরিমাণ-ফল ৭০ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা,—২লক্ষ ৭৮ হাজার ৭১৮ জন। প্রধান নগরের মধ্যে নিউ ইয়র্কের লোকসংখ্যা,—৩৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ২০২ জন; চিকাগোর লোক সংখ্যা,—১৬ লক্ষ ৯৮ হাজার ৫৭৫ জন; ফিলাডেলফিয়ার লোকসংখ্যা,—১২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৬৯৭ জন। যুক্ত-রাজ্যের ধন সম্পত্তির পরিমাণ ১৬০ 'বিলিয়ন' ডলার বা ৪৮০ 'বিলিয়ন" টাকা (এক বিলিয়ন ১০০০০ কোটী) যুক্তরাজ্যের রাজস্ব পরিমাণ (১৯০১ খৃষ্টাব্দে),—১০ কোটী ৯৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৭৭৬ পাউণ্ড; ব্যয়,—১১ কোটী ৫৮ লক্ষ ১৯ হাজার ৪৪৪ পাউণ্ড। রাজকীয় ঋণ,—৪৬ কোটী ৪৪ লক্ষ ৫৭৫ পাউণ্ড। আমদানির পরিমাণ,—(১৯০৫ খৃষ্টাব্দে), ১১৭ কোটী, ৯১ লক্ষ, ৩৫ হাজার, ৩৫৪ 'ডলার'; রপ্তানির পরিমাণ,—১৫৯ কোটী, ৯৪ লক্ষ, ২০ হাজার, ৫৩৯ 'ডলার'। যুক্তরাজ্য হইতে ৮৯ কোটী, ৭৬ লক্ষ, ৭৯ হাজার, ৭৫৫ ডলার মূল্যের কৃষিজাত দ্রব্য, এবং ৫৭ কোটী, ১৪ লক্ষ, ১০ হাজার, ৪৯৭ ডলার মূল্যের শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। যুক্তরাজ্যের বৈদেশিক অধিকারের মধ্যে—'আলাস্কা', 'গুয়াম', 'হাওয়াইয়ান' দ্বীপপুঞ্জ, 'ফিলিপাইন' দ্বীপপুঞ্জ, 'পোর্টোরিকো', এবং 'সামোয়া' দ্বীপপুঞ্জ প্রসিদ্ধ।

শিক্ষা ইত্যাদি।

দীন-দরিদ্র সকলে সমভাবে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, যুক্তরাজ্যে তাহার ব্যবস্থা আছে। গরীবদিগকে বিনা বেতনে, এমন কি পুস্তকাদি সাহায্য-দানে, লেখা-পড়া শিখান হয়। অবৈতনিক বিদ্যালয়ে প্রায় ২ কোটী বালক-বালিকা শিক্ষালাভ করে। অন্যান্য কলেজ ও স্কুলের সংখ্যাও অনেক। শিল্প-বিদ্যালয়ের সংখ্যাই ৫ শত। অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় আছে; তন্মধ্যে 'হারভার্ড', 'ইয়েল', 'চিকাগো' এবং 'ওয়াসিংটনের' বিশ্ববিদ্যালয় প্রসিদ্ধ। যুক্তরাজ্যের সংবাদ-পত্রের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫ হাজার; পৃথিবীর সকল দেশের সংবাদপত্রের সমষ্টির অর্দ্ধেকেরও অধিক। দৈনিক সংবাদ-পত্রের সংখ্যা (১৯০০ খৃষ্টাব্দের গণনায়) ২২২৬ খানি; তন্মধ্যে 'নিউইয়র্ক জরনালের' গ্রাহক সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া কথিত হয়। সাধারণ পাঠাগারের মধ্যে নিউইয়র্ক এবং ওয়াসিংটন নগরের পাঠাগার-দ্বয় প্রসিদ্ধ। প্রথমোক্ত পাঠালয়ে ১৫ লক্ষ এবং শেষোক্ত পাঠালয়ে সাড়ে বার লক্ষ পুস্তক আছে। এত অধিক পুস্তক ইংলণ্ডের 'অক্সফোর্ড লাইব্রেরীতেও' নাই। কৃষিকার্য্য শিক্ষার জন্য যুক্তরাজ্যে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ৫৭ লক্ষ, ৩৯ হাজার, ৬৫৭টী কৃষিশালা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

নব স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ।

ভূমিকা।

সে কোন্ দেশ।

পশুবলে রাজ্যশাসন।

গত শীতকালে এই কলিকাতায় যখন কংগ্রেসের মহাধূম; "আমাদের উপর অত্যাচার হইতেছে, অবিচার হইতেছে, আমাদের স্বায়ত্ত-শাসন দাও",—ইত্যাকার চীৎকারধ্বনি যখন গগনমার্গ বিদীর্ণ করিতেছিল; সেই সময় বিলাতের সর্ব্বপ্রধান সংবাদপত্র "টাইমস্" সদম্ভে বলিয়াছিল,—"আমরা তরবারির জোরে ভারত লাভ করিয়াছি, আমরা তরবারির জোরেই তাহা শাসন করিব।"* টাইমসের এই দাম্ভিক কথা লইয়া তখন ভারতে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। তখন অনেকেই ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"তোমরা তরবারির জোরে ভারত লাভ কর নাই, তোমরা জুয়াচুরির জোরে ভারত লাভ করিয়াছ। তোমরা কেবল তরবারির জোরে কখনই ইহা রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমাদেরই লেখা ইতিহাস তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।" টাইমস্ মূঢ়, তাই তাহার বিশ্বাস যে, পশুবলে ভারত শাসন করিতে হইবে। শুধু 'টাইমস্' নয়; এইরূপ বহু অপরিণামদর্শী গণ্ডমূর্খ ইংরেজ আছে, যাহাদের বিশ্বাস, ভারতবাসীর আবেদন নিবেদন আর্ত্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া পশুবলে রাজ্যশাসন করিব। যাহারা এ কথা মনে করে, তাহারা প্রকৃতই রাজ্যের শত্রু; তাহাদের মতে কার্য্য করিলে রাজ্যরক্ষা যে একেবারে অসম্ভব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। টাইমসের ন্যায় মূঢ় ইংরেজদের অবগতির জন্য আজ আমরা এক বিশেষ দেশের ইতিহাস বর্ণন করিব। তাহাতেই দেখা যাইবে, দুর্ব্বল প্রজার আবেদন নিবেদন ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া পশুবলে দেশ শাসন করিতে গিয়া প্রবল রাজাকে কিরূপে রাজ্য খোয়াইতে হইয়াছিল। সে দেশবাসীও আমাদেরই ন্যায় দুর্ব্বল পরাধীন বিজিত জাতি ছিল; আর আমাদেরই রাজার জাতির ন্যায় প্রবল অপর জাতি তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। সেই শাসক জাতিরও—পশুবলে রাজ্য-শাসন মূল মন্ত্র ছিল। এরূপ শাসনের পরিণাম যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইল। প্রজাগণের উপর অত্যাচার, অবিচার, অনাচার প্রভৃতির স্রোত খরতর বেগে চলিতে লাগিল; প্রজার

* ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে কলিকাতায় দ্বাবিংশ 'কংগ্রেসের' অধিবেশন হয়। সেই সময় বিলাতের 'টাইমস্' পত্রে এই মর্ম্মের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

আবেদন নিবেদন আর্ত্তনাদে রাজপক্ষ কর্ণপাত করিলেন না; রাজপক্ষ নিজের স্বার্থ লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত, প্রজার স্বার্থের দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। দুর্ব্বল প্রজা নিরুপায় হইয়া সমস্ত অত্যাচারই নীরবে সহ্য করিতে লাগিল। কিন্তু সহিষ্ণুতার একটা সীমা আছে। অত্যাচার যে দিন সে সীমা অতিক্রম করিল, তাহারাও রাজশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। দুর্ব্বল প্রজা-শক্তির সহিত প্রবল রাজশক্তির ভয়ানক সংঘর্ষ চলিল। কিন্তু তখনও ভগবানের পরীক্ষা শেষ হয় নাই। তখনও রাজপক্ষের পাপ চারি পোয়া পূর্ণ হয় নাই। তখনও পর্য্যন্ত প্রজাদের সাধনা চরম উৎকর্ষ লাভ করে নাই। সুতরাং সেবারেও প্রজাশক্তি রাজশক্তির নিকট হটিয়া হইয়া গেল, খর্ব্ব হইয়া গেল। সেই প্রজা-বিদ্রোহ দমন করিয়া সেই রাজ-জাতি ক্রমেই প্রজার উপর ভীষণতর অত্যাচার আরম্ভ করিল। এমন কি, সে অত্যাচারে বালক বালিকা স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি পাইল না। এইবার রাজার পাপ চারি পোয়া পূর্ণ হইল। প্রজাদিগের সাধনারও বুঝি চরম উৎকর্ষ সাধিত হইল। সাধনার চরম উৎকর্ষ সাধিত না হইলে সিদ্ধি হয় না, আর পাপও ষোল আনা পূর্ণ না হইলে পতন হয় না। এইবার প্রজার আর্ত্তনাদ বুঝি ভগবানের কাছে পৌঁছিল। তাহা যদি না পৌঁছিবে, তাহা হইলে সেই দেশের নিকটবর্ত্তী এক দেশের এক প্রবল শক্তিশালী জাতির কর্ণকুহরে সে আর্ত্তনাদ পৌঁছিবে কেন? আবহমান কাল ত প্রজার উপর এ অত্যাচার চলিয়া আসিতেছে ও প্রজা আর্ত্তনাদ করিয়া আসিতেছে। এত দিন এ আর্ত্তনাদ কাহারও কর্ণে পশে নাই, আজ পশিল কেন? কারণ, সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। পাপের ভার পূর্ণ হইয়াছে। এইবার ভগবান সদয়। সেই দেশবাসীর আর্ত্তনাদে করুণার্দ্র হইয়া সেই প্রবল শক্তিশালী জাতি, এই অত্যাচার-পীড়নের বিরুদ্ধে সেই প্রবল রাজার জাতির নিকট তীব্র প্রতিবাদ করিয়া পাঠাইল। সেই রাজজাতি তখন মহাগর্ব্বে গর্ব্বিত, ধনবলে জনবলে মহান্ধ ধর্ম্মভাব বিচ্যুত। সুতরাং সদম্ভে উত্তর করিল,—"তরবারির জোরে রাজ্যশাসন করিব। কাহাকেও মধ্যস্থ মানিতে চাহি না।"

তাহার প্রতিফল। আর সহিল না! ভগবান ঢের সহিয়াছিলেন,—আর সহিলেন না। সেই প্রবল শক্তিশালী জাতি সেই পরাধীন দেশবাসীর পক্ষ হইয়া, মহাক্রোধে সেই গর্ব্বিত রাজ-জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিল। সেই উৎপীড়িত দেশবাসী, অত্যাচার অনাচার হইতে দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য, মহামন্ত্রে নবোদ্যমে সেই শক্তিশালী জাতির সহিত রাজপক্ষের বিরুদ্ধে যোগদান করিল। সেই শক্তিশালী জাতির সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, সেই রাজ-জাতি, সেই দেশবাসিগণকে স্বাধীনতা প্রদান-পূর্ব্বক সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন! ভগবান সেই অধীন জাতির সহায় বলিয়া, যে শক্তিশালী জাতি যুদ্ধ করিয়া সে দেশে স্বাধীনতা স্থাপন করিল, সে দেশকে তাহাদের রাজ্যভুক্ত করিয়া লইবার জন্য তাহাদের কুমতি হইল না; যদ্যিচ, এরূপ অবস্থায় এরূপ কুমতিই সচরাচর হইয়া থাকে। চীন-জাপান-যুদ্ধে, বহু রক্তক্ষয় অর্থব্যয় করিয়া ও অসীম বীরত্ব দেখাইয়া চীনের পোর্ট আর্থার বন্দর জাপান অধিকার করিল; তখন রুষ, চীনের মিত্র সাজিয়া মধ্যস্থ হইয়া, চীনের আর্থার বন্দর চীনকে প্রত্যর্পণ করিতে জাপানকে অনুরোধ করিল। জাপান বীর হইলেও তখন বালক;

তাই মহাবীর হাড়পাকা রুষের অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে পারিল না। কিন্তু মরমে মরিয়া গেল; বিনা বাক্যব্যয়ে জাপান আর্থার বন্দর চীনকে প্রত্যর্পণ করিল। কিন্তু আর্থার বন্দর আর চীনের হইল না; ধূর্ত্ত রুষ নানা ছলে তাহাকে উদরস্থ করিয়া ফেলিল। জাপান তাহাও দেখিল, কিন্তু তখন নিরুপায়। বলা বাহুল্য, আর্থার বন্দর বেশী দিন রুষকে ভোগ করিতে হয় নাই। বালক-বীর জাপান যৌবন প্রাপ্ত হইয়াই রুষ-ঋক্ষের গলা টিপিয়া সে বন্দর উদ্গিরণ করাইয়া লইল; ভীষণ রুষ-জাপান-যুদ্ধে অমিত বলে পোর্ট আর্থার অধিকার করিল। তাই বলিতেছি, পোর্ট আর্থার লইয়া রুষের যেরূপ কুমতি হইয়াছিল, ঐ দেশ লইয়া সেই শক্তিশালী জাতির সে কুমতি হয় নাই। কারণ, ঐ দেশবাসীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ হওয়ায় ভগবান্ তাহাদের সহায় হইয়াছিলেন। সেই শক্তিশালী জাতি ঐ ক্ষুদ্র দেশবাসীকে অকপটচিত্তে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিলেন। শুধু তাহাই নহে, পৃথিবীর রাজন্যবর্গকে তাহাদের স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন। এখন সে দেশবাসী সম্পূর্ণ স্বাধীন। সেই শক্তিশালী জাতি এখন সেই দেশবাসীর পরম মিত্র। বহুকালের পরাধীনতার পর এই জাতি স্বাধীনতা-সুখ লাভ করিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। যেন তাহাদের বুকের পাথর নামিয়া গিয়াছে। যেন হাত-পার শৃঙ্খল খুলিয়া গিয়াছে। এখন তাহারা স্বচ্ছন্দবিহারী, স্বাধীন জাতি। মনের আনন্দে তাহারা এখন স্বদেশের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। যখন তাহারা এই স্বাধীনতা-সুখ ভোগ করে, তখন তাহাদের স্বাধীনতা-লাভের প্রধান সহায় সেই শক্তিশালী জাতির গুণগানে গদগদ হইয়া উঠে; আর অপর দিকের বহু দূরে অবস্থিত সেই উৎপীড়ক রাজার জাতির দেশের দিকে চাহিয়া বুক ফুলাইয়া মিটিমিটি হাসিতে থাকে। তখন সেই রাজার জাতির যে কি শয্যাকণ্টক উপস্থিত হয়, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহ অনুভবেও জানিতে পারে না। পাঠক! শুনিবে কি,—সে দেশ কোন্ দেশ? শুনিবে কি—সে প্রজার জাতিই বা কে, সেই রাজার জাতিই বা কে, আর সে শক্তিশালী জাতিই বা কে? শুনিবে কি—কিরূপ লোমহর্ষণ অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছিল? শুনিবে কি—কিরূপ স্বার্থত্যাগ, আত্মবলিদান, অদ্ভুত বীরত্ব, অদ্ভুত দেশহিতৈষণা, অকপট ক্রন্দন? শুনিবে কি— সে সব কথা। পরিশেষে শুনিবে কি—তাহাদের বর্ত্তমান স্বাধীনতা-সুখ। যদি শুনিতে চাও, তাহা হইলে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে তাহার আমূল বৃত্তান্ত পাঠ কর। দেখিবে—যে মূঢ় ইংরেজ বলে যে, তরবারির জোরে রাজ্যশাসন করিব, রাজ্যের সে প্রকৃত শত্রু কি না? দেখিবে—তরবারির জোরে রাজ্য চালাইলে একদিন না একদিন রাজ্যের লোপ অবশ্যম্ভাবী।*

* ১৩১৪ সালের ১৪ই আষাঢ় (২৯শে জুন, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে) 'বঙ্গবাসীতে' প্রকাশ হইয়াছিল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কিউবা দ্বীপ।

কিউবা কোথায়?

ভূমিকায় যে দেশের আভাস দেওয়া হইল, সে দেশের নাম—"কিউবা দ্বীপ।" আমেরিকার যুক্তরাজ্যের (ইউনাইটেড ষ্টেটস্) দক্ষিণে, মেক্সিকো উপসাগরে কিউবা দ্বীপ অবস্থিত। এই দ্বীপের এবং যুক্তরাজ্যের ফ্লোরিডা দেশের মধ্যে ফ্লোরিডা নামক একটি প্রণালী আছে। সেই প্রণালীর পরিসর প্রায় ১০০ মাইল। এতদিন অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই প্রণালী পার হইয়া কিউবায় পৌঁছিতে হইত। সম্প্রতি সে পক্ষে এক বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা হইতেছে। তাহা হইলে, যুক্ত-রাজ্যের প্রধান রাজধানী নিউইয়র্ক সহর হইতে রেল-গাড়িতে চড়িয়া সেই গাড়ীতেই কিউবার রাজধানী হাভানায় পৌঁছান যাইবে। ফ্লোরিডার অব্যবহিত দক্ষিণে সারি সারি কয়েকটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে; কি-ওয়েষ্ট তাহাদেরই অন্যতম। এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে, পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যে সাঁকো প্রস্তুত করিয়া নিউইয়র্ক হইতে কি-ওয়েষ্ট পর্য্যন্ত রেলগাড়ি চলিবে। কি-ওয়েষ্ট হইতে হাভানা ৯০ মাইল। ঐ ৯০ মাইল জল-পথে পারাপারের ষ্টীমার থাকিবে; এবং সেই ষ্টীমারে ট্রেণখানিকে পার করিয়া দেওয়া হইবে। এই ব্যাপারে প্রায় ৭ কোটী টাকা (৪ লক্ষ পাউণ্ড) ব্যয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইংলণ্ডের 'সাউদাম্পটন্' হইতেও সরাসরি কিউবায় ষ্টীমার যাতায়াত করে। কিউবা 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ' দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত; কিন্তু পরিমাণ ও লোকসংখ্যায় অন্য সকলের শ্রেষ্ঠ।

সীমা-পরিমাণ লোকসংখ্যা।

কিউবা দ্বীপের দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব ও পশ্চিমে প্রায় ৭০০ মাইল; প্রস্থ উত্তর ও দক্ষিণে, হাভানার নিকট ২৫ মাইল, পূর্ব্বাঞ্চলে কোথাও ১০০ মাইল পর্য্যন্ত। 'পাইন্‌স্' নামক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ কিউবার অন্তর্গত। তৎসহ কিউবার পরিমাণফল ৪৪ হাজার বর্গ মাইল। কিউবা দ্বীপ ছয়টী বিভাগে বিভক্ত; পশ্চি-মের দিকে,—হাভানা, মাটানজান, পিনারডেল-রিও; এবং পূর্ব্বের দিকে,—পিউয়েরটো-প্রিন্সিপ, সান্টাক্লারা, সান্টিয়াগো। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের গণনা-ক্রমে সমগ্র কিউবা দ্বীপের লোক-সংখ্যা ১৭ লক্ষ, ৮৬ হাজার, ২০৭ জন; তাহার তৃতীয়াংশ মিশ্র কাফ্রি-বংশজ। কিউবার রাজধানী 'হাভানা' নগরের লোকসংখ্যা ২ লক্ষ, ৭৫ হাজার; অন্যান্য নগরের মধ্যে 'সেণ্টিয়াগো' লোকসংখ্যা ৪৬ হাজার, 'মাটানজান্' লোকসংখ্যা ৪৬ হাজার, 'চেনকিউগোস' লোকসংখ্যা ৫০ হাজার। প্রধান নগরগুলি প্রায়ই সমুদ্রতীরে অবস্থিত এবং বাণিজ্য-বন্দর বলিয়া পরিচিত। 'সেণ্টিয়াগো' কিউবার প্রধান বন্দর; 'হাভানা' কিউবার প্রধান রাজ-ধানী কিউবার রাজস্ব আদায় ১৯০৩-৪ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৫ কোটী, ১৮ লক্ষ, ৭৫ হাজার টাকা।

উৎপন্ন দ্রব্য ও বাণিজ্যাদি।

চিনি, তামাক, ধান, তুলা প্রভৃতি কিউবা দ্বীপের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কিউবার চিনি এবং হাভনার চুরুট এদেশে পর্য্যন্ত আমদানী হইয়া থাকে। কিউবায় এখনও ঘনারণ্য বিদ্যমান। প্রায় ২ কোটী 'একার' (তিন বিঘায় 'একার') জমী জঙ্গলে পরিপূর্ণ; এবং ১ কোটী ৩০ লক্ষ 'একার' জমীর জঙ্গলে প্রবেশ করাই দুঃসাধ্য। এই দ্বীপের অরণ্যে প্রচুর সুস্বাদু ফল উৎপন্ন হয়, এবং তাহা যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। মেহগনী, আবলুস, পাইন প্রভৃতি কাষ্ঠের জন্যও কিউবা দ্বীপ বিখ্যাত। কিউবার কোনও কোনও স্থানে স্বর্ণ পাওয়া যায়। খনিজ পদার্থের মধ্যে লৌহ, তাম্র এবং বিবিধ মিশ্র ধাতু বিদেশে রপ্তানী হয়। যুক্তরাজ্যের সঙ্গেই এই দ্বীপের প্রধান বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিদ্যমান। গ্রেট ব্রিটেন, স্পেন, ফ্রান্স এবং জর্ম্মণীর সহিতও বাণিজ্যের আদান-প্রদান চলিয়া থাকে। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে গম, চাউল, কয়লা, 'কড' মৎস্য, মাংস এবং মদ্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপ হইতে প্রায় ৩৪ কোটী টাকার দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল, এবং এই দ্বীপে বিদেশ হইতে প্রায় ৩১ কোটী টাকার দ্রব্য আমদানী হইয়াছিল। কিউবায় দিন দিনই ব্যবসায়-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হয়। কিউবার রেলপথের পরিমাণ দেড় হাজার মাইল।

জীবজন্তু জলবায়ু ইত্যাদি।

এই দ্বীপের 'জুতিয়া' নামক জন্তু প্রসিদ্ধ। ঐ জন্তু দেখিতে ইন্দুরের ন্যায়; কিন্তু লাঙ্গুলহীন। জুতিয়ার মাংস অনেকে খাইয়া থাকে। হরিণ ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। বন্য কুক্কুর ও বন্য বিড়াল যথেষ্ট। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, ঘোড়া, শূকর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পারাবত, ময়ূর, হংস প্রভৃতি পক্ষীর পর্য্যায় অসংখ্য। নদী ও সমুদ্রে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। এই দ্বীপের নদীগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র; প্রায়ই উত্তর ও দক্ষিণে প্রবাহিত। প্রধান নদীর নাম—কাউটো। নদীর অল্প-দূরমাত্র নৌকা চলিতে পারে। পর্ব্বতের মধ্যে 'সিরাডেল কোব্রে' এবং 'পিকাডে টাকু-ইনো' প্রসিদ্ধ। জলবায়ু গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ন্যায়। আগষ্ট হইতে অক্টোবর মাসে প্রায়ই ঝড়-ঝাপটা বহিয়া থাকে। মাঝে মাঝে ঝড়ে গ্রাম নগর উড়াইয়া দেয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ঝড়ে ১৮৭২ খানি বাড়ী উড়িয়া যায়, এবং ২১৬ খানি পোত জলমগ্ন হয়। কিউবায় মাঝে মাঝে ভূমিকম্প হয়। বর্ষাকালে 'পীত পীড়ার' প্রকোপে সমুদ্র-তীরবর্ত্তী বহু স্থানে মহামারী হইয়া থাকে। হাভানায় সময় সময় প্লেগ উপস্থিত হইয়া থাকে। সে প্রকোপ এখন ক্রমেই কমিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইতিবৃত্ত।

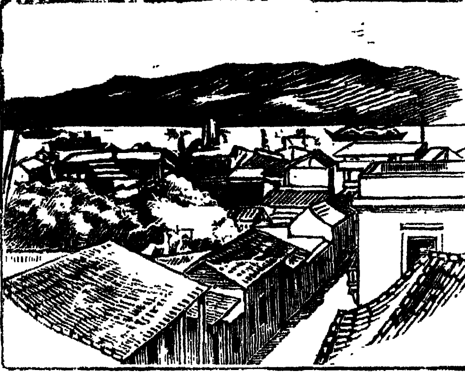
কিউবায় কলম্বস।

কিউবার প্রাচীন ইতিবৃত্ত কালগর্ভে বিলীন হইয়া আছে। সে তত্ত্ব কোথায়, কে খুজিয়া পাইবে? তবে ইউরোপের সঙ্গে কিউবার যে দিন প্রথম সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেই দিন হইতেই কিউবার কাহিনী একটু একটু করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পাইতে আরম্ভ হয়। কলম্বস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন, সেই সময় এই সুন্দর দ্বীপের প্রতি তাঁহার নয়ন সঞ্চালিত হয়। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের ২৮এ অক্টোবর দিবালোকে তিনি দেখিতে পান, প্রকৃতির নিভৃত-কিকুঞ্জ এই মনোরম দ্বীপ তাঁহার পুরোভাগে বিদ্যমান রহিয়াছে। কলম্বস যখন কিউবায় অবতরণ করেন তখন এই দ্বীপে শস্যশ্যামলা প্রকৃতির ক্রোড়ে সুখশান্তি চিরবিরাজমানা ছিল। দ্বীপে অবতরণ করিয়া, কিউবার সেই অনুপম সৌন্দর্য্য-সুষমা দর্শন করিয়া, কলম্বস বলিয়াছিলেন,—"এমন সুন্দর দেশ আমি জীবনে দেখি নাই।" প্রকৃতই কিউবা তখন প্রকৃতির প্রিয়কুমারীর ন্যায় সকল সম্পদে বিভূষিত ছিল। কিউবায় ৯ জন স্বতন্ত্র নৃপতি স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করিতেন। স্রোতস্বিনীর সুবিমল জল, অরণ্যের অপর্য্যাপ্ত সুমধুর ফল, অনায়াসলভ্য অশেষ শস্য-সম্পদ,—প্রকৃতির ভাণ্ডার কিউবা সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সকল সামগ্রীতে পরিপূর্ণ ছিল। কলম্বসের কাহিনীতে কিউবার তাৎকালিক আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি এবং ধর্ম্মকর্ম্মেরও কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। কিউবার অধিবাসীরা তখন আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস করিত এবং একেশ্বরের উপাসনায় নিরত ছিল। কিউবা আবিষ্কারের পর কলম্বস আরও দুইবার কিউবায় গমন করিয়াছিলেন। একবার ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে, আর একবার ১৫০২ খৃষ্টাব্দে। দ্বিতীয়বার তাঁহার পুত্র ডিয়োগো ভেলাজকোয়েজ তাঁহার সঙ্গে কিউবায় আসিয়াছিলেন। সেই হইল—কিউবার সর্ব্বনাশের প্রথম সূচনা; সেই হইল—কিউবার স্বাধীনতা-সুখের প্রথম অন্তরায়।

কিউবায় উপনিবেশ।

কিউবার সুখৈশ্বর্য্যদর্শনে ডিয়োগো ভেলাজকোয়েজ লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরামর্শানুসারে ১৫১১ খৃষ্টাব্দে তিন শতাধিক সৈন্য লইয়া তিনি কিউবা দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য অবতরণ করিলেন। কিউবার অধিবাসীরা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিল না; সুতরাং তাহারা তাঁহাকে কোনই বাধা দিতে সমর্থ হইল না। সেই বৎসর বারাকোয়া নামক স্থানে স্পেনের প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হইল। পুনরায় ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে সেণ্টিয়াগো এবং ত্রিনিদাদে দুই নূতন উপনিবেশ স্থাপিত হয়। পর বৎসর 'ক্রিষ্টোভাল ডি লা হাভানা' নামে আরও এক নূতন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইল। পরিশেষে, ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে কিউবার বর্ত্তমান রাজধানী 'হাভানা' নগর স্থাপিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত 'ক্রিষ্টোভাল' বাটাচানো নামে প্রসিদ্ধি লাভ

করে। হাভানা সহর প্রতিষ্ঠার পর অন্যান্য বৈদেশিক জাতির অত্যাচার ও আক্রমণে পুনঃপুনঃ ঐ নগর বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হয়। ফরাসীরাই দুইবার হাভানা নগর ধ্বংস করে। একবার ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী কর্ত্তৃক ঐ নগর ভস্মসাৎ হয়; আর একবার ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে তাহারা হাভানা আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করে। ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজদিগের আক্রমণের ভয়ে হাভানা সর্ব্বদা সশঙ্ক ছিল। ফরাসীদিগের প্রথম আক্রমণের পর, হাভানার তাৎকালিক গবরনর ফার্ণাণ্ডো-ডি-সটো নগর পুনর্নির্ম্মাণ করেন। তৎ-পরে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে হাভানার চতুর্দ্দিক প্রাচীর পরিবেষ্টিত হয়। কিন্তু তাহাতেও বৈদেশিক আক্রমণের হস্ত হইতে হাভানা বহুদিন পর্য্যন্ত মুক্তিলাভ করে নাই। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে লর্ড এলবিমার্লের অধীনে ইংরেজ-সৈন্য আসিয়া হাভানা অধিকার করে। ৬ই জুন হইতে ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত নগর লুণ্ঠিত হয়। কথিত আছে, ঐ লুণ্ঠনের সময় লুণ্ঠনকারীরা ন্যূনাধিক ৭ লক্ষ ৩৬ হাজার ১৮৫ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া পরস্পরের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইয়াছিল। ঐ সময় প্রায় ১০ মাস কাল হাভানা ইংরেজের অধিকৃত ছিল। পরে ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে প্যারিস নগরের সন্ধি-সর্ত্তে হাভানা স্পেনের হস্তে অর্পিত হয়। সেই হইতেই হাভানা অক্ষুণ্ণভাবে স্পেনের অধিকার ভুক্ত থাকে। তদবধি স্পেনের বিজয়পতাকা কিউবার বক্ষে উড্ডীন হয়; স্পেনের নিকট কিউবা সম্পূর্ণরূপ পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়।



কিউবার রাজধানী হাভানা-নগর।

স্পেনের অধিকারে।

স্পেনের অধিকার-ভুক্ত হইয়া কয়েক শতাব্দী কাল কিউবা কোনই অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করে নাই। অন্ততঃ সে তাহার কোনও দুঃখ-দৈন্য-নিগ্রহের কাহিনী লোক-জগতে প্রকাশ করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। প্রথম প্রথম স্পেন হইতে যাঁহারা কিউবায় শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিতেন, তাঁহাদের মহানুভাবতারই পরিচয় পাওয়া যাইত। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে 'লাস কাসাস' কিউবার শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার সময়ে দেশে কৃষি-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। এই সময় দাস-ব্যবসায়ের বড়ই প্রাদুর্ভাব ছিল; আফ্রিকা হইতে বহু ক্রীতদাস এই দ্বীপে চাষ-আবাদের জন্য আনীত হইত লাস কাসাস, ক্রীতদাসদিগের প্রতি সুব্যবহারের ব্যবস্থা চেষ্টা করেন, এবং দেশে শান্তি স্থাপনে উদ্যোগী হন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে সানডোমিঙ্গো দ্বীপ হইতে কতকগুলি ফরাসী আসিয়া কিউবায় বসবাস আরম্ভ করে। ইহার পর ১৮০২ খৃষ্টাব্দে হাভানার অন্তর্গত জেসু-মারিয়া পল্লী ভস্মসাৎ হয়। তাহাতে ১১ হাজার ৪০০ লোক গৃহশূন্য হইয়াছিল। কিউবার দুর্লক্ষণের অথবা ভাবী 'শুভ সূচনার' ইহাই প্রথম সূত্রপাত। ইহার পর হইতেই কিউবার দারুণ বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠে।

দেশে অশান্তির সূচনা।

এই সময়ে ইউরোপে নেপোলিয়নের মহা প্রাদুর্ভাব। নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক স্পেন-রাজবংশ ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে রাজাচ্যুত হন। এই সংবাদ কিউবায় উপস্থিত হইলে, কিউবায় নানা বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হইল। কিউবায় অত্যাচার অবিচার চলিতে লাগিল; প্রজাদিগের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হইল; করবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের অধিবাসীদিগকে বহু অধিকারে বঞ্চিত করা হইল। অত্যাচার অসহ্য হওয়ায়, দেশের লোক ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল; ন্যায়সঙ্গত অধিকার এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য স্থানে স্থানে প্রজা-বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। রাজকীয় অত্যাচার যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সে অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, দেশের অধিবাসীরা ততই বাধা দিতে আরম্ভ করিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের 'ব্ল্যাক-ঈগল' ষড়যন্ত্র, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণ-জাতির বিদ্রোহ, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে নারশিখো লোপেজ কর্ত্তৃক নিদারুণ ষড়যন্ত্র, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্য হইতে ৬০০ শত সৈন্য সহ লোপেজের কিউবা আক্রমণ এবং ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে তাঁহার বহু লোকক্ষয়,—প্রভৃতি অশান্তির পর, দেশ দিন দিন বিপন্ন হইয়া উঠিল। এই সকল বিদ্রোহ-দমনের জন্য স্পেন-গবরমেণ্ট দেশের মধ্যে ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিলেন;—দিন দিন দেশের করভার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে অত্যাচারে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সহৃদয় প্রেসিডেণ্ট পোক সাহেব, দশ লক্ষ 'ডলার' (প্রতি 'ডলার' তিন টাকার উপর) মূল্যে কিউবা বিক্রয় করিবার জন্য স্পেনকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু স্পেন তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। প্রজাপীড়নের মাত্রাও কমিল না। সুতরাং ১৮৬৮ হইতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসর কাল পুনরায় বিদ্রোহ-বিপ্লব চলিল। অতঃপর স্পেন-গবর্ণমেণ্টের অভিমতিক্রমে 'মার্টিনেজ ক্যাম্পজ' কিউবায় আগমন করেন। কিউবাবাসী-দিগের সকল প্রকার মনঃক্ষোভ দূর করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য বলিয়া বিঘোষিত হইল। বিদ্রোহী দলপতিদিগকে আহ্বান করিয়া, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে "জাঞ্জন" নামক স্থানে তিনি এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। সন্ধির সর্ত্ত অনু-সারে স্থির হইল,— বিদ্রোহীদিগকে ক্ষমা করা হইবে, দাস-প্রথা রহিত হইবে, এবং স্পেনীয় ও দেশীয়দিগকে রাজকার্য্যে সমান অধিকার প্রদান করা হইবে। এক দিকে বল প্রয়োগ, অন্য দিকে কৌশলজাল বিস্তার,—দুই উপায়ে এইবার কিউবায় স্পেনের আধিপত্য অটুট রহিল; কিছু কালের জন্য সমস্ত উপদ্রব প্রশমিত হইল। বিদ্রোহ কমিল বটে, কিন্তু স্পেনিয়ার্ডগণ কার্য্যতঃ তাহাদের প্রতিজ্ঞা কিছুই পালন করিলে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জাগরণ।

অত্যাচার চরমে উঠিল।

'জাঞ্জনের' সন্ধি-সর্ত্ত রক্ষিত হইল না; পরন্তু দেশে অত্যাচার স্রোত অক্ষুণ্ণ রহিল। শাসন-বিভাগের কোনই সংস্কার-সাধন হইল না; অথচ, প্রধান ধনাগম-ক্ষেত্র সমস্তই স্পেনীয়দিগের অধিকৃত হইল। সকল উচ্চ-রাজপদে স্পেনীয়দিগের একাধিপত্য বাড়িল; কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান-গৌরবে সমকক্ষতা লাভ করিয়াও, বরং কোন কোন অংশে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াও, কিউবাবাসীরা সে অধিকারে বঞ্চিত রহিল। যে দুই একজন তোষামোদকারী কিউবাবাসী রাজ-অনুগ্রহ লাভ করিল, তাহাদের দ্বারা আবার দেশ অধিকতর নিগৃহীত এবং প্রজাগণ অধিকতর উৎপীড়িত হইতে লাগিল। উৎকোচের মাত্রা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইল,—রাজকর্ম্মচারীদিগের নৈতিক ও মানসিক অবনতিতে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিল। এই শোচনীয় রাজব্যবস্থায় স্পেনীয়দিগের প্রতি দেশের অধিবাসিগণের দিনদিনই ঘৃণার সঞ্চার হইতে লাগিল। যেমন দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, রাজা-প্রজার মধ্যে বিদ্বেষের বহ্নি ততই প্রধূমিত হইতে আরম্ভ হইল। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি স্কুলের ব্যলক, একজন স্পেন-রাজকর্ম্মচারীর কবরের প্রস্তর-ফলকের উপর কয়েক ছত্র অসম্মান-সূচক কবিতা লিখিয়া আসিয়াছিল। সন্দেহ করিয়া বালকদলের কয়েকজন নেতাকে স্পেনীয়গণ গ্রেপ্তার করিল; এবং সেই অবরাধে তিন জন বালকের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। পরিশেষে সেই তিন জন বালককে গুলি করিয়া মরা হইল। এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের কোনই কৈফিয়ৎ না পাওয়ায়, স্পেন রাজকর্ম্মচারিগণের প্রতি দেশের অধিকাংশ লোকের বিদ্বেষ-বহ্নি প্রবল হইয়া উঠিল। এই সময় দেশের আর্থিক অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িল। এতদিন চিনির ব্যবসায় কিউবাবাসীদিগের জীবিকা অর্জ্জনের প্রধান উপায় ছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে নানা কারণে চিনির দর কমিয়া গেল; দাস-ব্যবসায় রহিত হওয়ায় বহু ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হইল; লোকের অবস্থার অবনতি হওয়ায় দেশে হাহাকার উঠিল। অথচ, সেই দুঃসময়ে গবরমেণ্টে তাহাদিগকে কোনই সাহায্য করিলেন না; অধিকন্তু বর্দ্ধিত করভারে দেশবাসীদিগকে প্রপীড়িত করিয়া তুলিলেন। কিউবার রপ্তানী জিনিসের উপর এই সময় গুরু কর নির্দ্ধারিত হইল; অথচ, স্পেনের আমদানী দ্রব্যের করভার কমিয়া গেল। দেশের পনের লক্ষ অধিবাসীর নিকট হইতে এই সময়ে আবার ৫২ লক্ষ ৪০ হাজার পাউণ্ড রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা হইল। স্পেনের সামরিক ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য যে ঋণ ছিল, তাহা পরিশোধের উদ্দেশ্যেই এই রাজস্বের সৃষ্টি; অথচ, সেই ব্যয়ের সহিত কিউবার কোনই সম্বন্ধ ছিল না, কিম্বা সে অর্থ-ব্যয়ে কিউবার কোনই উপকার সাধিত হয় নাই। এদিকে আবার নির্দ্ধারিত রাজকর অপেক্ষাও অনেক অধিক পরিমাণ টাকা, প্রজার উপর ধারাবাহিক পীড়ন করিয়া, রাজ-কর্ম্মচারীরা আদায় করিয়া লইতে লাগিল।

সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিউবাবাসীরা ঘোর প্রতিবাদ করিল; কিন্তু তৎপ্রতি কেহই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। কি অর্থ-কৃচ্ছ্রতায়, কি রাজ-উপদ্রবে, কিউবার অশান্তির ভাব বড়ই বৃদ্ধি পাইল। সে অশান্তির বিষময় ফল কতক অনুভব করিয়া, স্পেন-গবর্ণমেণ্ট পুনরায় দেশের শাসন-প্রণালীর সংস্কার-সাধনের ভান করিলেন; প্রথমে সেনর মাউরা, পরে সেনর এবারজুজা, কিউবায় স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তনের প্রলোভন দেখাইলেন; কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হইল না। প্রজাপীড়ন পূর্ণ মাত্রায় চলিতে লাগিল।

স্বদেশ-সেবক যোশী মার্টি।

এই সময় যোশী মার্টি নামক এক বুদ্ধিমান বিচক্ষণ স্বদেশ-সেবকের আবির্ভাব হইল। তাঁহার জলন্ত বক্তৃতায় দেশবাসী উন্মত্ত হইয়া উঠিল। স্বদেশ-প্রেম, বিদেশী রাজার প্রতি ঘৃণা এবং অধীনতা-পাশ হইতে দেশের মুক্তি-কামনা,—ইহাই তিনি জীবনের ব্রত-রূপে গ্রহণ করিলেন। দেশে-বিদেশে সভা-সমিতি আহ্বান করিয়া, দেশের পরাধীনতার কথা তিনি সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন; পতিত পরাধীন কিউবা কি প্রকারে স্বাধীনতা-সুখ লাভ করিতে পারে,—তাহারই উপায়-কল্পনা করিতে লাগিলেন। কেবল যে কিউবার মধ্যেই এই উত্তেজনার স্রোত প্রবাহিত হইল, তাহা নহে,—সমগ্র সমস্ত কি-ওয়েষ্ট দ্বীপে, ফোরিডার অন্তর্গত ট্যাম্পা সহরে এবং কিউবা-বাসীদিগের অন্যান্য উপনিবেশেও এই আন্দোলন আরম্ভ হইল। কিউবা উদ্ধারের জন্য কোথাও বা অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা চলিল, কোথাও বা বন্দুক বারুদ প্রভৃতি যুদ্ধদ্রব্যের আয়োজন চলিল! যোশী মার্টি মন্ত্রণা করিয়াছিলেন, এক সঙ্গে সান্টিয়াগো এবং মাটাঞ্জাস্ দুই প্রদেশে যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন, কিন্তু তাঁহার মনের আশা মনেই রহিয়া গেল; দেশ উদ্ধারের পূর্ব্বে, বিদ্রোহের প্রারম্ভেই, স্পেনীয়গণ সেই স্বদেশ-সেবক মহাপ্রাণ যোশী মার্টিকে গুলি করিয়া নিহত করিল। তাঁহার মৃত্যুতে কিউবার স্বাধীনতার আশা কিছু দিনের জন্য কিয়ৎ পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত পাইল।

বিদ্রোহের আয়োজন।

মার্টির মৃত্যুতেও কিউবা-বাসীরা কিন্তু নিরাশ হইল না। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী জেসাস রাবির অধিনায়কত্বে ৪ শত লোক জারা নামক স্থানে অস্ত্রধারণ করিল। বিদ্রোহের এই প্রথম সূচনা। স্পেন গবর্ণমেণ্ট প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, দেশহিতৈষণার ভান করিয়া দস্যুদল দেশ-লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হইয়াছে; ইহার সহিত জনসাধারণের কোনও সম্বন্ধ নাই। বিশেষতঃ কৃষ্ণজাতিদের অধিকাংশ লোক ঐ বিদ্রোহে যোগদান করায়, উহা শ্বেত-কৃষ্ণের স্বাভাবিক জাতীয় দ্বন্দ্ব বলিয়াও কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন। চেষ্টা করিলে সে বিদ্রোহ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু দোর্দ্দণ্ড গবরমেণ্ট সে পক্ষে অনেক দিন পর্য্যন্ত উদাসীন রহিলেন। শেষে উক্ত বৎসরের মার্চ্চ মাসের শেষভাগে গবর্ণমেণ্ট যখন বুঝিলেন, সমস্যা গুরুতর, স্পেনের বিরুদ্ধে সমগ্র কিউবাবাসী ক্ষেপিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন, জেনারেল মার্টিনেজ ক্যাম্পসের অধীনে ৩০ হাজার সৈন্য স্পেন হইতে কিউবা-দ্বীপে প্রেরিত হইল। তখনও শাসন-প্রণালীর সংস্কার-সাধন আরম্ভ হইলে, দেশে শান্তি স্থাপিত হইতে পারিত। কিন্তু স্পেন হইতে ক্যাম্পসকে সে ক্ষমতা প্রদান করা হয় নাই; সুতরাং তিনি বিদ্রোহ প্রশমন করিতে পারিলেন না। সমগ্র দেশ উত্তেজিত হইল; তরবারির জোরে সে উত্তেজনা দমন করা অসম্ভব হইয়া পড়িল;

ক্যাম্পসের সাধ্য কি যে, সে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তোলেন? দেশময় বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। কিউবাবাসীদের পক্ষে 'এণ্টোনিও মেসিও' এবং 'ম্যাকসিওমা গোমেজ' সহায় হইলেন; তাঁহারই কিউবাবাসীদিগকে পরিচালনা করিতে লাগিলেন। গোমেজ, সান ডোমিংগো দ্বীপের অধিবাসী; বহুদিন স্পেন-সৈনের মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনিই দেশীয়দিগের নেতৃত্ব-পদ গ্রহণ করিলেন; মেসিও তাঁহার সহকারী হইলেন। দেখিতে দেখিতে, সান্টিয়াগো এবং পিউরেয়টো প্রিন্সিপি,—এই দুই প্রদেশে ঘোর বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। অন্যূন চারি হাজার লোক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিল। এদিকে বর্ষা বৃষ্টি এবং সৈন্য মধ্যে পীড়ার প্রাবল্য হেতু স্পেনীয়গণ কিছু উদ্বিগ্ন হইল। দেশীয় সৈন্যদল ক্রমেই পুষ্ট হইতে লাগিল। তবে তাহারা যতই দলপুষ্ট হউক, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে দেখা গেল, কিউবায় স্পেনীয় সৈন্যের সংখ্যা এক লক্ষ, এবং দেশীয় সৈন্যের সংখ্যা মাত্র দশ সহস্র। ফলতঃ স্পেনীয় সৈন্যের সহিত তুলনায় এখনও তাহারা মহাসমুদ্রের নিকট গোষ্পদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কিউবায় সাধারণ-তন্ত্রের উদ্যোগ।

সৈন্যাধিক্যের তারতম্যেও কিন্তু দেশীয় সৈন্যদলের কোনই অসুবিধা হইল না। স্পেনের সৈন্যগণ অনেকেই অশিক্ষিত এবং অল্পবয়স্ক। অধিকন্তু উপযুক্ত আহার্য্য ও পরিচর্য্যার অভাবে তাহারা দিন দিন কাতর হইয়া পড়িল। এদিকে দেশের পথ-ঘাট প্রভৃতির সঠিক মানচিত্রের অভাবেও তাহারা নানা অসুবিধা ভোগ করিতে লাগিল। অন্যদিকে দেশীয়গণ স্পেনের প্রাধান্য অস্বীকার করিল; সাধারণ-তন্ত্র রাজ্যশাসন-প্রণালী প্রবর্তনার উদ্দেশ্যে মারকোয়েজ-ডি-সিস্নারসোকে আপনাদের প্রেসিডেণ্ট বলিয়া ঘোষণা করিল। তখন দেশীয় দলই রাজস্ব আদায় করিতে লাগিল; অনাদায়ে দণ্ডের ব্যবস্থা বিহিত করিল। ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক সহরে কিউবাবাসীদিগের "জুণ্টা"-সভা অর্থসংগ্রহের এবং অস্ত্রাদি সরবরাহের আয়োজন করিতে লাগিল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দেশীয় দল হাভানার নিকটবর্ত্তী প্রদেশ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইল। দশ হাজার সৈন্যসহ সেনাপতি ক্যাম্পস তাহাদিগকে বাধা দিলেন; কিন্তু তাঁহার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া তাহারা সে বাধা অতিক্রম করিল, এবং পশ্চিম-প্রদেশ-সমূহে অধিকার-বিস্তারের জন্য উদ্যোগী হইল। হাভানায় দারুণ উত্তেজনা উপস্থিত হইল; নানা কারণে ক্যাম্পস স্পেনে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

অত্যাচারী ওয়াইলার।

কিউবা-দ্বীপে স্বায়ত্ত-শাসন প্রথার প্রবর্ত্তনার জন্য স্পেন পুনঃপুন প্রস্তাব করিতেছেন; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার এক বিন্দুও সাধিত হইতেছে না। না। অধিকন্তু এবার আবার জেনারেল ওয়াইলার যে কঠোর শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিয়া কিউবায় অবতীর্ণ হইলেন, তাহাতে পৃথিবীর সভ্যজাতি মাত্রই চমকিয়া উঠিল; কিউবা মর্ম্মে মর্ম্মে নিদারুণ বেদনা অনুভব করিল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে সেনাপতি ওয়াইলার কিউবা দ্বীপে আগমন করলেন; প্রায় ২ লক্ষ ৩৫ হাজার সৈন্য তাঁহার অধীনে পরিচালিত হইল। ওয়াইলার প্রথমেই সৈন্য-সমাবেশে একটা পল্লীর কিয়দংশ বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন; এবং গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে নিরীহ-নির্দ্দোষ স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগকে

ধরিয়া আনিয়া সেই বেষ্টিত পল্লীর মধ্যে আবদ্ধ করিলেন। প্রায় ৬ লক্ষ স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা এইরূপে আবদ্ধ হইল! তাহাদিগকে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্য,—বিদ্রোহিগণ তাহাদিগের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য না পায়; পরন্তু পরিজনগণের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। এই অবরোধ ব্যাপারে, কি অত্যাচার—কি সর্ব্বনাশ সাধিত হইল, তাহা বর্ণনার অতীত। সে অবরোধে কত মানীর মান—কত সতীর সতীত্ব নষ্ট হইল; কত অনাথ অনাথা মৃত্যুমুখে পতিত হইল; কেহ অনাহারে, কেহ মহামারীতে জীবন বিসর্জ্জন দিল। সে মর্ম্মভেদী অত্যাচার-কাহিনী স্মরণ করিলে, পাষাণ প্রাণও বিদীর্ণ হয়। অন্য আর কি বলিব?—"কনসোলেসিয়ন-ডেল-সার" নামক একটী অবরুদ্ধ পল্লীতে এইরূপে দশ হাজারের অধিক নিরীহ নর-নারী নিহত হইয়াছিল। মাটাঞ্জাস্ সহরের মৃত্যুর হার ইহার অপেক্ষা আরও অনেক বেশী। ভারতবর্ষে অন্ধকূপ-হত্যার রঞ্জিত কাহিনী স্মরণ করিয়া যাঁহারা শিহরিয়া উঠেন, কিউবার এই অবরোধের ইতিহাস তাঁহাদিগকে একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। অন্ধকূপ হত্যার সত্যতা সম্বন্ধে এখন চারিদিকেই সন্দেহের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে; অথচ কিউবার সেই নৃশংস হত্যাকাহিনীর প্রতিবাদ করিবার কিছুই দেখিতে পাই না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে—সভ্যতার প্রস্ফুট দিবালোকে—সুসভ্য ইউরোপীয় জাতির এই নৃশংস অত্যাচার, ওয়াইলারের কলঙ্কের সহিত ইতিহাসের পৃষ্ঠা চিরকলঙ্কিত করিয়া রাখিবে। এইরূপ অমানুষিক অত্যাচার করিয়াও ওয়াইলার নিরস্ত হইলেন না। অবশেষে তিনি সৈন্যদলকে আদেশ প্রদান করিলেন,—তাহারা যে পথ দিয়া গমন করিবে, সেই পথের সমস্ত ঘর-বাড়ী এবং শস্য-ক্ষেত্র ধ্বংস করিয়া ফেলিবে, সম্মুখে মানুষ দেখিলেই তাহাকে গুলি করিয়া মারিবে। কার্য্যতঃও তাহাই আরম্ভ হইল। ইন্দুর ব্যতীত গৃহপালিত পশুরাও (গোরু, ঘোড়া প্রভৃতি) তাহাদের বন্দুকের গুলিতে প্রাণত্যাগ করিল। হাভানা এবং পিনারডেলরিও প্রদেশে এই আদেশে দারুণ হাহাকার উত্থিত হইল। শস্যশ্যামল হাস্যময় দেশ ভস্মস্তূপে পর্য্যবসিত হইল।

যুক্তরাজ্যের মনোভঙ্গ।

কিউবার প্রতি স্পেনের অত্যাচারে যুক্তরাজ্য মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইতেছিলেন। ক্রমে মনোভঙ্গের আরও নূতন নূতন কারণ উপস্থিত হইতে আরম্ভ হইল। জুন মাসে যুক্ত-রাজ্য হইতে "কম্পিটিটর" নামক এক খানি জাহাজ পিনারডেলরিওর উত্তর বন্দরে উপনীত হয়। ওয়াইলারের আদেশে সেই জাহাজ ধৃত এবং তাহার আরোহীদিগের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইল। সেই জাহাজে বিদ্রোহীদিগের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র আসিতেছিল, ইহাই অভিযোগ। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহাতে বড়ই বিরক্ত হইলেন; যুক্তরাজ্যবাসী কোনও ব্যক্তি স্বহস্তে অস্ত্র-ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রবৃত্ত না হইলে, সন্ধি-সর্ত্তানুসারে তাহার দণ্ড হইতে পারে না। ওয়াইলার কিন্তু তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। সুতরাং ঘোর আপত্তি উত্থিত হইল। অতঃপর কিছুকাল বন্দী রাখিয়া ওয়াইলার আরোহীদিগকে মুক্তিদানে বাধ্য হইলেন। যুক্তরাজ্যের সহিত স্পেনের আর এক সর্ত্ত ছিল যে, কিউবার যে সকল লোক কিছুকাল যুক্তরাজ্যে বাস করিবে, তাহারা যুক্তরাজ্যের অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবে; সুতরাং এই যুদ্ধ-ব্যপদেশে স্পেন

যদি তাহাদের কাহাকেও গ্রেপ্তার করে, তাহাও অন্যায় বলিয়া পরিগণিত হইবে। রিউ-য়ুস্ নামক এক ব্যক্তিকে স্পেনীয়গণ এই সময় আবদ্ধ করিয়াছিল। যুক্তরাজ্য তাহার প্রতিবাদ করিলেন। আবদ্ধ অবস্থায় রিউয়সের মৃত্যু হইল; যুক্তরাজ্যের সন্দেহের কারণ আরও বৃদ্ধি পাইল। ওয়াইলারের এবংবিধ অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া, যুক্তরাজ্য, স্পেনে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। স্পেনের সহিত যুক্তরাজ্যের বিবাদ ঘনীভূত হইতে লাগিল। অগত্যা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ওয়াইলার দেশে ফিরিতে আদিষ্ট হইলেন। জেনারেল ব্ল্যাঙ্কো তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া কিউবায় আগমন করিলেন।

যুক্তরাজের যুদ্ধ-জাহাজ ধ্বংস।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে জেনারেল ব্ল্যাঙ্কো-কিউবায় আগমন করিয়াই আবদ্ধ নর-নারীগণকে মুক্তি-প্রদান করিলেন। কিন্তু তাহারা যাইবে কোথায়? তাহাদের বাড়ী-ঘর তো কিছুই নাই! ওয়াইলার যে সমস্তই ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছেন! কিছু দিনের জন্য ব্ল্যাঙ্কো যুদ্ধ স্থগিত রাখিলেন; আত্ম-সমর্পণ করিলে কাহারও শাস্তি হইবে না বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। ইতিপূর্ব্বে যথেচ্ছ-ভাবে দেশের লোকদিগকে গুলি করিয়া মারা হইতেছিল; ব্ল্যাঙ্কো সে আদেশ রহিত করিবেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী সেনর ক্যালভিন্‌কে নেতৃপদে নিয়োগ করিয়া তিনি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন-প্রথার ঘোষণা করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল ফলিল না। কিউবাবাসীরা প্রাণে প্রাণে যে বেদনা অনুভব করিয়াছিল, ব্ল্যাঙ্কোর কথায় তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না। বিদ্রোহ-দমনে ব্লাঙ্কো প্রতারণা-জাল বিস্তার করিতেছেন বলিয়াই লোকের ধারণা জন্মিল। ইতিমধ্যে "মেইন" নামক আমেরিকার এক যুদ্ধজাহাজ হাভানার বন্দরে উপস্থিত হইয়াছিল। হঠাৎ ১৫ই ফেব্রুয়ারী সেই জাহাজ জলমগ্ন হয়; দুই শত সাতান্ন জন লোক তাহাতে প্রাণত্যাগ করে। প্রকাশ এই যে, স্পেনীয়গণ সেই জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে। কি কারণে ঐ জাহাজ জলমগ্ন হইল, পরিশেষে তাহার তথ্যানুসন্ধান আরম্ভ হইল। জাহাজ জলমগ্ন হওয়ার মূল কারণ নির্দ্ধারিত না হইলেও, যুক্তরাজ্যের সহিত স্পেনের মনোমালিন্য যে এই ব্যাপারে আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল,—তাহা বলাই বাহুল্য। এ দিকে, ব্ল্যাঙ্কো পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

প্রেসিডেণ্ট ম্যাকৃকিন্‌লে।

এই সময়ে মহানুভব ম্যাক্‌কিন্‌লে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট। কিউবা দ্বীপকে স্পেনের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য পূর্ব্বা-পরই তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা ছিল। কিউবায় সাধারণ-তন্ত্র-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই তাঁহার আন্তরিক কামনা। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রেল কিউবার বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্‌কিন্‌লে 'কংগ্রেসকে' সংবাদ প্রেরণ করি-লেন। তদনুসারে ১৮ই এপ্রেলের 'কন্‌ফারেন্স' সভায় ধার্য্য হইল,—(১) কিউবা দ্বীপের অধিবাসীরা স্বভাবতঃ এবং অধিকার-স্বত্বে স্বাধীন; (২) স্পেন গবরমেণ্ট যাহাতে কিউবা-শাসন ত্যাগ করেন, এবং কিউবা হইতে সৈন্য-বল উঠাইয়া লন, তজ্জন্য যুক্তরাজ্য জিদ করিবেন; (৩) এই দুই প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিতে সৈন্য এবং অর্থ-সাহায্য

আবশ্যক হইলে, যুক্তরাজ্য সর্ব্বতোভাবে তাহা সঙ্কুলান করিবেন; (৪) যুক্তরাজ্য কিউবা-দ্বীপে কোনরূপ কর্তৃত্ব পরিচালনায় অনিচ্ছুক; পরন্তু দেশে শান্তি স্থাপিত হইলেই উহা কিউবাবাসীদের হস্তে সমর্পিত হইবে। ২০শে এপ্রেল মার্কিণ-প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্‌কিনলের



মার্কিণ যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট 'ম্যাক্‌কিন্‌লে।'

[মিঃ উইলিয়াম ম্যাক্‌কিন্‌লে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট পদে নির্ব্বাচিত হন। এই সময় পঞ্চপঞ্চাশৎ 'কংগ্রেস' সভায় স্পেনের সহিত যুক্তরাজ্যের যুদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা মার্চ্চ তিনি দ্বিতীয় বার প্রেসিডেণ্ট পদে অভিষিক্ত হন। উহার ৭ মাস পরে, ৬ই সেপ্টেম্বর, 'বফেলো' সহরের সাধারণ সভার অভ্যর্থনার সময় এক নরহন্তার গুলিতে তিনি সাংঘাতিক-রূপে আহত হন; সেই আঘাতেই ১৭ই সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার হত্যাকারী "সোসালিষ্ট" সম্প্রদায়-ভুক্ত।]

স্বাক্ষরযুক্ত এই মর্ম্মের এক প্রস্তাব স্পেন-গবরমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইল। কিন্তু তাহার কোনও আশানুরূপ উত্তর পাওয়া গেল না। সুতরাং ২১শে এপ্রেল যুক্তরাজ্যের কংগ্রেস হইতে হইতে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। সেই ঘোষণার মর্ম্ম এই,— ৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২১এ এপ্রেল হইতে স্পেনের সহিত যুক্তরাজ্যের যুদ্ধ বাধিল। আবশ্যক হইলে, এই যুদ্ধে যুক্তরাজ্যের সমস্ত সৈন্য-বল নিয়োজিত হইবে; জলে স্থলে সর্ব্বত্রই তাহারা যুদ্ধ করিবে। প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্‌কিন্‌লে 'কংগ্রেস' সভা হইতে এই সৈন্য-পরিচালনার সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। 'মেনি' নামক যুদ্ধ-জাহাজ ধ্বংসের পর ফ্লোরিডা এবং কি-ওয়েষ্ট প্রভৃতি প্রদেশে যুক্তরাজ্যের রণপোতসমূহ সজ্জিত হইতেছিল। এক্ষণে তৎসমুদায় কিউবা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।



স্পেনের রাণী—মেরিয়া ডোরা ক্রিশ্চিয়ানা।

[স্পেনের রাজা দ্বাদশ আলফান্সোর মৃত্যুর ছয় মাস পরে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর পুত্র-সন্তান হয়। সেই নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা রূপে ইনি রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন।]

নাবালক রাজা ও রাজমাতা।

যুক্তরাজ্যের সহিত যখন স্পেনের যুদ্ধ ঘোষিত হয়, তখন স্পেনের রাজা ত্রয়োদশ আলফান্সো না-বালক, তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ মাত্র। রাজমাতা মেরিয়া ক্রিশ্চিয়ানা, নাবালক রাজার অভিভাবিকা-রূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। স্পেন-আমেরিকার যুদ্ধের সংবাদে রাজমাতা ব্যাকুলচিত্তে ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন,—"আপনিও বিধবা, আমিও বিধবা। সুতরাং আমার অবস্থা আপনি সমস্তই বুঝিতে পারিতেছেন। আমার এই বালক-পুত্রের মুখ চাহিয়া আপনি মার্কিন-রাজকে যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত করুন।" কিন্তু যে কারণেই হউক, যুদ্ধ মিটিল না; স্পেন ও আমেরিকা উভয়েই যুদ্ধার্থ উদ্যত হইলেন।



স্পেনের নাবালক রাজা।

[স্পেনের নাবালক রাজা ত্রয়োদশ আল-ফান্সো ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে জন্মগ্রহণ করেন। স্পেন আমেরিকার যুদ্ধের সময় ইহাঁর বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ মাত্র।]

স্পেন-মার্কিণে যুদ্ধ।

২১এ এপ্রিল হইতে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত উভয় পক্ষ যুদ্ধের আয়োজনে ব্যাপৃত রহিলেন। ১লা জুলাই হইতে তিন দিন ক্রমাগত যুদ্ধ চলিল। তৃতীয় দিবসে স্পেনের যুদ্ধ-জাহাজ ধ্বংস হইল; ছয় শত লোক নিহত হইল; দুই হাজার সৈন্য বন্দী হইল; সান্টিয়াগো বন্দর যুক্তরাজ্যের অধিকারে আসিল। সান্টিয়াগোর পতনের পরও দুই একটী খণ্ডযুদ্ধ চলিয়াছিল বটে; কিন্তু সান্টিয়াগোর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই স্পেনের পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া আসিল। তিন দিনের যুদ্ধে যুক্তরাজ্যের ২২ জন অফিসার সৈন্য এবং ২০৮ জন সাধারণ সৈন্য নিহত হয়; ৮১ জন অফিসার সৈন্য এবং ১২০৩ জন সাধারণ সৈন্য আহত হয়; ৭৯ জনকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। স্পেনের প্রায় দেড় হাজার অফিসার ও সৈন্য হতাহত হয়। ইহার পর জুলাই মাসের শেষভাগেও দুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছিল বটে; কিন্তু ২৬শে জুলাইয়ের পর সকল যুদ্ধই স্থগিত হয়। ঐ দিন ওয়াশিংটন ফরাসী রাজদূত শান্তির প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া শান্তি-স্থাপনে উদ্যোগী হন।

স্পেন-মার্কিণে সন্ধি।

১২ই আগষ্ট সন্ধির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়। তাহাতে স্থির হয়,—(১) "স্পেন", "কিউবার" সমস্ত আধিপত্য পরিত্যাগ করিবেন; (২) "পোর্ট রিকো" এবং "ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ" দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত স্পেনীয়দিগের অধিকৃত দ্বীপ-সমূহ এবং "লাড্রোনেজ"দ্বীপ যুক্তরাজ্যের হস্তে অর্পিত হইবে; (৩) সন্ধিসর্ত্ত পূরণ পর্য্যন্ত স্পেন-অধিকৃত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী মানিলা-বন্দর যুক্তরাজ্য অধিকার করিয়া থাকিবেন; (৪) কিউবা, পোর্ট রিকো এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অন্যান্য দ্বীপ, স্পেন অবিলম্বে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন; (৫) উভয় পক্ষের কমিশনার নিযুক্ত হইয়া ১লা অক্টোবরের মধ্যে সন্ধিসর্ত্ত স্বাক্ষর করিবেন; (৬) অতঃপর উভয়ের রাজ্যের মধ্যে বিবাদ মিটিয়া যাইবে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হয়; ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে কিউবা সম্পূর্ণরূপে যুক্তরাজ্যের অধিকারে আইসে। তৎপরে দিনদিনই কিউবার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়।

দেশীয় দলের কৃতিত্ব।

কি ওয়াইলারের অত্যাচারের সময়, কি স্পেন-আমেরিকার যুদ্ধের কালে, দেশীয় দলের কৃতিত্ব বরাবরই প্রকাশ পাইয়াছিল। কতবার তাহারা ওয়াইলারকে অপদস্থ করিয়াছিল, কতবার তাহারা তাঁহাকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিয়া বিপদগ্রস্ত করিয়াছিল। সৈন্যবল বা অর্থবল অল্প বলিয়াই তাহারা ওয়াইলারকে পরাজিত করিতে পারে নাই। নচেৎ, সমান শক্তি—সমান বল লইয়া যুদ্ধ করিলে, কে হারিত, কে জিতিত, কিছুই বলা যায় না। যাহা হউক, এই সময় দেশীয়দলের আণ্টোনিও মেসিও ও মেয়ার্স নিহত হইয়াছিলেন, এবং রিয়স রিভেরা আহত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও দেশীয়দলের উত্তেজনা অনুমাত্র কম পড়ে নাই। ওয়াইলার এবং জেনারেল ব্লাঙ্কো, স্পেনে উভয় সেনাপতিকেই তাহারা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। স্পেন আমেরিকার যুদ্ধের সময় দেশীয়দলের নেতা কালিক্সটো গার্সিয়ারের অধিনায়কত্বে পাঁচ সহস্র দেশীয় সেনা পরিচালিত হইয়াছিল; এবং দেশীয় দলের অনেকেই, পথ প্রদর্শনে, রসদ-সরবরাহে ও নানা প্রকারে যুক্তরাজ্যের সৈন্যদলের সহায়তা করিয়াছিল। যাহা হউক, যুদ্ধে যুক্তরাজ্যের জয়লাভের পর দেশীয়দলকে কিয়ৎকাল বড়ই সঙ্কট-সমস্যায় পড়িতে হইল।

যুক্তরাজ্যের কোনও কোনও সেনাপতির ব্যবহারে তাহাদের সন্দেহ হইল,—বুঝি বা তাহাদিগকে আর কিউবা ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না! সেই সন্দেহে পুনঃপুনঃ দেশীয়দলের 'কন্‌ফারেন্স'-সভা বসিতে আরম্ভ হইল; এবং পরিশেষে তাঁহাদের পক্ষ হইতে জেনারেল গার্সিয়া যুক্তরাজ্যের রাজধানী ওয়াসিংটন সহরে প্রেরিত হইলেন। গার্সিয়া ক্রমাগত ৪০ বৎসর কাল কিউবার উদ্ধারে প্রাণপাত যত্ন করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যের রাজধানীতে উপনীত হইয়া তিনি সন্ধির সর্ত্ত স্থির করিয়া লইলেন। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব!—দেশে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই গার্সিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। একখানি যুদ্ধ জাহাজে তাঁহার মৃতাবশেষ কিউবায় উপনীত হয়। তাঁহার লোকান্তরে দেশীয়দিগের পরিতাপের আর অবধি রহিল না। যাহা হউক, পরিশেষে ম্যাক্সিমো গোমেজ এবং অন্যান্য দলপতিগণ উপস্থিত থাকিয়া সন্ধি-সর্ত্ত স্থির করিয়া লন; দেশীয়দলের আগ্রহাতিশয্যেই কিউবা-রাজ্য দেশীয়দিগের করতলগত হয়, কিউবায় দেশীয় রাজপতাকা উড্ডীন হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।



কিউবার স্বাধীনতা-লাভ।

কিউবার স্বাধীনতা-প্রাপ্তি।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে কিউবা পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্‌কিন্‌লে কিউবাকে স্পেনের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন; প্রেসিডেন্ট রুজ্‌ভেল্ট এইবার কিউবার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। রুজ্‌ভেল্ট এখনও সেই প্রেসিডেন্ট পদে সমাসীন। এখনও তিনি কিউবার শুভাকাঙ্ক্ষী। কিউবার সহিত যুক্তরাজ্যের যে সন্ধি হয়, তাহার মর্ম্ম এই,—(১) কিউবার যাহাতে স্বাধীনতা নষ্ট হয়, কিউবা অপর কোন বৈদেশিক শক্তির সহিত এরূপ কোন সন্ধি-সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে পারিবে না; (২) কিউবা, পরিশোধ করিবার ক্ষমতার অতিরিক্ত ঋণ করিতে পারিবে না; (৩) কিউবার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য এবং কিউবার রাজকার্য্য সুশৃঙ্খলায় পরিচালনার উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্য তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন;—ইত্যাদি। স্পেনের পীড়নে কিউবার আর্ত্তনাদ শুভক্ষণে যুক্তরাজ্যের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। সে আর্ত্তনাদ যুক্তরাজ্যের কর্ণে প্রবেশ করা অসম্ভব নহে, বরং স্বভাবসিদ্ধ। এই যুক্তরাজ্যের অধিবাসীরাই একালে ইংরেজের প্রজা ছিল; ইংরেজের দুর্ব্বহ করভার সহ্য করিতে না পারিয়া অতিকষ্টে তাহারা সে অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছিল। তাহারা ভুক্তভোগী; তাই কিউ-

বার দুর্দ্দশা ও দুঃখকাহিনী সর্ব্বাগ্রে তাহাদের কর্ণে পশিয়াছিল। তাহারা ভুক্তভোগী; তাই তাহারা পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-দানে আপন শোণিত ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। যুক্তরাজ্যের এ মহত্ত্ব কিউবাবাসীরা ভুলিতে পারিবে না।



কিউবার প্রথম প্রেসিডেণ্ট—"সেনর পালমা।"

['সেনর পালমা' স্বাধীন কিউবার প্রথম প্রেসিডেণ্ট। মার্কিণ যুক্তরাজ্যের আদেশে কিউবায় যে সাধারণ তন্ত্র শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়, ইনি তাহারই প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। বিদেশে নির্ব্বাসিত থাকিয়াও কিউবার স্বাধীনতার জন্য ইনি স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিয়া ছিলেন। ইঁহার সেই গুণে কিউবাবাসীরা ইঁহাকে প্রেসিডেণ্টপদে বরণ করে।]

সেনর পালমা। কিউবার যিনি প্রথম প্রেসিডেণ্ট, তাঁহার নাম টমাস এসট্রাডা পালমা। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে তিনি কিউবার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। তিনি একজন ধনবান কৃষিজীবীর পুত্র; ১৮৬৮-৭৮ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের সময় বন্দী হইয়া তিনি স্পেনে প্রেরিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। স্পেন হইতে মুক্তি পাইয়া তিনি হণ্ডুরাস দ্বীপে প্রধান পোষ্ট মাষ্টারের কার্য্যে নিযুক্ত হন। সেইখানেই তিনি বিবাহ করেন। প্রকাশ এই যে, বিদ্রোহের সময় পালমা শপথ করিয়া মুচলেখায় আবদ্ধ থাকিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন; সেই অপরাধে কিউবার স্পেনীয় রাজপুরুষগণ তাঁহাকে সুদূর স্পেন দেশে দেশান্তরিত করেন। স্পেনের কারাগারে সামান্য অপরাধীর ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে অশেষ কারাক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। সে সময় তাঁহার উপর ঘোর অত্যাচার চলিয়াছিল। কিন্তু কিউবার স্বাধীনতার আশায় তিনি সকলই সহ্য করিয়াছিলেন। স্পেনের সেই ব্যবহারের সহিত ইংরেজের ব্যবহারের তুলনা করিতে গেলে, ইংরেজের ব্যবহার অনেক ভাল। ইংরেজ লাজপৎ রায়কে দেশান্তরিত করিয়াছেন বটে; কিন্তু কোনও শারীরিক কষ্ট দেন নাই। অধিকন্তু

লাজপৎ রায় ইংরেজের কল্যাণে অন্ততঃ আর্থিক সুখে সুখী হইয়াছেন। এমন কি, শুনিতে পাই, ইংরেজ লাজপৎ রায়ের পরিবারবর্গকে পর্য্যন্ত মাসহারা দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা গ্রহণ করা তাঁহাদের আবশ্যক হয় নাই। তাই বলি, সে হিসাবে স্পেনে ইংরেজে অনেক তফাৎ; অন্ততঃ ইংরেজের এখনও অতটা অধঃপতন হয় নাই। তবে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর পক্ষে স্বর্ণের ও লৌহের উভয় পিঞ্জরই তুল্য; তথাপি স্বর্ণ-পিঞ্জরই প্রার্থনীয়।

কিউবার নূতন শাসনকর্ত্তা।

প্রেসিডেণ্ট পাল্‌মা এতদিন পর্য্যন্ত কিউবার প্রধান শাসনকর্ত্তার পদে অভিষিক্ত ছিলেন। গত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তাঁহার বিরুদ্ধে ভীষণ ষড়যন্ত্র উপস্থিত হয়। তদনুসারে, ১১ই সেপ্টেম্বর দেশে বিদ্রোহের সম্ভাবনা বুঝিয়া, দেশে শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে, তিনি এক আইন জারি করেন। তাহাতে পিনারডেলরিও, হাভানা এবং সাণ্টাক্লারার নির্ব্বাচন-ক্ষমতা রহিত হয়। অতঃপর বিদ্রোহিগণ হাভানা আক্রমণের জন্য উদ্যোগী হইতেছে বুঝিয়া, মার্কিণ যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট রুজ্‌ভেণ্টের আদেশ অনুসারে, মিঃ টাফ্‌ট, অশান্তির কারণ অনুসন্ধানের জন্য, কিউবায় প্রেরিত হন; এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে তিনিই কিউবার প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হন। সেই সময় যুক্তরাজ্যের ছয় হাজার সৈন্য কিউবায় উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহীদিগকে দমন করে। অতঃপর ১৩ই অক্টোবর হইতে মিঃ সি ই মাগুন কিউবার শাসনকর্ত্তার পদে বরিত হইয়াছেন। দেশে পূর্ণ শান্তি স্থাপন হইলে, আবার কিউবা হইতেই নূতন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন।

তখন ও এখন।

স্পেনের অধীনতার সময় কিউবা দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। আর এখন, ধীরে ধীরে গৌরবের পথে অগ্রসর হইতেছে। স্বাধীনতার লীলানিকেতন যুক্তরাজ্য, আফ্রিকার ক্রীতদাসদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়া স্বাধীন লাইবিরিয়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন,—ইতিহাসের সেই এক দিন; আর কিউবার অধীনতা বন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে স্বাধীনতা-দানের জন্য উদ্যোগী হইলেন,—ইতিহাসের এই এক দিন। যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট মন্‌রো, লাইবিরিয়ার দাসদিগকে স্বাধীনতা দান করিয়াছিলেন;—তজ্জন্য তিনি বিশ্ববিখ্যাত। আর এখন প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্‌কিনলে কিউবা-বাসীদিগকে অধীনতা মুক্ত করিলেন এবং প্রেসিডেণ্ট রুজ্‌ভেণ্ট তাহাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করিলেন;—তজ্জন্য তাঁহারাও চিরস্মরণীয়। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের এ উদারতা, চিরদিন জগতের বক্ষে উজ্জ্বলরূপে বিরাজমান রহিবে। স্বাধীন জাতিই স্বাধীনতার মর্ম্ম অনুভব করিতে পারে। স্বাধীন জাতিই পরাধীনতার ব্যথা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া থাকে। স্পেন-রাজত্বে কিউবায় কি ছিল, আর এখনই বা কিউবার কি উন্নতি সাধিত হইতেছে, নিম্নে তাহারও একটু আভাস দেওয়া যাইতেছে। স্পেনীয়েরা কিউবাবাসীদিগকে সুশিক্ষা-দানে একান্ত উদাসীন ছিল। আর এখন, নানা স্থানে নূতন নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বে মোটে ২৭ হাজার বালক বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইত; আর এখন ১ লক্ষ ৫০ হাজার ছাত্র স্বাধীনভাবে লেখাপড়া শিখিতেছে। কিউবাবাসীদিগকে লেখা-পড়া শিখাইবার জন্য ১৯০০ খৃষ্টাব্দে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪ শত শিক্ষক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছিলেন; এবং

তৎপরে ক্রমাগতই শিক্ষক ও শিক্ষার সুব্যবস্থা সাধিত হইতেছে। দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির সমূহ চেষ্টা চলিয়াছে। হাভানা এক সময়ে প্লেগের বীজক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল; কিন্তু কয় বৎসরের বিবিধ উদ্যোগে হাভানার মৃত্যুহার সমূহ হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়াছে। স্পেনীয়গণ বিনা বিচারে ১৫ শত কিউবাসীকে এবং ৩২ জন আমেরিকার অধিবাসীকে বহুদিন হইতে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল; এক্ষণে তাহারা সকলেই মুক্তিলাভ করিয়াছে। স্পেনীয়েরা যে সকল জমীর চাস-আবাদ উৎসন্ন দিয়াছিল; সেই সকল জমীতে এখন নূতন করিয়া চাস-আবাদ আরম্ভ করিয়াছে। ডাকবিভাগ, টেলিগ্রাফ এবং রেলপথেরও দিন দিন সুচারু বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিউবার উন্নতির জন্য, কি অর্থব্যয়ে, পরিশ্রম-স্বীকারে, কোন বিষয়েই যুক্তরাজ্য উদাসীন নহেন। প্রতি বৎসর জলের ন্যায় রাশি রাশি অর্থ কিউবার উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইতেছে। স্পেন-আমেরিকা যুদ্ধ নিবৃত্তির পর কিউবার অনাহারক্লিষ্ট অত্যাচার গ্রস্ত লোকদিগের সাহায্যের জন্য যুক্তরাজ্য কি না করিয়াছিলেন? কিউবার ৪৮ হাজার অনাহারক্লিষ্ট লোকের জন্য এবং ৬ হাজার দেশীয় সৈন্যের জন্য, সেই সময় যুক্তরাজ্য এককালে ৩০ লক্ষ 'ডলার' (প্রতি 'ডলার' তিন টাকার উপর) দান করিয়াছিলেন। যুক্তরাজ্য আরও কত প্রকারে কিউবার কত উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহার আর পরিসীমা নাই। সহৃদয়তার ইহাই পূর্ণ আদর্শ। এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে আর কত দেখাইব? কিউবার এই ক্ষুদ্র ইতিহাসে, পাঠক!—দেখুন, বুঝুন, আর বিচার করুন, কি অত্যাচারে কি ফললাভ হয়, আর কি অবস্থায় পড়িয়া মানুষ কি উপায় অবলম্বন করে। আর সেই অর্ব্বাচীন ইংরেজেরা দেখুক যে, কেবল তরবারির বলে দেশ শাসন করিতে গেলে পরিশেষে তাহাতে কি ফল উৎপন্ন হয়! অনাথের আর্ত্তনাদ, একদিন দয়াল ভগবানের কর্ণে পৌঁছেই পৌঁছে।

যে দেশ স্বাধীনতা চায়।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ।

সে কোন্ দেশ?

আর এক নূতন দেশ স্বাধীনতা চায়! তিন শতাধিক বৎসরের পরাধীনতার পর, আর এক অধীন জাতি স্বাধীনতা লাভের জন্ম উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। কিউবা দ্বীপের অভ্যুদয় ইতিহাসে যে দৃশ্যপট দর্শন করিয়াছেন, এই নূতন জাতির জীবন-নাটকেও সেই দৃশ্য পদে পদে প্রত্যক্ষ করিবেন। সেই অত্যাচার, সেই অবিচার, সেই প্রজাপীড়ন,—সেই উত্তেজনা, সেই আত্মত্যাগ, সেই অভ্যুত্থান, কিউবার প্রতিচিত্ররূপে এই দেশেও তবকে তবকে বিদ্যমান। রাজার অত্যাচার যখন অসহ্য হয়, প্রজার দীর্ঘশ্বাসে সে রাজ্য তখন কিরূপে ধ্বংস পায়,—কিউবায় তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; আর এই এক নূতন দেশের বিচিত্র চিত্রেও সে প্রমাণ জাজ্বল্যমান দর্শন করুন। কোথায় সে দেশ, কোন জাতি তাহারা, কিরূপে জাগিয়া উঠিল,—ভারতে এই নবশক্তি সঞ্চারের দিনে সে কাহিনী শুনিতে সাধ হয় না কি? যদি সাধ হয়, একবার এই প্রাচ্য ভূখণ্ডের—এসিয়া মহাদেশের মানচিত্রের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে লক্ষ্য করুন; ঐ দেখুন, পশ্চিমে চীন-সমুদ্র এবং পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগর ইহার মধ্যে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না কি? বলা বাহুল্য, ঐ দ্বীপপুঞ্জের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে। কত দুর্য্যোগ, কত ঝঞ্ঝাবাত, কত প্রগাঢ় রজনীর অন্ধকারের পর, ঐ দ্বীপপুঞ্জে একটু একটু করিয়া উষার আলোক প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইয়াছে; একে একে সেই সকল বিবরণ আজি আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে অগ্রসর হইতেছি।*

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই দ্বীপপুঞ্জের বিষয়, পাশ্চাত্য দেশের কোনও শক্তির কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না। ধনধান্যসুখৈশ্বর্য্যপূর্ণ এই মনোহর দ্বীপ, বহুদিন পর্য্যন্ত, তাহাদের প্রলুব্ধ নয়নের অন্তরালে, বসুন্ধরার বক্ষে লুক্কায়িত ছিল। ১৫২১ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয়েরা এই দ্বীপপুঞ্জ প্রথম আবিষ্কার করেন। তাঁহাদের চতুর্থ চেষ্টার পর স্পেনের রাজা ফিলিপের রাজত্বকালে ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপপুঞ্জে স্পেনের আধিপত্যের সূত্রপাত হয়, এবং ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে উহা স্পেনের রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ইংরেজেরা একবার এই দ্বীপ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু পর বৎসর পারিস নগরের সন্ধির পর দ্বীপপুঞ্জ পুনরায় স্পেনের হস্তে প্রত্যর্পিত হয়। তদবধি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ দ্বীপে স্পেনের

---

* ১৩১৪ সালের ২১শে আষাঢ় (৬ই জুলাই, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ) এই প্রবন্ধ 'বঙ্গবাসীতে' প্রকাশিত হয়। সে সময় এই দেশে স্বায়ত্ত-শাসন-ক্ষমতা লাভের জন্ম বিশেষ আন্দোলন চলিয়াছিল।

আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু এক্ষণে, ঐ দ্বীপপুঞ্জের শাসন-শক্তি সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তিত। অধিকন্তু দ্বীপবাসীরা পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদিকে, স্বরাজের সুখ-স্বপনে ভারতবর্ষের ঘুমঘোর যেমন একটু একটু ভাঙ্গিতেছে; ওদিকে, ঐ দ্বীপপুঞ্জে, সেইরূপ স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ-আয়োজন চলিয়াছে। কিরূপে, কি বিপ্লবের পর, এই আয়োজনের সূত্রপাত হইল; তিন শত সাতাইশ বৎসর কাল রাজ্য-শাসনের দৃঢ় ভিত্তির পর, কিরূপে স্পেনের পতন সাধিত হইল; স্পেনকে কি কারণে "ফিলি-পাইন দ্বীপপুঞ্জ" পরিত্যাগ করিতে হইল;—এইবার সেই কথাই কহিতেছি।

স্পেনের পতন। দেশবাসী প্রজা-সাধারণের উপর অমানুষিক অত্যাচারই স্পেনের পতনের প্রধান কারণ। কিউবায় যেমন অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছিল, এই দ্বীপপুঞ্জেও বহুদিন পর্য্যন্ত সেইরূপ অত্যাচার-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাজকর্ম্মচারিগণ ক্রমাগত পীড়ন করিয়া প্রজার নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিতে লাগিল; অযথা রাজকর ধার্য্য করিয়া, অন্যায় অত্যাচারে তাহা আদায় করিতে লাগিল; এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ ধর্ম্মের ভান করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে লাগিল। শত আবেদনে, সহস্র নিবেদনে, কোনই প্রতিকার হইল না; লোকের ধন-ধর্ম্ম মনঃপ্রাণ অরক্ষণীয় হইয়া উঠিল। কেবল কি অর্থের ও শরীরের উপর অত্যাচার?—লোকের স্ত্রী-কন্যা লইয়া সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহ কঠিন হইল। শুধু রাজকর্ম্মচারীরা নহে;—ধর্ম্মের ভান করিয়া, ধর্ম্মযাজকগণ পর্য্যন্ত লোকের স্ত্রী-কন্যা অপহরণ করিতে লাগিল। এতদিন পর্য্যন্ত প্রজারা সকলই সহিয়া আসিতেছিল; কিন্তু আর সহিতে পারিল না। ক্রমে প্রজারা ক্ষেপিয়া উঠিল; গালাগালি, হাতাহাতি, লাঠালাঠি, শেষ কাটাকাটি পর্য্যন্ত আরম্ভ হইল। রাজপক্ষ তাহাদের অসন্তোষের কারণানুসন্ধানে কোনও চেষ্টা করিলেন না; অথবা, সে অসন্তোষের উচ্ছেদ-সাধনেও প্রবৃত্ত হইলেন না। বরং তাহার উপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়াইয়া তুলিলেন। দেশে রাজ-পীড়নের অব্যাহত স্রোত প্রবাহিত হইল। কারাদণ্ডে, নির্ব্বাসন-দণ্ডে, প্রাণদণ্ডে প্রজাকুল আকুল হইয়া পড়িল;—আর্ত্তনাদে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল।

অন্ধকূপ-হত্যা। ইহার উপর আবার এক ভীষণ অন্ধকূপ-হত্যার অনুষ্ঠান হইল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভে, সহসা ১৯৬ জন প্রজাকে গ্রেপ্তার করিয়া, রাজকর্ম্মচারীরা এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিল। কলিকাতার কল্পিত ইতিহাসে অন্ধকূপ-হত্যার বিবরণী পড়িয়া যাঁহারা শিহরিয়া উঠেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য সেই ক্ষুদ্র গৃহেরও একটু পরিচয় দিই। সেই ক্ষুদ্র গৃহ, মাটীর নীচে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বায়ু-প্রবেশের জন্য তাহাতে একটী মাত্র গবাক্ষ ছিল; জল-প্রবেশের আশঙ্কায় শান্ত্রীরা তাহাও বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সেই গৃহে যে রাত্রে প্রজাগণকে বন্দী করিয়া রাখা হইল, সে রাত্রে আবার নিদারুণ গ্রীষ্ম;—তেমন গ্রীষ্ম বৎসরে ক্বচিৎ দেখা যায়। সেই গ্রীষ্মের মধ্যে, সেই বায়ু-সমাগম-শূন্য আবদ্ধ গৃহে, বন্দিগণ যে কি কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিল, কি যন্ত্রণা-ভোগ করিল, তাহা বর্ণনাতীত। তবে বন্দিগণ গ্রীষ্মপ্রধান

দেশের বহুকষ্টসহিষ্ণু প্রাণী; তাই পর দিন প্রভাতে দেখা গেল,—তাহাদের সকলগুলি তখনও মরে নাই, ৫৪ জন মরিয়া পড়িয়া আছে, এবং অবশিষ্টগুলি মুমূর্ষু অবস্থায় কালযাপন করিতেছে। কিন্তু যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহারাই কি অব্যাহতি পাইয়াছিল? তাহাও নহে। নৃশংসতার ইহাই শেষ বলিয়া মনে করিবেন না। অন্ধকূপে আবদ্ধ হইয়াও মুমূর্ষু অবস্থায় যে কয় জন বাঁচিয়া ছিল, পরদিন প্রভাতে, নরাধম রাজকর্ম্মচারীরা তাহাদিগকেও গুলি করিয়া মারিয়াছিল। অভাগাদের অপরাধ,—তাহারা রাজ অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়াছিল; তাহারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু রাজকর্ম্মচারীরা বলে,—তাহারা রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল। অথচ, সে কথার কোনও প্রমাণ তাহারা প্রকাশ করিতে পারে নাই।

নৃশংসতার শেষ নাই।

অন্ধকূপ-হত্যার এই ভীষণ কাণ্ডেই যে নৃশংসতার শেষ হইয়াছিল, তাহা কেহ মনে করিবেন না। নির্লজ্জ রাজকর্ম্মচারিগণের মনে ইহাতেও লজ্জার সঞ্চার হইল না। ঐ ঘটনার পর, ১২ই সেপ্টেম্বর, তাহারা আবার ১৩ জন ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করিল; এবং ম্যানিলা উপসাগরের তীরে বধ্যভূমে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে গুলি করিয়া হত্যা করিল। সে হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা আর কি করিব!—হস্তপদ আবদ্ধ অবস্থায় সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া ভদ্রলোকগণ দণ্ডায়মান রহিলেন; আর সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে একে একে গুলি করিয়া মারিতে লাগিল। ঐ ভদ্রলোকদিগের মধ্যে দুই তিন জন জমীদার ছিলেন; একজন সওদাগর, একজন ডাক্তার একজন রাসায়নিক এবং দুই জন দেশীয় রাজকর্ম্মচারী। পুনঃপুনঃ হত্যাকাণ্ডে দেশে অশান্তির প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোক আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিল। অত্যাচারের এইরূপে আরও নানা লোমহর্ষণ ঘটনায় দেশ দিন দিন বিব্রত হইয়া পড়িল।

গুলি চালাইয়া সভা ভঙ্গ।

দেশের লোক ক্রমে যতই সতর্ক হইতে লাগিলেন, রাজকর্ম্মচারীরা ততই কঠোর হইতে কঠোরতর উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এক দিন, দেশের দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করিবার জন্য, একটী ভদ্রলোকের বাড়ীতে এক সভার অধিবেশন হইল। ২৫০ জন ভদ্রলোক সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। একজন ধর্ম্মযাজক গোয়েন্দা হইয়া সেই সভার বিষয় নানা ছলায় রাজকর্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করিলেন। সভার সময় সহসা অস্ত্রধারী সৈন্যদল আসিয়া সভা আক্রমণ করিল। ভদ্রলোকগণ সকলেই নিরস্ত্র ছিলেন; সুতরাং সৈন্যগণ যথেচ্ছভাবে গুলি চালাইয়া তাঁহাদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। সেই সভাক্ষেত্রেই অনেকে নিহত হইলেন; অবশিষ্ট যাঁহারা ধরা পড়িলেন, পরদিন তাঁহাদিগকেও গুলি করিয়া মারা হইল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৫এ মার্চ্চ সভা-ভঙ্গের এই নৃশংস কাণ্ড সাধিত হইয়াছিল। স্পেনের শাসনের ইহা এক বিষম কলঙ্ক-চিহ্ন।

হত্যাকাণ্ডে আনন্দোচ্ছ্বাস।

এই সকল হত্যাকাণ্ডে ও অত্যাচারে কোনরূপ শোকের বা সহানুভূতির ভাব প্রকাশ করিতেন না; বরং অত্যাচারী রাজপুরুষেরা হত্যাকাণ্ডের সময় আনন্দের ও উল্লাসের আবেগেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। হত্যাকাণ্ডের সময় বধ্যভূমে ব্যাণ্ড বাজিত; ফটোগ্রাফ তোলা হইত; এবং আনন্দের

অবধি থাকিত না। ধর্ম্ম-যাজকেরাও সেই বধ্যভূমে উপস্থিত থাকিতেন; রাজ-সম্পর্কিত স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সখ করিয়া সেই হত্যাকাণ্ড দেখিতে যাইতেন।

দেশের জাগরণ।

অত্যাচার দিন দিন যতই বাড়িতে লাগিল, দেশের লোকের প্রাণে আত্ম-রক্ষার সঙ্কল্প ততই জাগিয়া উঠিল। শেষে অনেকেই মরিয়া হইল; অনেকেই রাজ-শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল; অনেকেই ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ হইতে স্পেনের উচ্ছেদ-সাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পরিচালকেরও আবির্ভাব হইল। দুই মহাপ্রাণ ব্যক্তি, এই সময় স্বদেশ-উদ্ধারে প্রাণসমর্পণে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই দুই মহাপুরুষের একজনের নাম 'আগুইনাল্ড', আর একজনের নাম 'রাইজেল'। তাঁহারা দুই জন যখন কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তখন দলে দলে দেশের লোক তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করিতে লাগিল। এক জন দুই জন করিয়া শেষে পঞ্চাশ সহস্র লোক আগুইনাল্ডের দলে মিলিত হইল; রাইজাল বিবিধ উপায়ে দেশকে উদ্বোধিত করিতে লাগিলেন।

দলপতি আগুইনাল্ড।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আগুইনাল্ড দেশের জন্য প্রাণ সমর্পণ করেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর। ফিলিপাইনের এক সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁহার জন্ম। কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াই তিনি সাধারণের মনঃপ্রাণ আকর্ষণ করিলেন। দেশে যে অত্যাচার চলিয়াছে, কি প্রকারে তাহার প্রতিকার হইতে পারে, তাহাই তিনি সর্ব্বদা আলোচনা করিতে লাগিলেন। দেশের লোককে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন; তাহাদিগকে জীবন-মরণের ভীষণ সংগ্রামে প্রস্তুত হইবার জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে আপনার অমানুষিক স্বার্থত্যাগের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেশের লোক দলে দলে তাঁহার সঙ্গে যোগ দিতে লাগিল; তাঁহাকে দলপতি বলিয়া মানিয়া লইল; সকলেই আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিল। দেশের লোকের এই সমবেত সাহায্যে তাঁহার শক্তি এতই বৃদ্ধি পাইল যে গবরমেণ্টকে পর্য্যন্ত তাঁহার ভয়ে ভীত হইতে হইল। সময়ে সময়ে তিনি স্পেনের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে লাগিলেন; তাঁহার বীরত্ব-দর্পে স্পেনের সৈন্যদল পুনঃপুনঃ অপদস্থ ও বিব্রত হইতে লাগিল। এদিকে এই সময় কিউবার যুদ্ধ উপলক্ষে স্পেন বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং কলে-বলে-কৌশলে আগুইনাল্ডকে হস্তগত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

উৎকোচে বিদ্রোহ-দমন।

এই উপলক্ষে স্পেনের রাজকোষ হইতে আগুইনাল্ড প্রভৃতিকে ২০ লক্ষ 'ডলার' (এক ডলার তিন টাকার উপর) উৎকোচ প্রদান মঞ্জুর হইল। স্পেনের কাপ্তেন জেনারেল নিজেও সেই টাকার কিছু আত্মসাৎ করিলেন; অবশিষ্ট টাকার কতক আগুইনাল্ডকে এবং কতক তাঁহার প্রধান প্রধান সহচরদিগকে দেওয়া হইল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের বড়দিনের সময় কাপ্তেন জেনারেল রিভেরা ৮ লক্ষ ডলার প্রদান করিয়া আগুইনাল্ডকে নিরস্ত করিলেন, এবং তাঁহার অধীনস্থ নায়কদিগকেও ৪ লক্ষ ডলার প্রদান করিলেন। সেই সময় স্থির হইল, আগুইনাল্ড হংকং সহরে গিয়া বাস করিবেন। এই ব্যবস্থায় স্পেনের আনন্দের অবধি রহিল না; আগুইনাল্ড প্রভৃতিকে হস্তগত করা হইয়াছে

শুনিয়া, স্পেনের সেনাপতি রিভেরাকে সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। রূপান্তরে রিভেরা এবং আগুইনাল্ডু দুই জনেই অল্পবিস্তর লাভ করিয়া লইলেন।

আগুইনাল্ডের উদ্দেশ্য।

আগুইনাল্ড, স্পেনের নিকট টাকা লইয়া, কিছু দিনের জন্য যুদ্ধে ক্ষান্ত দিলেন; ইহাতে কেহ মনে করিবেন না যে, স্বদেশদ্রোহী নবাব মিরজাফারের ন্যায় উৎকোচ-গ্রহণে তিনি আততায়ীর হস্তে দেশের স্বাধীনতা বিক্রয় করিলেন। তিনি দেখিলেন, শত্রুর নিকট হইতে যাহা কিছু আত্মসাৎ করিতে পারা যায়, তাহাই লাভ। সুতরাং তিনি টাকাও লইলেন, তলে তলে বল-সংগ্রহেও প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ অর্থ তখন দেশের কাজে ব্যয়িত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ সে সময় এই পথ অবলম্বন না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, বিপরীত ফল ফলিবারই সম্ভাবনা ছিল বলিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং অন্যের চক্ষে বিসদৃশ হইলেও, দেশের পক্ষে হিতকর বলিয়াই আগুইনাল্ড এই কাজ করিয়া বসিলেন।

একদিকে আনন্দ, অন্যদিকে বিষাদ।

এই বড়দিনের সময় একদিকে যেমন আনন্দের বাজনা বাজিল, অন্যদিকে তেমনই বিষাদের কান্না উঠিল। স্পেনের আনন্দ—বিবাদ মিটিল বলিয়া; রিভেরা ও আগুইনাল্ড প্রভৃতির আনন্দ—কিঞ্চিৎ অর্থলাভ হইল বলিয়া। কিন্তু দেশের লোকের নিরানন্দ—দেশে আবার অত্যাচার-স্রোত প্রবাহিত হইল বলিয়া। এই সময় পুনরায় পীড়ন করিয়া লোকের নিকট হইতে টাকা আদায় আরম্ভ হইল। ঐ বড় দিনের সময়ই ২৫ হাজার 'ডলার' গ্রহণ করিয়া 'লিপ-হাম' নামক এক ব্যক্তিকে কারামুক্ত করা হইল; 'ডাক্তার পেদ্রো রোসক্স', লক্ষাধিক 'ডলার' প্রদান করিয়া দেশত্যাগের অনুমতি পাইলেন; 'লুই জ্যাঙ্কো' এবং 'চুইদাম' নামক দুই ব্যক্তি পর্য্যায়ক্রমে ৫০ হাজার ও ৪০ হাজার ডলার প্রদান করিয়া মুক্তিলাভ করিল। দেশে আরও এইরূপ নানা অত্যাচার আরম্ভ হইল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ্চ সভাভঙ্গ প্রভৃতি লোমহর্ষণ কাণ্ড ইহারই পর সংসাধিত হইল; এবং সে সংবাদে সভ্যজগৎ সকলেই বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

মহাপ্রাণ রাইজেল।

ফিলিপাইন দ্বীপের ইতিবৃত্তে 'জোসি রাইজেল' নামক আর এক মহাপুরুষের নাম চিরস্মরণীয় আছে। রাজ অত্যাচার প্রশমন-কল্পে তিনি প্রাণদান করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুন কালাম্বা নামক স্থানে জোসি রাইজেলের জন্ম হয়। রাইজেল ধনী জমীদারের সন্তান। তিনি সুকবি, সুলেখক ও সুবক্তা। আট বৎসর বয়সের সময় তিনি যে কবিতা লেখেন, দেশের প্রসিদ্ধ কবিগণ তাহাতে চমকিত হন। ১৫ বৎসর বয়সে তিনি যে গীতিনাট্য লেখেন, তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হন। পরিশেষে বয়স-কালে তিনি আরও যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ছিলেন, তাহাও দেশের সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়। কেবল সুলেখক বলিয়া নহে; রাইজেল আশৈশব স্বদেশ-ভক্ত। কিসে স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি হয়, কিসে দেশের দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন হয়,—এই চিন্তার সমাধানই তাঁহার জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ২১ বৎসর বয়সের সময় রাইজেল ইউরোপে গমন করেন, এবং স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ নগরে গিয়া ডাক্তারী ও শিল্পবিদ্যার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে পারিস সহরে গিয়া বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে

জর্ম্মণীতে এবং পরে অষ্ট্রীয়া ও বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে গিয়াও তিনি নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন দেশে ফিরিয়া আসেন, তখন দেশে ঘোর অত্যাচার। তিনি, বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে দেশবাসীকে দেশের অবস্থা বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন; প্রত্যেক মনুষ্যের স্বত্ব ও স্বাধীনতার বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন; স্বাবলম্বন ও আত্মশক্তি-বলে দেশকে উন্নত করিবার প্রয়াসী হইলেন; অন্যপক্ষে রাজ-অত্যাচারের প্রতিকার পক্ষেও দেশকে উদ্বোধিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার প্রতি রাজকর্ম্মচারীদিগের দৃষ্টি পড়িল। স্পেন-গবরমেণ্ট তাঁহার নির্ব্বাসনের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই সময় কিছু-কালের জন্য রাইজেল আবার দেশত্যাগী হইলেন; প্রথমে জাপানে এবং পরে লণ্ডন সহরে গিয়া কিছুকাল অবস্থান করিলেন। সে সময়ে "ফিলিপাইনের ইতিহাস" প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন; এবং নানারূপে আপন জন্মভূমির প্রতি সভ্যজগতের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইলেন। তাঁহার আন্দোলনে স্পেনের অত্যাচারের কথা দেশে বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এইবার তাঁহার চেষ্টা হইল, স্পেনের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিয়া স্বদেশবাসীদিগকে লইয়া বোর্ণিও দ্বীপের এক প্রদেশে নূতন এক সাধারণতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চারি বৎসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রমে সে পক্ষে তিনি দেশবাসীকে অনেকটা প্রস্তুত করিয়া তুলিলেন।

রাইজেলের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা।

ইতিপূর্ব্বেই রাইজেলের প্রতি রাজকর্ম্মচারিগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রতি দেশের আপামর সাধারণ সকলেই বিশেষ অনুরক্ত বলিয়া, এতদিন তাঁহার বিশেষ কোনও অনিষ্ট কেহ করিতে পারে নাই। এইবার তাহারা সেই সুযোগ খুঁজিয়া পাইল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে দেশে একটা বিদ্রোহের সূচনা হইল; গবরমেণ্ট অমনই রাইজেলকে গ্রেপ্তার করিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ-প্রমাণ কিছুই ছিল না, অথচ তিনি গ্রেপ্তার হইলেন। কেবল গ্রেপ্তার নহে;—সঙ্গে সঙ্গে বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। রাইজেল আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ-জন্য অনর্গল বক্তৃতা করিলেন; কিন্তু কোনই ফল ফলিল না। প্রকাশ এই যে, ইউরোপে-ও অন্যান্য দেশে তাঁহার অনেক বন্ধু-বান্ধব ছিল বলিয়াই তাঁহার সম্বন্ধে লোক-দেখান একটা বিচারের ব্যবস্থা হইয়াছিল; নচেৎ, গ্রেপ্তার করার পরই তাঁহাকে গুলি করিয়া মারা হইত। যাহা হউক, বিচারে স্থির হইল, ৩০এ ডিসেম্বর প্রাতঃকালে ৮টার সময়, মানিলার অন্তর্গত লুনেটার সমুদ্রতীরে তাঁহাকে গুলি করিয়া মারা হইবে।

ঔপন্যাসিক রহস্য।

রাইজেলের হত্যার দিন এক অপূর্ব্ব ঔপন্যাসিক রহস্য উপস্থিত হইল। ভোর রাত্রে তিনটার সময় পাদরীপুঙ্গবেরা গির্জ্জাঘরে লইয়া গিয়া রাইজেলকে যথাবিধি "পবিত্র" করিয়া লইলেন। তাহারই অল্পক্ষণ পরে, প্রত্যুষে ৫টার সময়, মিস্ জোসেফাইন ব্রাকেন নাম্নী এক যুবতী আসিয়া রাইজেলের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে চাহিলেন। দুই জনেই বিবাহে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন; সুতরাং দুই জনেই সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অগত্যা সেই শ্মশান-শয্যায় ব্রাকেনের সহিত রাইজেলের শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হইল। ইতিপূর্ব্বে দুই জনে (রাইজেলে ও ব্রাকেনে) প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন;

কিন্তু বিবাহের আর অবসর উপস্থিত হয় নাই। এখন রাইজেলের প্রাণদণ্ডের সংবাদ অবগত হইয়া, ব্রাকেন ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার মুক্তির জন্য যথাশক্তি উদ্যোগ আয়োজন করিলেন। কিন্তু তাহাতে যখন কোনই ফল ফলিল না; তখন অগত্যা, জীবনের শেষ সাধ,—রাইজেলের সহিত পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার চরম প্রতিজ্ঞা,—পূরণ করিলেন। মাত্র এক ঘণ্টা কাল, ব্রাকেন্, বন্দী রাইজেলের পার্শ্বে দাঁড়াইতে পাইলেন। কিন্তু নৃশংসেরা সে সাধেও বাদ সাধিল; তাঁহাকে অধিকক্ষণ রাইজেলের নিকট দাঁড়াইতে দিল না। পাছে



রাইজেল বধ্যভূমে।

[সমুদ্র-তীরে বধ্যভূমে হস্তপদবদ্ধ রাইজেল দণ্ডায়মান। একটী স্তম্ভের সহিত তিনি আবদ্ধ রহিয়াছেন অন্যদিকে স্পেনীয়গণ আনন্দোৎসবে উন্মত্ত। একটু পরেই বন্দুকের গুলিতে রাইজেলের প্রাণনাশ হইবে।]

গির্জ্জার নিকট বিদ্রোহীরা আসিয়া জমায়েৎ হয়,—এই আশঙ্কায় ব্রাকুবেনের বাহু-ডোর ছিন্ন করিয়া, তাড়াতাড়ি তাহারা রাইজেলকে সরাইয়া লইয়া গেল। বেলা ৮টার সময় গুলি করিয়া, মারা হইবে, নির্দ্দিষ্ট ছিল; কিন্তু তাহার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে, ৭টার সময়, রাইজেলকে বধ্যভূমিতে লুনেটার সমুদ্র-তীরে লইয়া যাওয়া হইল! তার পর? তার পর আর যাহা হইল, তাহা কি আর বলিতে হইবে? একদিকে নবদম্পতির মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস, অন্যদিকে স্পেনীয় রাজ-কর্ম্মচারীদিগের বিকট আনন্দোচ্ছ্বাস;—সেই বীভৎস

দৃশ্যের মধ্যে গুলির আঘাতে রাইজেলের প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এক মহাপ্রাণ মহাপুরুষ, স্বদেশের সেবায় এইরূপে প্রাণদান করিলেন।

"প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা।"

এইবার দারুণ প্রতিহিংসানল জ্বলিয়া উঠিল। রাইজেলের পত্নী—আইরিশ-বংশ-সম্ভূত; পিতৃপিতামহের উষ্ণ-শোণিত তখনও তাঁহার ধমনীতে পূর্ণ প্রবাহিত। প্রাণপতি রাইজেলের প্রাণদণ্ডে ঈশ্বরের নামে তিনি শপথ করিলেন,—"প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা!" রমণীর কোমল প্রাণ প্রতিহিংসা-মন্ত্রে পাষাণবৎ কঠোরতা অবলম্বন করিল। তিনি তখন কোমল অঙ্গে কঠিন রণসাজ পরিধান করিলেন; কোমল করে অনলবর্ষী বন্দুক-বেওনেট ধারণ করিলেন; কখনও বা, সুদৃঢ় শাণিত অসি পরিচালনে রণক্ষেত্রে রণরঙ্গিনীর ন্যায় নৃত্য করিয়া আততায়ীর মুণ্ড ধরাশায়ী করিতে লাগিলেন। দেশীয় দলের সহিত স্পেনীয় দলের যে সংঘর্ষ চলিতে লাগিল, রমণী তাহার অধিকাংশ সংঘর্ষেই বহু স্পেনীয়ের নিপাত-সাধন করিলেন। উৎসাহ-বাক্যে রাইজেলের ভগ্নীকেও তিনি আপন দলভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। সে রমণী যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিল না; সে কেবল আহত সৈন্যের শুশ্রূষায় ব্রতী রহিল। রাইজেল-পত্নী স্বহস্তে যুদ্ধ করিয়াই যে নিশ্চিন্ত হইলেন, তাহা নহে; তিনি আবার, জাপানে গিয়া, আমেরিকায় গিয়া, বলসঞ্চয় ও অস্ত্র-সংগ্রহ আরম্ভ করিলেন; দেশে দেশে ফিলিপাইন-দ্বীপের অত্যাচার-কাহিনী ঘোষণা করিতে লাগিলেন; সে অত্যাচারের প্রতি জগতের সভ্য-জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টিত হইলেন; তাঁহার জ্বালাময়ী বক্তৃতায় সমগ্র সভ্যজগৎ জ্বলিয়া উঠিল।

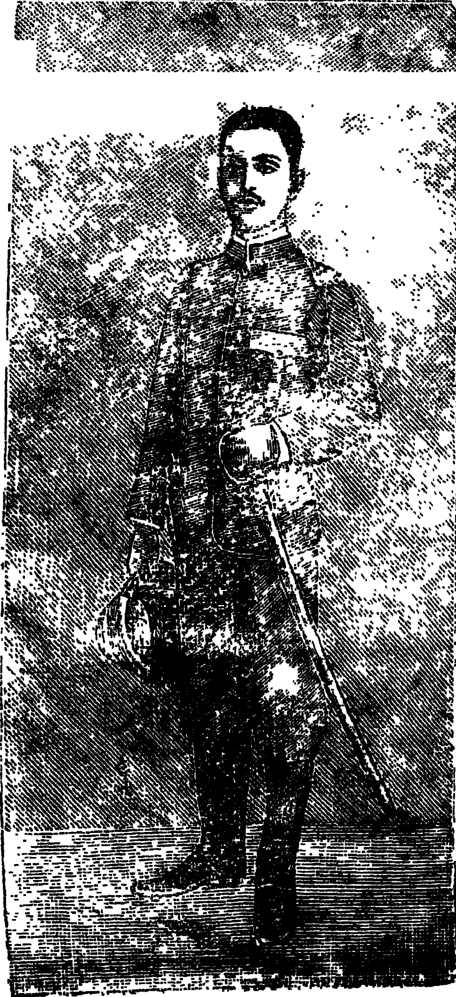
আন্দোলনের ফল ফলিল।

এইবার আন্দোলনের ফল ফলিল। এতদিনে আর্ত্তের রোদন বুঝি ভগবানের দুয়ারে পৌঁছিল। নূতন মহাদেশে কিউবা লইয়া স্পেনের সহিত মার্কিণ-যুক্তরাজ্যের বিবাদ চলিতেছিল। এই সময়ে ফিলিপাইনের অত্যাচার-কাহিনী সেখানে উপস্থিত হইল। যুক্তরাজ্যের মহানুভব প্রেসিডেণ্ট ম্যাকৃকিনলে করুণায় আর্দ্র হইলেন। তাঁহারই অনুমতিক্রমে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১লা মে এডমিরাল ডি'ওয়ে, মার্কিণ নৌসেনার অধিনায়করূপে ফিলিপাইন সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া স্পেনের সহিত নৌ-সমর আরম্ভ করিয়া দিলেন। স্পেন ও মার্কিণে ম্যানিলা উপসাগরে ঘোর-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মার্কিণের ৬ খানি রণপোত এবং স্পেনের ১১ খানি রণপোত; তথাপি অসীম বীরত্বে ডি'ওয়ে সে যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। জলযুদ্ধে জয়ী হইয়া, ডি'ওয়ে ক্রমশঃ দেশমধ্যে প্রবেশের অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সময় আগুইনাল্ড আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। আগুইনাল্ড প্রায় ৫০ সহস্র দেশবাসীকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই সৈন্যদলের সাহায্যে তিনি স্থলপথে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার সহিত ডি'ওয়ের কথা হইল,—স্পেনীয়দিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলে, মার্কিণ-যুক্তরাজ্যের আশ্রয়াধীনে, দেশে সাধারণ-তন্ত্র রাজ্যশাসন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে, এবং আগুইনাল্ড দেশের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইবেন; অর্থাৎ, বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফিলিপাইন আপাততঃ মার্কিণ যুক্তরাজ্যের সহায়তা প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু আভ্যন্তরীণ রাজ্য-শাসন-ব্যাপারে সে সম্পূর্ণরূপ স্বাধীনতা লাভ করিবে। যাহাই হউক, যে সর্ত্ত

যে বন্দোবস্তই হউক, আগুইনাল্ডের চেষ্টায় স্থলযুদ্ধে সম্পূর্ণরূপ জয়লাভ হইল। স্পেনীয়েরা পরাজিত হইয়া রাজ্যত্যাগে বাধ্য হইল।

আগুইনাল্ড প্রেসিডেণ্ট।

অতঃপর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর আগুইনাল্ড, ফিলিপাইন সাধারণ-তন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট বলিয়া ঘোষিত হইলেন। মালোলোসে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল: নূতন 'কংগ্রেস' সৃষ্টি করিয়া রাজকার্য্য চলিতে লাগিল। দেশের লোক সকলেই আগুইনাল্ডের আধিপত্য স্বীকার করিয়া রাজকর



দেশপতি আগুইনাল্ড।

[এই স্বদেশভক্ত বীর, অতুল বীরত্ব দেখাইয়া যথেচ্ছাচারী উৎপীড়ক রাজার হস্ত হইতে ফিলিপাইনবাসীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইনিই দেশবাসী কর্ত্তৃক তত্রত্য প্রথম প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে ইঁহার অদৃষ্টগতি পরিবর্ত্তিত হয়।]

প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইল। স্পেনীয়েরা ইতিপূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছিল যে, আগুইনাল্ডকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় কেহ ধরিয়া দিতে পারিলে ২৫ হাজার 'ডলার' পুরস্কার দিবে। কিন্তু

তখন আগুইনাল্ডের প্রতি দেশের লোক এতই আকৃষ্ট যে, স্পেনের বেতন-ভোগী দেশীয় সৈন্যেরা, তাহাদের সেনাপতিকে হত্যা করিয়া, আগুইনাল্ডের দলেই যোগ দিতে আরম্ভ করিল। আগুইনাল্ডের প্রতাপ দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হইল।*

মার্কিণের কৌশল। আগুইনাল্ড যখন প্রেসিডেণ্ট বলিয়া ঘোষিত হইলেন, মার্কিণ-সেনাপতি ডি'ওয়ে তখন ফিলিপাইনের সেই নূতন 'কংগ্রেস'-সভায় যোগদান করিলেন না; কোনও বাধা প্রদানেও সাহসী হইলেন না। তখন কোনও বাধা-প্রদান করিলে, তাঁহাকেই পরাস্ত হইতে হইত; কারণ, তাঁহার সৈন্যবল অপেক্ষা আগুইনাল্ডের সৈন্যবল তখন অনেক বেশী ছিল। সুতরাং কয়েক মাস চুপিচাপি থাকিয়া, আগুইনাল্ডের প্রভুত্ব-প্রতাপ সহ্য করিয়া আসিয়া, শেষে তিনি এক বিভ্রাট বাধাইয়া বসিলেন। শেষে তিনি আর আগুইনাল্ডের প্রাধান্য স্বীকার করিতে চাহিলেন না। তাঁহার সাহায্যার্থ তখন অনেক সৈন্যদল আসিয়া পড়িল, তিনি তখন আপনাদেরই প্রভুত্ব-বিস্তারে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর পারিস নগরের সন্ধিসর্ত্তক্রমে ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জ মার্কিণের অধিকারভুক্ত বলিয়া ঘোষিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতি ডি'ওয়ে, আগুইনাল্ডকে অধিকারচ্যুত করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। অতঃপর দেশীয় দলের সহিত মার্কিণ-দলের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চ আগুইনাল্ড বন্দী হইলেন। স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা-লাভের সকল আশা, সকল ভরসা, অঙ্কুরেই ছিন্ন হইল।

উপদ্রব শান্তি। ক্রমে ক্রমে সকল উপদ্রব শান্ত হইল। সেই হইতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ মার্কিণ-যুক্তরাজ্যের অধিকৃত বলিয়া পরিগণিত হইল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দেশে ঘোর অশান্তি বিরাজমান ছিল; রাজকর আদৌ আদায় হয় নাই। এক্ষণে সকল অন্তরায় দূরীভূত হইল; রাজকর আদায় হইতে আরম্ভ হইল। তৎপরে দিন দিনই দেশের বিবিধ উন্নতি সাধিত হইতেছে। স্পেনের অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, তিন শতাধিক বৎসরের পর, দেশবাসী যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে, বিশ্রামসুখ উপভোগে সমর্থ হইয়াছে। এখন তাহারা মার্কিণের অধীন হইলেও, তাহারা সম্পূর্ণরূপে অসুখী নহে; যেহেতু, স্পেনে ও মার্কিণে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। স্পেন পশুবলে রাজ্যশাসন করিত; মার্কিণ উদারতা ও ন্যায়পরতার গুণে রাজ্যশাসন করিতেছেন।

আশা মিটিল কৈ? সব হইয়াছে, কিন্তু আশা মিটিল কৈ? ফিলিপাইনবাসীদিগের এখন কেবল এক আক্ষেপ,—যে আশায় লক্ষ নরনারী প্রাণ-সমর্পণ করিল, সে আশা পূর্ণ হইল কৈ? স্পেনের অত্যাচার নিবৃত্তি হইয়াছে বটে; কিন্তু দেশে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইল কৈ? মার্কিণ যুক্তরাজ্যে স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র; তাঁহারা 'লাইবিরিয়ার'

* আগুইনাল্ড যখন মালোলোসে প্রেসিডেণ্ট-পদে অভিষিক্ত, সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ সেনা-নায়ক কর্ণেল ইয়ংহজব্যাণ্ড তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। আগুইনাল্ডের আধিপত্যের বিষয় তিনি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, "ফিলিপাইনস্ এণ্ড রাউণ্ড য়্যাবাউট" পুস্তকে তাহা বর্ণিত আছে। See "The Philipines and Round About" by Major J. G, Younghusband.

ক্রীতদাসদিগকে স্বাধীনতা-প্রদান করিয়াছেন; তাঁহারা কিউবা-দ্বীপে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠায় প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু তাঁহারা এখনও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদিগকে স্বায়ত্ত-শাসন দান করিলেন না কেন? এই চিন্তা—এই আন্দোলন, এখন ফিলিপাইন-দ্বীপের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। দ্বীপবাসীরা আত্ম-শাসন-লাভের জন্য এখন যুক্তরাজ্যের নিকট পুনঃপুনঃ জিদ করিতেছেন; তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা-পালনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন; যাহাতে দেশে সাধারণতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়, তৎপক্ষে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এদিকে বিলাতে মর্লে সাহেব ভারতবাসীর অযোগ্যতার কথা কহিয়া যেমন শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছেন; অন্যদিকে মার্কিণ-যুক্তরাজ্যও দ্বীপবাসীদের রাজ্যশাসনে অক্ষমতার কথা কহিয়া গড্ডগচ্ছ করিয়া কাল কাটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ফিলিপাইনবাসীরাও নিশ্চিন্ত নহেন; স্বায়ত্ত-শাসন জন্য, দেশ-বিদেশে তাঁহারা ঘোর আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

ফিলিপাইনের ভবিষ্যৎ।

সে আন্দোলনের ফল যে কিছু না ফলিতেছে, তাহাও নহে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এখনও স্বাধীনতা-লাভের উপযুক্ততা লাভ করে নাই বলিয়া, মার্কিণ যুক্তরাজ্য তাহাদের হস্তে রাজ্যভার দিতে পারিতেছেন না; অথচ, তাঁহারা নিজেরাও শাসন-দণ্ড পরিচালনায় ততদূর উৎসুক নহেন। শুনা যায়, তাঁহারা এখন, প্রাচ্যের গৌরব-সূর্য্য, ফিলিপাইনের প্রতিবাসী, এসিয়ার মহাশক্তি, জাপানের হস্তে এই দ্বীপের শাসন-ভার প্রদান করিতে চাহিতেছেন। গুজব এই যে, এই দ্বীপপুঞ্জ যতদিন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-লাভের উপযুক্ত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত, জাপানের সাহায্যাধীনে ইংরেজের কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার মত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রাপ্ত হইবে। সেও বরং ভাল; যতদিন না পূর্ণ স্বাধীনতা পায়, ততদিন পর্য্যন্ত ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জ জাপানের অধীনে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রাপ্ত হইলে, তাহার পক্ষে তাহাই মঙ্গল; বিদেশী মার্কিণের অধীনতা অপেক্ষা স্বদেশী জাপানের অধীনতাই শ্রেয়ঃ। সংবাদ-পত্রে প্রকাশ, এই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ মার্কিণ রাজস্ব-সচিব ট্যাফট সাহেব ফিলিপাইন হইয়া জাপান-যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু জাপানের সহিত সেরূপ কোনও বন্দোবস্ত হয় নাই। তাহা না হউক, দ্বীপপুঞ্জ এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমরা ও তাহারা।

এই উপলক্ষে কেহ কেহ আবার আমাদের ভারতের সহিত ফিলিপাইন-দ্বীপের অবস্থার তুলনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু সে তুলনায় আদৌ অশক্ত। প্রকারান্তরে দ্বীপবাসীরা স্পেনের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া মার্কিণের হস্তে দেশের শাসন-ভার প্রদান করিয়াছে; আর আমরা, অবস্থান্তরে ইংরেজের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ। সে হিসাবে আমাদের স্বরাজ-প্রাপ্তি বা বন্ধন-মুক্তি বহু আয়াসসাধ্য হইবে না কি? আমরা ইংরেজের শাসনাধীন; ফিলিপাইন, মার্কিণ-যুক্তরাজ্যের শাসনাধীন; ইংরেজের নিয়ম-প্রণালীর সহিত যুক্তরাজ্যের নিয়ম-প্রণালীর আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সুতরাং আমাদের আশা মিটুক বা না মিটুক, তাহাদের আশা মিটিবার এখনও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যুক্তরাজ্যের সদস্যেরাও স্বতঃপরতঃ উক্ত দ্বীপের মুক্তিদানের কথা

লইয়া আলোচনা করিতেছেন। যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ব্রায়েন সাহেব স্পষ্টতই বলিয়াছেন যে, ঐ দ্বীপে এখনও স্বাধীনতা-দান না করিলে দ্বীপবাসীর এবং যুক্তরাজ্যের উভয়েরই অমঙ্গল; যেহেতু, অধিক বেতনের বৈদেশিক শাসনকর্ত্তার দ্বারা দেশ শাসিত হইলে, দেশবাসী করভার-প্রপীড়িত এবং শাসন-কর্ত্তৃগণ অর্থ ও কর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে লোভপরতন্ত্র হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্তস্থলে ব্রায়েন সাহেব ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষ এই দুই কারণেই বিপন্ন ও প্রপীড়িত। যাহাই হউক, ফিলিপাইন-দ্বীপবাসীরা অল্পদিন মাত্র যুক্তরাজ্যের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিয়াছে; সুতরাং তাহাদের আত্ম-শাসন-ক্ষমতা-প্রাপ্তির আশা এখনও লোপ পায় নাই। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের পরাধীনতার দিনসংখ্যা গণনার সীমা অতিক্রম করিয়াছে; সুতরাং আমাদের আর কি ভরসা আছে, কে জানে? তাই নিজেদের ভাবনা এখন আর কি ভাবিব,—পরের ভাবনা ভাবিয়াই এখন আমরা তৃপ্ত হই। ফিলিপাইন স্বরাজের জন্য জাগিয়াছে,—সেই এখন আমাদের শান্তি-সুখ, সেই এখন আমাদের শ্রুতিসুখ।

পরিশিষ্ট

ভৌগোলিক বিবরণ।

সীমা-পরিমাণ লোকসংখ্যা প্রভৃতি।

অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া 'ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ' সংগঠিত। এক একটীর পরিমাণ-ফল এক শত বর্গ মাইলের উপর—এরূপ প্রায় ২৬টি দ্বীপ ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্নিবিষ্ট আছে। তন্মধ্যে 'লুজান' দ্বীপের পরিমাণ ফল ৪৭২৩৮ বর্গমাইল; 'মিনডানাও' ৩৬২৩৭ বর্গ মাইল, 'সামার' ৫০৪০ বর্গ মাইল, 'নেগ্রোজ' ৪৮৫৪ বর্গ মাইল, ইত্যাদি। সকল দ্বীপগুলির একত্র পরিমাণ-ফল ১১৯,৫৪২ বর্গ মাইল। সমুদ্রতীরবর্ত্তী সীমা-রেখার পরিমাণ ১১৪৪৪ মাইল। এই দ্বীপ-পুঞ্জের অধিবাসীর সংখ্যা (১৯০৩ খৃষ্টাব্দের গণনা অনুসারে) ৭৬ লক্ষ, ৩৫ হাজার, ৪২৬ জন; তন্মধ্যে ৬ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭৪০ জন অসভ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আদিম অধিবাসীরা প্রধানতঃ আট শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে 'ভিসায়ান' জাতির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক,—২৬ লক্ষের উপর; মুসলমানদিগের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প,—২ লক্ষ ৬৮ হাজার। এই দ্বীপ-পুঞ্জে বৈদেশিকগণের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের গণনায় দেখা গিয়াছিল,—এই দ্বীপে আমেরিকার লোক ৬৬ হাজার ৭ শত, চীনা ৭০ হাজার, স্পেনীয় ৩ হাজার, ইংরেজ ২৫৬ শত, জর্ম্মাণ ১২৫, সুইস্ ৯০, ফরাসী ৬০, পর্ত্তুগীজ ৩০, বেলজিয়ান ২৫, ইটালীয় ২০ এবং অন্যান্য দেশের লোক ৩০ জন বাস করিত। এই দ্বীপপুঞ্জের

রাজধানীর নাম "ম্যানিলা" ; ম্যানিলার লোক সংখ্যা ৩ লক্ষ ২ হাজার। আমদানীর পরিমাণ (১৯০৫ খৃষ্টাব্দে) ৬০ লক্ষ, ১০ হাজার, ১১০ পাউণ্ডের দ্রব্য ; রপ্তানীর পরিমাণ ৬৬ লক্ষ, ১০ হাজার, ৯৫৫ পাউণ্ডের দ্রব্য ('পাউণ্ড'—এখন ১৫৲ পনের টাকা)। স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের নামানুসারে, তাঁহারই অধিকার কালে, এই দ্বীপপুঞ্জ "ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ" নামে অভিহিত হইয়াছিল। তদবধি ঐ নামেই উহা পরিচিত।

আগ্নেয় গিরি। ফিলিপাইন-দ্বীপপুঞ্জে তেইশটি 'আগ্নেয় গিরি' আছে। লুজান দ্বীপের 'মায়োন' আগ্নেয়গিরির—সর্ব্বদাই অগ্ন্যুৎপাতের আশঙ্কা আছে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৩এ জুন হইতে ৩০এ জুন পর্য্যন্ত এই আগ্নেয় গিরির যে উদ্গিরণ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতে 'সান আণ্টানিও', 'সান রোকিউ' প্রভৃতি পাঁচখানি গ্রাম একেবারে বিধ্বস্ত, এবং 'সান্ কারনিণ্ডো' প্রভৃতি নগর সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বদিকে প্রায় সাত মাইল পর্য্যন্ত এই উদ্গিরণের ধাতুনিঃস্রাব প্রবাহিত হইয়াছিল, এবং ১০০ মাইল পর্য্যন্ত ভস্মরাশি উড়িয়া গিয়াছিল। ঐ অগ্ন্যুৎপাতে ২২৬ জন মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, এবং বহু চাস-আবাদ নষ্ট হয়। এই দ্বীপপুঞ্জে প্রায়ই ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। তাহাতে অনেক সময় অনেক ঘরবাড়ী ভূমি-শায়ী হয়, এবং বহু নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে 'জামরোয়াঙ্গা' নগরে বহু অট্টালিকা চূর্ণ ও বহু প্রাণী বিনষ্ট হইয়াছিল। ঐ বৎসরের ভূমিকম্প 'লাবানের' নিকট 'বোর্ণিও' দ্বীপের কিনারায় একটী নূতন ক্ষুদ্র দ্বীপ উত্থিত হইয়াছে।

উৎপন্ন দ্রব্য। এই দ্বীপপুঞ্জের নানাস্থানে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ এবং পাথুরে কয়লা প্রভৃতি খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। এক্ষণে বৈদেশিকগণ, খনিজ পদার্থ সংগ্রহে, নানা যৌথ-কারবার স্থাপনে, এখানে ব্যবসায়-বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই দ্বীপে নানাজাতীয় পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে গণনা করিয়া দেখা হইয়াছিল, এই দ্বীপপুঞ্জে প্রায় ৫৯০ প্রকার পক্ষী আছে; তাহার ৩২৫ প্রকার পক্ষী অন্য কোনও দেশে দেখা যায় না; সেগুলি এই দ্বীপেরই যেন নিজস্ব সম্পৎ। এই দ্বীপে সর্পজাতির সংখ্যাও অনেক। এখানকার 'পাইথন' নামক বৃহৎ অজগর প্রায় চৌদ্দ পনের হাত লম্বা হইয়া থাকে। বিষধর সর্পও অনেক; কিন্তু সর্পবিষে মৃত্যুসংখ্যা তত বেশী নহে। এই দ্বীপে মৎস্য যথেষ্ট পাওয়া যায়। বৃক্ষ লতাদিও বহুবিধ। প্রায় ৪৫০ রকমের গাছ এই দ্বীপে আছে। তামাকের চাসের জন্য এই দ্বীপ প্রসিদ্ধ। অনেক কোম্পানী এই দ্বীপে প্রচুর পরিমাণ জমি লইয়া তামাকের চাষ করিতেছে। রাজধানী ম্যানিলা সহরে চুরুট প্রস্তুতের যে কারখানা আছে, তাহা বিশেষ প্রসিদ্ধ। একটী কারখানায় প্রায় ১০ হাজার শ্রমজীবী কার্য্য করে, এবং তাহাতে বৎসরে ১০ কোটী চুরুট প্রস্তুত হয়। চিনির কারখানার জন্যও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রসিদ্ধ। ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। চাউল এবং গোল আলু জনসাধারণের প্রধান খাদ্য। 'কফি' ও 'কোকো' যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইহার কোনও কোনও প্রদেশে প্রচুর সাগুদানার গাছ আছে। এই দ্বীপপুঞ্জের জমি বিশেষ উর্ব্বরা। বৃক্ষাদি পত্রপুষ্পফলভারে নিয়তই শোভা সম্পাদন করিয়া আছে।

আচার-ব্যবহার শিক্ষা প্রভৃতি।

এই দ্বীপের অসভ্য বন্য লোকদিগের মধ্যে নরবলি প্রচলিত আছে। অন্ততঃ 'মিণ্ডানাওয়ের' দুইটী জাতি নরবলি দিয়া থাকে—ইংরেজের ইতিহাসে ইহাই প্রকাশ। তাহাতে আরও প্রকাশ,—উত্তর লুজনের অসভ্য জাতিরা নরমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ এবং দাস-ব্যবসায় স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। পাদরীরা বলেন,—আজকাল খৃষ্টান হইয়া লোকে সভ্য হইতেছে। অন্য জাতি অন্য দেশ সম্বন্ধে পাদরী-পুঙ্গবদিগের এ রটনা চিরদিনই শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? যাহা হউক, যুক্তরাজ্যের শাসনাধীনে আসিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে আজকাল শিক্ষাবিস্তারের বড়ই সুব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে সহস্রাধিক শিক্ষক আনয়ন করা হয়। তাঁহাদের সহায়তায় বহুসংখ্যক দেশীয় শিক্ষক একত্র হইয়া পাঁচ শতাধিক ভিন্ন ভিন্ন নগরে নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; এবং লক্ষাধিক ছাত্র ঐ বিদ্যালয়-সমূহে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। এই দ্বীপপুঞ্জে অধিকার বিস্তারে এবং ইহার রক্ষা-কল্পে এ পর্য্যন্ত মার্কিণ-যুক্তরাজ্যের আট কোটী পাউণ্ড (প্রায় ১২০ কোটী টাকা) ব্যয় হইয়াছে। দ্বীপের শাসন-সংস্কার প্রভৃতি বিষয়েও ৬০ লক্ষ পাউণ্ড (অন্যূন ৯ কোটী টাকা) এ পর্য্যন্ত তাঁহারা ব্যয় করিয়াছেন। অধুনা দিন দিনই দেশের বিচার ও শাসন-বিভাগে দ্বীপবাসীদের অধিকার বিস্তৃত হইতেছে। প্রধান বিচারালয়ের (সুপ্রিম কোর্ট) সাত জন বিচারপতির মধ্যে ৪ জন আমেরিকাবাসী এবং ৩ জন ফিলিপাইনবাসী। সংপ্রতি আর এক নূতন বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে দ্বীপবাসীরা দেশে শাসনকার্য্যে আরও অধিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে।

ফরাসী-বিপ্লব।

ভূমিকা।

মহা মহোৎসবের দিন।

বিগত ১৪ই জুলাই ফরাসী-রাজ্যে মহা মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।* কেবল ফরাসী-রাজ্যে ফ্রান্সে নহে; ফরাসীর অধিকৃত উপনিবেশ-সমূহে,—এমন কি ভারতীয় পণ্ডিচারী, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানেও,—ঐ দিন উৎসবের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। ঐ উৎসব "ফেস্তা" নামে অভিহিত। ইংরেজী ভাষায় যেমন 'ফেষ্টিভ্যাল' (Festival), ফরাসী ভাষায় তদ্রূপ 'ফেস্তা' (Festa); অর্থ,—আনন্দোৎসব। প্রতি বৎসর ১৪ই জুলাই ফরাসী-রাজ্যে এই উৎসব সম্পন্ন হয়। এক শত আঠার বৎসর পূর্ব্বে, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে, ঐ দিনে—১৪ই জুলাই, ফরাসী প্রজা, রাজ-শাসনের দৃঢ়-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, ফরাসী-ভূমে স্বায়ত্ত-শাসনের প্রথম বিজয়-নিশান উড্ডীন করিয়াছিল। তদবধি ঐ দিন (১৪ই জুলাই) ফরাসীর ইতিহাসে স্মরণীয় দিন; তদবধি ঐ দিন ফরাসী-রাজ্যে মহা মহোৎসবের দিন। এই মহোৎসবের স্মরণার্থ পারিস নগরে এক গগনস্পর্শী স্মৃতি-সৌধ (মনুমেণ্ট) প্রতিষ্ঠিত আছে; প্রতি বৎসর ঐ দিনে তথায় মহা সমারোহ হইয়া থাকে। আমেরিকার স্বাধীনতা-লাভের প্রথম দিন বলিয়া ৪ঠা জুলাই যেমন মার্কিন-যুক্তরাজ্যের প্রধান উৎসবের দিন, ইটালীর উদ্ধারকর্ত্তা গারিবল্ডীর জন্মদিন বলিয়া ৪ঠা জুলাই যেমন ইটালীর প্রধান উৎসবের দিন, ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের বিজয়-পতাকা উত্তোলনের প্রথম দিন বলিয়া ফরাসী রাজ্যেও সেইরূপ ১৪ই জুলাই একটী মহা মহোৎসবের দিন।

উৎসবে পূর্ব্বস্মৃতি।

এই ১৪ই জুলাই ফরাসী-জাতির জাতীয় ইতিবৃত্ত নূতন আকার প্রাপ্ত হয়। প্রায় দেড় শত বৎসরের প্রধূমিত বহ্নি এই দিন উজ্জ্বল শিখা বিস্তার করে। এই দিনের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী জাতির জাতীয় ইতিবৃত্তের বহু চিত্র প্রতিফলিত। এই উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীর ভাগ্য-বিবর্ত্তনের বহু দৃশ্য প্রকটিত। ফরাসী রাজ্যে কত কাল হইতে কিরূপভাবে রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছিল, সেই প্রবহমান শাসনস্রোতে কেনই বা এই দারুণ অন্তরায় উপস্থিত হইল, প্রজাবিপ্লবে কিরূপেই বা জাতীয় জীবনের গতি নূতন পথে ফিরাইয়া দিল,—এই উৎসব উপলক্ষে একে একে সকল চিত্রপট নয়ন-সমক্ষে প্রতিভাত হয়। দেখিতে পাই,—ফরাসী প্রজা তখন কোন বৈদেশিক রাজার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ ছিল না, বা তজ্জনিত কোনও মর্ম্মন্তুদ যাতনা ভোগ করে নাই; দেখিতে পাই,—স্বদেশের স্বাধীন নৃপতিগণই তখন অপ্রতিহত প্রভাবে ফরাসী-রাজ্যে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া

* ১৩১৪ সালের ২৫এ শ্রাবণ (১০ই আগষ্ট, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ) এই প্রবন্ধ 'বঙ্গবাসীতে' প্রকাশারম্ভ হয়। এক্ষণে তাহাই পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশিত হইল।

আসিতেছিলেন ; দেখিতে পাই,—সম্ভ্রমের গৌরবের উচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত, সহস্র সহস্র বৎসরের সম্মানিত, প্রাচীন রাজবংশই ফরাসীর রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; দেখিতে পাই,—স্বদেশের সেই স্বাধীন রাজ্যের আমুল উচ্ছেদ সাধন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে জনসাধারণের সাধারণ-তন্ত্র রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। কি কারণে, কেন এমন হইল, তাহার আলোচনা করিতে গেলে, ফরাসী-বিপ্লবের বিভীষিকাময় কাহিনী একে একে মনোমধ্যে উদয় হয় ;—কতই পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।



প্রাচীন ইতিবৃত্ত।

পুরাতত্ত্ব। অতি প্রাচীন কাল হইতে ফরাসী রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন নামে জগতের নিকট পরিচিত। ইংলণ্ডের আদিম অসভ্যতার সময়েও ফ্রান্সের উন্নতির কথা ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। "গল" বলিয়া যে এক প্রাচীন জাতির নাম পুরাবৃত্তে স্থান অধিকার করিয়া আছে, সেই "গল" জাতি ফ্রান্সেরই অধিবাসী বলিয়া অভিহিত। "গল" অধিকৃত ফরাসী রাজ্য তিনভাগে বিভক্ত ছিল ; এখানকার ফ্রান্স, বেলজিয়ম এবং প্রাচীন 'লাইবিরিয়া'*—"গল" রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। খৃষ্ট জন্মের ৫৮ বৎসর পূর্ব্বে রোম-সেনাপতি জুলিয়স সিজার প্রথম "গল" রাজ্য অধিকার করেন। তৎপূর্ব্বে সময়ে সময়ে গ্রীসের এবং কার্থেজের আধিপত্যও "গল" দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। খৃষ্ট জন্মের ১১৮ বৎসর পূর্ব্ব 'নারবোঁ' নামক 'গলের' রাজধানীর পরিচয় পাওয়া যায় ; সেই রাজধানীতে এবং তদন্তর্গত প্রদেশ-সমূহে রোমের স্বায়ত্ত-শাসন-প্রথার আদর্শে প্রথম স্বায়ত্ত-শাসন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সে অতি স্মরণাতীত কালের কথা। তৎপরে কখনও জর্ম্মাণদিগের শাসনাধীনে, কখনও বা "ফিউডেল" † রাজাদিগের প্রভুত্ব-প্রতাপে, 'গলের' শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। 'ফিউডেল' রাজাদিগের মধ্যে 'চার্লস দি গ্রেট' প্রধান স্থান অধিকার করেন। ৮০০ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাট্ বলিয়া ঘোষিত হন। তাঁহার পর 'লুই দি পায়াস', 'চার্লস দি বেড', 'চার্লস দি সিমপিল' প্রভৃতি আরও অনেক ব্যক্তি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

---

* প্রাচীন স্পেনকে গ্রীকগণ 'আইবিরিয়া' বলিত। 'আইবিরিয়া' নদীর নাম অনুসারে ঐ নাম হইয়াছিল।

† 'ফিউডেল' (Feudal) বা জায়গীর প্রণালী অনুসারে রাজার বা জমিদারের নিকট হইতে জমীজমা প্রাপ্ত হইয়া, প্রজাগণ তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাদের আবশ্যকীয় কর্ম্ম (সৈনিক কার্য্য পর্য্যন্ত) সম্পাদন করিত। জমির পরিবর্ত্তে কার্য্য করার প্রথা এদেশে এখনও প্রচলিত আছে। মধ্য যুগে ইউরোপে এ প্রথার বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল।

ক্যাপেটের বংশ। ৯৮৭ খৃষ্টাব্দে 'হিউ ক্যাপেট' ফ্রান্সের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ফরাসী সম্রাট্‌গণের মধ্যে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার সময় ফিউডেল প্রথার সমূহ প্রভাব লক্ষিত হয়। ৯৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার লোকান্তর হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার বংশের ২৬ জন নরপতি পর্য্যায়ক্রমে ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিরোহণ করে। এই বংশ প্রায় ৬০২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের রাজা প্রথম ফিলিপের সময় ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম ধর্ম্মযুদ্ধ (ক্রুসেড) আরম্ভ হয়। তৎপরে (১১৪৭ খৃঃ) দ্বিতীয় ধর্ম্মযুদ্ধে, (১১৭৯ খৃঃ) তৃতীয় ধর্ম্মযুদ্ধে ফরাসী জাতি বিশেষ প্রসিদ্ধি- লাভ করিয়াছিল। এই বংশের রাজা সপ্তম চার্লসের রাজত্ব-কালে ইংরেজেরা 'ওর্লিয়ন্স' প্রদেশ আক্রমণ করে। সেই সময় "জোয়ান অব্ আর্ক" নাম্নী এক বীরনারী রণসাজে সজ্জিত হইয়া সে আক্রমণে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, এবং রাজা চার্লসকে উত্তেজিত করিয়া ইংরেজদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পরিশেষে সেই বীর-রমণীকে কৌশলে ইংলণ্ডে ধরিয়া লইয়া গিয়া, হস্তপদ আবদ্ধ করিয়া, ইংরেজগণ জীবন্তে নৃশংসভাবে পুড়াইয়া মারিয়াছিল। এই লোমহর্ষণ-কাহিনী ইতিহাস-পাঠক সকলেই বিদিত আছেন।

বুরবোঁ বংশ। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে 'বুরবোঁ' রাজবংশ ফরাসীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। 'বুরবোঁ রাজবংশ 'হিউ ক্যাপেটের' বংশেরই একটী শাখা-বিশেষ। এই বংশের আট জন রাজা ফরাসীর রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সে হিসাবে, সম্রাট 'হিউ ক্যাপেট' হইতে গণনা করিলে, এক বংশের চৌত্রিশ জন নৃপতি প্রায় সাড়ে আট শত বৎসর কাল ফরাসীর রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। বুরবোঁ-বংশের প্রথম রাজার নাম,—চতুর্থ হেনরী'। এই বুরবোঁ রাজবংশের আবির্ভাবেই "ফিউডেল" প্রথা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়। 'ফিউডেল'-প্রথার সময়ে প্রজাবর্গ যে সুখে যে আত্মসম্মানের সহিত কালাতিপাত করিয়া আসিতেছিল, বুরবোঁ বংশের রাজত্বকালে, ক্রমশঃ তাহা অন্তর্হিত হয়। 'ফিউডেল' প্রথার সময় রাজা প্রতিপালক ছিলেন, প্রজার সুখ-দুঃখে তাঁহারা আপনাদিগের সুখ-স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতেন। আমাদের দেশের পল্লীগ্রামে পূর্ব্বকালে (এখনও কোন কোন স্থানে) প্রজা ও জমীদারের মধ্যে যেরূপ পিতা-পুত্র ভাব লক্ষিত হয়, "ফিউডেল"- রাজত্বে সেই ভাবের কতকটা বিকাশ পাইয়াছিল; এবং প্রজাবর্গ সেইজন্যই সুখী ছিল। বুরবোঁ বংশের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে (১৫৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে) ঐ প্রথা ফরাসী-রাজ্যে লোপ পায়। এই বুরবোঁ বংশের প্রথম রাজা চতুর্থ হেনরীর রাজত্বকালে (১৬০৪ খৃষ্টাব্দে) ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য "ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" প্রতিষ্ঠিত হয়; ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে, ফরাসীরও মনে ভারত-বিজয়ের কল্পনা জাগিয়া উঠে। ফরাসী-সম্রাট্ চতুর্দ্দশ লুইর রাজত্বকালে, ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে, ফরাসীগণ "সুরাটে" প্রথম বাণিজ্য-কুঠী স্থাপন করেন; ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিচারী এবং ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে চন্দননগর ফরাসীর অধিকারভুক্ত হয়। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশ লুই ফরাসীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহারই রাজত্ব-কালে ফরাসী সেনাপতি 'ডুপ্লে' এবং 'লাবোর্ডোনে' ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য উদ্যোগী

হইয়াছিলেন। কিন্তু কর্ণাটিক যুদ্ধে তাঁহাদের পরাজয়ের পর, ভারতে তাঁহাদের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত এবং ইংরেজের সৌভাগ্য-সূর্য্য সমুদিত হয়। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের পারিস নগরের সন্ধিসর্ত্তে 'পণ্ডিচারী' প্রভৃতি কয়েকটী স্থান ব্যতীত অপর সমস্ত প্রদেশেই ফরাসীর আশা-ভরসা চিরতরে লোপ পায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিপ্লবের পূর্ব্বাভাষ।

রাজ-ব্যবস্থা। স্বদেশের স্বজাতীয় রাজার উচ্ছেদ-সাধনে প্রজাপুঞ্জ যে ক্ষেপিয়া উঠিল, দারুণ মর্ম্ম-বেদনার—অমানুষিক অত্যাচার-উৎপীড়নের—বিষময় ফল ভিন্ন তাহার আর কি কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি? ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী দেড় শত বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, অত্যাচারের একটী অবিচ্ছিন্ন স্রোত ঐ সময়ে ফরাসী রাজ্যে নিয়ত প্রবাহিত হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে) চতুর্দ্দশ লুই সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অত্যাচারের অবতার ছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহে রাজকোষ শূন্য হইত; আর প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া তিনি সেই ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিতেন। তাঁহার প্রপৌত্র পঞ্চদশ লুই ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া, অত্যাচার-উৎপীড়নে পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র, ব্যসনাসক্ত, অমিতাচারী ছিলেন। তাঁহার অপব্যয়ের ফলে রাজভাণ্ডার শূন্য হইতে লাগিল; তিনি নূতন নূতন উপায়ে প্রজার অর্থ শোষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র ষোড়শ লুই ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে ফ্রান্সের রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তরুণবয়স্ক বিধায়, তিনি রাজ্যের কোনই সুশৃঙ্খলা-সাধন করিতে পারিলেন না; অধিকন্তু, দুরভিসন্ধিপরায়ণ রাজকর্ম্মচারিগণের স্বার্থ সাধনের ক্রীড়াপুত্তলিরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। প্রজাপীড়ন সমভাবেই চলিতে লাগিল। এই তিন রাজার শাসন-সময়ে ফ্রান্সের সাধারণ অধিবাসীদিগের কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা মনে করিলেও প্রাণ বিদীর্ণ হয়।

সামাজিক অবস্থা। এই সময় ফরাসী রাজ্যের সামাজিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বংশগত প্রাধান্যের প্রভাব ইউরোপের আর কোন দেশে ছিল না; কিন্তু ফরাসী জাতির মধ্যে অর্থ-সামর্থ্য অনুসারে বংশ-মর্য্যাদা প্রচলিত হইয়াছিল। ধনী ও পদস্থ ব্যক্তিগণ মনে করিতেন,—তাঁহারা বংশানুগত শ্রেষ্ঠত্ব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; অন্যান্য জাতি তাঁহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ধনীদিগের সহিত মধ্যবিৎ বা শ্রমজীবী দরিদ্রদিগের মনের মিল আদৌ ছিল না। হিসাব করিতে গেলে, ফরাসী দেশে প্রধানতঃ, এই সময়ে তিনটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল; প্রথম 'ধর্ম্ম-

যাজক'-সম্প্রদায়, দ্বিতীয় 'অভিজাত'-সম্প্রদায়, তৃতীয় 'সাধারণ প্রজাবর্গ'। এতদ্ব্যতীত, স্বয়ং রাজা ও রাজ-পরিবারবর্গ লইয়া আর একটী নূতন সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বংশগত মর্য্যাদা অনুসারেই ফরাসী রাজ্যের ভূ-সম্পত্তি-সমূহও যেন বিভক্ত হইয়াছিল। রাজ্যের পঞ্চমাংশ ভূ-সম্পত্তি ধর্ম্মযাজকগণ অধিকার করিয়া ছিলেন; অপর পঞ্চমাংশ 'অভিজাত'-সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল; তৃতীয় পঞ্চমাংশ রাজর খাস দখলে ছিল। অবশিষ্ট দুই পঞ্চমাংশ অন্যান্য সাধারণ লোকে ভোগদখল করিতে পাইত। লোক-সংখ্যার অনুপাত অনুসারে দেখা যায়,—তৎকালে ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায়ের সংখ্যা—এক লক্ষ ত্রিশ হাজার; 'অভিজাত'-সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা—এক লক্ষ চল্লিশ হাজার, পরিবার সংখ্যা ত্রিশ হাজার; * অবশিষ্ট সাধারণ লোকেব সংখ্যা—দুই কোটী ষাট লক্ষ। অতএব স্পষ্টতঃই দেখা যায়,—দুই লক্ষ সত্তর হাজার লোক, দেশের তিন-পঞ্চমাংশ জমী অধিকার করিয়া ছিলেন; আর দুই কোটী ষাট লক্ষ লোকের জন্য মাত্র দুই পঞ্চমাংশ জমী নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাহার মধ্যে আবার উর্ব্বর উৎকৃষ্ট ভূ-সম্পত্তিগুলি ধনী ও ধর্ম্মযাজকগণ অধিকার করিয়াছিলেন, এবং অধিকাংশ অপকৃষ্ট জলাভূমিগুলি সাধারণ লোকের অংশে পড়িয়াছিল। ইহার উপর আবার, বড়লোকদিগের জন্য দরিদ্রগণকে নানারূপ "বেগার" খাটিতে হইত। নীচবংশজ বলিয়া দরিদ্রগণের প্রতি ধনিগণের অবজ্ঞার অবধি ছিল না। ধনী ব্যক্তিগণ নগরে বাস করিতেন; সুতরাং তাঁহারা নানা সুবিধা প্রাপ্ত হইতেন। পল্লীবাসী দরিদ্রগণ সে সুবিধায় সম্পূর্ণরূপ বঞ্চিত ছিল। যাঁহারা রাজকীয় উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহারাও আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠবংশজাত বলিয়া মনে করিতেন। এই সকল কারণে, নীচ ও উচ্চ বংশজ ব্যক্তিগণের মধ্যে বহুদিন হইতে বিদ্বেষের ভাব বদ্ধমূল হইয়াছিল। একদিকে সামাজিক ও নৈতিক এই বিদ্বেষ-ভাব, অন্যদিকে রাজ্য-শাসন-কার্য্যের নানারূপ বিশৃঙ্খলা। সময়ে সময়ে শাসন-সংস্কারের নানা প্রস্তাব উত্থাপিত হইত, কিন্তু কার্য্যকালে প্রকৃতপক্ষে তদ্দ্বারা কোনই উপকার সাধিত হইত না। অনেক সময় জন-সাধারণের অসন্তোষের মূল কারণ উচ্ছেদ না করিয়া, অবান্তর কারণগুলির সংস্কার-জন্য ব্যস্ত হওয়ায়, অধিকতর অনর্থ সংঘটিত হইত। দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, তাহা প্রতিকারের জন্য উপায়াবলম্বনের প্রস্তাবাদি উঠিত, কিন্তু তাহাতে দুর্ভিক্ষ যত নিবারণ না হউক, রাজ্য ঋণজালে বিজড়িত হইয়া পড়িত। উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের উপর কোনই করভার প্রদান করা হইত না, কেবল দরিদ্রগণই করভারে প্রপীড়িত হইত। সাধারণ লোকের কষ্ট নিবারণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া রাজা ঘোষণা-প্রচার করিতেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ সে কষ্ট কিছুই নিবারণ করিতে

* ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে ২৩ হাজার "মঙ্ক", ৬০ হাজার 'কিউরেট' ও 'ভিকার', ৩৭ হাজার 'নান' ছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মালয়ের মধ্যে আড়াই হাজার 'মনাষ্টারী', দেড় হাজার 'কনভেণ্ট' এবং ষাট হাজার 'চার্চ্চ ও চ্যাপেল' ছিল। ফলতঃ সর্ব্বসাকুল্যে ১ লক্ষ ৩০ হাজার লোক ফরাসী রাজ্যের পাপতাপ মোচ-নের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত ছিল। 'অভিজাত'-সম্প্রদায়ের অনুপাত অনুসারে, প্রতি এক বর্গ 'লিগ' (লিগ—৩ মাইল) পরিমিত স্থানে প্রতি এক সহস্র লোকের মধ্যে একটী প্রাসাদ ছিল, এবং একঘর বড়লোক বাস করিতেন।—See Taine's "French Revolution."

পারিতেন না ; সুতরাং অসন্তোষ বৃদ্ধিই পাইত, কিন্তু কমিত না। বিপ্লবের পূর্ব্বে, এই অসন্তোষের ভাব নানা কারণে আরও ঘনীভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

জনসাধারণের দুর্দ্দশা।

বিপ্লবের পূর্ব্বে দেশে দুইটি দলের সৃষ্টি হয় ; একটি—রাজার দল, অপরটী জনসাধারণের দল। যাঁহারা অর্থ-সম্পৎসম্পন্ন, রাজসম্পর্কে সম্পর্কিত, অথবা ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায়-ভুক্ত, তাঁহারাই "রাজার দল" বলিয়া গণ্য ছিলেন। আর যাহারা নিরন্ন, শ্রমজীবী, অথবা মধ্যবিৎ, তাহারাই "জনসাধারণের দল" বলিয়া কথিত হইত। আমাদের দেশে এখন যেমন "ইউরোপীয়" ও "নেটিভ" বলিতে দুইটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের অধিকার অনধিকারের চিত্র স্বতঃই প্রতীত হয়, ফ্রান্সেও তখন "রাজার দল" ও "জনসাধারণের দল" বলিলে কতকটা সেই ভাবের আভাস পাওয়া যাইত। ফ্রান্সের সেই দুই দলের মধ্যে অধিকার ও অনধিকারের সমূহ পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। যাঁহারা রাজার দল, তাঁহারা প্রজার দলকে ভৃত্যের ন্যায় 'বেগার' খাটাইয়া লইতেন ; কিন্তু তাঁহাদের সুখ-দুঃখের প্রতি কোনই লক্ষ্য করিতেন না। রাজার দল, মেলার সময়ে এবং পারাপারের সময়ে, সর্ব্বত্র কর আদায় করিতে পারিতেন ; শিকারকার্য্যে ও মৎস্য ধরিতে সর্ব্বত্র তাঁহাদের একাধিপত্য অধিকার ছিল। কোন ক্ষমতার খর্ব্ব হইলে, তাঁহারা অনায়াসে রাজসমীপে দরবার করিয়া সে ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্ত হইতেন। রাজার দলের পরামর্শ অনুসারেই রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। তাঁহারা বিধি-বিধান প্রণয়ন করিতেন ; বিচার বিভাগ এবং শাসনবিভাগ সমস্তই তাঁহাদের করায়ত্ত ছিল। এই রাজার দলের মধ্য হইতেই জেলার কর্ত্তা (Intendents) নিযুক্ত হইতেন। ভারতবর্ষের মাজিষ্ট্রর কলেক্টরদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের হস্তে অসীম ক্ষমতা ন্যস্ত হইত। রাজার দল, প্রধানতঃ সহর ও সহরতলি প্রভৃতি স্থানেই বাস করিতেন ; তাঁহাদের হুকুম তামিল করিবার জন্যই যেন জনসাধারণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে,—ইহাই তাঁহাদের ধারণা ছিল। অন্যদিকে সাধারণ দলের কষ্টের অবধি ছিল না। রাজার দলের বেগার খাটিতে তাহাদের প্রাণান্ত হইত, অথচ করভারে তাহারাই প্রপীড়িত ছিল। রাজার দলের নিকট হইতে কৃষকেরা যে জমি-জমা গ্রহণ করিত, সে সকল জমীতে তাহারা আপন ইচ্ছানুসারে চাষ আবাদ করিতে পারিত না। যে ফসলের চাষ করিতে হইবে, রাজার দল তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন, এবং তদনুসারে শুল্ক কর-ভার নির্দ্ধারিত হইত।* রাজার দল প্রায় সকল প্রকার করভার হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন ; কিন্তু প্রজার দলের জন্য নিত্য নূতন কর ধার্য্য হইতেছিল। আমদানী ও রপ্তানি সম্পর্কে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অ-সমান কর নির্দ্ধারিত হওয়ায়, খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদির দর ক্রমেই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। কর আদায়ের নানাপ্রকার উপায় অবলম্বিত হওয়ায়, ব্যবসায়-বাণিজ্য একরূপ বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল ; কথায় কথায় ঘুস্ চলিতেছিল। করের ভয়ে 'প্রভেন্স' হইতে 'নরমাণ্ডিতে' জিনিস পত্র আসিতে তিন সপ্তাহের স্থলে সাড়ে তিন মাস সময় লাগিয়াছিল। যে

* গার্ডিনারের "ফরাসী বিপ্লব" (Gardiner's "French Revolution:") পুস্তকে জমি-জমা সংক্রান্ত ব্যবস্থার কথা বর্ণিত আছে।

সকল শিল্পী 'রোণ' নদীর পরপারে কাজ করিতে যাইত, তাহাদিগের সামান্য সামান্য যন্ত্রাদি ও খাদ্যদ্রব্যের জন্যও কর আদায়ের ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। শেষে আবার, গরীব লোকের পক্ষেই করের হার বেশী মাত্রায় বাড়িতে লাগিল; লবণের উপর "গ্যাবেলী" নামক যে কর ধার্য্য হইল, সাধারণ লোক তাহাতে জর্জ্জরিত হইল। স্থান ও ব্যক্তি বিশেষে ঐ করের আবার তারতম্য চলিতে লাগিল। এক প্রদেশে যে দ্রব্যে দুই তিন শিলিং মাত্র (শিলিং—৸৹ বার আনা) কর ধার্য্য হইল, অন্য প্রদেশে তাহারই উপর আবার দুই তিন পাউণ্ড (পাউণ্ড—১৫৲ পনের টাকা) কর নির্দ্দিষ্ট হইল। লবণ করের সহিত "ট্যালি" (Taille) নামক অন্য এক কর মিলিত হওয়ায়, কৃষিজীবীদিগের কষ্টের আর অবধি রহিল না। এই "ট্যালি" কর—জমির উপর, ঘর-বাড়ীর উপর এবং শিল্পজাত দ্রব্যের উপর ধার্য্য হইয়াছিল,—এই করে জনসাধারণ বড়ই প্রপীড়িত হইল। লোকের অবস্থার একটু উন্নতি হইলেই, তাহার করভার বর্দ্ধিত হইত; তাহাতে নগরের পর নগর, গ্রামের পর গ্রাম, উন্নত অবস্থা হইতে ক্রমশঃই অবনতির চরম গতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

দুর্দ্দশার চরম চিত্র। এক দিকে যেমন করভারে প্রজাগণ জর্জ্জরিত হইতে লাগিল, অন্য দিকে আবার এই সময়ে দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। ইতিপূর্ব্বে অজন্মা-হেতু বহুবার দুর্ভিক্ষের সূচনা হইয়াছিল। এক্ষণে (১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে) শিলাবৃষ্টিতে সকল শস্য নষ্ট হইল। আর দুই দিন পরেই শস্য কাটা হইত; কিন্তু বিধির চক্রে সহসা "সে পাকা ধানে যেন মই পড়িল,"—লোকের আশা-ভরসা সকলই সমূলে নির্ম্মূল হইল। এক দিকে পল্লীগ্রামে দুর্দ্দশার এই ভীষণ চিত্র;—লোকে আহার্য্যাভাবে হাহাকারে মরিতেছে,—জনস্থলী শ্মশানে পরিণত হইতেছে; অন্য দিকে, তুষার-শুভ্র অট্টালিকায় দিন দিন সহর সুশোভিত হইতেছে;—ধনবানদিগের প্রাসাদতুল্য ভবন, ব্যবসায়ীদিগের কলকারখানা এবং বাণিজ্যাগারের শ্রী-সম্পদে সুখ-সৌভাগ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। রাজকোষ অর্থশূন্য; রাজা দুর্ভিক্ষ নিবারণের কোনই ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। সুতরাং দেশের অনাহারক্লিষ্ট অস্থিকঙ্কালসার নর-নারী দলে দলে রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। কেহ কল-কারখানায় চাকরী করিবার জন্য, কেহ ভিক্ষা পাইবার আশায়, দস্যুগণ দস্যুতার অভিপ্রায়ে, দলে দলে সহরে আসিয়া জমায়েৎ হইতে লাগিল। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে পারিস সহর নানা স্থানের নানা লোকে পরিপূর্ণ হইল; সহরে নানা মূর্ত্তি নানা ভাবে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহাদিগকে আশ্রয় দান, বা তাহাদিগের খাদ্য-সংস্থান,—সে সম্বন্ধে রাজা কোনই ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। কঙ্কালসার বুভুক্ষু মর্ম্মপীড়িত নর-নারী হতাশ হৃদয়ে উন্মত্তের ন্যায় নগরে বিচরণ করিতে লাগিল। দুর্ভিক্ষের সময় ভারতবর্ষেরও সহরে-নগরে নানা শ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল লোকের সমাগম হইয়া থাকে; সে দৃশ্য অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। এ দেশের সহর বা সহরতলীর কল-কারখানায় যে সকল শ্রমজীবী মজুরি করিয়া জীবিকার্জ্জন করে, তাহাদেরও অনেকেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত। পারিসে সে সময় ইহারই চরম চিত্র প্রকটিত হইল। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়নে এবং করভারে প্রজাবর্গের অবস্থা যখন অতীব-শোচনীয়, রাজকীয় অর্থ-সামর্থ্যের অবস্থাও ততোধিক দুর্দ্দশাপন্ন। রাজ-কোষে অর্থ নাই;

সৈন্যগণ নিয়মিতরূপে বেতন পাইতেছে না; অথচ, কু-পোষ্যবর্গের পরিপোষণে গবরমেণ্ট বিষম ভারাক্রান্ত। রাজা কোম্পানীর কাগজ বা নোট প্রচার করিতেছেন, কিন্তু তদুপযুক্ত অর্থ তহবিলে রাখিতে পারিতেছেন না; সুতরাং পদে পদে অপদস্থ হইতেছেন। ইতিপূর্ব্বে আমেরিকার স্বাধীনতা-লাভের যুদ্ধে যুক্ত-রাজ্যের সহায়তা করিতে গিয়া, ফ্রান্স নানা প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল; সেই উপলক্ষে ফ্রান্সের যে ঋণ হইয়াছিল, সমুদায় রাজস্বে তাহার সুদ পর্য্যন্ত পরিশোধ হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল। পুনঃপুনঃ মন্ত্রী পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল; কিন্তু কোন মন্ত্রীই রাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারিলেন না। টারগট, নেকার, ক্যালোন, ব্রায়েন প্রভৃতি মন্ত্রিগণ রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু রাজসদস্যবর্গের ষড়যন্ত্রে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ব্রায়েন ও নেকার জনসাধারণের বহু সুবিধার জন্য মনোযোগী হইলেন; নিরপেক্ষ শাসন, সমান কর নির্দ্ধারণ, খাদ্যদ্রব্যের নির্দ্দিষ্ট মূল্য নিরূপণ, রাজ-পারিষদবর্গের ক্ষমতার হ্রাস, প্রভৃতি নানারূপ সংস্কার-সাধনে তাঁহারা চেষ্টা করিলেন। কিন্তু চেষ্টার কোনই ফল ফলিল না,—দেশে যে অশান্তি, সেই অশান্তিই পূর্ণভাবে বিরাজ করিতে লাগিল।

দেশে সাহিত্যের প্রভাব।

ফ্রান্সের এই বিশৃঙ্খলার দিনে, সাধারণ লোকের মনে সাহিত্যের এক নূতন প্রভাব বিস্তৃত হইল। রুসো, ভল্টেয়ার, ডিডেরো, মন্‌টেস্‌কিউ, টারগট, হেলভেটিয়স, হলব্যাক প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ এই সময়ে ফ্রান্সে আবির্ভূত হন। রুসো ১৭১২ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন; ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার গ্রন্থ-পত্রে তিনি প্রচার করিলেন,—রাজার একাধিপত্য শাসন ভগবানের অভিপ্রেত নহে; সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে মানুষ-মাত্রেই স্বাধীন; মনুষ্য সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিবে; "জোর যার মুল্লুক তার"—এ নীতি কখনই পালন করা কর্ত্তব্য নহে! রুসো আরও প্রচার করিলেন,—বড় বড় সাম্রাজ্য এবং রাজ্যের পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন সাধারণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই আবশ্যক। তাঁহার অধিকাংশ পুস্তকে তিনি জোর করিয়া বলিলেন,—পশুবলে রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণ অসম্ভব; সাধারণের মতানুবর্ত্তী ন্যায় ও বিধিসঙ্গত ব্যবস্থাতেই রাজ্য রক্ষা হয়; দেশের অবস্থা এবং প্রজা-সাধারণের আবশ্যক অনুসারেই রাজ্যশাসন-প্রণালী গঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। ফলতঃ যাহাতে মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের সমবেদনার ভাব উদ্রেক হয়,—রুসো প্রধানতঃ সেই নীতিই প্রচার করিয়া গেলেন। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের বিপ্লব উপলক্ষে, 'লক' যে মত প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, রুসোর মত অনেকাংশে তদ্ভাবাপন্ন। 'বার্কের' সমালোচক 'সেলবি' বলেন,—ভারতবর্ষের প্রপীড়িত প্রজা-বর্গের প্রতি যাঁহারা করুণার ভাব প্রকাশ করেন, রুসোর প্রচারিত মনুষ্য-প্রীতির নীতি তাঁহাদের অনেকেরই মূল মন্ত্র বলিয়া মনে হয়।* ভল্টেয়ার (জন্ম ১৬৯৪ খৃঃ) ও রুসো উভয়েই সম-সাময়িক ছিলেন; উভয়েই একই বৎসরে (১৭৭৮ খৃঃ) লোকান্তর

* 'বার্ক' প্রণীত 'ফরাসী-বিপ্লব' গ্রন্থে 'সেলবির' অনুক্রমণিকায় এই বিষয় বিশদ বর্ণিত আছে।—See Burke's "French Revolution"—Selby's "Introduction."

প্রাপ্ত হন। রুসোর মতের সহিত ভল্টেয়ারের মতের যথেষ্ট সামঞ্জস্য। ভল্টেয়ারের মত এই যে,—জ্ঞানের প্রভাবেই মানুষ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারে; মনুষ্য-মাত্রেই সমান স্বত্বে স্বত্ববান। ভল্টেয়ার, প্রজা-সাধারণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, রাজ-পারিষদগণকে সর্ব্বদাই বিদ্রূপ করিতেন। চতুর্দ্দশ লুইয়ের চরিত্র-বিষয়ে বিদ্রূপ করিয়া তিনি "ব্যাষ্টিলের" কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কেবল একবার নহে; স্বাধীনতার কথা,—সত্যের আলোক প্রচার করিতে গিয়া, জীবনে বহুবার তিনি বন্দী হইয়াছিলেন,—বহু কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। মন্‌টেসকিউ ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে বোর্দ্দোর নিকটবর্ত্তী স্থানে জন্মগ্রহণ করেন; ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। "স্পিরিট অব ল" নামক গ্রন্থে তিনি প্রচার করেন,—দেশের লোকের চরিত্র, অবস্থা, জলবায়ু, দেশের আকৃতি, জমির উর্ব্বরাশক্তি, অধিবাসিগণের আচার-ব্যবহার, স্বাধীনতা ও ধর্ম্ম প্রভৃতির উপযোগী করিয়া দেশের বিধিবিধান প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। প্রাচীন গ্রীস-দেশের আদর্শ অনুসারে আত্মস্বার্থ বলিদান করিয়া স্বদেশের উন্নতিসাধনে প্রাণদান,—মন্‌টেসকিউর প্রধান উপদেশ মধ্যে পরিগণিত ছিল। তিনি "লেট্রেস পরসেন্স" (পারসিয়ান্ লেটার) নামক গ্রন্থে; ফ্রান্সের শাসনপ্রণালীর সমালোচনা করেন; চতুর্দ্দশ লুইয়ের শাসন-কালকে আদিম যথেচ্ছাচারের আদর্শ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ডিডেরো, হেল-ভেটিয়াস, টারগট এবং হলব্যাক সকলেই দেশের মধ্যে নবজীবন সঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল ও অন্যান্য (মনটেইন, হবস্, হুকার, ডি' এলেমবার্ট প্রভৃতি) গ্রন্থকার-দিগের রচনার প্রভাবে লোকের মনে আত্মশাসনের ভাব, রাজ-অত্যাচারের বিভীষিকা এবং স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়া উঠে। সকল দেশে, সকল অবস্থায়, জাতীয় সাহিত্যই জাতীয় উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়; ফ্রান্সের ইতিহাসে তাহা বিশদভাবে বুঝিতে পারা যায়। ১৭৫১ হইতে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ডিডেরো ও ডি'এলামবার্টের অধ্যক্ষ-তায় "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মনুষ্য এবং সমাজের চিত্রে ক্রমোন্নতির আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত করার চেষ্টা চলিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে ফ্রান্সে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, এই গ্রন্থ তাহার পথ অনেকটা প্রশস্ত করিয়াছিল। শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, ইতিহাস প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কিসে বড় হইতে পারে,—এই গ্রন্থে তাহারই উপ-দেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের প্রভাবেই "এনসাইক্লোপিডিষ্ট' নামে একটী নূতন "জাতীয় দল" গঠিত হয়। ফলতঃ তাৎকালিক সাহিত্যে প্রধানতঃ প্রতিপন্ন করা হইতেছিল,—আইনদ্বারা উচ্চ-নীচ-ভেদ—প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ; এ অনিয়ম জগতে কখনও তিষ্ঠিতে পারে না; সকলেই স্বাধীন এবং সকলেরই স্বাধীনতা-লাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

রাজ্যে অশান্তি। দেশে দুর্ভিক্ষ, প্রজা অনশনক্লিষ্ট, রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচার, রাজকোষের অর্থশূন্যতা, সৈনিক পুরুষদিগের অমনোযোগিতা, সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সাহিত্যে উদ্দীপনার প্রবল প্রবাহ,—দেশে ঘোর অশান্তির ঘন-ঘটা উপস্থিত হইল। ষোড়শ লুই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। রাজ্যের প্রাধান প্রধান ব্যক্তিকে আহ্বান

করিয়া "ষ্টেটস্ জেনারেল" মন্ত্রণা-সভার জন্য অনেকে ব্যগ্রভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে (১৬১৪ খৃষ্টাব্দে) একবার ঐরূপ মন্ত্রণাসভার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল; এ অবস্থায় পুনরায় কি সে মন্ত্রণা-সভা সম্ভবপর? রাজা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেন। সেই চেষ্টার ফলে, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে "ভারসেলিস" নগরে ঐ সভা আহুত হইল। সভার উদ্দেশ্য কিন্তু আদৌ সিদ্ধ হইল না; বরং তাহাতে আর এক বিপরীত ফল ফলিল। ঐ সভায় মতান্তর উপস্থিত হওয়ায়, বিবাদ-বিসম্বাদের পর সভা ভাঙ্গিয়া গেল,—এবং সেই বিভক্ত সভার মূল হইতে ১৭ই জুন "ন্যাসন্যাল এসেম্বিলি" (জাতীয় সমিতি) উদ্ভূত হইল। রাজ-মন্ত্রী নেকার, ডেপুটী ষ্টেটস-জেনারেল ল্যাংগুইনেস, রবস্পিরি, ড্যানটন, মারাট, জিরোণ্ডিষ্ট' সম্প্রদায়ের দলপতিগণ, এবং জনসাধারণের নেতৃ-স্থানীয় বহু ব্যক্তি "ন্যাস্ন্যাল এসেম্বিলির" (জাতীয় সমিতির) পক্ষাবলম্বন করিলেন। এই জাতীয় সমিতি প্রথমতঃ রাজার ঋণ-দাতাদিগকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলেন; দেশের দুর্দ্দশার কারণ অনুসন্ধানের জন্য উদ্‌বুদ্ধ হইলেন। মন্ত্রী 'নেকার' এই সময় রাজাকে অনুরোধ করিলেন,—রাজা যেন তদানীন্তন ব্রিটিশ-রাজ্য-শাসন-পদ্ধতি-ক্রমে রাজ্য-শাসনে প্রস্তুত হন। কিন্তু তাহাতে আপন স্বত্বাধিকারের কিছু খর্ব্ব হয় বুঝিয়া, রাজা স্বীকৃত হইলেন না। অধিকন্তু তিনি "জাতীয় সমিতির" সদস্য-বর্গের প্রতি অসদ্ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। এইবার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন জাতীয় সমিতির সদস্যগণ সমবেত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন,—যতদিন পর্য্যন্ত শাসনপ্রথার উপযুক্তরূপ পরিবর্ত্তন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা সম্মিলিত থাকিবেন, এবং উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। প্রজার স্বত্ব, ন্যায্য অধিকার, শাসনের সুশৃঙ্খলা, এবং দেশের লোকের পরামর্শ অনুসারে যাহাতে রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, "জাতীয় সমিতি" স্বতঃপরতঃ তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে এই "ন্যাস-ন্যাল এসেম্বিলি" "কনষ্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বিলি" অর্থাৎ নব্যতন্ত্রের শাসন-সংগঠনের সভা নামে অভিহিত হইল। ন্যায্য অধিকার লাভ তাঁহাদের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। আমাদের দেশের 'কংগ্রেস' এইরূপ ন্যায্য অধিকার লাভের জন্য বক্তৃতার বাগাড়ম্বরে বাইশ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন; ন্যায্য অধিকার, সমান স্বত্ব, বিচার ও শাসন বিভাগের সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে আন্দোলন করিতে, তাঁহারা বক্তৃতায় কখনই পশ্চাৎপদ হইতেছেন না। কিন্তু ফরাসী দেশের ঐ সভা—কেবল বক্তৃতার সভা নহে; ঐ সভা কার্য্যতঃও সেই সকল অধিকার লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। রাজ্যে অশান্তির ভাব দিন দিন বাড়িয়া উঠিল।



[illegible] চুলালংকরণ।

(১১৭ পৃষ্ঠা।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।



বিপ্লবের সূত্রপাত।

প্রারম্ভে।

এক দিকে "ন্যাসন্যাল" বা "কনষ্টিটিউয়েণ্ট" সভা প্রতিষ্ঠিত হইল, অন্য দিকে সেই একই উদ্দেশ্যে নানাস্থানে নানা সভা-সমিতি গঠিত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে 'জ্যাকোবিন্ ক্লব' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ সভা 'ভারসেলিস' সহরে "ব্রেটন ক্লব" নামে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়; "ন্যাসন্যাল এসেম্বিলির" বহু সদস্যের উদ্যোগে ব্রিটানি প্রদেশের লোকদিগকে দলভুক্ত করিয়া লইয়া ঐ সভার সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছিল। পরিশেষে পারিসে সেণ্ট-হোনর ষ্ট্রীটের "জ্যাকোবিন কন্‌ভেণ্টে" ঐ সভার সম্মিলন-স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। তদবধি উহা "জ্যাকোবিন ক্লব" নামে প্রসিদ্ধ। 'রবসপিরি' প্রভৃতি বহু দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি এই সভার অধিনায়ক ছিলেন। এই সভা ও পূর্ব্বোক্ত জাতীয় সভা উভয়েরই মুখ্য উদ্দেশ্য,—দেশে সাধারণ-তন্ত্রের প্রবর্ত্তনা। দুই সভার সদস্যবৃন্দই সে পক্ষে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। ক্রমে দেশের অন্যান্য স্থানেও এইরূপ নানা সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা ও আন্দোলন উপস্থিত হইল। সভাসমিতির দমনের জন্য রাজপক্ষও কঠোর বিধিবিধান প্রবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ২৩ জুন রাজা এক দরবার আহ্বান করিলেন। দরবারে তিনি ঐ সকল সভার সদস্যদিগের ব্যবহার-সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করিলেন; তাহাদের শাসন-সম্পর্কে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা নিজেই করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। দেশের প্রতিনিধিগণ সেদিন রাজার নিকট সদ্ব্যবহার পাইলেন না; অবাধ্য ভৃত্যের প্রতি প্রভুর তিরস্কারের ন্যায় রাজা রোষভাষে তাঁহাদিগকে পরদিনের সভায় আসিতে বলিলেন। রাজার দলের লোকেরা অনেকেই রাজার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু কতকগুলি ধর্ম্মযাজক এবং রাজ-অমাত্য সভাক্ষেত্রে বসিয়া রহিলেন। 'মিরাবো' নামক জনৈক নেতা, রাজার ভর্ৎসনার কথা উল্লেখ করিয়া কহিলেন,—বল-প্রয়োগ ব্যতীত তাঁহারা অধীনতা স্বীকার করিবেন না। তাঁহার কথায় সমিতির সভ্যবৃন্দ জয়ধ্বনি করিল, এবং শীঘ্রই দেশ-মধ্যে সেই সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল। সদস্যগণ চলিয়া যাইবার সময় আরও বলিয়া গেলেন,—তাঁহাদের দেহ স্পর্শ করে সে সাধ্য এখনও কাহারও হয় নাই। এই ব্যাপারে রাজা বড়ই ভীত হইলেন, এবং জনসাধারণের ভীতি উৎপাদন জন্য সুইজারলণ্ড ও জর্ম্মণি হইতে সৈন্য আনাইয়া রাজধানীর চতুর্দ্দিকে স্থাপন করিলেন। রাজার এইরূপ ভয় প্রদর্শনের চেষ্টায় বাধা দেওয়ায়, ১১ই জুলাই মন্ত্রী নেকার পদচ্যুত হইলেন। দেশে একটা দারুণ কোলাহল উত্থিত হইল। নেকারের নামে চারিদিকে জয়জয়কার পড়িয়া গেল। নেকারের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া জন-সাধারণ রাজপথে আনন্দোল্লাসে বাহির হইল। ইহাতে কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু রাজপক্ষ হিতে বিপরীত করিলেন। প্রিন্স ল্যামবেসি, ব্যারণ বেসেনভালের আদেশক্রমে, সেই নিরস্ত্র জনসাধারণের প্রতি গুলি চালাইলেন। এক জন ফরাসী সেনা

(French Guard) সেই গুলিতে নিহত হইল। যাহার গুলিতে ফরাসী সেনা নিহত হইল, সে ব্যক্তি জর্ম্মণ; সুতরাং রাজা জর্ম্মণ-সৈন্য আনিয়া ফরাসী প্রজাবর্গকে দমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন বলিয়া, দেশময় একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। তখন তিন হাজার ছয় শত ফরাসী গার্ড-সেনা বিপ্লবে যোগদান করিল; জাতীয় দলের অঙ্গপুষ্টি সাধিত হইল। এদিকে দেশ বিদেশ হইতে যে সকল অন্নক্লিষ্ট লোক ইতিপূর্ব্বে সহরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল,—চাকরীর চেষ্টায় বা বেকার অবস্থায় যাহারা বসিয়াছিল, সুযোগ বুঝিয়া, তাহারাও আসিয়া বিপ্লবে যোগদান করিল। পারিসে এই বিপ্লবের সূচনা হইল। ১৪ই জুলাই ঐ সকল সৈন্য ও জনসাধারণ উন্মত্ত হইয়া "ব্যাষ্টিলের" দুর্গ আক্রমণের জন্য ধাবমান হইল।

'ব্যাষ্টিল' দুর্গ, অধিকার।

ফরাসী রাজ্যে 'ব্যাষ্টিল'—একটী সুদৃঢ় দুর্গ। ১৪ই জুলাই সেই সুরক্ষিত 'ব্যাষ্টিল' দুর্গ জন-সাধারণের অধিকারভুক্ত হয়। ইংরেজের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য (১৩৭০—১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে) ফরাসী রাজ পঞ্চম চার্লসের অনুমতিক্রমে, পারিসের "প্রভষ্ট বা প্রেভট", হিউগো অব্রিয়ট কর্তৃক এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহার আয়তন বর্দ্ধিত, এবং ইহা দুর্ভেদ্য প্রাকার পরিবেষ্টিত হয়। "ব্যাষ্টিলের" উভয় পার্শ্বে চারিটী করিয়া চূড়া; চূড়াগুলি পঞ্চতলবিশিষ্ট; প্রত্যেক চূড়ার উপর গ্যালারি গ্যালারির উপর স্তরে স্তরে কামান সজ্জিত; এই চূড়ার কিয়দংশে এবং মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ অন্ধকার গুপ্ত-গৃহে, কারাগার বা বন্দিশালা। রাজদ্রোহে অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে প্রধানতঃ এই দুর্গেই আবদ্ধ করা হইত। বিনা বিচারে, যে কোন ব্যক্তি বন্দী হইয়া এই ব্যাষ্টিল দুর্গে চিরকালের জন্য নির্ব্বাসিত থাকিত। রাজা, জমীদার, ধনী, দরিদ্র, কবি, ভৃত্য, ধর্ম্মযাজক, সংবাদপত্র-সম্পাদক সকলকেই "লেটার্‌স্ ডি ক্যাচেট" নামক আইনের সাহায্যে এই নরকাধম কারাগারে নিক্ষেপ করা হইত। বহুকালাবধি এই ব্যাষ্টিল দুর্গ অরাজকতা ও নিষ্ঠুরতার প্রতিরূপ বলিয়া অভিহিত ছিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভে, অরাজকতার মূর্ত্তিমান প্রতিকৃতি এই ব্যাষ্টিল দুর্গ ধ্বংসের জন্য বিদ্রোহিগণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। প্রথমেই তাহারা সেতুর "চেইন" বা শিকল কাটিয়া ফেলিল। তাহাতে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল, এবং একজন রাজার লোক ও ১৫০ জন বিদ্রোহী প্রজা সেই যুদ্ধে নিহত হইল। সৈন্যদল পূর্ব্বেই বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিল; এক্ষণে চারিটি কামান সমভিব্যাহারে তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। বিদ্রোহিগণ দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় দুর্গ আক্রমণ করিল। এইবার আক্রমণকারিগণ দ্বিতীয় সেতু ধ্বংস করিল। গবর্ণর ডেলানে ইচ্ছা করিলে, সেই মুষ্টিমেয় বিদ্রোহিগণের সহিত সমুদায় দুর্গ তোপ-মুখে উড়াইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার একজন কর্ম্মচারীর পরামর্শ অনুসারে তাহাতে বিরত হইলেন। তাহার ফল হইল এই যে, অতঃপর বিদ্রোহী হস্তে ডেলানে এবং তাঁহার কতকগুলি কর্ম্মচারী নিহত হইলেন। "ব্যাষ্টিলের" ধ্বংস-সাধন আরম্ভ হইল; এবং ত্রিশ বৎসরের কয়েকটী বন্দী কারামুক্তি হইল। ১৪ই জুলাই এই ব্যাষ্টিল দুর্গের শীর্ষদেশে রাজকীয় পতাকার পরিবর্ত্তে সাধারণ-তন্ত্রের বিজয়কেতন উড্ডীন হইল। আর

ঐ ১৪ই জুলাই দুর্ভেদ্য "ব্যাষ্টিল" দুর্গ হস্তচ্যুত হইল দেখিয়া, ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুই জনসাধারণের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া, প্রকারান্তরে সাধারণ-তন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন।

ঘোষণা প্রচার। পারিসের বিপ্লব-সমাচার প্রচারিত হওয়ায়, দেশের চারিদিকে বিপ্লব স্রোত প্রবাহিত হইল। সমস্ত রাজকীয় কর্ম্মচারীর অধিকার বিলুপ্ত হইয়া, দেশে মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষীয়গণের আধিপত্য স্থাপিত হইল। সর্ব্বত্র "ন্যাশন্যাল গার্ড" বা জাতীয় প্রহরী রক্ষিত হইল। ৪ঠা আগষ্ট জাতীয় সমিতি জনসাধারণের স্বত্ব-সম্বন্ধে এক ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে,—(১) সকল মনুষ্যই স্বাধীন, এবং রাজকার্য্যে সকলেরই সমান অধিকার; সামাজিক প্রভেদ বা উচ্চনীচ-ভেদ কল্পনা মাত্র। (২) মানুষের স্বাভাবিক স্বত্বরক্ষার জন্যই সমাজের সৃষ্টি; রাজপদ—জাতির ইচ্ছানুগত; যাহাকেই যে ক্ষমতা দেওয়া হউক না কেন, সমগ্র জাতির অভিমত-ক্রমেই তাহা প্রদত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। (৩) যাহাতে অপরের কোন ক্ষতি না হয়, সেই কার্য্য করিবার ক্ষমতার নাম স্বাধীনতা; সাধারণের মতের অভিব্যক্তিই আইন; আইন প্রণয়নে প্রত্যেক ব্যক্তির অভিমত প্রদানে অধিকার আছে; আইন সকলের পক্ষেই সমান এবং সকলেরই তাহা প্রতিপালনে সমান অধিকার। (৪) সকল মনুষ্যেরই ধর্ম্ম-বিষয়ে স্বাধীনতা আছে; কিন্তু যাহাতে সাধারণের শৃঙ্খলা ভঙ্গ না হয়, তাহাই বাঞ্ছনীয়। (৫) বক্তৃতায় ও রচনায় সকলেরই সমান স্বাধীনতা আছে। ইত্যাদি। এই সময় আরও স্থির হইল যে, একটী প্রতিনিধি সভার মত লইয়া দেশের রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে, এবং রাজা ষোড়শ লুই সেই সভার 'প্রেসিডেণ্ট' (সভাপতি) থাকিবেন। সুতরাং রাজার মতামতই অনেকটা প্রবল রহিল। রাজা দুইবার পর্য্যন্ত যথেচ্ছ মত প্রকাশ করিতে পারিবেন, এবং তদনুসারে কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

বিধি বাম। রাজকার্য্য পরিচালনার যেরূপ ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত হইল, সেরূপভাবে কাজ চলিলে, ফ্রান্সের অশান্তি অনেকটা বিদূরিত হইতে পারিত,—বিপ্লবের পর দেশে আবার শান্তি স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বিধাতা প্রতিবাদী! মানুষের সাধ্য কি যে, সে অশান্তির গতি প্রতিরোধ করিবে? রাজার সহিত বিদ্রোহী প্রজাবর্গের মিলন হইল বটে; কিন্তু দেশে দুর্ভিক্ষের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা তো কৈ নির্ব্বাপিত হইল না? পুনরায় অজন্মা হইল;—ফরাসী প্রজাবর্গকে গ্রাস করিবার জন্য দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী যেন করাল বদন ব্যাদান করিয়া অগ্রসর হইল। যাঁহারা রাজকার্য্য পরিচালনায় উদ্যোগী হইলেন, তাঁহারা দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জনসাধারণকে সাহায্যের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন; কিন্তু অর্থাভাবে সে প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারিলেন না। এই সময় যদি প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত, কোন না কোন প্রকারে লোকের ক্ষুধা মিটিত। কিন্তু বুভুক্ষু নরনারীর যন্ত্রণার অবধি রহিল না; ক্ষুধার জ্বালায় তাহারা রাজধানী পারিস নগরে উপস্থিত হইয়া লুঠতরাজ আরম্ভ করিয়া দিল। পারিসে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলিতে লাগিল। অসংখ্য ফরাসী-রমণী এই বিদ্রোহে যোগদান করিল; তাহারাই নেতৃত্ব-গ্রহণে বিদ্রোহীদিগকে পরিচালিত করিতে লাগিল। মূর্ত্তিমতী প্রতিহিংসা, যেন উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে পারিসের পথে পথে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল;—

নিদারুণ অন্নকষ্টের কারণ বলিয়া যাহাদিগকে মনে করিল, তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইল। রাজা ষোড়শ লুই এই সময়ে 'ভার্সেলিসে' * ছিলেন। সেখান হইতেই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইত। প্রজাবৃন্দের দুর্দ্দশার অবস্থা, রাজা বা তাঁহার নূতন মন্ত্রিসভা কিছুই লক্ষ্য করিতেছেন না,—উদাসীন ভাবে তাঁহারা শান্তি-সুখে অবস্থান করিতেছেন,—বুভুক্ষু নরনারীর প্রাণে স্বতঃই এই চিন্তার উদয় হইল। তাহারা মনে করিতে লাগিল,—আমরা এখানে অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছি; আর রাজা, রাণী ও তাঁহাদের মন্ত্রিবর্গ মহাসুখে রাজধানীতে আমোদ-আহ্লাদ করিতেছেন। আমরা অনাহারে মরিব, তাঁহারা চাহিয়া দেখিবেন না,—এ কি সহ্য হয়? অনাহারে প্রজাপুঞ্জ যদি প্রাণত্যাগ করিল, তাহা হইলে রাজা তাঁহার কি কর্ত্তব্য পালন করিলেন? এই সময় তাহারা আরও সংবাদ পাইল, "ভার্সেলিসে" রাজপ্রাসাদে মহাসমারোহে এক ভোজের আয়োজন হইতেছে। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল,—"আমরা উপবাসে মরিব, আর রাজ-প্রাসাদে খাদ্য-সামগ্রী ছড়াছড়ি যাইবে? চল, আমরা দলে দলে সেখানে উপস্থিত হই;—গগনভেদী আর্ত্তনাদে তাহাদের সুখ-নিদ্রা ভঙ্গ করি। তাহারা কি আমাদের এ যন্ত্রণার অংশভাগী হইবে না?" এই চিন্তা—এই উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে, অসংখ্য নরনারী "ভার্সেলিসের" রাজপ্রাসাদে যাইবার জন্য উদ্যোগী হইল,—একত্র সমবেত হইতে লাগিল।

অনশনে উন্মত্ততা। ৫ই অক্টোবর প্রত্যুষে প্রথমে সহস্র সহস্র ক্ষুধার্ত্ত রমণী পারিস হইতে 'ভার্সেলিসের' পথে অগ্রসর হইল। যাইবার সময় যেখানে যত স্ত্রীলোক দেখিতে পাইল, সকলকেই সঙ্গে ডাকিয়া লইল। রাজপথে সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! জল-প্রবাহের ন্যায় সারি সারি রমণী,—কেহ জয়ঢক্কা বাজাইতেছে, কেহ বিকট হুঙ্কার তুলিয়াছে; কেহ তরবারি, কেহ বন্দুক, কেহ বা লাঠি লইয়া রণসাজে চলিয়াছে। রমণীগণের সেই রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি দেখিয়া, পুরুষের দলও ক্রমে ক্রমে তাহাদের সহিত যোগদান করিতে লাগিল। জাতীয় রক্ষি-সৈন্যদল জনসাধারণকে কোনরূপ বাধা দিতে পারিল না; বরং তাহারাও সেই জনস্রোতে মিলিত হইল। সেনাদলের পরিচালক-রূপে সেনাপতি "ল্যাফেট" তাহাদের অনুসরণ করিতে বাধ্য হইলেন। পথে দারুণ দুর্য্যোগ উপস্থিত হইল। সমস্ত দিন বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝাবাত বহিতে লাগিল। অনশন ও পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে, উন্মত্ত নরনারী ভার্সেলিসে উপনীত হইল;—রাজপ্রাসাদ বেষ্টন করিয়া দারুণ কোলাহল আরম্ভ করিল। একদিকে সেই অসংখ্য নরনারী রাজ-প্রাসাদের বহির্ভাগে উন্মুক্ত পথের উপর হাহাকার করিতে লাগিল; অন্যদিকে প্রহরিবেষ্টিত সে রাজ-অন্তঃপুর-মধ্যে রাজা ও রাণী প্রভৃতি সুখশয়নে নিদ্রিত রহিলেন;—তাঁহাদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছিল কিনা, তাহাও সন্দেহ-স্থল। উন্মত্ত জনসাধারণ অতঃপর মন্ত্রণা-সভার গৃহে প্রবেশ করিল।

* প্রজাবর্গের কোলাহল হইতে দূরে থাকিবার জন্য রাজা চতুর্দ্দশ লুই "ভার্সেলিসের" নির্জ্জন পল্লীতে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। পঞ্চদশ লুই অনেক সময় ভার্সেলিসের প্রাসাদেই অবস্থান করিতেন। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফরাসী রাজগণের বাসস্থান বলিয়াই ঐ নগর প্রসিদ্ধ ছিল। পারিস হইতে দশ মাইল দূরে ঐ নগর অবস্থিত।

ডেপুটিগণ (রাজ প্রতিনিধিগণ) তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন; কতই বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা কথার সান্ত্বনায় নিবৃত্তি হয় কি? ডেপুটিগণ যতই বুঝাইতে লাগিলেন, তাহারা ততই চীৎকার করিতে লাগিল,—"রুটি চাই—রুটী চাই! আহার দেও—প্রাণ বাঁচাও! কথায় ক্ষুধা মিটিবে না।" সমস্ত দিনরাত্রি নানা স্থান হইতে দলে দলে নরনারী আসিয়া নগর বেষ্টন করিল; রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় বিশ সহস্র সুসজ্জিত সৈন্য লইয়া 'ল্যাফেট' রাজভবন রক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। প্রথম প্রথম রাজকীয় রক্ষি-সৈন্যদল জনসাধারণকে বিতাড়িত করিবার জন্য চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহাতে কোনই ফল ফলিল না। পরদিন প্রাতঃকালে দুইজন "সুইস্" রক্ষি-সৈন্যের মস্তক ছেদন করিয়া, উন্মত্ত জনসাধারণ প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। যে প্রকোষ্ঠে রাণী এণ্টিওনেট অবস্থিতি করিতেছিলেন, প্রথমে তাহারা সেই দিকে অগ্রসর হইল। একজন শান্ত্রী চীৎকার করিয়া উঠিল,—"সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! রাণি!—পলায়ন করুন, প্রাণ বাঁচান।" রাণী উদ্ভ্রান্তের ন্যায় প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে ছুটিতে লাগিলেন; উন্মত্ত নরনারী তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিল। অবশেষে অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় আলুথালুবেশে রাণী রাজার প্রকোষ্ঠে উপনীত হইলেন। পরিজনবর্গের রক্ষার জন্য রাজা ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পুত্রকন্যাগণ ভয়ে কাঁপিত লাগিল। রাজার ইঙ্গিত-ক্রমে লাফেট-পরিচালিত রক্ষি-সৈন্যদল এই সময় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহাতে নরশোণিত-প্রবাহে ধরণী আর কলুষিত না হয়, সৈন্যদল কেবল তৎপক্ষে যত্নবান হইল সৈন্যদল কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া, ক্ষিপ্ত নরনারী প্রাসাদদ্বারে সমবেত হইল, এবং উচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"রাজাকে পারিসে লইয়া যাইব।" রাজা পারিসে না যাইলে, তাহারা কোন মতেই ক্ষান্ত হইবে না,—এই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। অগত্যা রাজা বারান্দায় আসিয়া তদ্বিষয়ে আপন সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। সাধারণ লোকে রাজা অপেক্ষা রাণীকেই অধিকতর দোষী বলিয়া মনে করিয়াছিল। রাজার পার্শ্বে রাণীও পুত্রকন্যা সহ উপস্থিত হইলেন। জনসাধারণ তখন বলিয়া উঠিল,—"পুত্রকন্যাদিগকে লইতে পারিবেন না।" যাহা হউক, সেনাপতি 'ল্যাফেট' মধ্যস্থ হইয়া সমস্ত গোলযোগ মিটাইয়া দিলেন; পুত্রকন্যা-সহ রাজা ও রাণী পারিসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অগ্রে অগ্রে উন্মত্ত জনসাধারণ কোলাহল করিতে করিতে চলিতে লাগিল। নিহত 'সুইস' সৈন্যদ্বয়ের দ্বিখণ্ডিত মস্তক বর্শা-ফলকের অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া লইয়া, তাহারা জয়োল্লাসে প্রধাবিত হইল। তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—"আর ভাবনা নাই; এইবার রুটী পাওয়া যাইবে। রুটীওয়ালা, তাহার স্ত্রী ও তাহারা পুত্রকন্যাগণকে পারিসে ধরিয়া আনিয়াছি।"* প্রহরি-পরিবেষ্টিত রাজকীয় শকট, জনসাধারণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।

* গার্ডিনার প্রণীত "ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস" গ্রন্থে এই বিবরণ বিশদরূপে বর্ণিত আছে। See Gardiner's "History of the French Revolution."

রাজা নজরবন্দী। পারিসে আসিয়া, রাজা রাণী এবং তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণ "টুইলারি"* রাজ-প্রাসাদে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন। প্রকারান্তরে সেখানে তাঁহারা নজরবন্দী হইয়া রহিলেন। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি অন্য কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শিত হইল না। এই সময় 'মিরাবো' 'জাতীয় সভার' সভাপতি পদে বরিত হন; তাঁহার প্রাধান্যে রাজ-পরিবারবর্গের প্রতি কেহ কোনরূপ অত্যাচার করিতে পারিল না। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল মিরাবোর মৃত্যু হইলে, সৈন্যদল রাজার প্রতি বীতস্পৃহার ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। যে সকল সৈন্য রাজার একান্ত অনুরক্ত ছিল, ("অষ্ট্রীয়" ও "সুইস' সৈন্যদল) তাহারা এই সময়ে 'মণ্টমেডি' নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিল। জাতীয় রক্ষি-সৈন্যদল রাজ-পরিবারবর্গের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করিলে, রাজা বড়ই ভীত হইয়া পড়িলেন। কোনরূপে পুত্র পরিজনকে লইয়া পারিস হইতে পলাইয়া গিয়া "মণ্টমেডিতে" উপস্থিত হইতে পারিলে তিনি নিরাপদ হন,—ইহাই তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তদনুসারে ২০শে জুন রাত্রিযোগে পুত্র-পরিজনকে সঙ্গে লইয়া রাজা ষোড়শ লুই ছদ্মবেশে 'টুইলারি' হইতে পলায়ন করিলেন। ঐ দিন ঐ সঙ্গে রাজার ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃজায়া পলায়ন করেন। তাঁহারা নিরাপদে ব্রুসেল্‌স্ সহরে পৌঁছিতে পারিলেন; কিন্তু রাজা এবং তাঁহার পুত্রকন্যাপরিজন পথিমধ্যে 'ভেরিনিসে' জাতীয় রক্ষি-সৈন্যদল কর্তৃক আক্রান্ত ও ধৃত হইলেন। তাহারা যখন তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া আসিল, জনসাধারণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। যাহা হউক, সেবারও তাঁহারা "টুইলারিতেই" আশ্রয় পাইলেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের প্রতি অধিকতর সতর্কতা অবলম্বিত ও প্রহরা নিযুক্ত হইল। প্রকারান্তরে নজরবন্দী হইতে এবার তাঁহারা বন্দী অবস্থায় কাল-যাপন করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।



বীভৎস।

ভীষণ হত্যাকাণ্ড। অতঃপর পারিসে রাষ্ট্র হইল, বরণস্‌উইকের ডিউক সসৈন্যে পারিস আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। এই সংবাদে জনসাধারণ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের বিরুদ্ধে যাহারা অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, এবং রাজপক্ষ অবলম্বন করায় যাহারা বন্দিভাবে অবস্থান করিতেছিল, উন্মত্ত জনসাধারণ প্রথমতঃ তাহাদিগকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইল। পল্লীতে পল্লীতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল; একদিনে এক হাজার

* "টুইলারি" রাজপ্রসাদ, পারিস নগরের মধ্যস্থলে সীন নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে ১৩৪২ খৃষ্টাব্দ এই বাড়ীতে "হোটেল ডি টুইলারি" নামে একটী প্রমোদ-ভবন ছিল। নিকটে টালির দ্বারা ছাওয়া অনেকগুলি ঘর ছিল বলিয়া, ইহা "টুইলারি" নামে অভিহিত। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ লুই এবং নেপোলিয়ন এই ভবনের বিশেষ উন্নতি বিধান করেন।

যুবরাজ-পত্নী ল্যাম্বেলের অন্তিম-দৃশ্য॥



অনিন্দ্য-সুন্দরী ল্যাম্বেলের মস্তক-হীন উলঙ্গ মৃতদেহ, দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক মথিত হইতেছে, আর তাঁহার ছিন্ন-মুণ্ড বর্ষার অগ্রভাগে বিদ্ধ হইয়া উত্তোলিত রহিয়াছে। (১২৩ পৃষ্ঠা।)

৮৫ জন লোক শাণিত তরবারির মুখে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। সে দিনের সে লোমহর্ষণ ঘটনা—বর্ণনার অতীত। রক্তপিপাসু উন্মত্ত জনসাধারণের হস্তে যুবরাজপত্নী ল্যাম্বেল সেই সময়েই নিহত হইলেন। সে এক নিদারুণ মর্ম্মভেদী বিবরণ। এইবার সেই ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ফরাসী ইতিহাসে যুবরাজপত্নী ল্যাম্বেলের চরিত্র বড়ই বৈচিত্র্যময়। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে 'টুরিণ' সহরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি 'কারিগনানের' যুবরাজ লুই ভিক্টর আমডিয়্সের আদরের কন্যা; 'বুরবোঁ-পেনথিভারের' যুবরাজ ল্যাম্বেলের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ল্যাম্বেল, রূপে গুণে পরম সৌন্দর্য্যশালিনী ছিলেন। বিবাহের অল্পদিন পরেই অভাগিনী বিধবা হয়; তাঁহার সুখের স্বপন মুহূর্ত্ত মধ্যেই ভাঙ্গিয়া যায়। ফরাসীর রাণী মেরিয়া এণ্টিওনেট, তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর, রাণীর স্নেহসম্ভাষে মুগ্ধ হইয়া, ল্যাম্বেল, ফরাসী রাজ-সংসারে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাণীর অনুগ্রহে ল্যাম্বেল রাজ-প্রসাদের কর্ত্তৃত্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিপ্লব-ভয়ে রাজ-পরিবারবর্গের পলায়নের সময় তিনি ইংলণ্ডে পলাইয়া যান। কিন্তু রাণী এণ্টিওনেট ও তাঁহার পুত্র-কন্যার প্রতি স্নেহাধিক্য-বশে শেষে ফরাসী-রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদেরই সহিত কারাগারে বাস করিতে আরম্ভ করেন। অল্পদিন পরেই সে সুখেও তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হয়; রাজপরিজনবর্গের সঙ্গ পরিত্যাগে বাধ্য হইয়া, ল্যাম্বেল 'লা-ফোর্স' নামক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর সেই কারাগার হইতে লইয়া আসিয়া 'জাতীয় দলের' বিচারালয়ে ল্যাম্বেলের বিচার আরম্ভ হয়। বিচারকালে বিচারপতি প্রেসিডেন্ট আদেশ করিলেন,—"কুমারী ল্যাম্বেল যদি সাম্য ও স্বাধীনতার জয় ঘোষণা করেন এবং রাজা ষোড়শ লুই ও রাণী এণ্টিওনেটের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন, তিনি অব্যাহতি পাইবেন; নচেৎ তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে।" তখন সকলেই ল্যাম্বেলকে ঐ দুই বিষয়ে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইবার জন্য জিদ করিলেন। কিন্তু ল্যাম্বেল উত্তর দিলেন,—"আমি সাম্য ও স্বাধীনতার জয় ঘোষণা করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু রাজা ও রাণীর প্রতি ঘৃণা প্রকাশে প্রতিজ্ঞা করিতে পারিব না।" * স্নেহাধিক্যবশে, বন্ধুত্বের স্মৃতি জাগরূক হওয়ায়, অথবা প্রতিপালক আশ্রয়দাতা জ্ঞানে, যে কারণেই হউক, ল্যাম্বেল শেষোক্ত বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারিলেন না। অগত্যা ঘাতুকের প্রতি প্রেসিডেন্ট ইঙ্গিত করিলেন; "তবে ল্যাম্বেল যাউক!"—প্রেসিডেন্টের মুখ হইতে এই সঙ্কেতিক বাক্য উচ্চারিত হইতে না হইতে উন্মত্ত জনসাধারণ ল্যাম্বেলকে বিচারালয়ের বাহিরে লইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উন্মুক্ত অসি উত্তোলিত হইল। তার পর যাহা হইল, দেখুন পাঠক, চিত্রে দেখুন। ঐ দেখুন,—যুবরাজ-পত্নী ল্যাম্বেলের লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড। ঐ দেখুন,—তাঁহার সেই বিচ্ছিন্ন মস্তক বর্ষা-ফলকের অগ্রভাগে বিদ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত। দুর্দ্দান্ত জনসাধারণ তাঁহাকে যখন কারাগৃহ হইতে বাহির করিয়া আনিল, রাশি রাশি মৃতদেহের উপর দিয়া যখন তাঁহাকে

* এ বিষয়ে ইংরেজী গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—"(Lambelle was) commanded to swear that she loved liberty and equality, and hated the king, the queen, and royalty. "The first oath," she replied, "I will swear, but the rest I can not; my heart rebels against it."

টানিয়া লইয়া চলিল, সেই বীভৎস দৃশ্য দর্শনে প্রথমেই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, প্রতি মুহূর্ত্তে মূর্চ্ছা যাইতে লাগিলেন। এই সময় পিশাচগণ তাঁহাকে উলঙ্গ করিয়া ফেলিল; এবং তাঁহার শরীরের উপর নানা অত্যাচার করিতে লাগিল। সেই অবস্থায়, যখন তিনি আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, নৃশংসগণ তখন তাঁহার গলদেশে তরবারির আঘাত করিল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহ হইতে মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল। অতঃপর সেই ছিন্নমস্তক বর্ষার অগ্রভাগে সংলগ্ন করিয়া, রাজ-রাণী মেরিয়া-এণ্টিওনেটকে দেখাইবার জন্য, দুরবৃত্তগণ তাণ্ডব-নৃত্যে রাজপথে প্রধাবিত হইল। অসহায় নিরীহ রমণীর প্রতি এই অমানুষিক অত্যাচারের কলঙ্ক-কালিমায় ফরাসীর ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। আজিও সেই দৃশ্য মনে পড়িলে, সকলের হৃদয়েই শেলবিদ্ধ হয়। সেরূপ নৃশংসতা, অসভ্য বর্ব্বর জাতির পক্ষেও বুঝি সম্ভবপর নহে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

লোমহর্ষণ।

ভাগ্য বিপর্য্যয়।

প্যারিসে আসিয়া, প্রথম প্রথম রাজা লুই রাজ্য-শাসনে কিছু কিছু অধিকার পাইলেন। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া অনেক সময় "জাতীয় সভা" কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমেই তাঁহার শক্তির হ্রাস হইয়া আসিল। তাঁহার মনোমত লোকজন একে একে সকলেই স্থানান্তরিত হইতে লাগিল। নূতন মন্ত্রি-সভা গঠিত হওয়ায়, পদে পদে রাজার সহিত মতবিরোধ উপস্থিত হইল। রাজা জাতীয় দলের আধিপত্যে বিরক্ত হইলেন; জাতীয় দলের বিদ্বেষভাবও রাজার বিরুদ্ধে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। এই সময়ে আবার প্রকাশ পাইল,—"রাজা তলে তলে ইউরোপের অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন। রাজরাণী মেরিয়া-এণ্টওনেট—অষ্ট্রিয়ার রাজার কন্যা। তিনি স্বভাবতঃই ফরাসী জাতির প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্না; তিনিও রাজার সহিত ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছিলেন।" রাজার সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত হইল। ১৭৯২ খৃঃ ২১শে সেপ্টেম্বর তাঁহার রাজসম্মান সম্পূর্ণরূপ অপহৃত হইল। পরদিন ২২শে সেপ্টেম্বর সাধারণ-তন্ত্র শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে প্রবর্ত্তিত হইল। ঐ দিন প্রথম সাধারণ-তন্ত্রের প্রথম বর্ষের প্রথম দিন বলিয়া অভিহিত হইল। 'জিরণ্ডিষ্ট' সম্প্রদায়-ভুক্ত রোলাণ্ড নামক জনৈক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি "মিনিষ্টার অব দি ইণ্টিরিয়ার" বলিয়া ঘোষিত হইলেন। রাজার পূর্ব্বপুরুষগণ যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, রাজার অবিমৃষ্যকারিতা-জলসেকে যে বৃক্ষ পত্রপল্লবে পরিপুষ্ট হইয়াছিল; এক্ষণে তাহারই বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ হইল। কাহার পাপের ফল কাহাকে ভোগ করিতে হয়, কোন পূর্ব্বপুরুষের কোন্ পাপের অনলে অধস্তন কোন্ পুরুষকে পুড়িয়া মরিতে হয়, বিধাতা ভিন্ন সে কথা কে বলিতে

পারেন? রাজা ষোড়শ লুইয়ের পক্ষেও ঠিক সেই দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইল। তাঁহার অপরিণামদর্শিতার ফলে, তিনি দেশদ্রোহী ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া অভিযুক্ত হইলেন।

রাজা অভিযুক্ত।

অতঃপর জনসাধারণের প্রতিনিধি সভায় রাজার বিচার আরম্ভ হইল। প্রথম বিচারের দিন, প্রেসিডেন্ট ব্যারেরি রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ফরাসী জাতি তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিতেছে। স্থিরীকৃত হইয়াছে, এই জাতীয় সভায় তোমার বিচার হইবে।" রাজাকে বসিবার আসন প্রদত্ত হইল। রাজা উপবেশন করিলে, একে একে তাঁহার বিরুদ্ধের অভিযোগ-সমূহ পঠিত হইতে লাগিল। রাজা, জাতীয় শাসন প্রতিষ্ঠায় বাধা প্রদানের চেষ্টা করিয়াছেন; রাজা, প্রথমে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রথার অনুমোদন করিয়া পরিশেষে 'ভেরিনিশে' পলায়ন করিয়াছিলেন; রাজা স্বায়ত্ত-শাসনের উচ্ছেদ-সাধনে মিরাবো এবং লাফেটের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন; রাজা, আত্মশাসনবিদ্বেষী পলায়িত রাজপুরুষগণের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগকে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন; রাজা, জাতীয় শাসনের বিদ্বেষ্টা 'কবনেলজের' রক্ষকদিগকে বেতন প্রদান করিয়াছিলেন; রাজা, জাতীয় মঙ্গলের প্রতি বীতস্পৃহ ছিলেন এবং বিরুদ্ধবাদীদিগের কার্য্যে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন;—রাজার বিরুদ্ধে এইরূপ বহু অভিযোগ উত্থাপিত হইল। রাজা, প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বহস্তলিখিত পত্রাদিতে তাঁহার অপরাধ অনেকাংশে প্রতিপন্ন হইল। যাহা হউক, সে বার তাঁহার বিচার শেষ হইল না। রাজা, "টেম্পল" নামক কারাগৃহে বন্দী হইলেন, এবং সেই হইতে স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত তাঁহার সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্যুত হইল।

রাজার পুনর্ব্বিচার।

বন্দী থাকিয়াও কিন্তু রাজা অব্যাহতি পাইলেন না। পুনঃপুনঃ তাঁহার বিচার চলিতে লাগিল। অবশেষে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট ভার্গিডজ রাজার বিচার করিতে বসিলেন। রাজা দোষী কি নির্দ্দোষ—এই দিন সেই বিষয়ে সদস্য-গণের মতামত (ভোট) লওয়া হইল। সকলেই একবাক্যে রাজাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন। তখন, রাজার প্রতি কি দণ্ডবিধান হইবে,—তাহারই মতামত গৃহীত হইতে লাগিল। ৭২১ জন সদস্যের মত গৃহীত হইল। ৩৬৬ জন সদস্য রাজার প্রাণদণ্ডের পক্ষে মত প্রকাশ করিলেন। ৩৪ জন প্রাণদণ্ডেই মত দিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে কতকগুলি সর্ত্ত রাখিলেন। দুই জন সদস্য কহিলেন,—"শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাজাকে আজীবন কারাগৃহে বন্দী করা হউক।" অবশিষ্ট ৩১৯ জন রাজার নির্ব্বাসনে বা কারাদণ্ডে মত দিলেন। ফলতঃ প্রাণদণ্ডের পক্ষে মত হইল ৩৬৬ জনের; এবং অন্যবিধ দণ্ডে মত প্রকাশ করিলেন—৩৫৫ জন। বিচারপতি প্রেসিডেন্ট, অধিকাংশের মতই গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ঘোষিত হইল,—"রাজার প্রাণদণ্ড হইবে।" রাজার প্রাণদণ্ডাজ্ঞায় নরশোণিত-লোলুপ পিশাচগণের আনন্দের আর অবধি রহিল না।

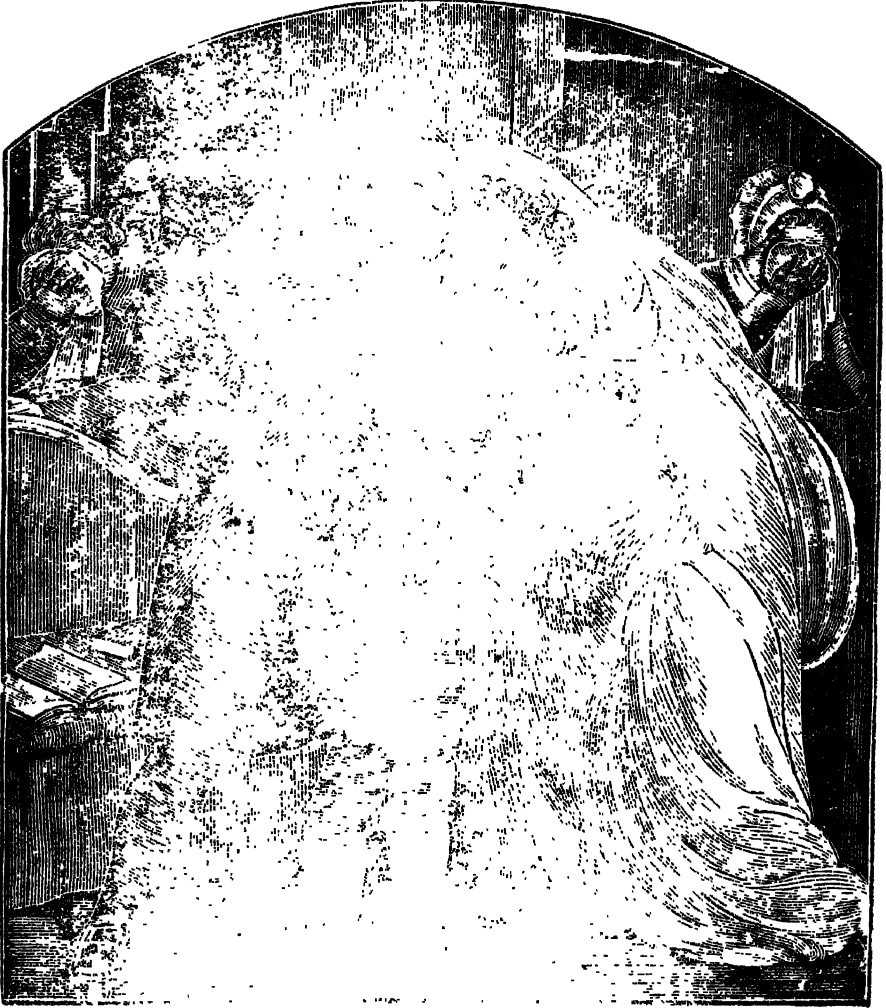
অন্তিম বিদায়।

এই দণ্ডাজ্ঞার পর রাজা লুই, একবার জন্মের মত স্ত্রী-পুত্রদিগের নিকট বিদায় লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জানাইলেন,—একবার স্ত্রীপুত্রদিগকে জন্মের মত শেষ দেখা দেখিতে চাহেন। প্রথমে তাহাতে আপত্তি উঠিল; "নিয়ম

নাই” বলিয়া কেহ কেহ বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। পরিশেষে বহু তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল,—মৃত্যুর পূর্ব্বে রাজা অল্পক্ষণের জন্য একবার স্ত্রীপুত্রের মুখ দেখিতে পাইবেন। সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্টরূপ প্রহরীরও বন্দোবস্ত হইল। ঐ দেখুন পাঠক!—চিত্রের পৃষ্ঠায় রাজার বিদায় গ্রহণের সেই মর্ম্মভেদী দৃশ্য! চিত্রে দেখুন,—রাজা, মহিষী ও পুত্রকন্যাদিগের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছেন! চিত্রে ঐ দেখুন,—একটী ঘরের মধ্যে রাজা, রাণী ও তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণ কিরূপ কাতরভাবে গলা ধরাধরি করিয়া হাহাকার করিতেছেন। আর তাঁহাদেরই দক্ষিণ পার্শ্বে ঐ দেখুন,—সশস্ত্র সুসজ্জিত প্রহরীরা রাজাকে বধ্যভূমে লইয়া যাইবার অপেক্ষায় কিভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রহরীদিগের এবং রাজা ও রাণী প্রভৃতির মধ্যে একখানি কাচ-মাত্র ব্যবধান আছে; সেই হেতু তাহারা রাজা ও রাণী প্রভৃতির কথাবার্ত্তা বা ক্রন্দনের স্বর শুনিতে পাইতেছে না; কিন্তু তাঁহাদের বিদায়ের শেষ দৃশ্য—ঐ শোচনীয় অবস্থা, সকলই তাহারা দেখিতে পাইতেছে। সেই অশ্রুপ্লাবিত বদনমণ্ডল, সেই প্রাণভেদী ব্যাকুলতা, সেই হতাশার তপ্তশ্বাস,—সে কি আর বর্ণনা করা যায়? লিখিতে লেখনী কম্পিত হয়, ভাবিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, দেখিতে আঁখি ছলছল হইয়া আসে। পাঠক! ঐ চিত্র দেখুন,—আর মনে মনে ভাবুন,—রাজা লুই কিরূপে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। ঐ দেখুন,—তাঁহার পত্নী গলা জড়াইয়া ধরিয়া পাগলিনীর ন্যায় কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িয়াছেন; ঐ দেখুন,—তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার প্রতি হস্ত প্রসারণ করিতেছেন; আর ঐ দেখুন,—তাঁহার শিশুপুত্র কেমন আকুলি-ব্যাকুলি করিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া তাঁহাকে চাপিয়া ধরিতেছেন; আরও দেখুন,—তাঁহাদের বামপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র, কিরূপে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন। বেলা সাড়ে আটটার সময় রাজা স্ত্রীপুত্রদিগের সহিত সাক্ষাৎকারের অধিকার প্রাপ্ত হন। প্রায় পৌনে দুই ঘণ্টা কাল তিনি এই সাক্ষাৎকারের অধিকারী হইয়াছিলেন। শেষ যখন তাঁহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া লওয়া হইল, তখনকার দৃশ্য ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া দাঁড়াইল। রাণী সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিন্ন-লতিকার ন্যায় রাজার পদতলে পড়িয়া পা জড়াইয়া ধরিয়া রহিলেন; প্রহরীরা অতি কষ্টে রাণীর বাহুডোর ছিন্ন করিয়া রাজাকে লইয়া বধ্যভূমে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাঁহার পুত্রকন্যাগণের হাহাকার-ক্রন্দনে পাষাণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সেদিকে কেহ ফিরিয়াও দেখিল না।

রাজার প্রাণদণ্ড। বধ্যভূমে যাইবার সময় প্রায় ১২শত প্রহরী রাজাকে বেষ্টন করিয়া লইয়া চলিল। জাতীয় রক্ষিদলে রাজপথ পূর্ণ হইল। রাজপথের ঘর-বাড়ীর সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অন্য কেহ কোনরূপে রাজাকে দেখিতে না পায়, বা রাজার প্রতি মমতা-বিশিষ্ট না হয়, সর্ব্বতোভাবে তাহারই আয়োজন হইল। রাজা বধ্যভূমে দণ্ডায়মান হইয়া ঈশ্বরের নাম স্মরণপূর্ব্বক সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—“ফরাসী জাতি! আমি নির্দ্দোষ; তথাপি আমার প্রাণদণ্ড হইতেছে। যাহা হউক, আমি আমার শত্রুদিগকে ক্ষমা করিতেছি। আর আমি প্রার্থনা করিতেছি, ফরাসী জাতি—” রাজাকে আর কিছু বলিতে দেওয়া হইল না; তাঁহার অর্দ্ধোচ্চারিত বাক্য,

বিদায়।



[illegible] নিকট বিদায় লইতেছেন।

[১২৬ পৃষ্ঠা]

অস্ফুটভাবে বিলীন হইল। অবিলম্বে ঢাকের বাজনা বাজিয়া উঠিল; হন্তিগণ, বধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। "গিলোটিন" বধ-যন্ত্রে রাজার মস্তক প্রবিষ্ট হইল; সঙ্গে সঙ্গে তৎসংলগ্ন দুইখানা অস্ত্রের ফলক দুইদিক হইতে আসিয়া রাজার গলদেশ বেষ্টন করিল; এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই সেই অস্ত্রের চাপে তাঁহার দেহ হইতে মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল। রক্তস্রোতে বধ্যভূমি প্লাবিত হইল। সমাগত নৃশংসগণের কেহ কেহ সেই রক্তের উপর তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করিয়া ছিল; কেহ বা আপন 'রুমালে' সেই রক্ত মাখিয়া লইয়া গৌরবে বক্ষ ফুলাইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে "জয় ফরাসী সাধারণতন্ত্রের জয়!"—এই বীভৎস-ধ্বনিতে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।* ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী প্রজাগণ কর্ত্তৃক রাজা ষোড়শ লুই এইরূপে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। এই নৃশংস বীভৎস প্রাণঘাতী লোমহর্ষণ দৃশ্যের মধ্যে ফরাসী জাতির সাধের সাধারণ-তন্ত্র পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হইল।

হৃদয়বিদারক দৃশ্য। জহ্লাদের হস্তে রাজা ষোড়শ লুইয়ের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইলেই যে ফরাসী রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল, তাহা নহে। সেই লোমহর্ষণ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরও ধরণী নরশোণিত-স্রাবে প্লাবিত হইতে লাগিল। সংহারিণী কপালিনী, যেন লোল-রসনা বিস্তার করিয়া রক্তপান-তৃষা মিটাইতে প্রবৃত্ত হইলেন; পুনঃ পুনঃ শোণিত-সাগর শোষণ করিয়াও, যেন তাঁহার তৃষা মিটিল না। রাজা নিহত হইলেন; রাজ্য বিধ্বস্ত হইল; উন্মত্ত জন-সাধারণের প্রতিহিংসা বৃত্তির তথাপি নিবৃত্তি হইল না। এইবার তাহারা রাজরাণী মেরিয়া এণ্টিওনেটের প্রতি ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিল। ২১শে জানুরারী রাজার প্রাণদণ্ড হইল; সেই হৃদয়বিদারক স্মৃতি অপসৃত হইতে না হইতেই (জুলাই মাসে) দুর্ব্বৃত্তেরা রাণীকে কুমার কুমারীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিল। স্বামীর মৃত্যুর পর অন্ধের যষ্টি পুত্র-কন্যার মুখ চাহিয়া, রাণী প্রাণধারণ করিয়া ছিলেন; এবার তাঁহার সে অবলম্বনও ছিন্ন হইল। আগষ্ট মাসের প্রারম্ভে দুর্ব্বৃত্তগণ, রাণীকে এক বায়ুসমাগমশূন্য অন্ধকারময় আর্দ্র কারাগৃহে আবদ্ধ করিল। পরিশেষে অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে দারুণ ষড়যন্ত্রে রাণীর বিরুদ্ধে ঘোর অভিযোগ উপস্থিত হইল। রাণী, জনসাধারণের গচ্ছিত ধন অপহরণ করিয়াছেন; রাণী, বৈদিশিক শত্রুগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছেন; রাণী, অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের নিকট অর্থ প্রেরণ করিয়াছেন;—এইরূপ আরও নানা গুরুতর ও অস্বাভাবিক অভিযোগ রাণীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইল। সুখৈশ্বর্য্যশালিনী রাজরাণী আজি পতিপুত্রহারা উন্মাদিনী! বিচারালয়ে তিনি আর কি উত্তর দিবেন? রাজা অভিযোগের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। রাণী সকলই জানিতেন; সুতরাং তিনি আর কি উত্তর দিবেন? তিনি ঘৃণায়, ক্ষোভে, মর্ম্মপীড়ায় মুখ ফিরাইলেন; কহিলেন,—"আমি নির্দ্দোষ; আর কিছু বলিতে চাহি না! তোমা-

---

* এই ব্যাপারের বিশদ বর্ণনা ক্লার্ক সাহেবের "হিষ্ট্রী অব দি ওয়ার" (Clarke's "History of the War") নামক সুবৃহৎ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে দ্রষ্টব্য। ঐ গ্রন্থ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের সম-সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল।

দের যাহা ইচ্ছা হয়, দণ্ডবিধান কর।" রাণীর কারুণ্য-ব্যঞ্জক উদাস উত্তরে সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন; রাণীর বিরুদ্ধের অভিযোগ প্রমাণ হইল না, তথাপি তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল।

তার পর?

তার পর? তাঁহার সেই চিত্র দেখুন। দুর্বৃত্তেরা রাণীকে বধ্যভূমে লইয়া যাইতেছে। ফ্রান্সের রাজ-মহিষী, অষ্ট্রীয়া-সম্রাটের স্নেহের নন্দিনী,—আজ সর্ব্বজন-সমক্ষে জহ্লাদের হস্তে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে চলিয়াছেন। যিনি অসামান্য রূপলাবণ্যবতী; যাঁহার সৌন্দর্য্য-প্রভায় ফরাসীর রাজভবন উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল; পাছে কঙ্কর বিদ্ধ হয় বলিয়া, যাঁহার চরণতলে কত নবনীত-কোমল "ভেলভেট"-গালিচা সর্ব্বদা গড়াগড়ি যাইত; আজ দেখুন,—কি বেশে, কি অবস্থায়, কি ভাবে, প্রকাণ্ড রাজপথের উপর দিয়া তিনি বধ্যভূমে নীত হইতেছেন। রাজার চির-বিদায় গ্রহণের দিন—নয় মাস পূর্ব্বে—রাণীর এক মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, আজ আর এক মূর্ত্তি দেখুন। কয় মাসে কি পরিবর্ত্তনই বা ঘটিয়াছে। অনিন্দ্যসুন্দর চন্দ্রানন—আজ রাহুগ্রাসে নিপতিত। দেখুন সেই মুখ,—আর দেখুন এই মুখ! কমল-মুখে আজি বার্দ্ধক্যের চিহ্ন পরিস্ফুট। সুগোল গণ্ডদেশে অস্থিমালা প্রকটিত। মাংসপেশী আকুঞ্চিত ও বিকৃতিপ্রাপ্ত। আর সেই শোভার আধার ঘনকৃষ্ণ কেশদাম, শণগুচ্ছের ন্যায় শুভ্রতা-প্রাপ্ত। এক দিনে এই পরিবর্ত্তন হয়। যেদিন পুত্র-কন্যার মুখ-দর্শনে বঞ্চিত হইয়া রাণী কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হইলেন, পর দিন প্রত্যুষেই তাঁহার সেই মূর্ত্তির এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। কি হইতে কি হইল; বিধাতা কি করিতে কি করিলেন,—ইহার উত্তর তিনিই দিতে পারেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর জহ্লাদ কর্তৃক শিরশ্ছেদক "গিলোটিন" যন্ত্রে রাণীর মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইল।

সব ফুরাইল।

অন্ধকারে দীপ-শিখার ন্যায় একমাত্র রাজকুমার অবশিষ্ট রহিলেন। বাঁচিয়া থাকিলে, হয় তো তিনিই একদিন সপ্তদশ লুই নামে ফ্রান্সের রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতেন। কিন্তু বিধাতা তাহাতেও বাদ সাধিলেন। তিনি যখন "টেম্পেল' কারাগৃহে আবদ্ধ ছিলেন, রাজপক্ষের হিতৈষিগণ ফরাসী-রাজ্যাকাশের ভাবী ধ্রুব-তারা-জ্ঞানে তাঁহারই প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন। কুমারের পক্ষে তাহাই কালস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। সাইমন নামক একজন চর্ম্মকার,—সত্য সত্যই সে চর্ম্মকার,—কারাগৃহে রাজকুমারের কারারক্ষক নিযুক্ত হইল। সেই আবার সাধারণের নিকট কুমারের শিক্ষক বলিয়া পরিচিত হইল। প্রায় দুই বৎসর কুমার কারাগারে আবদ্ধ রহিলেন। শেষ,:বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কেহ বলিল, কুমার পাগল হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন; কেহ বলিল, দুর্ব্বৃত্তগণ বিষদানে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। কি হইল, কে সে সর্ব্বনাশ করিল, অন্তর্যামীই তাহা বলিতে পারেন। রাজা গেল, রাণী গেল, কুমার গেল,—সব ফুরাইল;—সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।

বধ্যভূমে ফরাসী রাণী



ফরাসী-রাজ-মহিষী মেরিয়া এন্টিওনেট, প্রজাদ্রোহের অভিযোগে, প্রজাগণের বিচারে, প্রজাগণ কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবার জন্য, বধ্যভূমে নীত হইতেছেন। (১২৮ পৃষ্ঠা।)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।



পট পরিবর্ত্তন।

দলাদলি। এই নিদারুণ নর-শোণিত-প্রবাহের মধ্যে, কি ভাবে ফরাসী রাজ্যে সাধারণ-তন্ত্র শাসনপ্রণালী চলিতে লাগিল, এইবার তাহারই একটু আভাস প্রদান করিতেছি। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই "ব্যাষ্টিল" দুর্গ অধিকারের পর হইতে সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। "সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা" (Unity, Fraternity, Liberty) ফরাসী সাধারণতন্ত্রের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্রবলে ফরাসী জাতি জাগিয়া উঠিয়াছিল; এই মন্ত্র-প্রভাবেই তাহাদের কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছিল। আবার এই মন্ত্রের অপব্যবহারেই তাহারা আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিয়াছিল। নবীন উদ্দীপনা-বলে আমাদের দেশের লোক কখনও কখনও স্বাধীনতা-লাভের কল্পনায় বিভোর হন; আর কোনও কোনও অতি-দূরদর্শী ব্যক্তি তাহাতে বিদ্রূপ করিয়া বলেন—"ইংরেজ যদি সত্য সত্যই আজ ভারতবর্ষ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে স্বাধীন হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কি দশা হইবে, কেহ কি ভাবিয়া দেখিয়াছ ভাই? আমরাই কি তখন পরস্পরে,—হিন্দু মুসলমানে, পারসী খৃষ্টানে, শিখ মারহাট্টায়,—আমরাই কি তখন মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিব না?" অতি-বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের এই অতি-সাবধানতার মূলে যে কোন সত্য নাই, এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। বিপ্লবের সময় রাজার দলে ও প্রজার দলে বিবাদ-বিসম্বাদ—সে তো অনিবার্য্য ব্যাপার! বিপ্লবকারিগণের মধ্যেও পদ-প্রভুত্ব লইয়া শেষ যে বিবাদ-বিসম্বাদ বাধিয়া যায়, ফরাসী সাধারণতন্ত্রের ইতিহাসে সে দৃশ্যও জাজ্বল্যমান। বিপ্লবের সময় ফরাসী রাজ্যে বহু সংখ্যক দেশোদ্ধারকারী দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। "জিরণ্ডিষ্ট", "জ্যাকোবিন," "এনসাইক্লোপিডিষ্ট", "হকনমিষ্ট", "ড্যান্টনিষ্ট", হারবার্টিষ্ট";—কত দলের নাম করিব? সেই সকল দলের অধীনে আবার বহু ভলণ্টিয়ার সেনা প্রস্তুত হইয়াছিল। "স্বদেশী" আন্দোলনের উদ্বেগ-বশে আজকাল আমাদের দেশে নরম দল, গরম দল, স্বদেশ-সেবক সম্প্রদায়, য়্যাণ্টি সার্কিউলার সোসাইটি প্রভৃতি নানা দলের ও 'ভলণ্টিয়ারের' নাম শুনা যায়; আর সেই সকল নাম শুনিয়া, সম্ভবতঃ ফরাসী বিপ্লবের দারুণ বিভীষিকার কথা মনে পড়ায়, "ইংলিশম্যান" প্রমুখ অতি-সাবধান 'এংলো-ইণ্ডিয়ানগণ' সময়ে সময়ে শিশুর ন্যায় চমকিয়া উঠেন। হয় তো বা তাঁহাদের কেহ কেহ বুঝিতেই পারেন না যে, সে সব দেশের সে সব দলে আর এদেশের এ সব দলে কি প্রভেদ! সে সব সাচ্চা, এ সব ঝুঁটা; সে সব আসল, এ সব নকল; সে সব কায়া, এ সব ছায়া! একদেশদর্শী এংলো-ইণ্ডিয়ানগণ যে এতটুকুও বুঝিতে পারেন না, ইহাই আশ্চর্য্য! যাউক সে কথা। যে কথা কহিতেছিলাম, এখন সেই কথাই কহিতে আরম্ভ করি।

ফ্রান্সে তিনবার সাধারণ-তন্ত্র।

রাজা ষোড়শ লুইর প্রাণদণ্ডের পর, সাধারণ-তন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইলে, ফ্রান্সের বৈপ্লবিক দল-সকল স্ব-স্ব-প্রধান হইবার চেষ্টা করিল; সকলেই আপনাপন আধিপত্য বিস্তারে ব্যস্ত হইল। সেই উপলক্ষে ফরাসী-রাজ্যে তিনবার সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়। এখনকার যে ফরাসী-রাজ্য, উহা তৃতীয় বারের প্রবর্ত্তিত সাধারণ-তন্ত্র প্রণালীক্রমেই পরিচালিত হইতেছে। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রথম সাধারণ-তন্ত্রের শাসনকাল। এই সময়ে রাজার প্রাণদণ্ডের জন্য, রোলাণ্ডের প্রতি সাধারণের অশ্রদ্ধা জন্মে; সঙ্গে সঙ্গে 'জিরণ্ডিষ্ট'-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য লোপ পায়; অতঃপর জ্যাকোবিন-দলের প্রধান নেতা রবস্‌পিরি সাধারণ-তন্ত্রের কর্তৃপদ অধিকার করেন। অনেকের মত এই যে, রবস্‌পিরি ফরাসী-বিপ্লবের মেরুদণ্ডস্থানীয়; সেই বিপ্লব-যজ্ঞে তিনিই যেন প্রধান হোতা ছিলেন। দেশের বড়লোক ও ধনীদিগের প্রতি তাঁহার জাতক্রোধ ছিল। বক্তৃতায়, ব্যবহারে, তিনি সর্ব্বদাই অভিজাতিবর্গের মস্তকে বজ্রনিক্ষেপ করিতেন। তিনি সামান্য ব্যক্তির ন্যায় জীবনযাপন করিতেন। তাঁহার জীবনে আর কোনও আকাঙ্ক্ষা ছিল না;—কেবল এক আকাঙ্ক্ষা,—যেরূপেই হউক, ফ্রান্সে সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা। অনেক স্ত্রীলোক ও দুর্ব্বল ব্যক্তি তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। তবে তাঁহার কঠোর শাসনে, তাঁহার শাসনকাল আজিও ফরাসী দেশে "বিভীষিকাময় শাসন" (Reign of terror) বলিয়া কথিত হয়। তাঁহার সময়ে ফরাসী সেনাপতি ডুমোরিজ, সুযোগ বুঝিয়া সীমান্ত প্রদেশ জয় করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন; তদনুসারে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ৬ই নবেম্বরের যুদ্ধে ফ্রান্স কর্তৃক 'বেলজিয়ম' রাজ্য অধিকৃত হয়; ইউরোপের অন্যান্য শক্তিপুঞ্জ তাহাতে চমকিয়া উঠেন। অতঃপর ডুমোরিজ, অষ্ট্রীয়ার সহিত গোপনে যুক্তি করিয়া, ফরাসী দেশ আক্রমণ করিবার ষড়যন্ত্র করেন; এবং জ্যাকোবিন্ দলের চেষ্টায় সাধারণের রক্ষার জন্য "কমিটি অব পাবলিক সেফটী" নামে একটী সমিতি গঠিত হয়। এই সময় "জিরণ্ডিষ্ট" দলেরও মধ্যেও নানা ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ পায়। অতঃপর অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি দেশের রাজন্যবর্গ যখন ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, পাছে আপন প্রাধান্য লোপ পায়,—এই আশঙ্কায়, রবস্‌পিরি তাঁহার প্রতিপক্ষ কয়েকটী দলকে দলন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 'হারবার্ট' পরিচালিত "হারবার্টিষ্ট" দল এবং 'ড্যাণ্টন'-পরিচালিত "ড্যাণ্টনিষ্ট" দল এই সময়ে রবস্‌পিরি কর্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হইল; বহু দলপতি, বহু পরিচালক নিহত হইলেন। এতদিন রাজ-সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের রক্তস্রোতে ধরণী প্লাবিত হইয়াছিল; এইবার দেশোদ্ধারকারী বিভিন্ন দলের রক্তে রক্তনদী প্রবাহিত হইল। পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে, মারামারি-কাটাকাটি করিয়া, দ্বাপরের শেষভাগে যদুবংশের ধ্বংস-সাধন হইয়াছিল; ফসাসী-বিপ্লবের এই সকল আত্মদ্রোহের চিত্রে সেই পৌরাণিক প্রসঙ্গ স্বতঃই মনোমধ্যে উদয় হয়। ক্রমে রবস্‌পিরির বিরুদ্ধেও ঘোর ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে সেই ষড়যন্ত্র এমনই পাকিয়া দাঁড়াইল যে, তখন আর রবস্‌পিরি আত্মরক্ষায় পর্য্যন্ত সমর্থ হইলেন না। অপমানের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, তিনি আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু তাহাতে তিনি মরিলেন না; স্বহস্ত-নিক্ষিপ্ত বন্দুকের গুলিতে তাঁহার নিম্নচিবুক ভগ্ন হইল; পরিশেষে তিনি প্রতিপক্ষ হস্তে বন্দী হইলেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে জহ্লাদের হস্তে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। কেবল রবস্‌পিরি নহেন,—এই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বন্ধু-বান্ধব ও দলস্থ ব্যক্তি অনেকেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন; এক দিনে একই ক্ষেত্রে রবস্‌পিরি সঙ্গে তাঁহার বাইশ জন সঙ্গী শিরশ্ছেদক-যন্ত্রে "গিলোটিনে" প্রাণদান করিলেন।

বীভৎস।

এই সময়ে কত লোক যে কত প্রকারে নিহত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ বিচারে, কেহ অবিচারে, কেহ ঘাতুকের গুপ্ত অস্ত্রে, কেহ সাক্ষাৎ দ্বন্দ্বে,—নানা জন নানারূপে প্রাণত্যাগ করে। 'মারাট' নামক এক ব্যক্তি একটী দেশোদ্ধারী দলের দলপতি ছিলেন; ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুলাই 'সারলোট করডে' নাম্নী এক রমণী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া, তাঁহার বুকে এক তীক্ষ্ণধার ছোরা বসাইয়া দিল, এবং সেই অঘাতেই 'মারাট' পঞ্চত্ব পাইলেন। ঐ রমণী 'বেলসনস্' নামক এক যোদ্ধপুরুষের প্রেমে আত্মবিক্রয় করিয়াছিল; মারাটের প্ররোচনায় সেই ব্যক্তি নিহত হয়। তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য রমণী 'করডে' শাণিত গুপ্ত অস্ত্রে এইরূপে মারাটকে সংহার করিল। রমণীর প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু তাহার প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বে তাহাকে লইয়া আর এক নূতন অভিনয় আরম্ভ হইল। তাহার সাহসিকতায় ও রূপমোহে মোহিত হইয়া "মেয়ান্স" নগরের ডেপুটী 'আডাম লাক্স', রমণীর বিনিময়ে আপনার প্রাণদান করিতে চাহিলেন। তাহাতে এই ফল হইল যে, রমণী ও ডেপুটী উভয়েই এক সঙ্গে একই "গিলোটিনে" (শিরশ্ছেদক-যন্ত্রে)* শির প্রদান করিলেন। কোন্ পাপে, কাহার দোষে, কিসের প্রতিশোধে, এইরূপ বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটিতে লাগিল—রক্তস্রোতে ধরণী কলঙ্কিত হইতে আরম্ভ হইল, তাহা নির্ণয় করা বড়ই দুঃসাধ্য। ফলতঃ শৃগাল-কুক্কুরের ন্যায়, ইন্দুর বিড়ালের ন্যায়, দলে দলে লোক এই বিপ্লবে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল।

শক্তি সংঘর্ষ।

এই সময়, কয়েক বৎসর কাল, ফ্রান্সের শাসন-কার্য্যে যে দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই প্রতীত হয়। প্রথমে "লেজিসলেটিভ এসেম্বিলি" সভার দ্বারা শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল; কিন্তু এক বৎসর পরেই দলবিশেষের প্রাধান্য-লোপের সঙ্গে সঙ্গে সে সভার লোপ হয়। তাহার পর "ন্যাসনেল কন্‌ভেনশন" নামক সভা দেশ-শাসনের জন্য নতন নিয়মে, নূতন পদ্ধতিক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা তিন বৎসর কাল স্থায়ী ছিল। এই সভার কর্তৃত্ব-সময়েই 'জিরণ্ডিষ্ট' সম্প্রদায়ের পতন হয়; হারবার্ট ও ড্যান্টন পরিচালিত দলের ধ্বংস-সাধন হয়; পরিশেষে রবস্‌পিরির প্রাণদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে এই সভারও পতনের পথ প্রশস্ত হয়। তখন একদিকে যেমন সাধারণ-তন্ত্র দলের শাসন-কার্য্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, অন্যদিকে তেমনি রাজার দল

* শিরশ্ছেদক 'গিলোটিন' (Guillotine) যন্ত্র ফরাসী বিপ্লবের সময় সৃষ্টি হয়। তরবারির আঘাত অপেক্ষা এই যন্ত্র সাহায্যে সহজে মস্তক-ছেদন সম্ভবপর,—এই উদ্দেশ্যে, 'গিলোটিন' নামক একজন ডাক্তার এই যন্ত্র প্রথম প্রস্তুত করেন। ডাক্তারের নাম অনুসারেই যন্ত্রের নামকরণ হয়।

ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলনের চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সময় ষোড়শ লুইয়ের ভ্রাতা, অষ্টাদশ লুই নামে অভিহিত হইয়া, 'প্রভেন্স' প্রদেশে নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করিতে লাগিলেন; ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ সকলেই তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। অধিকন্তু, এক দিকে অষ্ট্রীয়গণ, অন্য দিকে ইংরেজগণ, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে ফ্রান্সের স্থানে স্থানে আরও যে কত বীভৎস ব্যাপার চলিতে লাগিল, তাহা বর্ণনাতীত। দেশোদ্ধারী দল যতই অত্যাচার করুন না কেন, এইবার সুদ-সমেত তাহার পরিশোধ আরম্ভ হইল। ইংরেজগণ এই সময়ে ব্রিটানি ও লাভেণ্ডি প্রদেশে সমরানল প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু "কুইবারণ বে" উপসাগরে তাঁহাদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় দলভুক্ত বহুসংখ্যক সৈন্য বন্দী হইল। সেনাপতি 'হোচি' তদ্বিষয়ে সাধারণ তন্ত্রের কর্তৃপক্ষগণকে জ্ঞাপন করিলে, তাঁহাদের আদেশক্রমে ৭১১ সাত শত এগার জন সৈন্যকে গুলি করিয়া মারা হইল। এ দিকে তাহার প্রতিশোধ-স্বরূপ রাজপক্ষের সেনাপতি 'সারেট' সাধারণ-তন্ত্র দলের দুই সহস্র ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া পরিশেষে তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারিলেন। শক্তি-সংঘর্ষে নরহত্যার চূড়ান্ত হইয়া গেল।

ফরাসী-বিপ্লবে বাঙ্গালী।

শিরোনামা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিবেন না; সত্য সত্যই একজন বাঙ্গালী ফরাসী-বিপ্লবে বিপ্লবকারিগণের সহিত যোগদান করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাস-বিক্রয়ের প্রথা অন্যান্য দেশে লোপ পাইবার উপক্রম হইলেও, ভারতবর্ষ হইতে একটী বাঙ্গালী বালক অপহৃত হইয়া এই সময় ফরাসী দেশে বিক্রীত হইয়াছিল। একখানি ইংলণ্ডীয় জাহাজের অধ্যক্ষের নিকট হইতে ফ্রান্সের রাজা পঞ্চদশ লুইর উপপত্নী 'ম্যাডাম ডুবারি', ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে, তাহাকে ক্রয় করেন। সেই বাঙ্গালী বালককে ব্যঙ্গচ্ছলে সকলে "জামর" বলিয়া ডাকিত। ফরাসী ভাষায় তাহার নামকরণ হইয়াছিল—লুই বের্নেডিক্ট। জামর, ডুবারির বড়ই স্নেহের পাত্র ছিল; ডুবারি তাহাকে পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করিতেন, এবং তাহার শিক্ষাদি বিষয়ে কোনই ত্রুটি করেন নাই। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে, বসন্ত রোগে পঞ্চদশ লুইয়ের মৃত্যু হইলে, ডুবারি যখন রাজ-সংসারের সংস্রব হইতে বিতাড়িত হইল, জামর তখনও ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিতে লাগিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের প্রচণ্ড বহ্নি যখন জ্বলিয়া উঠিল, জামর তাহাতে যোগদান করিল। ভার্সেলিস সহরে ঐ সময় রাজপক্ষীয়গণের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য একটী সমিতি গঠিত হয়; জামর সেই সমিতির সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে; ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর, তাহার একটী এজেহারে জানা যায়, সে তখন ভার্সেলিসের "পাবলিক সেফটি" সভার একজন কর্ম্মচারী ছিল। তখন তাহার বয়ঃক্রম ৩১ বৎসর। দশ বৎসর বয়সের সময় বঙ্গদেশ হইতে তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিয়াছিল। রুসোর প্রণীত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া, তাহার মনে "সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার" ভাব জাগিয়া উঠে; অন্যান্য ফরাসীদিগের সহিত সেও বিপ্লবে যোগদান করে; গ্রীভ নামক একজন ইংরেজ, তাহার সহচররূপে বিদ্যমান ছিল। ফরাসী বিপ্লবে জামর কি কার্য্য করিয়াছিল, তাহার বিশেষ

কোনও পরিচয় নাই। তবে একটী বৈপ্লবিক দলের সম্পাদক এবং অপর দলের কর্ম্মচারি-রূপে তাহার দ্বারা যে কোন-না-কোন কার্য্য সাধিত হইয়াছিল, তাহা আর বুঝিতে বাকী থাকে না। একজন বাঙ্গালী ক্রীতদাস, ফরাসী দেশের তাৎকালিক একটী বিশিষ্ট সভার সম্পাদক, এবং অপর একটী কার্য্যকরী সভার কর্ম্মচারী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল,—ইহার অধিক জামরের কৃতিত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে? সে অবস্থায়, জামর যে কোনও যুদ্ধ-বিগ্রহে যোগ দেয় নাই,—আপন সাহসিকতা ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে সে যে কুণ্ঠিত ছিল,—তাহাই বা কে বলিতে পারে? জামর বাঙ্গালী,—জামর ক্রীতদাস; সে যদি কোনও অসম-সাহসিক কার্য্যই করিয়া থাকে, তাহা কি আর কোনও ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য? তাই তাহার বিশ্বাস-ঘাতকতার একটী চিত্র মাত্র ইংরেজের গ্রন্থপত্রে প্রকটিত। জামর তাহার ধর্ম্মমাতা ডুবারির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল,—তাঁহার সহিত বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছিল,—সেই কথাই এখন শুনিতে পাওয়া যায়। শেষ জীবনে জামর শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত হয়। তাহার বিদ্যালয়ের প্রাচীরে মারাট ও রবস্‌পিরির চিত্র অঙ্কিত ছিল; আর রুসো প্রভৃতির গ্রন্থপত্র সে বিদ্যালয়ের শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়া ছিল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী, শীতে ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া, জামর রাস্তায় পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে। মৃত্যুর পূর্ব্বে সকলেই জামরকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। জামরের জীবনবৃত্তান্তে দেখিতে পাই, বাঙ্গালীর অকর্ম্মণ্যতার শত পরিচয়ের মধ্যেও, ফরাসী বিপ্লবের সময় বাঙ্গালী তাহাতে যোগদান করিয়াছিল। বাঙ্গালী না পারে কি? বাঙ্গালী বীর সুরেশ-চন্দ্র বিশ্বাস, সুদূর আমেরিকার ব্রাজিল-রাজ্যে গিয়া সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হয়, সমর-ক্ষেত্রে বরমাল্যে বিভূষিত হয়,—বাঙ্গালীর শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় আজিও তো বিরল নহে। জামরের কথাই নানা কথা মনে পড়ে।*

ফরাসী বিপ্লবে স্বদেশী সঙ্গীত।

ফরাসী বিপ্লবে প্রধানতঃ তিন প্রকারে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল; প্রথম—সভাসমিতি; দ্বিতীয়—বক্তৃতা; তৃতীয়—সঙ্গীত। সভাসমিতির উদ্দেশ্য—জনসাধারণের সম্মিলন; বক্তৃতার উদ্দেশ্য—একতার স্বার্থকতা প্রতিপাদন এবং অত্যাচারীর বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলনে উৎসাহ-দান; সঙ্গীতের উদ্দেশ্য,—উন্মত্ততা-বর্দ্ধন। বক্তৃতার সময় প্রায়ই মার্কিণ-যুক্তরাজ্যের স্বাধীনতা-লাভের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইত; এবং সে ঘটনা তখনও নূতন বলিয়া, লোকের প্রাণ নবীন উদ্দীপনায় নাচিয়া উঠিত। আমাদের দেশে 'স্বদেশী' আন্দোলন উপলক্ষে যেমন নানা সঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছে; বিপ্লবের সময় ফরাসী দেশেও সেইরূপ বহু উদ্দীপনাপূর্ণ সঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছিল। তন্মধ্যেই "লা মার্শেলিস" নামক সঙ্গীতটী প্রসিদ্ধ। "রুগেট-ডি-লেসলি" নামক এক স্বদেশ-সেবক ঐ সঙ্গীতের রচয়িতা। আমাদের দেশে অমর কবি বঙ্কিম-চন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত গীত হইবার সময়, অধুনা অনেকেই ভাবে গদগদ হন;

---

* এই বিষয় "ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট" নামক ইংরেজী পত্রে প্রথম দেখিতে পাই। তৎপরে অন্যত্রও এই ঘটনার উল্লেখ দেখা গিয়াছে। See "A Bengalee Sansculotte" in the "East and West", ol ii. No. 15, January 1903, page 39 to 44.

'ফরাসী-বিপ্লবের' অন্যতম ইতিহাস-লেখক কার্লাইল সাহেব বলেন,—ফরাসী দেশের সভা-সমিতি বা সৈন্যদলের মধ্যে ঐ ফরাসী সঙ্গীতটী গীত হইলে, লোকে তন্ময় হইয়া যায়, উত্তেজনায় হৃদয় পরিপূর্ণ হয়, ভাবাশ্রুতে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হয়। বহু দেশের বহু ভাষায় ঐ সঙ্গীতটী অনুবাদিত হইয়াছে। * আমরা নিম্নে ফরাসী ভাষার সেই সঙ্গীতটী অনুবাদ করিয়া দিলাম। মর্ম্মানুবাদ এই ;—

আলেয়া—কাওয়ালী।

সাজ সাজ স্বদেশের সুসন্তানগণ!
আসিয়াছে শুভ দিন, কেন বা উদ্যমহীন,
ধর অসি কর নিজ বন্ধন-মোচন।
রঞ্জিত শোণিত-স্রাবে, পতাকা উড়িছে এবে,
নৃশংসের অত্যাচার কর দরশন॥
ওই রণ-কোলাহল, ওই সেই সৈন্যদল,
ওই শুন পিশাচের হুঙ্কার ভীষণ।
সাবধান! দেখ চেয়ে, পশুবলে আসে ধেয়ে,
সংহারিতে প্রাণপ্রিয় পুত্র পরিজন॥
নীরবে থেকো না আর, ধর ধর তরবার,
আপনার সৈন্যদল কর সংগঠন।
ধাও ধাও রণসাজে, অরাতি-শোণিত-মাঝে,
ধরণীর উর্ব্বরতা করহ সাধন।
(মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন॥)

* কার্লাইল' প্রণীত 'ফরাসী-বিপ্লব' গ্রন্থে এই গানের মাহাত্ম্য-কথা বিবৃত আছে;--See Carlyle's "French Revolution." ফরাসী ভাষায় মূল সঙ্গীতটী নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

'Allons, enfants de a patrie,
Le jour de gloire est arrive.
Contre nous de la tyrannie,
L'etendard sanglant est leve (bis)
Entendez vous dans les compagnes,
Mugir ces feroces soldats
Ils viennent jusque dans vos bras,
Egorger vos fils vos compagnes,
Aux armes, citoyens,
Formez vos, batallions,
Marchons, marchons,
Qu'un sang impur abrenve nos sillons.'

সপ্তম পরিচ্ছেদ



নেপোলিয়নের আবির্ভাব।

জন্ম। ফরাসী বিপ্লবের এই বিভীষিকার মধ্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নামক এক অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব হইল। ফরাসীর অদৃষ্ট-গতি তিনি আর এক নূতন পথে পরিবর্ত্তিত করিলেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট কর্ষিকা-দ্বীপে 'আজাশিও' নগরে নেপোলিয়নের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—চার্লস বোনাপার্ট। চার্লস বোনাপার্ট, আইন ব্যবসায়ী ছিলেন; এক সময়ে রাজকীয় বিচারালয়ের "এসেসর" পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নেপোলিয়নের মাতার নাম,—লেটিশিয়া র্যামোলিনী। নেপোলিয়নের জন্মের দিন অতি প্রত্যুষে তিনি গির্জ্জায় উপাসনা করিতে গিয়াছিলেন; সহসা প্রসব-বেদনা উপস্থিত হওয়ায়, গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াই ক্লান্তদেহে একখানি "কৌচের" উপর শুইয়া পড়িলেন। সেই অবস্থায় নেপোলিয়নের জন্ম হয়। "কৌচ" খানির সাজ-সজ্জায় "ইলিয়ড"-গ্রন্থোক্ত বীর পুরুষগণের এবং যুদ্ধ-ক্ষেত্রের প্রতিকৃতি খচিত ছিল। নেপোলিয়নের পরবর্ত্তী জীবনে অদ্বিতীয় শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় পাইয়া অনেকেই এখন সিদ্ধান্ত করেন, বীর-পুরুষের প্রতিকৃতি-খচিত আসনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই নেপোলিয়ন সেই অমানুষিক শৌর্য্যবীর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। দুই মাস পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিলে, নেপোলিয়ন ইটালীর অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইতেন; কারণ, কর্ষিকা-দ্বীপ তখন ইটালীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু তাঁহার জন্মের আট সপ্তাহ পূর্ব্বে, পঞ্চদশ লুইয়ের শাসনকালে, কর্ষিকা-দ্বীপ ফরাসীর অধিকারভুক্ত হয়। নেপোলিয়নের পিতা, সেই সময় আইন-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া, সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; কর্ষিকার স্বদেশপ্রাণ প্যাওলির সহিত মিলিত হইয়া, ফরাসীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে যুদ্ধে কৃতকার্য্য না হওয়ায়, পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়া, পরিশেষে পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহাকে প্রাণরক্ষা করিতে হইয়াছিল। সংসারের এই দারুণ দুর্দ্দিনে নেপোলিয়নের জন্ম হয়। নেপোলিয়ন পিতার দ্বিতীয় পুত্র; অতি অল্প বয়সে (১৭৮৫ খৃঃ) তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তখন নেপোলিয়নও তাঁহার আর সাতটী অপগণ্ড ভাই-ভগিনীকে লইয়া, জননী লেটিশিয়া অকূল দুঃখসাগরে ভাসমান হন। নেপোলিয়নের বাল্য-জীবন দারিদ্র্য-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। পিতা বনে বনে পরিভ্রমণ করিতেছেন; জননী দারিদ্র্য-দুঃখে ম্রিয়মাণা;—ভূমিষ্ঠ হইয়াই নেপোলিয়নকে সংসারের এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে হয়। পরিশেষে যখন তাহার পিতৃবিয়োগ হইল, তখন আর দুঃখের অবধি রহিল না। আয়ের উপায় আদৌ নাই, অথচ আটটী শিশু-সন্তানের লালন-পালন করিতে হইবে;—নেপোলিয়নের মাতা দারুণ কষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। শেষে এমন দিন আসিল, সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া, সন্তান কয়টী লইয়া নেপোলিয়নের মাতাকে

দেশত্যাগী হইতে হইল। তাঁহার যৎসামান্ত যে কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সের মার্সেলিস সহরে গিয়া বাস করেন।

শিক্ষার বীজাঙ্কুর। বাল্যকালে জননীর নিকট নেপোলিয়ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তাঁহার মাতা যখন প্রাচীন গ্রীসের ও প্রাচীন রোমের বীরপুরুষগণের কীর্ত্তিকাহিনী গল্পচ্ছলে বর্ণনা করিতেন, নেপোলিয়ন তাহা শুনিয়া আনন্দে বিভোর হইতেন। সুকোমল শিশুর প্রাণ কিসে মহৎ আদর্শে গঠিত হয়, লেটিশিয়ার সর্ব্বদাই সেই দিকে লক্ষ্য ছিল; তাই তিনি শিশু পুত্রের নিকট নিয়তই পুরাণ ইতিহাসের বর্ণিত বীরগণের শৌর্য্য-বীর্য্য-কাহিনী কীর্ত্তন করিতেন। বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতৃপ্রদত্ত সেই বীজমন্ত্রই নেপোলিয়নের হৃদয়-ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। নেপোলিয়ন দেশের ইতিহাস—স্বাধীনতার ইতিহাস পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রাচীনকালে রোম ও গ্রীস দেশে কি প্রকারে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, নেপোলিয়ন সেই সকল চিত্র হৃদয়ে হৃদয়ে আঁকিয়া রাখিতে লাগিলেন। জুলিয়স সিজারের জীবনবৃত্ত ও তাহার সমালোচনা পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; 'পুলুটার্ক'-রচিত মহাজনগণের আদর্শ-চরিত অধ্যয়ন করিলেন। কি ভাবে, কি বলে, কি কৌশলে, কোন শক্তি-সাহায্যে, সেই প্রাচীন মহাপুরুষগণ বরণীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন; কি প্রকারে তাঁহারা অপনাপন অক্ষয় স্মৃতি জগৎমাঝে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন; যতই সেই সকল কাহিনী আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, ততই সেই চিন্তা, সেই ভাব, তাঁহার প্রাণের ভিতর স্তরে স্তরে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। কেমন করিয়া ক্ষুদ্র হইতে মহৎ হওয়া যায়,—বামন হইয়া চন্দ্র-স্পর্শ সম্ভবপর হয়,—পঙ্গু হইয়াও গিরিলঙ্ঘনে সামর্থ্য জন্মে,—বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়ন কেবলই সেই ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। এ জগতে যাঁহারা মহতের উচ্চ আসন লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই বাল্য-জীবনে প্রতিভাব বীজাঙ্কুর এইরূপেই বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয়। সংসার-জ্ঞানাভিজ্ঞা ক্ষুদ্র বালিকা, ধূলা-খেলার ঘর-কন্না পাতিয়া ভবিষ্য-জীবনের সংসার-নাট্য-শালার ছায়া-চিত্র প্রদর্শন করে। নেপোলিয়নের বাল্য-জীবনে দেখিতে পাই, তিনি সময়ে সময়ে বরফের কেল্লা প্রস্তুত করিয়া সহযোগী বালকবৃন্দকে লইয়া ভবিষ্য জীবনের সমর-সজ্জার ভাবী চিত্র প্রদর্শন করিতেন। সে শৌর্য্য-বীর্য্য, দয়া-ধর্ম্ম, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতির প্রস্ফুট শতদল তাঁহার নবীন জীবনে বিকাশ পাইয়াছিল, বাল্যের সুকোমল মানসক্ষেত্রে তাহারই বীজাঙ্কুর দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। তা না হইলে, বাল্যকালেই তাঁহার প্রতি দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তির দৃষ্টি পড়িবে কেন? নেপোলিয়নের শৈশব সময়ে কাউণ্ট মারবোফ, কর্ষিকার শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন। বালক নেপোলিয়নের বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতা প্রভৃতির প্রতি প্রথমেই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। তদ্দর্শনে তিনি নেপোলিয়নের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন।

যুদ্ধবিদ্যা ও কর্ম্মগ্রহণ। মারবোফের অনুকম্পায় দশ বৎসর বয়সের সময় ব্রায়েনের "যুদ্ধ-বিদ্যালয়ে" নেপোলিয়ন প্রবিষ্ট হইলেন। পাঁচ বৎসর সেই বিদ্যালয়ে নেপোলিয়নের শিক্ষা লাভ হয়। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পারিসের "রয়েল মিলিটারী" স্কুলে

প্রবিষ্ট হন ; এক বৎসর তথায় শিক্ষা লাভের পর, ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে, তিনি গোলন্দাজ সৈন্যের সহকারী পরিচালকের পদ ('সব-লেফ্টেনাণ্ট') প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে ফরাসীরাজ্যে "জ্যাকোবিন" দলের প্রাধান্য ; জ্যাকোবিন" দলের মতামতের সহিত নেপোলিয়নের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। কিসে ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের সকল বাধা-বিপত্তি দূর হয়, প্রথম হইতেই তৎপ্রতি নেপোলিয়ন যত্নবান্ ছিলেন। এক্ষণে সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইয়া, সাধারণ-তন্ত্রের বিরুদ্ধ দল কি প্রকারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়,—ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল ; এবং সেই উদ্দেশ্য-সাধনের উদ্যোগেই তাঁহার কৃতিত্বের প্রতি দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন তাঁহার বহু গুণ-গরিমার বিকাশ পাইতে লাগিল। বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের বহু প্রদেশে অরাজকতার ভীষণ দৃশ্য লক্ষিত হয়। মার্সেলিস সহরে বিভিন্ন বৈদেশিক রাজগণের সৈন্যদল আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করে। সেই উপদ্রব নিবারণেই নেপোলিয়নের প্রথম কৃতিত্ব প্রদর্শিত হইল। মার্সেলিসের 'ফিডারিষ্ট" দলের সৈন্যগণকে দমন করিয়া, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে, নেপোলিয়ন গোলন্দাজ সৈন্যের "কাপ্তেন" পদে অধিরূঢ় হইলেন। ঐ বৎসর সুযোগ বুঝিয়া ইংরেজগণ ফ্রান্সের 'টুলোঁ' নামক সমুদ্র-বন্দর অধিকার করিয়া লন। নেপোলিয়নের উপর সেই বন্দর উদ্ধারের ভার অর্পিত হইল। পাঁচ হাজার ইংরেজ সৈন্য, আট হাজার স্পেনীয় সৈন্য এবং 'পিডমণ্ট' প্রদেশের বহু সৈন্যে ঐ বন্দর অধিকৃত ছিল। ফরাসীর চল্লিশ হাজার সৈন্য ঐ বন্দরে ইংরেজ কর্তৃক অবরুদ্ধ হয় ; ইংরেজের যুদ্ধ-জাহাজে বন্দর ছাইয়া ফেলে। নেপোলিয়ন মুষ্টিমেয় সৈন্য-সাহায্যে অসীম সাহসে 'ইগুইলেট' দুর্গ ধ্বংস করিয়া ঐ বন্দর উদ্ধার করিলেন। এই দুঃসাহসিক ব্যাপারে নেপোলিয়নের যশঃখ্যাতি বিস্তৃত হয় ; রব্‌সপিরি প্রভৃতি সাধারণ-তন্ত্র দলের তাৎকালিক নেতৃবৃন্দ নেপোলিয়নের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়েন। এই সময়ে 'কর্ষিকা'-দ্বীপ ইংরেজের অধিকৃত হইলে, নেপোলিয়ন তাহারও উদ্ধার-সাধন করেন। অতঃপর "কমিটি অব পাবলিক সেফটির" অধীনে 'ব্রিগে-ডিয়ার জেনারেল' পদে অভিষিক্ত হইয়া, নেপোলিয়ন ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে 'আল্পস'-প্রদেশীয় সৈন্যের পরিচালনায় নিযুক্ত হইলেন ; আল্পস-প্রদেশেও ফ্রান্সের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। এই সময়ে রাজধানীতে বিভিন্ন দলের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছিল,—ঘরে ঘরে গোল-যোগ বাধিয়া উঠিয়াছিল। সেই সূত্রে কর্তৃপক্ষগণের কেহ কেহ নেপোলিয়নের প্রতিও সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

পদত্যাগ।

সুতরাং নেপোলিয়ন পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, তাঁহার পদ-ত্যাগের কারণ বড়ই বিচিত্র। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী সীমান্ত প্রদেশসমূহের দৃঢ়তা সম্পাদন-কল্পে নেপোলিয়ন মার্সেলিসে একটী দুর্গ নির্ম্মাণের আয়োজন করেন। তিনি যখন "আল্পস" প্রদেশে অষ্ট্রীয়গণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তাঁহার অধীনস্থ জনৈক কর্ম্মচারী সেই দুর্গ নির্ম্মাণ-কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। সহসা কতকগুলি বিদ্বেষী ব্যক্তি সেই দুর্গ-নির্ম্মাণ-বৃত্তান্তটীকে অতিরঞ্জিত করিয়া "পাব্লিক সেফটী" সভায় জ্ঞাপন করিল ; তাহারা প্রকাশ করিল,—"আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নেপোলিয়ন ঐ দুর্গ প্রস্তুত

করিতেছেন; কালে ঐ দুর্গ দ্বিতীয় 'ব্যাষ্টিল' দুর্গরূপে পরিণত হইবে; নেপোলিয়নের চক্রান্তে শেষে দেশোদ্ধারকারী দলই ঐ দুর্গ-কারাগারে আবদ্ধ হইবেন।" বিপক্ষদলের এই অভিযোগে প্রথমেই নেপোলিয়নের সহকারী বন্দী হইলেন; কিন্তু তিনি নেপোলিয়নের আদেশানুসারে কার্য্য করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল। অতঃপর নেপোলিয়নকেই ঐ অপরাধে বন্দী হইতে হইল; দেশোদ্ধারকারীদিগের বিচারালয়ে তাঁহার বিচার হইবে,—তাহাও স্থির হইয়া গেল। পনের দিন কাল নেপোলিয়ন বন্দী ছিলেন; পরিশেষে পারিস-নগরের কর্তৃপক্ষগণের আদেশে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল। মুক্তি পাইয়াও কিন্তু নেপোলিয়ন পূর্ব্ব পদে বঞ্চিত হইলেন; গোলন্দাজ-সেনার অধ্যক্ষ-পদ হইতে তাঁহাকে পদাতিক-সেনার এক নিম্নতর পদে স্থাপিত করা হইল। সংসারে দারুণ অন্নকষ্ট; তথাপি নেপোলিয়ন সে অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না। অবিলম্বে পদত্যাগ করিয়া, মার্সেলিসে গিয়া, তিনি জননী ও ভ্রাতাভগ্নীগণের সহিত মিলিত হইলেন।

আত্মহত্যা চেষ্টা। পারিবারিক দারুণ দুঃখ-দারিদ্র্যের পর কিছু দিনের জন্য নেপোলিয়নের অন্নের সংস্থান হইয়াছিল; এইবার নেপোলিয়ন তাহাতে বঞ্চিত হইলেন। জননী এবং ভ্রাতা-ভগ্নীগণের গ্রাসাচ্ছাদন সঙ্কুলানে এই সময়ে তাঁহার যে কষ্ট হইল, তাহা বর্ণনাতীত। "আমি বাঁচিয়া থাকিতে জননীর অন্নকষ্ট নিবারণ করিতে পারিলাম না!"—একদিন এই ক্ষোভে নেপোলিয়ন উন্মাদপ্রায় হইলেন,—অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। দারিদ্র্যের সেই দারুণ বৃশ্চিক-দংশন সহ্য করিতে না পারিয়া, তিনি মনে করিলেন,—"এ অকর্ম্মণ্য জীবনে আর প্রয়োজন কি?" সকল জ্বালা জুড়াইবার জন্য অবশেষে একটী নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। একবার ভাবিলেন,—"আত্মহত্যা কর্ত্তব্য কিনা?" আবার ভাবিলেন,—"আত্মহত্যা ব্যতীত এ যন্ত্রণা নিবারণের উপায়ই বা কি আছে?" সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব বাধিল। কুমতি প্রলোভন দেখাইল,—"আত্মহত্যা কর, সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে।" সুমতি বাধা দিল,—"মানুষ হইয়া মনুষ্যত্ব দেখাইবার জন্য প্রস্তুত হও। আত্মহত্যা কাপুরুষের কার্য্য।" নেপোলিয়ন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন; সহসা কে যেন আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। ডেমাসিস নামক তাঁহার এক পুরাতন বন্ধু তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল; গদগদস্বরে কহিল,—"নেপোলিয়ন! তুমি কি সেই নেপোলিয়ন? তোমাকে দেখিয়া আজ বড়ই আনন্দ হইল।" আর মরা হইল না; নেপোলিয়ন মুখ ফিরাইলেন। ডেমাসিনের সহিত কথাবার্ত্তা হইল; নেপোলিয়ন তাঁহাকে সকল কথাই খুলিয়া বলিলেন; অন্তরের নিদারুণ দুঃখভার দূর হইল। তাঁহার দারুণ মনঃকষ্টের কারণ অবগত হইয়া, ডেমাসিস কহিলেন,—"এই লও, তোমায় ছয় সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা 'ডলার' (প্রতি ডলার তিন টাকার উপর) প্রদান করিতেছি; তোমার জননীর নিকট পাঠাইয়া দাও।" জীবনগতি পরিবর্ত্তিত হইল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যিনি নদীর জলে জীবন বিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। জননীর নিকট সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলি পাঠাইয়া দিলেন, এবং আপনিও অদম্য উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। হয় তো এই দিনেই নেপোলিয়নের নাম পৃথিবী হইতে লোপ পাইত; কিন্তু তাঁহার জীবনের আবশ্য-

কতা ছিল বলিয়া, কি জানি কোন অব্যক্ত শক্তি বন্ধুরূপে আসিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিল। নেপোলিয়নের আর মরা হইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবজীবন।

উন্নতির সূত্রপাত। এইবার ফরাসী-ভূমে যেন এক নূতন নেপোলিয়নের আবির্ভাব হইল। ইতিপূর্ব্বে ফরাসী সাধারণ-তন্ত্র যে নেপোলিয়নকে পদচ্যুত করিয়াছিল, তাহারাই আবার তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিয়া লইল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পারিসের রাজপথে শান্তিরক্ষার জন্য একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারীর আবশ্যক হইল। সেনাপতি 'বারাস', এই সময়ে ছয় সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক পদে নিযুক্ত ছিলেন। 'টুলোঁর' যুদ্ধে নেপোলিয়নের কৃতিত্বের কথা স্মরণ করিয়া, তিনি "কনভেসন"-সভাকে অনুরোধ করিলেন,—"নেপোলিয়ন যোগ্য ব্যক্তি; তাঁহাকে দেশরক্ষায় পুনরায় নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।" সেই অনুরোধ রক্ষিত হইল। নেপোলিয়ন, "টপোগ্রাফিকেল ক্যাবিনেট' সভার—ভূবৃত্তান্ত-জ্ঞাপক-সমিতির—সভাপতি পদে বরিত হইলেন। দেশের নদ নদী, গ্রাম-নগরাদির অবস্থান সম্বন্ধে নেপোলিয়নের জ্ঞানের অবধি ছিল না; আশৈশব তিনি দেশ ও দেশের অবস্থা আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং এই কার্য্য-ব্যপদেশে তাঁহার কৃতিত্ব প্রদর্শনের সমূহ সুবিধা উপস্থিত হইল। পরবর্ত্তী জীবনে নেপোলিয়ন যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিজয়-শ্রী লাভ করেন, ইহাই তাহার মূল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। কত দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, কাটিয়া যাইত; নেপোলিয়ন সেই একই তত্ত্ব—কোন দেশের কিরূপ আভ্যন্তরীণ অবস্থা—নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিতেন। মার্সেলিসে দুর্গ-নির্ম্মাণ অপরাধে যখন তিনি বন্দিভাবে অবস্থিত, পনের দিনের পর পারিস হইতে যখন তাহার মুক্তির সংবাদ আসিয়া পৌছিয়াছে, এবং যখন তাঁহার একজন বন্ধু সৈনিক-কর্ম্মচারী তাহাকে সেই সংবাদ প্রদান করিতে আসিয়াছেন,—রাত্রি তখন দুইটা অতীত হইয়াছে; তাঁহার সম্মুখে টেবিলের উপর অনেকগুলি মানচিত্র, পুস্তক এবং 'চার্ট' (সমুদ্র, দেশ, দ্বীপ প্রভৃতির চিত্র) বিস্তৃত রহিয়াছে; নেপোলিয়ন একাগ্রমনে স্থির দৃষ্টিতে তৎপ্রতি চাহিয়া আছেন। হয় তো সেই বন্দী অবস্থায় একটু পরেই তাঁহাকে গুলি করিয়া মারা হইবে! কিন্তু সে ভাবনা নেপোলিয়নের মনে আদৌ নাই;—তখনও তিনি পুস্তকাদি লইয়া দেশের ভাবনা ভাবিতেছেন। তদ্দর্শনে বন্ধু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কি!", তুমি এখনও ঘুমাও নাই?" নেপোলিয়েন উত্তর দিলেন,—"ঘুম তো অনেক ক্ষণ হইয়াছে! আর ঘুম কেন?" বন্ধু বলিলেন,—"এত শীঘ্র শীঘ্র উঠিলে?" নেপোলিয়ন উত্তর দিলেন,—"কেন? দুই তিন ঘণ্টা ঘুমাইলেই ত যথেষ্ট ঘুম হয়!" বলা বাহুল্য, নেপোলিয়নের জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়। নিদ্রা বা বিশ্রাম, তিনি যেন জানিতেনই

না। তিনি কর্ম্মবীর; দিনরাত্রি কেবল কর্ম্ম লইয়াই বিব্রত থাকিতেন; কর্ম্মবলেই তিনি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এমন না হইলে কি আর মানুষ বড় হয়?

শুভ-সূচনা। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়নের অদৃষ্ট-গগনে সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয় হইল। ঐ বৎসর ইটালীর সৈন্যসমূহের ভার প্রাপ্ত হইয়া, তিনি ইটালী জয়ে মনস্থ করেন। সৈন্যদলের অবস্থা তখন অতীব শোচনীয়; সাহস, শৃঙ্খলা, আদেশ-পালন প্রভৃতি গুণগ্রাম তাহাদিগের মধ্য হইতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। নেপোলিয়ন প্রথমতঃ সেই সৈন্যদলের মধ্যে নবজীবন সঞ্চারে উদ্যোগী হইলেন। অতঃপর ইটালীতে অষ্ট্রীয় সেনাপতি 'বোলিউ'র সহিত নেপোলিয়ন যে ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, যে অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণ চকিত ও মোহিত হইয়া গেল। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়গণ 'আডা'-নদীর তীরে 'লোডি'-নগরে যখন সৈন্য-সমাবেশ করিল, নেপোলিয়নের সৈন্যগণ কেহই তখন মনে করিতে পারে নাই যে, সেই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া নেপোলিয়ন সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন। নদীর পর-পারে অষ্ট্রীয়গণ, দ্বাদশ সহস্র পদাতিক, চারি সহস্র অশ্বারোহী এবং ত্রিশটী সুবৃহৎ কামান লইয়া, শিবির-সন্নিবেশ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। নেপোলিয়ন, মাত্র ছয় সহস্র সৈন্যের সাহায্যে সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যখন উন্মত্তের ন্যায় রণ-সাগরে ঝাঁপ দিলেন, জয়-পরাজয় বিপদ-আপদ কিছুরই প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি যখন সোৎসাহে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, সৈন্যগণ তখন আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহাদের দলপতি পরিচালক যিনি, জীবনকে তৃণ-তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তিনি সমরানলে জীবনাহুতি প্রদানে অগ্রসর হইলেন;—তাহারা কি তখন আর স্থির থাকিতে পারে? নেপোলিয়নের অগ্নিময়ী উদ্দীপনায় তাঁহার সৈন্যদল দুই ভাগে বিভক্ত হইল। একদল সৈন্য সম্মুখের সেতুর উপর দিয়া বিপক্ষদিগকে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইল। অন্যদিকে আর একদল সৈন্য, গুপ্তভাবে পদব্রজে নদী পার হইয়া, পশ্চাৎ হইতে বিপক্ষ-সেনা আক্রমণ করিল। অষ্ট্রীয় সেনাপতি প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই; মনে করিয়াছিলেন,—বুঝি বা নেপোলিয়নের গর্ব্ব এক দিনেই খর্ব্ব হইবে। কার্য্যকালে কিন্তু তাঁহার বুদ্ধির বিপরীত ফল ফলিল; নেপোলিয়ন সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। অতঃপর নেপোলিয়ন একে একে বিপক্ষদিগের চারিজন সেনাপতিকে ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। 'বোলিউর' পরিচালিত সৈন্যগণ, কাইরো, মন্টেনোট মিলেসিমো, ডেগো এবং লোডি-নদীর তীরে পরাজিত হইল। 'উরুমসার' পরিচালিত সৈন্যগণ কাষ্টিগ্লিয়ন, রোডাবেভো ও ব্যাসানের যুদ্ধে, এবং 'আলভিঞ্জির' সৈন্যগণ আরপোলা, রিভোলি ও মাণ্টুজয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইল। পরিশেষে যুবরাজ চার্লসের সৈন্যগণকে জর্ম্মণীর মধ্যপথ দিয়া ভিয়েনার চল্লিশ মাইল দূরবর্ত্তী 'লাউবেন' নগর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেলেন। এই অভূতপূর্ব্ব বিজয়-ব্যাপারে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর 'ক্যাম্পো ফোরমিও' নগরে এক সন্ধি হইল; সেই সন্ধিসর্ত্তে বিশাল ভূখণ্ডে ফ্রান্সের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। এই সকল যুদ্ধে নেপোলিয়ন যে অমানুষিক সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিলেন, যেরূপ নিঃসঙ্কোচে বিপক্ষ-পরিচালিত জ্বলন্ত গোলা-গুলি ও দীপ্ত অস্ত্রের মধ্যে অবহেলায় বিচরণ করিতে লাগিলেন; জগৎ তাহাতে চমকিয়া উঠিল। না-জানি নেপোলিয়ন কি

ফরাসী সম্রাট



বীরকেশরী নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

যে বীরপুরুষ সামান্য সৈনিকের পদ হইতে ফ্রান্সের সম্রাট-পদে উন্নীত হইয়াছিলেন; যিনি ফ্রান্সের গৃহবিচ্ছেদের মূলচ্ছেদ করিয়া ফ্রান্সে একছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন; যাঁহার প্রতাপে একদিন সমস্ত ইউরোপ থরথর কম্পিত হইয়াছিল; যিনি একদিন সমগ্র জগতের একচ্ছত্র সম্রাট হইবার বাসনা করিয়াছিলেন; দেখ পাঠক, একবার তাঁহার চিত্র দেখ।

(১৪০ পৃষ্ঠা।)

অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন, না-জানি নেপোলিয়ন কি দৈববলে বলীয়ান,—এই মনে করিয়া লোকে দলে দলে তাঁহার সহিত যোগদান করিতে লাগিল। নেপোলিয়নের সৈন্যবল বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল। এই সময় নেপোলিয়ন আর এক অনুপম সহৃদয়তার ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন। ইটালী-জয়ে নেপোলিয়ন যে অর্থসম্পদ লাভ করিলেন, ইচ্ছা করিলে তৎসমুদয় তিনি আত্মসাৎ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া সেই সকল অর্থ তাঁহার দলভুক্ত সৈন্যগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে লাগিলেন। যাহার বস্ত্র ছিল না, তাহাকে বস্ত্র কিনিয়া দিলেন; যাহার অন্নকষ্ট ছিল, তাহার সে কষ্ট দূর করিলেন; সকলেই তাঁহার বশীভূত হইল। পরকে আপনার করিয়া লইতে হইলে যে স্বার্থত্যাগ, যে সহানুভূতি প্রয়োজন, নেপোলিয়ন তাহা জানিতেন; আর সেই গুণেই তিনি অসংখ্য লোকের মনঃপ্রাণ আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে আপনার করিয়া লইলেন।

দেশ-বিজয়। রবসপিয়রির পতনের পর, ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর হইতে একাল পর্য্যন্ত, ফরাসী রাজ্যে 'ডিরেক্টরেট' সভার কর্তৃত্বাধীনে শাসনকার্য্য পরিচালিত হইতেছিল। নেপোলিয়নের যশঃপ্রভা দিগন্তব্যাপী হওয়ায়, 'ডিরেক্টরেট' সভার সদস্যগণের মনে ঈর্ষার সঞ্চার হইল। তাঁহারা ফ্রান্স হইতে নেপোলিয়নকে দূরে রাখিতে মনস্থ করিলেন। নেপোলিয়নের মনেও তখন উচ্চ আশা—কেমন করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে ফ্রান্সের আধিপত্য বিস্তৃত হয়, সেই চিন্তায়—সেই কল্পনায় তিনি বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলেন। মিশরের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিবেচনা করিয়া, নেপোলিয়ন এই সময়ে মিশর-জয়ের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সোনায় সোহাগা সংযোগ হইল; 'ডিরেক্টর'গণ নেপোলিয়নকে দৃষ্টি-বহির্ভূত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন মিশর-জয়ে যাত্রা করিলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়া সহর অধিকার করিলেন; 'পিরামিডের' যুদ্ধে 'মোরাও' উপসাগরে আধিপত্য বিস্তৃত হইল; তত্রত্য "মামেলুক" নামক যোদ্ধ-জাতিকে পরাজিত করিয়া তিনি সম্পূর্ণরূপে "কাইরোর" অধিপতি হইলেন। এইবার তাঁহার মনে আর এক নূতন আশার সঞ্চার হইল; গ্রীক-বীর সেকেন্দার সাহের বিজয়-কাহিনী তাঁহার স্মৃতিপথে বিকাশ পাইল। তিনি মনে করিলেন,—ভূমধ্যসাগরে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া সিরিয়ার পথে কনস্তান্তিনোপল জয় করিবেন; পরিশেষে এসিয়া-খণ্ডে উপনীত হইয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিবেন। ইংরেজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়া ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের যে আশায়—যে কল্পনায় ফরাসী সেনাপতি ডুপ্লে এক সময়ে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, এইবার সেই অপূর্ণ আশা পূর্ণ করিয়া ভারতবর্ষকে ফরাসীর অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিবার জন্য নেপোলিয়ান ব্যাকুল হইলেন। এই প্রসঙ্গে মহীশূরের তাৎকালিক অধিপতি টিপু সুলতানের সহিত নেপোলিয়নের চিঠি-পত্র চলিতে লাগিল। কিন্তু ইংরেজ নৌ-সেনাপতি নেলসান তাঁহার অন্তরায় হইলেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট 'আবুকির' উপসাগরে ফরাসী-ইংরেজে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে ফরাসীর এগারখানি যুদ্ধ-জাহাজ ধ্বংস হইল; দুইখানি যুদ্ধ জাহাজ বিপক্ষ-হস্তে পড়িল; ফরাসী সেনাপতি 'ব্রেজ' নিহত হইলেন। ইংরেজ সেনাপতি

নেলসনও গুরুতর আঘাত পাইলেন। এই যুদ্ধ 'নাইলের যুদ্ধ' নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পর, নেপোলিয়ন 'সিরিয়া'-বিজয় মানসে সাহারা অতিক্রম করিয়া 'জাফা' দুর্গ ধ্বংস করিলেন; তৎপরে 'একর' অবরুদ্ধ হইল। কিন্তু সেখানে 'সার সিডনি স্মিথ' পরিচালিত তুরস্ক সৈন্য কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হওয়ায়, পুনরায় মিশরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতঃপর আলেকজান্দ্রিয়ার নিকট "আবুকির" যুদ্ধে তাঁহার জয় হইল। চারিদিকে নেপোলিয়নের জয়-জয়কার পড়িয়া গেল।

সৌভাগ্যের পূর্ণ বিকাশ।

এই সময় ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ কর্তৃক ফ্রান্স পদে পদে লাঞ্ছিত হইতেছিল। এক্ষণে সেই সংবাদ নেপোলিয়নের নিকট উপস্থিত হইল। তখন, একজন সেনাপতির উপর মিশরের সৈন্যের ভার প্রদান করিয়া, নেপোলিয়ন ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করিলেন। ফ্রান্সে আসিয়া দেখিলেন,—দারুণ বিশৃঙ্খলা, "ডিরেক্টর"-দিগের শাসন লোকে আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। অতঃপর নূতন বিধি-বিধানের প্রবর্ত্তনায়, ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই নবেম্বর, "ডিরেক্টরেট" সভার উচ্ছেদ-সাধনে "কনসলেট" সভা গঠিত হইল; সাইস, লুসিয়েন ও জেনারেল লুক্লার্ক প্রভৃতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবৃন্দের সাহায্যে (১১ই নবেম্বর) নেপোলিয়ন সেই সভার পরিচালক অথবা প্রথম "কনসাল" নির্ব্বাচিত হইলেন। ইহার কয়েক মাস পরেই পুনরায় নেপোলিয়নকে ইটালিতে অষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে 'মারেঙ্গোর' যুদ্ধে নেপোলিয়ন অষ্ট্রীয়গণকে পরাজিত করিলেন। এই সময় তাঁহার সেনাপতি মোরো কর্তৃক 'হোহেনলিণ্ডেনের' যুদ্ধেও অষ্ট্রীয়গণ পরাজিত হইল। পদে পদে পরাজিত হওয়ায়, ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী 'লুনেভিল'সহরে অষ্ট্রীয়গণ নেপোলিয়নের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। পর বৎসর ১৮০২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে 'আমেন' সহরেও ইংরেজদিগের সহিত ফরাসীর সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধি-সর্ত্তে সিংহল ও ট্রিনিদাদ ব্যতীত ইংরেজগণ সমুদায় বিজিত রাজ্য ফরাসীদিগকে প্রত্যর্পণ করেন; এবং তৃতীয় এডওয়ার্ডের সময় হইতে ইংলণ্ডের নৃপতিগণ যে "ফ্রান্সের রাজা" উপাধি গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন, সে উপাধি লোপ পায়। অন্য পক্ষে ফরাসিগণ ইটালির দক্ষিণাংশের আধিপত্য পরিত্যাগ করেন। 'কোপেন হেগেন' এবং 'আলেকজান্দ্রিয়ার' যুদ্ধের পরিণামেই এই সন্ধি হয়। এই বৎসর নেপোলিয়ন জন সাধারণ কর্তৃক "কনসাল" পদে স্থায়িরূপে অভিষিক্ত হন। তৎপরে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ফরাসী-রাজ্যের সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইলেন। সৌভাগ্যের পূর্ণ বিকাশ প্রকাশ পাইল।

সম্রাটপত্নী জোসেফিন।

নেপোলিয়ান সম্রাট হইলেন; তাঁহার পত্নী জেসেফিন সম্রাটপত্নীরূপে সিংহাসনে আসন পাইলেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে চতুর্ব্বিংশ বর্ষ বয়সে নেপোলিয়ন, জোসেফিনের পাণিগ্রহণ করেন। তখন জোসেফিনের বয়ক্রম তেত্রিশ বৎসর। পনের বৎসর বয়সে জোসেফিনের আর এক বিবাহ হইয়াছিল। সে পক্ষের দুইটী সন্তান বিদ্যমান ছিল। তৎসত্ত্বেও নেপোলিয়ন যে তাঁহাকে বিবাহ করেন, সে কেবল রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া। প্রথমে যাঁহার সহিত জোসেফিনের বিবাহ হয়, তাঁহার নাম 'ভাইকাউণ্ট ডি বোহারনেস'। বিপ্লবের সময় বিদ্রোহিতার অপরাধে, "গিলোটিনে"

তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হয়; জোসেফিন বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় জোসেফিনকে দেখিয়া, নেপোলিয়ন তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হন। জোসেফিনের মুক্তির পর নেপোলিয়নের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। জোসেফিনের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর হইতেই নেপোলিয়নের ভাগ্য-লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইল। নেপোলিয়ন নিত্য-নূতন সম্মানের ও গৌরবের পদ-প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় তের বৎসর কাল, দাম্পত্য-প্রেমের সুখে সৌভাগ্যে আনন্দে, নেপোলিয়নের জীবন অতিবাহিত হইল। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কখনও কোনও মনোমালিন্যের ছায়াপাত হইয়াছিল বলিয়া অণুক্ষণেও কেহ জানিতে পারিল না। সেই অবস্থায়, ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের স্বচ্ছ নির্ম্মল মেঘমুক্ত আকাশে, সহসা যেন বজ্র-পাত হইল। ঐ বৎসর, নেপোলিয়ন জোসেফিনকে পরিত্যাগ করিলেন। নেপোলিয়নের বড় সাধের সহধর্ম্মিণী, সিংহাসনের অধিকারিণী, পথের ভিখারিণী হইলেন।* হঠাৎ কেন এমন হইল; অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—এরূপ হওয়ার কারণ কি? কারণ!— নেপোলিয়নের ঔরসে তাঁহার কোনও পুত্রসন্তান হয় নাই; পুত্রসন্তান না থাকিলে, নেপোলিয়নের অবর্ত্তমানে ফ্রান্সের সিংহাসনে কে বসিবে?—এই হেতুবাদে, অনেকে বলেন,— সাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য, নেপোলিয়ন জোসেফিনকে পরিত্যাগ করেন। † অন্যপক্ষে অষ্ট্রীয় সম্রাটের কন্যা 'মেরিয়া লুইসার' সহিত নেপোলিয়নের দ্বিতীয়বার বিবাহ হইল। ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের অঙ্কুরোৎপত্তির সময় হইতেই অষ্ট্রিয়ার সহিত ফরাসী জাতির বিষম বৈরিতা চলিয়া আসিতেছিল; ফরাসী জাতির সম্রাট হইয়াও, নেপোলিয়ন সেই অষ্ট্রিয়ার রাজ-কন্যাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার একমাত্র আশা,—লুইসার গর্ভে নেপোলিয়নের পুত্র-সন্তান জন্মিলে, সেই কুমার ফরাসীর রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হইবে। এই ভবিষ্য আশায় আনন্দের আর অবধি নাই! মানুষ এতই মূঢ়,—মানুষ এতই ভ্রমান্ধ! নিজের জীবনে দুই দিন পরে কি ঘটনা ঘটিতে পারে, মানুষ তাহাই জানে না, তাহাই ভাবিয়া পায় না;—অথচ সে কি না, পুত্র-পৌত্রাদির ভাবী সুখ-সৌভাগ্যের ভাবনা ভাবিয়া ব্যাকুল হয়! মোহাচ্ছন্নতা—মূঢ়তার দৃষ্টান্ত, ইহার অধিক আর কি হইতে পারে?

* নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অবস্থায় জোসেফিন পাঁচ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। নেপোলিয়নের পতনের সম-সময়ে (১৮১৪ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে অন্তিম-শয়নে "নেপোলিয়ন! নেপোলিয়ন!" এই বলিতে বলিতে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

† পত্নী জোসেফিনকে পরিত্যাগ সম্বন্ধে দুই পক্ষের দুই মত দৃষ্ট হয়। নেপোলিয়নের পক্ষ-সমর্থন-কারিগণ বলেন,—নেপোলিয়নের পুত্রসন্তান না হওয়ায় ফরাসী জনসাধারণ বড়ই ক্ষুণ্ণ ছিলেন; তাঁহাদের অভিলাষ পূরণ জন্যই নেপোলিয়ন পত্নীত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; অষ্ট্রীয়-সম্রাটের কন্যার সহিত বিবাহ, তাঁহাদের মতানুসারেই সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু নেপোলিয়নের প্রতিপক্ষগণ এ কথা অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন,—উচ্চ রাজবংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আপনার বংশ-পরম্পরাকে অভিজাত-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া যাইবেন,—এই দুরাশাতেই নেপোলিয়ন এই কার্য্য করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, এই পত্নীত্যাগ ও পুনর্ব্বিবাহ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে যে মত-পার্থক্য ঘটিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

নবম পরিচ্ছেদ।

অবস্থান্তর।

চারিদিকে সমরানল।

সম্রাট্ হইয়াই নেপোলিয়ন যে বিশ্রাম-সুখ লাভ করিলেন, তাহা নহে। এই সময় পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ,—স্পেনে যুদ্ধ, পর্ত্তুগালে যুদ্ধ, রুষিয়ায় যুদ্ধ;—অষ্ট্রীয়া, জর্ম্মণি সর্ব্বত্রই যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। এদিকে ভারতবর্ষেও মহারাষ্ট্রীয় জাতির সহিত—হোলকার সিন্ধিয়া প্রভৃতির সহিত—ইংরেজের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই সময় পৃথিবীর সম্রাট হইবার আশায়, নেপোলিয়ন উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল,—ইংলণ্ডই সে পথে তাঁহার প্রতিবাদী; সুতরাং ইংলণ্ডের গর্ব্ব খর্ব্ব করাই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইয়া পড়িল। নেপোলিয়ন স্পষ্টই বলিলেন,—"যদি ছয় ঘণ্টার জন্যও আমি 'ইংলিশ চ্যানেলে' অধিকার বিস্তার করিতে পারি, তাহা হইলেই আমি পৃথিবীর সম্রাট-পদ লাভ করিতে পারিব।" তখন (১৮০৪ খৃষ্টাব্দে) ইংলণ্ডে তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্বকাল; পিট মহামন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত। নেপোলিয়নের শৌর্য্য বীর্য্যে ও গর্ব্বিত-বাক্যে মন্ত্রিবর পিট সন্ত্রস্ত হইলেন; ইংলণ্ড রক্ষার জন্য বাছিয়া বাছিয়া দেশ হইতে তিন লক্ষের অধিক 'ভলণ্টিয়ার' সেনা প্রস্তুত করিলেন; নৌ-সেনাপতি নেলসন 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ' দ্বীপ-পুঞ্জের পথে ফরাসী ও স্পেনীয়দিগের সমুদ্র-পথ অবরোধ করিয়া রহিলেন। এদিকে নেপোলিয়ন, ইংলণ্ড আক্রমণ মানসে, 'ইংলিশ চ্যানেলের' পর-পারে ইংলণ্ডে এক লক্ষ সৈন্য প্রেরণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইবার নৌ-সেনাপতি নেলসন ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন; সার রবার্ট ক্যালভার্ট, 'কেপ ফিনিষ্টার' হইতে স্পেনীয় রণতরীসমূহকে 'কেডিজ' উপসাগরে বিতাড়িত করিলেন। নেলসন, তাহাতে ফরাসী রণতরীর অনুসরণে সুযোগ পাইলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ২১এ অক্টোবর 'ট্রাফালগারে' ঘোরতর জল-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই দিন নেলসনের বীরত্বে ইংলণ্ডের গৌরব রক্ষা হয়। নেলসন, ইংরেজ-জাতিকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন,—"ইংলণ্ডের প্রত্যেক লোক দেশের জন্য আপনাপন কর্ত্তব্যপালন করুন—ইংলণ্ড আজ তাহাই আশা করিতেছেন।" এই বলিয়া নেলসন যখন সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিতেছিলেন, সহসা একটী গোলা আসিয়া তাঁহার বক্ষে পতিত হইল, ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় বীর নেলসন জীবন ত্যাগ করিলেন। তবে সে জীবন-ত্যাগেও তাঁহার পরিতৃপ্তি হইল; তিনি দেখিয়া গেলেন, তাঁহারই উৎসাহে তাঁহারই প্রাণ-বিসর্জ্জনে 'ট্রাফালগার' যুদ্ধে ইংলণ্ডের বিজয়-নিশান উড্ডীন হইল।

দেশ-বিজয়।

এই পরাজয়েও নেপোলিয়ন হতাশ্বাস হইলেন না; ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে 'অষ্টারলিরেজর যুদ্ধে' রুষিয়া ও অষ্ট্রীয়ার সমবেত সৈন্য বিধ্বস্ত করিলেন। ইংলণ্ড আবার ভয় পাইলেন। উইলবারফোর্স লিখিয়া

গিয়াছেন,—"একদিকে নৌ-সেনাপতি নেলসনের মৃত্যু, অন্যদিকে অষ্টারলিজের যুদ্ধে নেপোলিয়নের বিজয়-লাভ—এই দুই কারণে মনোভঙ্গে বৃদ্ধ মহামন্ত্রী পিট মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।" ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন 'নেপল্‌স' জয় করিয়া নিজ ভ্রাতা জোসেফকে তত্রত্য রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ বৎসরের শেষভাগে 'জেনার' প্রসিদ্ধ যুদ্ধে জয়লাভ করায়, প্রায় সমগ্র ইউরোপখণ্ডে তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হয়। এই যুদ্ধে রুষিয়া, প্রুশিয়া এবং সুইডেনের সমবেত সেনা তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিল। অতঃপর ২১শে নবেম্বর নেপোলিয়ন এক ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন; ইংলণ্ডের সহিত যাহাতে অন্যান্য দেশের বাণিজ্য-সম্বন্ধ বন্ধ হয়, এই ঘোষণা প্রচারের তাহাই উদ্দেশ্য। "বার্লিন ডিক্রী" নামে এই ঘোষণা ইতিহাসে অভিহিত। এই ঘোষণার ফলে, ইংরেজ আরও ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ইংরেজ বণিক জাতি; বাণিজ্য বন্ধ হইলে, ইংরেজ প্রাণে মারা যায়। ইংরেজ সব সহিতে পারে; কিন্তু বাণিজ্যের কোনরূপ ক্ষতি সহিতে পারে না। ইংরেজ হাতে-মারা বরং সহিতে পারে; কিন্তু ভাতে-মারা সহিতে পারে না। তাই ইংরেজ পাগল হইয়া উঠিলেন। কি উপায়ে নেপোলিয়নকে দমন করা যায়,—ইংরেজের তখন তাহাই মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। ইংরেজ-সেনাপতি 'সার আর্থার ওয়েলেস্‌লি' ভারতবর্ষে মহা-রাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন; স্বদেশে ইংরেজের মান-রক্ষার জন্য ভারত হইতে তিনি ইংলণ্ডে আহুত হইলেন। এই সময়ে (১৮০৮ খৃষ্টাব্দে) নেপোলিয়ন, পর্ত্তুগাল ও স্পেনদেশ অধিকার করিয়া লইলেন; এবং আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জোসেফ বোনা-পার্টকে নেপল্‌স্ হইতে আনয়ন করিয়া স্পেন-দেশের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পশ্চা-ন্তরে আপনার ভগ্নীপতি ও প্রধান সেনাপতি মুরাটকে নেপল্‌সের সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। পর্ত্তুগালের রাজা, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল দেশে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। পর্ত্তুগাল, স্পেনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া, নেপোলিয়নের ভ্রাতা জোশেফ কর্ত্তৃক শাসিত হইতে লাগিল। নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন দেশ এইরূপে অধিকৃত হইলে, ইংরেজগণ, ভারতবর্ষ সম্পর্কে বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। রাষ্ট্র হইল,—নেপোলিয়ন ভারতবর্ষ জয় করিতে আসিতেছেন। সুতরাং ইংরেজগণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আফগানিস্থানের তাৎকালিক শাসনকর্ত্তা সা-সুজার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া আফগানিস্থানে পথে নেপোলিয়নের গতিরোধ করিবার জন্য এল্‌ফিনষ্টোন সাহেব তথায় গমন করিলেন। এদিকে মেটকাফ সাহেব মহারাজ রণজিৎ সিংহের দরবারে উপস্থিত হইয়া শিখদিগের সহিত সন্ধি-স্থাপনে চেষ্টিত হইলেন।*

* কনিংহাম সাহেবের প্রণীত "শিখ ইতিহাসের" পঞ্চম পরিচ্ছেদ (Cunningham's "History of the Sikhs") এবং 'অবার' সাহেবের "ভারতে ব্রিটিশ-শক্তির অভ্যুদয় ও উন্নতি" (Auber's "Rise and Progress of the British Power in India," vol II.) পুস্তক এবং 'মরে' সাহেবের 'রণজিত সিংহ' (Murray's "Ranjit Singh") প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

'পেনিনসুলার' যুদ্ধ। নেপোলিয়ন কর্তৃক পর্ত্তুগাল এবং স্পেন দেশ অধিকৃত হওয়ার পর, 'পেনিসুলার' বা 'উপদ্বীপীয় যুদ্ধ' আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, "বার্লিন ডিক্রী" ঘোষণা দ্বারা নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের সহিত ইউরোপের অন্যান্য দেশের বাণিজ্য-সম্বন্ধ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগাল, নেপোলিয়নের সে আদেশ পালন করিতে অস্বীকৃত হয়। তজ্জন্য রোষপরবশ হইয়া, নেপোলিয়ন পর্ত্তুগাল দেশ অধিকার করিয়া লন। এদিকে স্পেনের রাজার সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। সেই বিবাদ মীমাংসা উপলক্ষে নেপোলিয়ন, স্পেনের রাজা, যুবরাজ এবং প্রধান ব্যক্তিবর্গকে একটী পরামর্শ-সভায় আহ্বান করেন। "বেয়নে" সেই সভা আহুত হয়। সেই সভায় রাজা ও রাজপুত্রকে বাধ্য করিয়া, নেপোলিয়ন স্পেন-দেশে আপন আধিপত্য বিস্তার করেন। তদবধি স্পেন ও পর্ত্তুগাল উভয় রাজ্যই নেপোলিয়নের অধিকারভুক্ত হয়। পর্ত্তুগালের রাজা রাজ্যত্যাগ করিয়া ব্রাজিল দেশে পলায়ন করিলেও, পর্ত্তুগীজগণ নেপোলিয়নের এই ব্যবহার সহ্য করিতে পারিল না। স্পেনীয়গণও দারুণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ স্পেন ও পর্ত্তুগাল একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, ফরাসীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে একদল ফরাসী সৈন্য 'বেলেনে' স্পেনীয়গণের হস্তে বন্দী হইল। নেপোলিয়নকে ধ্বংস করিবার জন্য ইংলণ্ড পূর্ব্বাপর চেষ্টা করিতেছিলেন। স্পেন-পর্ত্তুগালের সহিত নেপোলিয়নের বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, ইংলণ্ড আপন প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইলেন। সার আর্থার ওয়েলেসলির অধিনায়কত্বে ইংলণ্ড হইতে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বিপুল বাহিনী প্রেরিত হইল। স্পেন ও পর্ত্তুগালের সহিত যোগদান করিয়া, ইংলণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ ইতিহাসে "পেনিনসুলার ওয়ার" বা 'উপদ্বীপীয় যুদ্ধ' নামে পরিচিত। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ছয় বৎসর কাল এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। ইংরেজের পক্ষে, সার আর্থার ওয়েলেসলি (পরিশেষে 'ডিউক অব ওয়েলিংটন' নামে অভিহিত হন), সার জন মুর, সার টমাস গ্রেহাম এবং জেনারেল হিল, সৈন্য-পরিচালনা করিয়াছিলেন; ফরাসী পক্ষে, স্বয়ং নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, মার্সেল মাসেনা, মার্সেল নে, মার্সেল সুল্ট প্রভৃতি সেনানায়কের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ওয়েলেসলি পরিচালিত ইংরেজ-সৈন্য 'মণ্ডেগ' উপসাগরে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমেই 'রোরিকা' নামক স্থানে ক্ষুদ্র একদল ফরাসী-সৈন্যকে পরাজিত করিল। তৎপরে 'ভীমেরার' যুদ্ধে 'মার্সেল জুনোর' অধীনস্থ ফরাসী সৈন্যও ওয়েলেসলির নিকট পরাজিত হইল। এই দুই পরাজয়ে, ৩০শে আগষ্ট, 'সিনট্রার কনভেনসন' সর্ত্ত অনুসারে ফরাসীগণ পর্ত্তুগাল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন। ফরাসী-সৈন্যগণ প্রত্যাবৃত্ত হইলে, স্পেনের উত্তেজিত জনসাধারণকে দমন করিবার জন্য, নেপোলিয়ন রাজধানী 'মাদ্রিদ' নগর অবরোধ করিলেন। তাহাতে ইংরেজ-সেনাপতি সার জন মুর ২৫ হাজার সৈন্যসহ ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে স্পেন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নেপোলিয়ন ৭০ হাজার সৈন্য লইয়া সেনাপতি মুরের গতিরোধ করিলেন। অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া নেপোলিয়নের বিপুল বাহিনীর যুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব মনে করিয়া, সার জন মুর কৌশলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

তাঁহার এই প্রত্যাবর্ত্তন সামরিক ইতিহাসে অদ্বিতীয় রণকৌশলের পরিচয় বলিয়া ঘোষিত হয়। সেনাপতি মুর 'ভিগো' অভিমুখে অগ্রসর হইলে, নেপোলিয়ন তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তখন 'ভিগো' নিরাপদ স্থান নহে বুঝিয়া, সেনাপতি মুর, "গেলিসিয়ার" অন্তর্গত "করুণা" বন্দরে উপনীত হইলেন। ১৬ই জানুয়ারী "মার্সেল সুল্টের" অধীনস্থ ফরাসী-সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিল। দিবা দ্বিপ্রহর হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল। যুদ্ধে তিন হাজার ফরাসী-সৈন্য নিহত হইল। জয়োল্লাসে ইংরাজ-সৈন্য জাহাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, ইতিমধ্যে তাহাদের সেনাপতি সার জন মুর ফরাসী-সৈন্যের গুলির আঘাতে নিহত হইলেন। সার জন মুরের আকস্মিক মৃত্যুতে ইংলণ্ডে দারুণ শোক-প্রবাহ প্রবাহিত হইল। যাহা হউক, ইংরেজ ইহাতেও নিরস্ত হইলেন না। অতঃপর সেনাপতি ওয়েলেস্‌লি দ্বিগুণ উৎসাহে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। "অপোর্টো" এবং "টালাভেরার" যুদ্ধে পুনরায় সেনাপতি ওয়েলেসলি ফরাসী সেনাপতি সুল্টকে পরাজিত করিলেন; কিন্তু 'মেডেলিনের' যুদ্ধে ফরাসীর নিকট স্পেনীয়-সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল। এইরূপ জয়-পরাজয়ের মধ্যে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ অতিবাহিত হইল। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন পুনরায় পর্ত্তুগাল অধিকার করিয়া লইলেন। তাঁহার সেনাপতি "মেসেনার" অধীনস্থ ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার সৈন্য পঙ্গপালের ন্যায় পর্ত্তুগালে পতিত হইল। ইংরেজ আবার ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সেই অসংখ্য সৈন্য-সাগরে ঝম্প-প্রদান করিতে সঙ্কুচিত হইয়া "টোরিস ভেড্রাস্" নামক সৈন্যব্যূহ রচনা করিয়া ওয়েলেস্‌লি অবস্থান করিতে লাগিলেন। 'টেগস' নদী হইতে সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশে, তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া, তাঁহার সৈন্যদল অপেক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু ফরাসীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহস হইল না। ঐ বৎসর 'বুসাকোর' যুদ্ধে ওয়েলেস্‌লি জয় লাভ করেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে 'বারোসা' এবং 'ওনোরো'র যুদ্ধে ইংরেজদিগের জয় লাভ হয়; কিন্তু 'আলবুরা'র যুদ্ধে ফরাসীর নিকট ইংরেজের যে পরাজয়, হয়, তাহাতে ইংরেজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন; ঐ সময় ইংরেজের নিকট হইতে 'বাডাজেজ' দুর্গ ফরাসীগণ অধিকার করিয়া লন। অতঃপর ১৮১২ খৃষ্টাব্দে 'রোডেরিগো' এবং 'বাডাজোজ' দুর্গ পুনরাক্রমণ করিয়া ওয়েলেস্‌লি স্পেনে প্রবেশ করেন। 'সালামানকার' যুদ্ধে ফরাসীগণ পরাজিত হয়; মাদ্রিদ আক্রমণ করিতে গিয়া নেপোলিয়ন প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের 'ভিটোরিয়া' এবং 'পীরেনিজে'র যুদ্ধ বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই দুই যুদ্ধেই ফরাসীগণ পরাজিত হয়। তৎপরে ইংরেজগণ কর্তৃক "সেণ্ট সেবাষ্টিয়ান' এবং 'পম্পেলুনা' আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে "পেনিনসুলার" যুদ্ধের অবসান হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজ ও ফরাসী উভয় পক্ষেরই অসংখ্য সৈন্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; বহু প্রধান প্রধান ব্যক্তি নিহত হন। ইংরেজের কত সৈন্য ধ্বংস হইয়াছিল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এই যুদ্ধে ফরাসীর প্রায় চারি লক্ষ সৈন্য নিহত হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধে জয়লাভে উৎসাহিত হইয়া, ওয়েলেস্‌লি ফ্রান্সের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ আক্রমণের জন্য সৈন্যচালনা আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়নের ভাবী পতনের পথ প্রশস্ত হইয়া আসে। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের প্রথম সন্ধি-সূত্রে এই 'উপদ্বীপীয় যুদ্ধ' মিটিয়া যায়।

ভাগ্য-বিপর্য্যয়। একদিকে 'উপদ্বীপীয় যুদ্ধে' ইউরোপ আলোড়িত হইয়া উঠিল, অন্যদিকে নেপোলিয়ন নবীন আশার কুহকে মুগ্ধ হইলেন। মোহন বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া মৃগ যেমন ব্যাধের কবলে আত্মসমর্পণ করিতে ধাবমান হয়; পুনঃপুনঃ বিজয়লাভে উৎসাহিত হইয়া, নেপোলিয়নও সেইরূপ নূতন দেশ জয়ের কল্পনায় বিভোর হইয়া পড়িলেন। স্বরাজ্য বিশৃঙ্খলা-বিভীষিকার স্রোতে ভাসিতে লাগিল; কিন্তু তিনি দূরে পররাজ্য আক্রমণ করিতে প্রধাবিত হইলেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন রুষরাজ্য অধিকারে যাত্রা করিলেন; তাঁহার জীবনের বিষম ভ্রান্তি প্রমাণিত হইতে চলিল। রুষিয়ায় উপনীত হইয়া, ৭ই সেপ্টেম্বর 'বারোডিনোর' যুদ্ধে নেপোলিয়ন জয়লাভ করিলেন। অতঃপর নেপোলিয়ন মস্কো সহর আক্রমণার্থ অগ্রসর হইলেন। এইবার তাঁহার চরম ভাগ্যপরীক্ষা আরম্ভ হইল। নগর-প্রবেশের পূর্ব্বেই রুষগণ অগ্নিসংযোগে নগর ভস্মীভূত করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিল। নেপোলিয়ন বিষম অসুবিধায় পতিত হইলেন। সঙ্গে চারি লক্ষ সৈন্য; কিন্তু খাদ্য নাই! তদুপরি শীতের দারুণ প্রকোপ। আর পারিল না;—অনাহারে অনিদ্রায় সৈন্যগণ কাতর হইয়া পড়িল। নেপোলিয়ন প্রত্যাগমনে বাধ্য হইলেন। এবার বিধি বাম! তাঁহার সৈন্যদলমধ্যে মহামারী উপস্থিত হইল। দুর্ব্বার হিমানীতে, অসহ্য যন্ত্রণায়, তাহারা দলে দলে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। এদিকে আবার, পশ্চাৎ হইতে রুষ-সেনা তাঁহার অনুসরণ করিল,—পার্শ্ব দিয়া প্রুশীয় ও অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। নেপোলিয়ন প্রাণে প্রাণে ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু তাঁহার সৈন্যদলের সারভূত অসংখ্য সৈন্য পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। যাত্রাকালে চারি লক্ষ সৈন্য সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন; প্রত্যাবর্ত্তন-কালে বিশ সহস্র মাত্র ফিরিয়া আসিল। ফ্রান্সে আসিয়া, বহুকষ্টে নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া, লুজেন, বাটজেন ও ড্রেস্‌ডেনের যুদ্ধে নেপোলিয়ন জয়ী হইলেন। কিন্তু পরিশেষে, লিপজিগ নগরে, রুষিয়া, প্রুশিয়া, অষ্ট্রীয়া, সুইডেন প্রভৃতির সমবেত সৈন্যগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিল। নেপোলিয়ন তিন দিন অকুতোভয়ে অমানুষিক বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিলেন। সেই যুদ্ধে তাঁহার প্রায় পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য নিহত হইল। নেপোলিয়ন আর পারিলেন না; ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে 'লিপজিগের' যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম কয়েক মাস সমবেত বিপক্ষ শক্তিপুঞ্জের অগণ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া, নেপোলিয়ন কাতর হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে তিনি যখন পারিসে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এদিকে 'পেনিনসুলার' যুদ্ধে পরাজয়ের পর ফরাসী জাতি শক্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল; এক্ষণে ভগ্নপ্রাণে ভগ্নমনে নেপোলিয়নকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিয়া, তাহাদের সকল আশা-ভরসা লোপ পাইল। অতঃপর ৩১শে মার্চ্চ, জয়োন্মত্ত সমবেত শক্তিপুঞ্জ, নেপোলিয়নের রাজধানী পারিস নগরে প্রবেশ করিল। সপ্তরথি-পরিবেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায়, নেপোলিয়ন শত্রুকবলে নিপতিত হইলেন। মানুষের দুরাশা, মানুষের ভ্রান্তি, অলক্ষ্য কালকীটরূপে মানুষের জীবন-কোরক বিচ্ছিন্ন করে; রুষিয়া আক্রমণের দুরাকাঙ্ক্ষার দারুণ বিষে এইবার নেপোলিয়ন জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন। ৬ই এপ্রিল নেপোলিয়ন

রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কেবল পদত্যাগেই যে তিনি অব্যাহতি পাইলেন, তাহা নহে; ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল 'এলবা'-দ্বীপে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করা হইল। তার পর? তার পর শক্তিপুঞ্জ মিলিত হইয়া অষ্টাদশ লুইকে ফ্রান্সের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ফুরাইল!—নেপোলিয়নের পৃথিবী-বিজয়ের সোণার স্বপন ভাঙ্গিয়া গেল। নেপোলিয়ন তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হইতে সাগরের অতল তলে নিমজ্জিত হইলেন।

ফরাসী-রাজ্যের অবস্থা।

নেপোলিয়ন নির্ব্বাসিত হইলেন; অষ্টাদশ লুই ফরাসীর রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন; বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের প্রভাব ফরাসী রাজ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এত দিন পর্য্যন্ত, "সাধারণ-তন্ত্র" শাসন-প্রণালীর প্রতিষ্ঠায়, যে ফরাসী জাতি লক্ষ লক্ষ প্রাণ উৎসর্গ করিয়া আসিতেছিল;—সেই ফরাসী জাতি এখন বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির পদানত হইয়া পড়িল। রাজা অষ্টাদশ লুই শক্তিপুঞ্জের ক্রীড়া-পুত্তলিরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে ইউরোপের শক্তিপুঞ্জের সহিত পারিস-নগরে ফরাসীর এক সন্ধি হইল। সেই সন্ধি, "পারিসের প্রথম সন্ধি" নামে অভিহিত। নেপোলিয়ন বহুদূর পর্য্যন্ত ফরাসীর অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন; এই সন্ধি-সর্ত্তে সেই সমস্ত অধিকার ফরাসীর হস্তচ্যুত হইল। ফরাসী-বিপ্লবের প্রারম্ভে, ষোড়শ লুইয়ের রাজত্ব-কালে, ফরাসী রাজ্যের যেটুকু সীমা-পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ছিল, এখন পুনরায় তাহার সেই সীমানা নির্দ্ধারিত হইল। নেপোলিয়ন "বেলজিয়ম" রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন; এই সন্ধি-সর্ত্তে সেই রাজ্য ওলন্দাজগণ লাভ করিলেন; "অরেঞ্জের" যুবরাজ, "নেদার ল্যাণ্ডের" (ডেনমার্ক, হলাণ্ড ও বেলজিয়মের) রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। নেপোলিয়নের প্রভাবে জর্ম্মণ-রাজ্যের বহু প্রদেশ ফরাসী-সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল; জর্ম্মণী সে সমস্তই ফিরাইয়া পাইলেন; ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জর্ম্মণীর যে সীমা-পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ছিল, জর্ম্মণীর অধিকার পুনরায় সেই পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। এদিকে ইটালির যুবরাজ ইউজেন, অষ্ট্রীয়ার হস্তে ইটালি-রাজ্য সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন; ইটালী অষ্ট্রীয়ার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইল। নেপোলিয়ন, বিভিন্ন প্রদেশ অধিকার করিয়া, তত্তৎ দেশের বিবিধ সম্পদে স্বদেশের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন; সে ভার আর্থীর সেই সকল বহুমূল্য দ্রব্যাদিও ফরাসী-রাজ্য হইতে অন্তর্হিত হইল। ইংলণ্ড এই সন্ধির ফলে, মাল্টা, সিংহল, কেপ-কলোনী এবং মরিশসে একাধিপত্য অধিকার লাভ করিলেন।

মুরাটের প্রাণদণ্ড।

ফরাসীর প্রজাপুঞ্জ এ সময়ে যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল; নেপোলিয়নের সঙ্গে সঙ্গে, তাহাদের জীবনী-শক্তি যেন অন্তর্হিত হইয়াছিল। শক্তিপুঞ্জের আধিপত্যে বা রাজা অষ্টাদশ লুইয়ের ব্যবহারে, তাই তাহারা কোনই বাধা দিতে পারিল না। মনে মনে সকলেই বেদনা অনুভব করিতে লাগিল; কিন্তু সে বেদনা নিবারণের উপায় কি,—কেহই নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। যাহারা নেপোলিয়নের সহকারিরূপে নিযুক্ত ছিল, বা তাঁহার কার্য্যে যোগদান করিয়াছিল, তাহারা দণ্ড পাইতে লাগিল; কিন্তু মুখ ফুটিয়া কেহই কিছু বলিতে সাহস করিল না। বলিলেই বা শুনিবে কে? রাজা ক্ষমতাহীন,—বৈদেশিকগণের নিকট তাঁহার হস্তপদ আবদ্ধ। সুতরাং নেপোলিয়নের সহকারিতার সন্দেহে, নেপোলিয়নের অনুচর-সহচর-আত্মীয়-স্বজনগণ একে একে

নিদারুণ নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইতে লাগিলেন। নেপোলিয়নের ভগ্নীপতি মুরাট, নেপল্‌সের শাসন-কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইটালীই মুরাটের জন্মভূমি; নেপোলিয়ন তাই তাঁহাকে ইটালীর অন্তর্গত নেপল্‌স-রাজ্যের রাজা করিয়াছিলেন। মুরাট বীর পুরুষ; নেপোলিয়নের সহকারিরূপে তিনি বহু যুদ্ধে যশোমাল্যে ভূষিত হইয়াছিলেন। নেপোলিয়নের পতনের পর অষ্ট্রীয়গণ পুনরায় যখন ইটালিতে আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তারে উদ্যোগী হইল, মুরাট প্রাণপণ চেষ্টায় তাহাতে বাধা দিলেন,—ইটালীর অধিবাসীদিগকে একত্রিত করিয়া, ইটালী দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। কিন্তু তাঁহাব মনের সাধ মনেই রহিয়া গেল; ইটালীর অধঃপতিত জাতি তাঁহার উদ্বোধনায় জাগিল না; ইটালী স্বাধীন হইতে পারিল না। মুরাটও সিংহাসন রাখিতে পারিলেন না। অষ্ট্রীয়ার সহিত যুদ্ধে পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়া মুরাট বন্দী হইলেন। জনৈক 'নিয়াপলিটন' সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশে, মুরাটের প্রাণদণ্ড হইল। যেদিন মুরাটের প্রাণদণ্ড হয়, সেদিনও মুরাট স্থির-গম্ভীর অটল-অচল। পাঠক! চিত্রে দেখুন, মুরাটের প্রাণদণ্ড হইতেছে। দেশের জন্য মুরাট মরিতে কাতর নহেন। তাই দেখুন, বক্ষঃস্থলের বস্ত্রাবরণ অপসারণ করিয়া—'কোটের' বোতাম খুলিয়া দিয়া—আততায়ীদিগকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন,—"এই বক্ষ পাতিয়া আছি; চালাও—গুলি চালাও; স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য মুরাট মরিতে কাতর নহে।" স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যাহারা ব্যাকুল হয়, এইরূপে অকাতরে তাহারা জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারে,—জগতকে সেই শিক্ষা প্রদান করিয়াই গুলির আঘাতে মুরাট (১৮১৫ খৃষ্টাব্দে) প্রাণত্যাগ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ



পুনরাবির্ভাব।

আবার নেপোলিয়ন।

দেশে কি যেন এক অভাব অনুভূত হইল। কি যেন হারাইয়াছে, কি যেন আবশ্যক হইয়াছে, কাহার অভাবে দেশ যেন শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে,—ফরাসী জাতি এখন প্রাণে প্রাণে তাহাই অনুভব করিতে লাগিল। সেই দেশ, সেই জাতি, সেই প্রজাশক্তি—সকলই রহিয়াছে; কিন্তু নাই—জীবনী-শক্তি! প্রজাপুঞ্জ এখন সেই শক্তি অন্বেষণ করিতে লাগিল। প্রাণের সহিত প্রাণের আকর্ষণ!—এলবা-দ্বীপে নেপোলিয়নের প্রাণেও সেই আকর্ষণের ঘাত-প্রতিঘাত উপস্থিত হইল। ফরাসী-রাজ্যে প্রজা-পুঞ্জের মনোবেদনায় সংবাদে, তিনিও উদ্বেলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"কি করিয়া আবার ফরাসী জাতির উদ্ধার-সাধন হয়?—কি করিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।" সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে, ফরাসী-রাজ্য হইতে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যে অর্থ আসিবার কথা ছিল, এ সময় তাহারও অনিয়ম ঘটিল। ফরাসী রাজকোষ অর্থশূন্য; রাজা নিয়ম মত টাকা পাঠাইতে পারিলেন না। ব্যাকুলতার উপর নেপোলিয়নের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাইল। এই

স্বদেশ-ভক্তের প্রাণদণ্ড।



নেপোলিয়নের পতনের পর ইটালীর নে[illegible] অষ্ট্রী[illegible] ইটালীর স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ [illegible]; কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি অষ্ট্রীয়-সেনাপতির হস্তে বন্দী হইলেন। অষ্ট্রী[illegible] মারিবার আদেশ করিলেন। স্বদেশভক্ত বীর মুরাট অম্লানবদনে [illegible] ঐ দেখুন পাঠক সে চিত্র। মুরাটের প্রাণত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ইটালীর [illegible] ইটালী হতভাগ্য অষ্ট্রীয়ার অধীনতাপাশে বদ্ধ রহিল ; তাহার পর গ্যারিবল্ডি [illegible] ছিন্ন করিয়াছিলেন।

(১৫০ পৃষ্ঠা।)

উদ্বেগ-অশান্তির মধ্যে নেপোলিয়ন দশ মাস অতিবাহিত করিলেন। পরিশেষে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এক ভীষণ চক্রান্তের সংবাদে তাঁহার প্রাণ আরও বিচলিত হইল। তিনি জানিতে পারিলেন,—গোপনে গোপনে তাঁহার জীবন-নাশের এক ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। অতঃপর নেপোলিয়ন এলবা-দ্বীপ হইতে পলায়নে মনস্থ করিলেন। এলবা-দ্বীপ ফরাসী-উপকূল হইতে প্রায় এক শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত; দৈর্ঘ্য আট ক্রোশ; প্রস্থ—কোথাও এক ক্রোশ, কোথাও ছয় ক্রোশ; অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ত্রয়োদশ সহস্র। কয়েক মাসে নেপোলিয়ন সেই দ্বীপের সকলেরই হৃদয় অধিকার করিয়া লইলেন। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি নীচ, কি উচ্চ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ,—নেপোলিয়নের সুব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার অমায়িকতায়, তাঁহার স্নেহপূর্ণ বাক্যালাপে, তাঁহার সদয় ব্যবহারে, দ্বীপের অধিবাসিগণ, তাঁহাকে যেন আপনাদের রাজা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। নেপোলিয়নও, দ্বীপবাসীদিগের শিক্ষার, সুশাসনের ও ক্রমোন্নতির পক্ষে স্বতঃপরতঃ চেষ্টা পাইতেছিলেন। জনসাধারণের হৃদয় কেমন করিয়া অধিকার করিতে হয়, নেপোলিয়ন তাহা বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। তাঁহার জীবনের একটী প্রধান মূল মন্ত্র,—আর্ত্ত, দরিদ্র, নিপীড়িত ও নীচ ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা-প্রকাশ। মনুষ্যমাত্রেই সাধারণতঃ আপনার অপেক্ষা উন্নত ব্যক্তির উপাসনা করিয়া থাকে; দরিদ্র—মধ্যবিত্তের, মধ্যবিত্ত—ধনবানের, ধনবান—রাজার, রাজা—মহারাজের, মহারাজ—সম্রাটের,—এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে নিয়স্তর উচ্চস্তরের পদলেহন জন্য এ সংসারে নিয়তই ব্যাকুল। নিম্নের দিকে কেহই ফিরিয়া চাহিতে ইচ্ছা করে না। "উঁচু হবে তো নীচু হও" —এ প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা কেহই উপলব্ধি করিতে প্রস্তুত নহে। তাই দেখিতে পাই,—মধুভাণ্ডের পার্শ্বে মধুলোভী মক্ষিকার ন্যায় বড়লোকের দ্বারে দরিদ্রগণ নিয়তই ঘুরিয়া বেড়ায়; তাই দেখিতে পাই,—অমৃত-লাভের আশায় সাগরে ডুব দিয়া অনেকেই শেষে হলাহল লাভ করে; তাই দেখিতে পাই,—আকাশে নবঘন সঞ্চার দেখিয়া, চাতকের ন্যায় ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া চাহিয়া, অনেকেই শেষে পিপাসা-নিবারণের পরিবর্ত্তে বজ্রাঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়। ইহাই সাধারণের প্রকৃতি। কিন্তু যাঁহারা অসাধারণ, যাঁহারা প্রতিভাসম্পন্ন, তাঁহাদের চরিত্রে এই চিত্রের ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। দেখিতে পাই,—শ্রীচৈতন্যদেব আচণ্ডালে আলিঙ্গন দান করিয়াছিলেন; দেখিতে পাই,—গৌতম, নানক, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতির নামে আজিও তাই দলে দলে লোকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে। নেপোলিয়নের প্রাণেও এই জন-সাধারণ-প্রীতি বিকাশ পাইয়াছিল। দীন, দরিদ্র, নীচ, অধম,—পর্য্যায়-বিচার না করিয়া, তিনি যেমন সকলকেই আপনার বলিয়া মনে করিতেন;—লোকেও তেমনি তাঁহাকে আপনার বলিয়া মনে করিত। নেপোলিয়নের প্রাণ যেমন দীন-দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কাঁদিত, জনসাধারণের প্রাণও তেমনি নেপোলিয়নের জন্য কাঁদিত। নেপোলিয়ন জানিতেন,—শিক্ষাভিমান-গর্ব্বিত কুটিল মন সহজে আর্দ্র হয় না; কিন্তু নিরক্ষর দরিদ্রের সরল প্রাণ, আপনিই বিগলিত হয়। তাই তিনি, প্রাণ খুলিয়া নীচ-দরিদ্রের সহিত মিশিতেন; তাই তিনি, উচ্চ-নীচ সকলেরই সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। তাই তাঁহার এলবা-দ্বীপ হইতে পলায়নের সঙ্কল্পেও সহায়তার অভাব হইল না।

সোণায় সোহাগা।

সোণায় সোহাগা সংযোগ হইল। নেপোলিয়ন যখন এলবা-দ্বীপ হইতে পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিলেন,—ঠিক সেই সময়েই, তাঁহার ভগ্নী 'পোলিন,' ফরাসী-রাজ্যে উপস্থিত হইয়া, জনসাধারণকে মাতাইয়া তুলিতেছিলেন। তিনি গোপনে গোপনে চেষ্টা করিতেছিলেন,—কি প্রকারে আবার ফরাসী-রাজ্যে নেপোলিয়নের প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হয়, কি প্রকারে আবার বুরবোঁ-রাজবংশের উচ্ছেদ-সাধন সম্ভবপর হইতে পারে। রমণীর উত্তেজনায়, অনেকেই তাঁহার দলভুক্ত হইয়াছিল। নেপোলিয়ন ফিরিয়া আসিলে, অনেকেই তাঁহাকে কোল পাতিয়া গ্রহণ করিবে,—ফরাসী প্রজাপুঞ্জের মনে আবার এই ভাবের বিকাশ পাইয়াছিল। ভগিনী পোলিন, এলবা-দ্বীপে আসিয়া সেই সংবাদ যখন নেপোলিয়নকে জ্ঞাপন করিলেন,—নেপোলিয়নের তখন আর উৎসাহের অবধি রহিল না। ২৬শে ফেব্রুয়ারী প্রত্যূষে, অমাত্যগণকে আহ্বান করিয়া নেপোলিয়ন আপন মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার ভগিনী, ফরাসীরাজ্যে যে চিত্র দেখিয়া আসিয়াছিলেন, চিত্রপটের ন্যায় একে একে সকলের নয়ন-সমক্ষে স্থাপন করিলেন। স্থির হইল,—পরদিনই নেপোলিয়ন এলবা-দ্বীপ পরিত্যাগ করিবেন। চারিখানি বাণিজ্য-জাহাজ দ্বীপে নোঙ্গর করিয়া অবস্থান করিতেছিল; জাহাজের অধ্যক্ষগণকে নেপোলিয়ন আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। নেপোলিয়নের প্রকৃতিগত কি এক মোহিনী শক্তি ছিল;—জাহাজের অধ্যক্ষগণ তাঁহার কথায় আপত্তি করিতে পারিল না। প্রায় এক সহস্র সৈনিক কর্ম্মচারী সহ, ২৭শে ফেব্রুয়ারি অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, নেপোলিয়ন জাহাজে আরোহণ করিলেন। বীচিবিক্ষুব্ধ সমুদ্র-বক্ষে তরঙ্গ-ভঙ্গে নাচিতে নাচিতে চারিখানি জাহাজ ফ্রান্সের উপকূল-অভিমুখে ধাবমান হইল। পথিমধ্যে বিপক্ষ-পক্ষের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বহু যুদ্ধ-জাহাজের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু নির্ব্বাসিত নেপোলিয়ন যে এরূপভাবে ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিতেছেন, সে চিন্তা কাহারও মনে স্থান পাইল না। ১লা মার্চ্চ অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় ফরাসী-রাজ্যের উপকূলে "ক্যান" নামক ক্ষুদ্র বন্দরে নেপোলিয়ান সদলবলে অবতরণ করিলেন। সেদিন এক অরণ্যের মধ্যে তাঁহাদিগকে রাত্রিযাপন করিতে হইল। সেখানকার একটী লোক পূর্ব্বে নেপোলিয়নের অধীনে সৈনিক-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল; নেপোলিয়নকে দেখিয়াই সে চিনিতে পারিল। সে তখন গ্রামবাসী অপরাপর সকলকে নেপোলিয়নের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহার সৈন্যদলে আসিয়া যোগদান করিল। তৎপরে নেপোলিয়ন যে পথ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, সেই পথপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতেই তাঁহার দলপুষ্টি হইতে লাগিল। এদিকে, নেপোলিয়ন অগ্রসর হইতেছেন সংবাদ পাইয়া, রাজা অষ্টাদশ লুই একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। উপকূল হইতে ৫০ মাইল দূরে 'গ্রসি' নামক স্থানে সেই সৈন্যদল নেপোলিয়নের সম্মুখীন হইল। তাহারা যখন বন্দুক লইয়া নেপোলিয়নের বধসাধনে অগ্রসর, নেপোলিয়ন ক্ষিপ্রবেগে তাহাদের সম্মুখে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু তাহারা পারিল না;—সেনাপতির আদেশ-সত্ত্বেও নেপোলিয়নের অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপে সমর্থ হইল না। তাহাদের মনে হইল,—'এ তো শত্রু নয়!—এ যে তাহাদেরই দেশের সম্রাট্! আপনাদের সম্রাটের

অঙ্গে কি করিয়া তাহারা অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে?' সৈন্যগণ চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। কি যেন এক যাদুমন্ত্রবলে নেপোলিয়ন তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। হাতের অস্ত্র হাতে রহিল; যে যেভাবে ছিল, সে সেইভাবেই আসিয়া নেপোলিয়নের আনুগত্য স্বীকার করিল। অতঃপর ৫ই মার্চ্চ নেপোলিয়ন 'গ্রেনোভালে' উপস্থিত হইলেন; তত্রত্য সৈন্যদলও তাঁহার সহিত মিলিত হইল। নেপোলিয়নের আগমনবার্ত্তা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল; সমগ্র ইউরোপে রব উঠিল;—আবার নেপোলিয়ন।

প্রত্যুপকার। আর এক প্রধান গুণে নেপোলিয়ন পরকে আপনার করিয়া লইতে পারিতেন। সে গুণ,—প্রত্যুপকার। জীবনে যাহারই নিকট কোনও উপকার প্রাপ্ত হইতেন, নেপোলিয়ন কখনও তাহা ভুলিতে পারিতেন না। কিরূপে সেই উপকারী ব্যক্তির প্রত্যুপকার করিতে পারিবেন,—সর্ব্বদা সেই চিন্তা তাঁহার মনে জাগরূক থাকিত। যেদিন অর্থকষ্টে নিদারুণ মনস্তাপে নেপোলিয়ন আত্মহত্যার জন্য নদীতরে উপস্থিত, 'ডেমাসিস' নামক তাঁহার এক বন্ধু হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার তাৎকালিক অভাব মোচন করেন,—নেপোলিয়ন আত্মহত্যার পাপ হইতে উদ্ধার পান। ডেমাসিসের সেই উপকার, নেপোলিয়ন আজীবন স্মরণ রাখিয়াছিলেন। একটু উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াই, একটু অর্থের স্বচ্ছলতা হইলেই, নেপোলিয়ন ডেমাসিস্‌কে খুঁজিতে লাগিলে,। কিন্তু যেখানে ডেমাসিসের সন্ধান পাইবার সম্ভাবনা ছিল সেখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না। তাঁহাকে খুঁজিয়া না পাওয়ায়, নেপোলিয়নের আর আপশোষের অবধি রহিল না। অনেক দিন এই ভাবে অতিবাহিত হইল। অতঃপর নেপোলিয়ন যখন সম্রাট-পদে অভিষিক্ত, সেই সময় তিনি সন্ধান পাইলেন,—ডেমাসিদ্‌ একটী নিভৃত পল্লীতে চাষ-বাস করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছেন; লোকালয়ে গিয়া, মানুষের সহিত মিশিবার ইচ্ছা তাঁহার আদৌ নাই। ডেমাসিসের নিকট হইতে সাহায্য-প্রাপ্তির পনের বৎসর পরে নেপোলিয়ন এই সন্ধান প্রাপ্ত হইলেন। তখন আর তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না। প্রত্যুপকার-স্পৃহায় কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল। অতঃপর নেপোলিয়ন, ডেমাসিসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিয়া, তাঁহাকে উচ্চ রাজকীয় পদে নিযুক্ত করিতে এবং যথেষ্ট অর্থ-সাহায্য প্রদান করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ডেমাসিস্‌ তাহাতে যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। প্রতিদানের আশা করিয়া তিনি তো কৈ কাহাকেও কখনও সাহায্য করেন নাই? তিনি যে সম্রাটকে কখনও কোনরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, সে কথা তো তাঁহার মনে হইল না! ডেমাসিস্‌ বিনয়-নম্র-বচনে সম্রাটকে উত্তর দিলেন,—"আমি তো কৈ আপনাকে কখনও টাকা ধার দিই নাই?" তার পর তিনি আরও বলিলেন,—"আমার তো টাকার অভাব নাই।" ডেমাসিসের উত্তরে নেপোলিয়নের প্রাণ কি এক অপূর্ব্ব হর্ষ-বিস্ময়-রসে আপ্লুত হইল; তিনি মনে মনে বলিলেন,—"ডেমাসিস!" তুমি কি মানুষ!—না নর-রূপে কোনও দেবতা এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছ?" নেপোলিয়ন ডেমাসিসকে টাকা লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ ডেমাসিস সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর দিল,—"সম্রাট! আমি নির্জ্জন-বাসে জীবনের শেষ কয়টা দিন অতিবাহিত

করিব মনে করিয়া এই নিভৃত স্থানে আসিয়া শান্তিসুখে বাস করিতেছি। আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, সম্রাট আমার সেই শান্তিটুকু ভাঙ্গিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন?" নেপোলিয়ান একটু অপ্রতিভ হইলেন। অবশেষে ডেম সিস্‌কে বুঝাইয়া কহিলেন,—"ভাল, আপনি এইখানেই থাকিবেন। কৃষিকার্য্যেই আপনার জীবন অতিবাহিত করিবেন। আপনাকে আমি রাজকীয় উদ্যান-সমূহের পরিদর্শক (ডিরেক্টর) পদে বরিত করিলাম। তজ্জন্য বৎসরে ছয় সহস্র 'ডলার' আপনার বেতন নির্দ্দিষ্ট রহিল। কিন্তু আপনাকে কিছু করিতে হইবে না। আপনার ভ্রাতা আপনারা সহকারি-পদে নিযুক্ত হইবেন। তিনিও উপযুক্ত বেতন পাইবেন।" কেবল এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াই যে নেপোলিয়ন নিশ্চিন্ত হইলেন, তাহা নহে। আত্মহত্যার চেষ্টার সময়ে ডেমাসিসের নিকট হইতে তিনি ছয় সহস্র 'ডলার' সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে ৬০ সহস্র 'ডলার' মুদ্রা তিনি ডেমাসিসের পদতলে রক্ষা করিলেন। নেপোলিয়নের অনুরোধ এবার আর ডেমাসিস্ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। অগত্যা নেপোলিয়ন প্রদত্ত অর্থে বৃদ্ধ ডেমাসিস্ বহু সদনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন। তিনের বৎসর পূর্ব্বের দরিদ্র নেপোলিয়ন, ডেমাসিসের নিকট যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সম্রাটের উচ্চ-আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াও তাহা বিস্মৃত নহেন; পরন্তু দরিদ্রের কুটীরে উপনীত হইয়া আত্মপ্রকাশে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন,—সংসারে এ দৃষ্টান্ত, প্রকৃত মানুষ যাঁহারা, তাঁহারাই দেখাইতে পারেন। নেপোলিয়ন প্রকৃত মনুষ্য পদবাচ্য, তাই তিনি সে মহত্ত্ব দেখাইতে পারিলেন। নীচমনা সাধারণ মনুষ্য, এ ক্ষেত্রে কি উপায় অবলম্বন করে, মনে মনে সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। নেপোলিয়নের জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। উপকারীর প্রত্যুপকার-সাধনে তিনি সর্ব্বদাই উৎসুক ছিলেন। আর সেইজন্য, সাধারণেও তাঁহাকে সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রণোদিত হইত; সকল কার্য্যেই তিনি পরকীয় সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন।

আবার সম্রাট-পদে। যাহা হউক, আবার ফরাসী রাজ্যে নেপোলিয়ন উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহার গতিরোধের জন্য তখন চারিদিকেই সতর্কতা;—চারি দিকেই সৈন্য-সমাবেশ আরম্ভ হইল। "লিয়ন্স" নগরে "অরলিয়ন্সের ডিউকের" সেনাপতিত্বে, একদল সৈন্য নেপোলিয়নকে বাধা দিতে আসিল। 'লিয়ন্স' সহর পারিস হইতে আড়াই শত মাইল দূরে অবস্থিত। লিয়ন্সে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বিশ সহস্র সুসজ্জিত সৈন্য দণ্ডায়মান। একদল অশ্বারোহী ও একদল পদাতিক লইয়া, নেপোলিয়ন তথায় উপস্থিত হইলেন। ইচ্ছা করিলে বিপক্ষদল, নেপোলিয়কে ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পারিত; কিন্তু নেপোলিয়নকে দেখিয়া, তাহাদেরও মন, ভূতপূর্ব্ব সম্রাট ফিরিয়া আসিয়াছেন ভাবিয়া, আনন্দে আপ্লুত হইল; তাহারা নেপোলিয়নের দলে আসিয়া মিশিয়া গেল। অন্যদিকে মারসেল "নে" 'আকসারি' নামক স্থানে অবস্থিতি করিতে ছিলেন; নেপোলিয়নকে লৌহ-পিঞ্জরে অবরুদ্ধ করিয়া পারিসে লইয়া যাইবেন—তাঁহার প্রতি রাজার এইরূপ আদেশ ছিল। কিন্তু নেপোলিয়নকে দেখিয়া, পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগরুক হওয়ায়, তিনি তাহা পারিলেন না;

তিনিও নেপোলিয়নের সহিত যোগদান করিলেন। অতঃপর ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ নেপোলিয়ন, রাজধানী পারিস নগরে উপনীত হইলেন। রাজা অষ্টাদশ লুই, তখন বেল-জিয়মে পলায়ন করিয়াছেন; রাজপক্ষের অন্যান্য লোক অনেকেই ইংলণ্ডে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং নেপোলিয়ন অনায়াসেই রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন; জন-সাধারণ আবার তাঁহাকে ফরাসী রাজ্যের সম্রাট-পদে অভিষিক্ত করিল। তাঁহার উপস্থিতিতে প্রজাপুঞ্জ আবার যেন নূতন জীবন প্রাপ্ত হইল।

ওয়াটারলুর যুদ্ধ।

নেপোলিয়ন সম্রাট-পদে অভিষিক্ত হইলেন; ইউরোপে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ইংলণ্ড, অষ্ট্রীয়া, প্রুশিয়া, জর্ম্মনি, সুইজারলণ্ড, রুষিয়া,—যে যেখানে ছিলেন, সকলেই নেপোলিয়নকে দমনের জন্য উদ্যোগী হইলেন। লক্ষ লক্ষ কামান, লক্ষ লক্ষ বন্দুক, লক্ষ লক্ষ তরবারি, নেপোলিয়নের মস্তক লক্ষ্য করিয়া, ফ্রান্সের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। নেপোলিয়ন প্রথমে সন্ধির জন্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবে কেহই কর্ণপাত করিলেন না। নেপোলিয়নকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করাই তখন ইউরোপীয় শক্তির-পুঞ্জের প্রতিজ্ঞা হইয়া দাঁড়াইল। অষ্ট্রীয়-সেনাপতি 'স্বারজেনবর্গ' দুই লক্ষ ষাট হাজার সৈন্য লইয়া 'রাইন' নদী অতিক্রমপূর্ব্বক পারিস-নগর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন; ইংরেজ সেনাপতি 'ডিউক অব ওয়েলিংটন' এবং প্রুশীয় সেনাপতি 'বুলুকার' প্রত্যেকে লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া, "ব্রুসেলস" নগরে সেনানিবেশ স্থাপন করিলেন। এদিকে জর্ম্মণীর পথ দিয়া দুই লক্ষ রুষ-সৈন্য, এবং আল্পস-পর্ব্বতের পথে অষ্ট্রীয়-চালিত আরও ষাট হাজার সৈন্য সমবেত হইল। ক্ষুদ্র সুইজারলণ্ড হইতেও ত্রিশ সহস্র সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত, ইংলণ্ডের বহু যুদ্ধ-জাহাজ, ফ্রান্সের সমুদ্র-উপকূল বেষ্টন করিবার জন্য প্রস্তুত রহিল। নেপোলিয়নই বা স্থির থাকিবেন কি করিয়া? তিনিও, ১৩ই জুন প্রভাতে, পারিস হইতে দেড় শত মাইল দূরে, ফরাসী-রাজ্যের প্রান্তভাগে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। প্রথমে কয়েকটী খণ্ড যুদ্ধ হইল। নেপোলিয়ন এবং তাঁহার সেনাপতি "নে," একে একে সেই সকল যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। অতঃপর ১৬ই জুন প্রুশীয়-সেনার সহিত "লিগনির" যুদ্ধে নেপোলিয়নের জয় হইল। কিন্তু ঐ দিন "কোয়াট্রেব্রাসে" ওয়েলিংটন কর্ত্তৃক মার্সেল 'নে' বাধা প্রাপ্ত হইলেন। অকিন্তু ঐ দিন 'ব্রুসেলস' হইতে নয় মাইল দূরবর্ত্তী ওয়াটারলুর নিকটস্থ 'সেণ্ট জিন' নামক পর্ব্বতোপরি ওয়েলিংটন শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এইবার যুদ্ধ পাকিয়া উঠিল। ১৮ই জুন রবিবার নেপোলিয়ন ও ওয়েলিংটন পরস্পর যুদ্ধার্থ সম্মুখীন হইলেন। এই দিনের যুদ্ধই "ওয়াটারলুর যুদ্ধ" নামে প্রসিদ্ধ। এক দিকে নেপোলিয়ন, অন্য দিকে ওয়েলিংটন,—সমস্ত দিন যুদ্ধ চলিল। যে সকল সৈন্যদল ওয়েলিংটনকে সাহায্য করিতে আসিতেছিলে, নেপোলিয়নের সুকৌশলে তাহারা দূরে বিতাড়িত হইতে লাগিল। অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকার সময়, ওয়েলিংটন হতাশ্বাস হইলেন। ডুবিল!—এইবার বুঝি ইউরোপের সমগ্র শক্তিপুঞ্জের সৌভাগ্য-সূর্য্য সান্ধ্যগগনে অস্তমিত হইল। ওয়েলিংটনের মনে হইল,—"আজই বুঝি জীবনের শেষ দিন।" তাঁহার সৈন্যদল বিধ্বস্ত, সৈন্য-ব্যূহ বিকম্পিত;—ফরাসীগণ দ্বিগুণতর উৎসাহে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। বোধ হইল, ফরাসীর

বিজয়-নিশান আবার যেন সমগ্র ইউরোপখণ্ডে আপন প্রভাব বিস্তার করিল। ওয়েলিংটনের তখন একমাত্র আশা,—"যদি বুলুকার আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারেন! তাহা না হইলে, সেই রাত্রেই সকল আশার অবসান হইবে।" ওয়েলিংটন মর্ম্মান্তিক স্বরে কহিলেন,—"হয় বুলুকার আসিবে, নয় আজ রাত্রেই সব ফুরাইবে।" অনেক ক্ষণ এই উদ্বেগে অতিবাহিত হইল। বুলুকার এবং তাঁহার অধীনস্থ চল্লিশ সহস্র প্রুশীয় সৈন্য কখন আসিবে, ওয়েলিংটন সেই প্রতীক্ষায় অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—"আমাদের বুলুকার আসুক; কিন্তু নেপোলিয়নের সেনাপতি গ্রোচী যেন না আসিতে পারে।" সত্যসত্যই গ্রোচী যদি বুলুকারের আগমন-পথে বাধা প্রদান করিতে পারে, কিংবা তাঁহাকে পরাজয় করে, তাহা হইলে তো আর ভরসা নাই! তাহা হইলে, ওয়াটারলুর শোণিত-স্রোতে কেবল যে ইউরোপের শক্তিপুঞ্জের সকল আশা-ভরসা ভাসিয়া যাইবে, তাহা নহে; তাহা হইলে, ইউরোপ হইতে চিরকালের জন্য প্রাচীন "বুরবোঁ"-বংশ জল-বুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইবে। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল এই সমস্যায় অতিবাহিত হইল। যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল না। ফরাসীর আগ্নেয়-আগ্নেয়াস্ত্রের অগ্ন্যুদ্গিরণে ইংরাজ-সৈন্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; ইংরেজ-সেনাপতি আরও হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। আর অল্পক্ষণ যুদ্ধ চলিলেই ওয়াটারলুর-যুদ্ধে ওয়েলিংটনের পতন অনিবার্য্য; বুলুকার আসিয়া হয় ত ইংরেজ-সেনার চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পান না! অপরাহ্ন পাঁচটার সময় সহসা রাষ্ট্র হইল—বুলুকার আসিতেছেন! ফরাসী-সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে রণ-ভেরীর শব্দ শ্রুত হইল;—এক দল সৈন্য যেন যুদ্ধ-ক্ষেত্র অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে বুঝা গেল। বুলুকার—কি গ্রোচি—কে আসিতেছেন,—ক্ষণকাল উভয় পক্ষ উদ্গ্রীব হইয়া রহিলেন। বুলুকার আসিলেন; কিন্তু গ্রোচি আসিতে পারিলেন না। অদৃষ্ট-চক্র পরিবর্ত্তিত হইল। নেপোলিয়নের সৈন্যদল আর সহ্য করিতে পারিল না। বুলুকার এবং ওয়েলিংটনের সমবেত সৈন্যের আক্রমণে তাহারা পরাজিত হইল। অতঃপর রক্ষি-সৈন্যদল নেপোলিয়নের প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণদান করিল। নেপোলিয়ন রণস্থল প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার আশা-তরু উন্মূলিত হইল।

ওয়াটারলুর যুদ্ধ।



ঐ দেখ পাঠক! ওয়াটারলু-ক্ষেত্রের সেই ভীষণ সমর-চিত্র। এই যুদ্ধে ভাগ্যলক্ষ্মী নেপোলিয়নকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে নেপোলিয়ন তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়াছিলেন। একদিকে একা নেপোলিয়ন; অপরদিকে ইংরেজ-সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটন্ এবং প্রুশীয় সেনাপতি ব্লুকার। নেপোলিয়ন অতুল বিক্রমে এই দুই সম্মিলিত শক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধি বাম! ঐ সম্মিলিত শক্তির সৈন্যসংখ্যা নেপোলিয়নের সৈন্যসংখ্যার অনেক গুণ অধিক ছিল। বিজয়লক্ষ্মী ইংরেজ ও প্রুশীয় সেনাপতির গলে বিজয়-মাল্য দিলেন। নেপোলিয়ন পরাজিত হইলেন। পরে তিনি ইংরেজ-হস্তে বন্দী হইলেন। ঐ চিত্রে দেখুন পাঠক! যুদ্ধের শেষ অবস্থায় হতাবশিষ্ট মুষ্টিমেয় রক্ষি-সেনা লইয়া নেপোলিয়ন অগণিত শত্রু-সৈন্যের সহিত মরিয়া হইয়া শেষ যুদ্ধ করিতেছেন।

(১৫৬ পৃষ্ঠা।)

একাদশ পরিচ্ছেদ

ভাগ্য-বিপর্য্যয়।

পদত্যাগ। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, নেপোলিয়ন পারিসের "ইলাইসি" রাজ-প্রাসাদে উপনীত হইলেন। প্রাসাদ-দ্বারে প্রথমেই বন্ধু 'কলেন-কোর্টের' সহিত সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে প্রাসাদ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শরীর অবসন্ন, মুখ বিশুষ্ক, হৃদয় উৎসাহ-বিহীন;—কি যেন নৈরাশ্যের গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। পা কাঁপিতে লাগিল; অবসাদে নেপোলিয়ন 'সোফার' উপর বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল সেইভাবে অবস্থান করিয়া আর্ত্তস্বরে কহিলেন,—"বড় বেদনা! আমার রক্ষার জন্য যাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন দিল, আমি কেন তাহাদের আগে মরিলাম না?" শারীরিক যন্ত্রণা অপেক্ষা নেপোলিয়নের মানসিক যন্ত্রণাই প্রবল হইয়া দাঁড়াইল। বন্ধু সান্ত্বনা করিলেন। উত্তরে নেপোলিয়ন বলিলেন,—"আবার আমার যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার বাসনা। আমি সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্যই ফিরিয়া আসিয়াছি। আমার শরীরে যে আঘাত লাগিয়াছে, তজ্জন্য অণুমাত্র চিন্তা করি না।" ফ্রান্সের রাজকার্য্য পরিচালনার জন্য তখন দুইটী "চেম্বার" সভা ছিল; সেই সভার সহিত একমত হইয়া, নেপোলিয়নকে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। ইংলণ্ডে যেমন 'হাউস অব লর্ডস' এবং 'হাউস অব কমন্স' নামক সভাদ্বয়ের মত লইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়,—ফ্রান্সের ঐ দুই "চেম্বার সভাও ('চেম্বার অব পিয়ারস্' এবং "চেম্বার অব ডেপুটিস্') অনেকটা তদনুরূপ। সুতরাং পুনরায় যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে নেপোলিয়নকে সেই দুই সভার সম্মতি-প্রার্থী হইতে হইল। সভায় ঘোর বাদানুবাদ চলিতে লাগিল; পুনরায় যুদ্ধ করিতে সম্মতি-দান দূরের কথা, সভা নেপোলিয়নের পদত্যাগের জন্য অভিমত প্রকাশ করিল। 'রেগনল' নামক এক ব্যক্তি স্পষ্টই জানাইল,—"স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করিলে, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে।" অধিকাংশ সভ্যেরই সেই মত বুঝিতে পারিয়া, নেপোলিয়নও আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। তখনও তিনি ইচ্ছা করিলে, সভার মত অমান্য করিতে পারিতেন; দেশের বহুলোক তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিত; কিন্তু তাহাতে নেপোলিয়নের প্রবৃত্তি হইল না; যে "চেম্বার" সভা তাঁহাকে আদর করিয়া সম্রাট-পদে অভিষিক্ত করিয়াছিল, সেই "চেম্বার" সভাই যখন পুনরায় তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে মনস্থ করিয়াছে;—তখন আর তিনি জোর করিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অকারণ গৃহ-বিবাদের সূচনা করিতে ইচ্ছা করিলেন না। একবাক্যে, সমস্বরে, সকলে যদি সম্রাট বলিয়া না মানিল, তবে আর সে সম্রাট-পদে সুখই বা কি,—গৌরবই বা কি? তাই তাঁহার আর সে প্রবৃত্তি হইল না। দেশের বহুলোক, নেপোলিয়নের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল; তাহারা আবার তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া অস্ত্র-ধারণে ইচ্ছা প্রকাশ করিল; সঙ্গে সঙ্গে 'ওয়াটারলুর যুদ্ধের' ধ্বংসাবশেষ প্রায় এক লক্ষ সৈন্য ফিরিয়া

আসিল; মার্শেল নে এবং গ্রেচিও, পারিসে ফিরিয়া আসিয়া, নেপোলিয়নের পুনরাদেশে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নেপোলিয়নের আর দিন ফিরিল না; "চেম্বারের" আদে অমান্য করিয়া তিনি আর যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে পারিলেন না। তিনি পদত্যাগ করিতেই স্বীকৃত হইলেন। নেপোলিয়নের এই দ্বিতীয় বারের রাজত্ব কাল—"এক শত দিনের রাজত্ব বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন পদত্যাগ-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া, পুত্র "দ্বিতীয় নেপোলিয়নকে" সম্রাটপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য নেপোলিয়ন "চেম্বার সভাকে" অনুরোধ করিলেন।* কিন্তু তাঁহার সে অনুরোধও উপেক্ষিত হইল। যিনি ফরাসী-জাতির গৌরব-বৃদ্ধির জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ফরাসী-জাতি শেষ তাঁহাকে এই পুরস্কার প্রদান করিল।

নেপোলিয়নের শেষ জীবন।

পদত্যাগ-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া, নেপোলিয়ন ফরাসীরাজ্য ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু যাইবার আর স্থান কোথায়? পারিস সহরে রাষ্ট্র হইল,—দশ লক্ষ সৈন্য লইয়া বৈদেশিক শক্তি-পুঞ্জ নেপোলিয়নকে ধরিতে আসিতেছেন। জলে স্থলে চারিদিকেই নেপোলিয়নকে ধরিবার জন্য ভীষণ ষড়যন্ত্র! নেপোলিয়ন কোথায় যাইবেন? অবশেষে স্থির হইল,—ইংলণ্ডেরই হস্তে তিনি আত্মসমর্পণ করিবেন। কেহ বলিলেন,—'ইংলণ্ড কপটাচারী।' কেহ বুঝাইলেন,—'ইংলণ্ড অবশ্যই এই বীর অতিথির মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।' শেষোক্ত সিদ্ধান্তে নির্ভর করিয়াই, ১৫ই জুলাই প্রাতে, নেপোলিয়ন, কাপ্তেন মেট্‌ল্যাণ্ড নামক একজন ইংরেজ পোতাধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন; তাঁহাকে বলিলেন,—"আমি ইংলণ্ডের নিকট আশ্রয় পাইবার জন্য আসিয়াছি; আপনি আমায় ইংলণ্ডে লইয়া চলুন।" পোতাধ্যক্ষের হাতের উপর আকাশের চাঁদ যেন আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইল। যে নেপোলিয়নকে ধরিবার জন্য এত ব্যয়—এত প্রাণক্ষয়,—সেই নেপোলিয়ন আপনিই আসিয়া ধরা দিল ইহার অধিক আহ্লাদের বিষয় আর কি হইতে পারে? কাপ্তেন মেট্‌ল্যাণ্ড সমাদরে নেপোলিয়নকে জাহাজে উঠাইয়া লইলেন; আশ্বাস দিলেন,—ইংলণ্ডের অনুগ্রহ-লাভে নেপোলিয়ন কখনই বঞ্চিত হইবেন না। নেপোলিয়নের সঙ্গে আরও ৫৯ জন স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা সেই জাহাজে আশ্রয় পাইল। ২৬শে জুলাই জাহাজ (নাম—'বেলোরোফন') ইংলণ্ডের 'প্লাইমাউথ' বন্দরে উপনীত হইল। নেপোলিয়ন আশা করিয়াছিলেন,—স্বাধীনতার লীলা-ক্ষেত্র বৃটিশ-ভূমি বীরের সম্মান অবশ্যই রক্ষা করিবেন। ইংলণ্ড অভিমুখে অগ্রসর হইবার সময় পথে তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শিত হইল। নেপোলিয়নের মনে হইতে

* মেরিয়া লুইসার গর্ভে ১৮১১ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়নের এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয় নেপোলিয়ন নামে তিনি অভিহিত। জন্মের পর হইতেই শিশুকে 'রোমের রাজা' বলিয়া ঘোষিত করা হয়। নেপোলিয়নের প্রথম পদত্যাগের পূর্ব্বে বিপক্ষ শক্তিপুঞ্জ পারিস আক্রমণ করিলে, জননী লুইসা ঐ বালককে লইয়া আপন পিত্রালয়ে (অষ্ট্রিয়ায়) পলায়ন করেন। মাতামহের অনুগ্রহে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বালক নেপোলিয়ন 'রিচষ্টাডের ডিউক' পদ প্রাপ্ত হন। একবিংশ বর্ষ বয়সে (১৮৩২ খৃষ্টাব্দে) ক্ষয়কাশে তৃতীয় নেপোলিয়নের মৃত্যু হয়। রাষ্ট্র এই যে, মাতামহের চক্রান্তে বিষ-প্রয়োগে বালকের মৃত্যু হইয়াছিল। তৎপরে নানারূপ মনঃকষ্টে মেরিয়া লুইসার মৃত্যু হয়।

লাগিল,—ইংলণ্ড নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতি সুব্যবহার করিবেন। কিন্তু কার্য্যকালে সকলই বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল;—পথিমধ্যে তিনি যে সম্মান-সমাদর প্রাপ্ত হইতেছিলেন, ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া দিন দিন তাহা লোপ পাইতে লাগিল। অতিথি বলিয়া অভ্যর্থনা তো দূরের কথা,—ইংলণ্ডের নিকট নেপোলিয়ন এখন বন্দী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ৩০শে জুলাই তাঁহার প্রতি আদেশ হইল,—"তাঁহাকে বন্দিরূপে "সেণ্ট হেলেনা" দ্বীপে পাঠান হইবে।" নিয়ম হইল,—"সঙ্গে বার জন ভৃত্য, একজন চিকিৎসক এবং তিন জন কর্ম্মচারী যাইতে পারিবে; কিন্তু তাহারাও বন্দী বলিয়া গণ্য হইবে।" আর স্থির হইল,—"তাঁহার সঙ্গে যাহা কিছু সম্বল আছে, (হীরা, জহরত, খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতি) তৎসমুদায় কাড়িয়া লওয়া হইবে; এবং তাহা বিক্রয় করিয়া যে মূল্য পাওয়া যাইবে, তাহারই সুদ মাত্র তিনি মাসে মাসে প্রাপ্ত হইবেন। তাহাই তাঁহার জীবিকার অবলম্বন।" এইভাবে বন্দী অবস্থায়, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর, নেপোলিয়ন "সেণ্ট-হেলেনা" দ্বীপে উপনীত হইলেন। 'সেণ্ট হেলেনা' দ্বীপ আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকূল হইতে ছয় শত মাইল দূরে আটলাণ্টিক মহাসাগরে অবস্থিত। ঐ দ্বীপে সামান্য কয়জন ভদ্রলোক ও ধর্ম্মপ্রচারক মাত্র বাস করিতেন; তদ্ব্যতীত অধিবাসিগণ সকলেই অসভ্য ও বন্যজাতি। দ্বীপটীর অধিকাংশই পর্ব্বত ও জঙ্গল পরিপূর্ণ; বড়ই অস্বাস্থ্যকর। পৃথিবীর প্রধান পুরুষ, ফরাসীর গৌরব-সূর্য্য, সম্রাট্ নেপোলিয়ন, এই দ্বীপে বন্দিভাবে নির্ব্বাসিত হইলেন। সংসার-নাট্যশালায়, আজ প্রায় বিংশ বর্ষাকাল যে নাটকের অভিনয় চলিয়াছিল;—বীর-সাজে নেপোলিয়ন যে নাটকের প্রধান অংশ অভিনয় করিতেছিলেন;—এইবার সেই নাটকের শেষ দৃশ্যপট উত্তোলিত হইল।

যবনিকা পতন। প্রায় ছয় বৎসর কাল নেপোলিয়ন সেণ্ট-হেলেনা দ্বীপে অবস্থিতি করেন। এবার আর তিনি কাহারও সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিবার সুযোগ পাইলেন না। চারিদিকে সতর্কতা;—চারিদিকে প্রহরী;—এবার তাঁহাকে যেন বেড়া-জালে ঘিরিয়া রাখিল। দ্বীপে পৌঁছিয়া প্রথম রাত্রিতে (১৭ই অক্টোবর) 'জেমস টাউনের' একটী ক্ষুদ্র গৃহে তাঁহাকে রাত্রিযাপন করিতে হইল। তৎপরে কিছু দিন 'ব্রয়াসে' অবস্থিতি করিলেন; পরিশেষে "লঙ উড" নামক এক জনশূন্য স্থানে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এই সময় 'স্যর হডসন লো' নামক এক হৃদয়হীন ব্যক্তি, 'সেণ্ট হেলেনার' গবর্ণর হইয়া আসেন। তাঁহার উপর যখন নেপোলিয়নের তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত হইল, তখন আর নেপোলিয়নের কষ্টের অবধি রহিল না। হডসন মনে করিতেন, নেপোলিয়নের গুপ্ত ধন আছে। সুতরাং নেপোলিয়ন যাহাতে সেই গুপ্ত ধন বাহির করেন, তাহারই জন্য তাঁহার উপর পীড়াপীড়ি চলিতে লাগিল। এদিকে নেপোলিয়নের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ইংলণ্ড হইতে যে টাকা আসিবার কথা ছিল, সে টাকাও নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিত না। তিনি যে দোকানদার-দিগের নিকট ঋণ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিবেন, সে পথও হডসন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন; দোকানদারগণ তাঁহাকে ধার না দেয়,—সেই আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। তৈজস-পত্রাদি বিক্রয় করিয়া, কয়েক দিন নেপোলিয়নের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। বিক্রয়-

যোগ্য দ্রব্য ফুরাইয়া গেল ; তথাপি অনেক দিন গবরমেণ্ট তাঁহার প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন না। দুঃখের উপর দুঃখ আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিল। এক দিনের একটী ঘটনা বড়ই হৃদয়-বিদারক! লাস কাসাস লিখিয়া গিয়াছেন,—১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর নেপোলিয়ন ক্ষুধায় কাতর হইয়া এক টুকরা রুটী চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু সে দিন সে রুটী মিলে নাই। পরদিন প্রাতেও দুধ, চিনি ও রুটীর জন্য তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।* এক দিনের একটী ঘটনা নহে ;—বন্দী অবস্থায়, প্রায় ছয় বৎসরে, নেপোলিয়নের জীবনে এমন ঘটনা আরও অনেক ঘটিয়াছিল। অসনে, বসনে, শয়নে,—সকল বিষয়েই তিনি অসহনীয় কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। 'ফোরসিথের' ইতিহাসে প্রকাশ,—জ্বালানি কাষ্ঠের অভাবে নেপোলিয়নকে একদিন কতকগুলি বাক্স ভাঙ্গিয়া পোড়াইতে হইয়াছিল। দ্বীপের যে অংশে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা বড়ই অস্বাস্থ্যকর। সেই অস্বাস্থ্যকর স্থানে, আহারাদির দারুণ অনিয়মে, নেপোলিয়নের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। একই ঘরে শয়ন, একই ঘরে আহার,—একটীমাত্র ঘরেই নেপোলিয়নকে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত। এই সময়ে নেপোলিয়নের মনের অবস্থা এতই খারাপ হইয়াছিল, এবং তিনি এতই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, লোকজনের সহিত দেখা করিতেও বিরক্ত হইতেন। কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টের তাৎকালিক জজ সার টমাস ষ্ট্রেঞ্জ, সেণ্ট-হেলেনা দ্বীপে গমন করিয়া, একবার নেপোলিয়নকে দেখিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। গবরনর হডসন তদ্বিষয় নেপোলিয়নকে জ্ঞাপন করিলে, নেপোলিয়ন উত্তর দেন,—"আমি সমাধি-শয্যা গ্রহণ করিয়াছি ; আমার উপর আর উৎপীড়ন কেন?" ফলতঃ, মনে প্রাণে নেপোলিয়ন যে বিষম অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। সে নিদারুণ কাহিনী, বৃটিশজাতির কলঙ্ক-চিহ্ন-রূপে ইতিহাসে চিরবিরাজমান রহিবে। নেপোলিয়নের এই কারাবাস-সম্বন্ধে বিখ্যাত জর্ম্মণ-লেখক 'হেনরায়েচ হায়েন্' লিখিয়াছেন,—"ব্রিটানিয়া! ব্রিটানিয়া! তুমি মহা-সাগরের অধীশ্বরী। কিন্তু এই মহাপুরুষের জন্য তুমি যে কলঙ্করাশি সঞ্চয় করিয়াছ, তাহা প্রক্ষালন করিতে পারে, এত বারি মহাসাগরেও নাই।"† ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে অন্ত্রক্ষত-রোগে নেপোলিয়নের প্রাণবিয়োগ হয়। প্রাণবিয়োগের পূর্ব্বে এই কয়টি মাত্র কথা নেপোলিয়নের মুখ হইতে নিঃসারিত হইয়াছিল ;—"ফরাসী—সৈন্য—সেনানায়ক—জোসে-ফিন।" নেপোলিয়নের জীবনে দেখিতে পাই, এই কয়টি জিনিসই তাঁহার অতি প্রিয় সামগ্রী ছিল : আর এই কয়টিকেই তাঁহাকে অনিচ্ছায় ত্যাগ করিতে হইয়াছিল ; তাই মৃত্যুকালেও তাঁহাদের নাম উচ্চারণ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ঐ দেখুন পাঠক! চিত্রে নেপোলিয়নের অন্তিম-শয্যা। যে লোহার খাটখানিতে তিনি শুইয়া আছেন, খানি যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। আবার সেই খানিই তাঁহার অন্তিমশয্যা

* লাস্‌কাসাস, নেপোলিয়নের সহচর রূপে 'সেণ্ট হেলেনায় ছিলেন। নেপোলিয়নের জীবনের ঘটনাবলী তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কতক নেপোলিয়নের নিকট শুনিয়াছিলেন, কতক স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

† 'জন্মভূমি' প্রথম বর্ষে এই অনুবাদটুকু প্রকাশিত হইয়াছিল।

হইল। যেদিন নেপোলিয়নের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, সেদিন দারুণ ঝঞ্ঝাবাত—দারুণ দুর্য্যোগ। তেমন ঝঞ্ঝাবাত, সে দ্বীপে আর কখনও কেহ দেখে নাই। নেপোলিয়নের শোকে বুঝি প্রকৃতিদেবী শোকাশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই, তাই কাঁদিয়া আকুল



মৃত্যু-শয্যায় নেপোলিয়ন।

[ইংরেজ কর্ত্তৃক সেণ্টহেলেনা দ্বীপে চির-নির্ব্বাসিত নেপোলিয়ন, প্রায় ছয় বৎসর নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিয়া, সেণ্টহেলেনা দ্বীপের ইংরেজ-শাসনকর্ত্তা নির্দ্দয় স্যার হডসন লোর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, অতি যন্ত্রণায় অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। যে ইউরোপ-বিজয়ী ফরাসী-সম্রাট নেপোলিয়ন এককালে জগৎসম্রাট হইবার বাসনা করিয়াছিলেন, স্ত্রী-পুত্র-পরিত্যক্ত হইয়া, বন্দী অবস্থায়, এক ক্ষুদ্র দ্বীপের ক্ষুদ্র কুটীরের ক্ষুদ্র কক্ষে অতি দীন শয্যায় তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। পাঠক! সে হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখুন। ইংরেজ তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া কখনও স্বীকার করেন নাই। কিন্তু জগৎ আজিও তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া মান্য করিতেছে।]

হইয়া পড়িয়াছিলেন।* আজি প্রায় ৮৬ বৎসর হইল, নেপোলিয়ন ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যেখানেই যাউন, যে লোকেই অবস্থান করুন, পৃথিবীর নির্ব্বোধ্য

* সেণ্ট হেলেনা দ্বীপের 'শ্লেন' উপত্যকায় একটী ঝরণার নিকট তাঁহার দেহ সমাধিস্থ হয়। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেইখানেই সে সমাধি বিরাজমান ছিল। পরিশেষে তাঁহার মৃতাবশেষ বহু জাঁক-জমকের সহিত পারিস নগরে আনীত হয়; এবং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর "হোটেল ডেস ইনভ্যালিডেস" মধ্যে একটী সমুজ্জ্বল স্মৃতি-স্তম্ভের নিম্নে তাহা রক্ষিত হয়। এইরূপে ইতিহাসের একটী প্রসিদ্ধ চরিত্রের গৌরবজনক উত্থান ও শোচনীয় পতন সাধিত হইয়াছিল।

পতিত জাতি-সমূহ, আজি তাঁহার শক্তিকণার প্রার্থী হইয়া করপুটে দণ্ডায়মান আছে। কোন্ জাতির মধ্যে কোন্ নেপোলিয়ন আবার কবে আবির্ভূত হইবেন,—কে বলিতে পারে?

নেপোলিয়নের চরিত্র।

নেপোলিয়নের চরিত্র সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বহু ব্যক্তি বহু রূপ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মিত্রপক্ষ একভাবে তাঁহার চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; তাঁহার শত্রুপক্ষ আর এক বিপরীতভাবে তাঁহাকে লোক-সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ফরাসী জাতি তাঁহাকে একচক্ষে দেখিয়াছেন; ইংরেজ তাঁহাকে অন্য চক্ষে দেখিয়াছেন। আর সেইজন্যই, কোথাও দেখিতে পাই, নেপোলিয়ন দেবতার আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন; আবার কোথাও দেখিতে পাই, তিনি নরকের অতি ঘৃণ্য কৃমি-কীট মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। ফরাসী জাতির গ্রন্থপত্রে প্রধানতঃ প্রকাশ,—'সেকেন্দর সাহ (আলেকজন্দার), সিজার, সার্লেমেন প্রভৃতির সহিত নেপোলিয়নের তুলনা হইতে পারে; এমন কি, পৃথিবীতে নেপোলিয়নের ন্যায় মহাপুরুষ কখনও জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন কিনা, সে বিষয়েও তাঁহারা সন্দেহ করেন।' * কিন্তু প্রসিদ্ধ ইংরেজ গ্রন্থকারগণ নেপোলিয়ন সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,—'নেপোলিয়নের স্বাভাবিক সদ্বৃত্তিরও অভাব ছিল। তিনি স্বেচ্ছাচারী; স্বার্থপর এবং ঘোর মিথ্যাবাদী।' † ইংরেজ ঐতি-হাসিকগণ আরও বলেন,—'তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্য আদৌ ছিল না; তিনি সকলের প্রতি ইতর লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। পরস্ত্রীর প্রতি তিনি দুর্ব্ব্যবহার করিতে কখনই সঙ্কুচিত হইতেন না।' নেপোলিয়নের প্রতিপক্ষগণ তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ অজস্র অশ্রাব্য গালিবর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। অথচ, অনেক স্থলেই দেখিতে পাই,—নেপোলিয়ন উদারচেতা, পরোপকারী এবং সহৃদয় ছিলেন। মিশরের কাইরো সহর জয় করার পর, তত্রত্য অধিপতি 'মামেলুক'-পরিবারের কতকগুলি রমণী নেপোলিয়নের হস্তে বন্দী হন। কিন্তু নেপোলিয়ন তাঁহাদিগের প্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, যেরূপ সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাদিগকে আত্মীয়-স্বজনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের ধন-সম্পত্তি যেরূপ মহানুভবতার সহিত প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন;—তাহা স্মরণ করিলে, স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁহার দুর্ব্ব্যবহারের কথা কখনই মনে উদয় হইতে পারে না। ‡ শত্রু-মিত্র উভয়পক্ষ যে দুই চিত্রে নেপোলিয়নকে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন,—তাহা পরস্পর এতই বিরুদ্ধভাবাপন্ন যে, দুইটী চিত্র দর্শন করিলে, দুই জন ভিন্ন ভিন্ন নেপোলিয়নের কথা মনে হয়। মনে হয়,—যেন ফরাসী-রাজ্যে দুই বিপরীত চরিত্রের দুইটী নেপোলিয়ন

---

* ফরাসী গ্রন্থকারগণ এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন,—"Napoleon ranks with Alexander, Caesar and Charlemagne, and was one of the greatest men the world has ever seen."

† ইংরেজের প্রসিদ্ধ দার্শনিক 'এমারসন' লিখিয়া গিয়াছেন,—"Napoleon was singularly destitute of generous sentiments. * * * He is a boundless lier. * * * He had not the merit of common truth and honesty. * * * He is egoistic and monopolising."—Vide Emerson Easays.

‡ জোসেফ এ্যাবট প্রণীত নেপোলিয়নের জীবন-চরিত পুস্তকের একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (See "The Life of Napoleon Bonaparte", by Joseph. S. C. Abbott, ch. XI.)

একই সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মনে হয়,—একজন যেন স্বর্গের দেবতা, অপর জন যেন নরকের কীট। যাহা হউক, সে দুই চিত্রের মধ্য হইতে নেপোলিয়নের চরিত্রে আমরা কি ভাবের বিকাশ দেখিতে পাই? দেখিতে পাই,—সে চিত্রে প্রধানতঃ দুইটী রঙ্ প্রতিফলিত। দেখিতে পাই,—লোকপ্রিয়তা; দেখিতে পাই,—কর্ম্মানুবর্ত্তিতা। নেপোলিয়ন যাহাই হউন, এই দুইটী জ্যোতিঃ তাঁহাতে যেন স্বতঃপ্রকাশিত রহিয়াছে। লোকপ্রিয়তার প্রভাবেই তিনি শক্তিসঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন; তাঁহার পতাকা-মূলে অসংখ্য নরনারী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। লোকরঞ্জনের ক্ষমতা যদি তাঁহার না থাকিত, লোকপ্রিয়তার গুণে তিনি যদি জনসাধারণকে আপনার করিয়া লইতে না পারিতেন, তাহা হইলে জলবুদ্‌বুদের ন্যায় নেপোলিয়নের অস্তিত্ব কবলসাগরে কোথায় বিলীন হইত!—তাঁহার নাম পর্য্যন্তও আজি কেহ শুনিতে পাইত কি? তিনি যদি অত্যাচারী হইতেন, তিনি যদি মিথ্যাবাদী হইতেন, তিনি যদি স্বার্থপর বা বিশ্বাসঘাতক হইতেন, তাঁহার শরীরে যদি দয়া মায়া না থাকিত, অনুগত জনের প্রতি তিনি যদি বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিতেন,—তাহা হইলে কি কখনও নেপোলিয়নের নাম শুনিয়াই দলে দলে সকলে তাঁহার পৃষ্ঠপোষণ করিত?—অবহেলায় তাঁহার জন্য প্রাণদান করিতে পারিত? তাঁহার শক্তি-সঞ্চয়ের মূল কারণই তাঁহার লোক-প্রিয়তা। এই লোক-প্রিয়তাই তাঁহার কর্ম্মানুবর্ত্তিতার সহকারী হইয়াছিল। নেপোলিয়নের সারা জীবনেই তাই দেখিতে পাই—"কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্ম!" কেবল কর্ম্ম করিয়াই সংসারে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবেন, ইহা ভিন্ন তাঁহার জীবনে যেন আর দ্বিতীয় লক্ষ্যই ছিল না। কর্ম্মের জন্য তিনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইতেন। কোন্ কর্ম্মের কি পরিণাম ফল, বোধ হয়, তিনি একবারও তাহা ভাবিবারও অবসর পাইতেন না। কর্ম্মঘোরে বিপদকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তিনি যেন সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি যখন 'এল্‌বা'-দ্বীপ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, রাজপক্ষের অসংখ্য সৈন্য তাঁহার বধসাধনে যখন অগ্রসর হইল, তিনি তখন কি করিলেন,—স্মরণ হয় কি? নেপোলিয়ন সেই বিপক্ষ-সৈন্য-সাগরে অবহেলায় ঝম্পপ্রদান করিলেন; তাহাদের উত্থিত-কৃপাণের সম্মুখে গিয়া মস্তক প্রদান করিলেন; অদৃষ্টে যাহা আছে হইবে,—সেই বিশ্বাসে তিনি বিপক্ষ-সৈন্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন; বিপক্ষদল, তাঁহার মুখ দেখিয়া, তাঁহার সাহসিকতা উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করিতে পারিল না। পরন্তু তাঁহার আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হইল। এমন দৃষ্টান্ত নেপোলিয়নের জীবনে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আর সেইজন্যই নেপোলিয়নের জীবনী-লেখক বহু ব্যক্তি তাঁহাকে অদৃষ্টবাদী বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আপন শুভ-নক্ষত্র দেখিয়া তিনি যুদ্ধযাত্রা করিতেন,—এ কথাও অনেক সময় শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার উন্মত্ততা, তাঁহার একাগ্রতা, তাঁহার উচ্চ কল্পনা,—তাঁহাকে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিবার অবসর দেয় নাই। মনে হইল,—পৃথিবীর সম্রাট হইব। নেপোলিয়ন অমনি সম্রাটপদ-লাভের জন্য প্রধাবিত হইলেন। মনে হইল—রুষিয়া জয় করিতে পারিলেই অর্দ্ধ-পৃথিবী তাঁহার করতলগত হইবে। অমনি উদ্দীপনায় তাঁহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল; দুর্গম গিরি-

সঙ্কট, তুষারাচ্ছন্ন পার্ব্বত্য পথ, অথবা মরুসদৃশ বিস্তৃত প্রান্তর,—সে সকল কোনও ভাবনাই তাঁহার মনে উদয় হইল না; দুরাশার মোহিনী কল্পনা তাঁহাকে যেন জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল। নেপোলিয়নের উত্থান-পতনের কারণ অনুসন্ধান করিলে, এই কর্ম্মানুবর্ত্তিতাই তাহার মূল বলিয়া মনে হয়। এই গুণেই তাঁহার উত্থান; আবার ইহা হইতেই তাঁহার পতন। কর্ম্মানুরাগের প্রাবল্যেই তিনি উন্নত হইয়াছিলেন; আবার সেই কর্ম্ম-প্রাবল্যে, জ্ঞান ও ভক্তির প্রভা আবরিত হওয়ায়, তাঁহার পতনের পথ প্রশস্ত হইয়া আসিয়াছিল। নেপোলিয়নকে কেহ কখনও পরিশ্রমে কাতর দেখেন নাই; কিবা রাত্রি, কিবা দিন, কিবা আলোক কিবা অন্ধকার, কিবা সুযোগ-কিবা দুর্যোগ,—সঙ্কল্প-সাধনে তিনি কখনও পরাঙ্মুখ ছিলেন না। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন'—এই প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন জন্যই যেন নেপোলিয়নের জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার আশা ছিল,—তিনি পৃথিবীর সম্রাট্-পদ লাভ করিবেন; জীবনের সে সাধ তাঁহার পূর্ণ হয় নাই। না হউক, কিন্তু তাঁহার নাম আজি 'বিশ্ববিজয়ী নেপোলিয়ন' নামে ঘরে ঘরে বিঘোষিত। দরিদ্রের পর্ণকুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়া, সৈনিকের সামান্য পদ হইতে পরিশেষে তিনি সম্রাটের উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—শত রাহুগ্রাসেও তাঁহার সে যশঃ-সূর্য্য কদাচ মলিনতা প্রাপ্ত হইবে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সাধারণ-তন্ত্র।

রাজ্য-ব্যবস্থা। নেপোলিয়নের ভাগ্যে যাহা ছিল, তাহাই ঘটিল। এখন ফরাসী রাজ্যের কি দশা হইল, পুনরায় সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাউক। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই, শক্তিপুঞ্জ পারিস নগরে প্রবেশ করিলেন। দুই দিন পরে, অষ্টাদশ লুই পুনরায় রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। সেনাপতি 'লাবেডয়ার' এবং মার্শেল 'নে', নেপোলিয়নের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন; প্রথমেই তাঁহাদের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইল। তৎপরে (২০শে নবেম্বর) ভিয়েনার 'কংগ্রেস' সভার অধিবেশনে, রুশিয়া, অষ্ট্রীয়া, প্রুশিয়া প্রভৃতি ইউরোপের রাজন্যবর্গ পরস্পর এক সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ হইলেন। সেই সন্ধিমতে ফরাসী-রাজ্য শক্তিপুঞ্জের যুদ্ধ-ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য প্রচুর অর্থ-দানে বাধ্য হইলেন; রাইন নদীর তীরবর্ত্তী 'ফিলিপোভিল', 'সেরেলইস', 'মেরিয়েনবর্গ,' 'ল্যাণ্ডো' এবং 'হুনিন্ জেন' প্রভৃতি দুর্গ ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিলেন; ফ্রান্সের সীমান্ত প্রদেশে, পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত, বৈদেশিক সেনা-নায়কের অধীনে, বৈদেশিক সৈন্য অবস্থান করিবে এবং ফরাসী রাজ্য তাহার ব্যয়-ভার বহন করিবে,—ইহাই স্থিরীকৃত হইল। এই সময় শক্তিপুঞ্জ পরস্পর আরও এক

নূতন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন। কোনও রাজ্যে প্রজাবর্গ কখনও বিদ্রোহী হইলে, সকলে একযোগে তাহা দমন করিবেন—ইহাই স্থির হইয়া গেল। রাজন্যবর্গের এই সম্মিলন "হোলি এলায়েন্স" বা "পবিত্র সম্মিলন" নামে অভিহিত। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অষ্টাদশ লুই রাজত্ব করেন। তৎপরে দশম চার্লস রাজা হইলেন। দশম চার্লসের সহিত ফরাসী প্রজাবর্গের এবং 'চেম্বার' সভার বিষম মত-পার্থক্য উপস্থিত হইল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লোপ, 'চেম্বার অব ডেপুটী' সভার পরিবর্ত্তন-সাধন, নূতন নির্ব্বাচন-প্রথা সৃষ্টি করিয়া রাজার অপ্রতিহত প্রভাব রক্ষার চেষ্টা এবং মন্ত্রণা-সভায় অধিক সংখ্যক রাজপক্ষীয় সদস্য গ্রহণ,—এবংবিধ কারণে চার্লসের উপর জনসাধারণ অনেকেই বিরক্ত হইলেন। শেষ, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে জুলাই, ফরাসী রাজ্যে তিন দিন ব্যাপী আর এক নূতন বিপ্লব উপস্থিত হইল। চার্লস সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। জনসাধারণ লুই ফিলিপকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। জগতের লোক দেখিল,—প্রজা অসন্তুষ্ট হইলে, কি করিয়া রাজা রাজ্য-চ্যুত হন, এবং তৎপরিবর্ত্তে নূতন রাজার নির্ব্বাচন হয়।

দ্বিতীয় সাধারণ-তন্ত্র।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফিলিপ রাজত্ব করেন। এই সময়ে ফরাসী রাজ্যে পুনরায় বিপ্লবানল জ্বলিয়া উঠিল। প্রথম প্রথম জনসাধারণের মত অনুসারে শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। শেষে দুইটী দল হইয়া দাঁড়াইল। এক দলের কর্ত্তা হইলেন—টিয়ার্স; অপর দলের কর্ত্তা হইলেন—গুইজট। টিয়ার্স ও গুইজট,—উভয়েই সুলেখক বলিয়া পরিচিত। বিপ্লবের প্রথমেই তাঁহাদের মধ্যে দলাদলি বেশ পাকিয়া উঠিল। যেখানে দলাদলি, সেইখানেই বিসংবাদ। সুল্টের পতনের পর, মন্ত্রি-সভায় প্রথমে টিয়ার্সের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়; রাজ্য-শাসন-প্রণালীর নানা-প্রকার পরিবর্ত্তন ও বিশৃঙ্খলা ঘটে। টিয়ার্সের পরিবর্ত্তে তখন গুইজটের প্রাধান্য বিস্তৃত হইল। কিন্তু গুইজটও অল্পদিনের মধ্যেই সাধারণের অপ্রীতিভাজন হইলেন। এই সময়ে পারিস নগরের একটী ভোজের বক্তৃতায়, রাজপক্ষ জন-সাধারণের পক্ষকে আক্রমণ করিলেন। তাহারই ফলে, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী, ফরাসী-রাজ্যে আবার এক নূতন বিপ্লবের সূত্রপাত হইল। ফিলিপ ইংলণ্ডে পলায়ন করিলেন। কয়েকটী দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর, ফ্রান্সে সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল। ফরাসী রাজ্যে ইহাই দ্বিতীয় সাধারণ-তন্ত্র নামে অভিহিত। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রথম সাধারণ-তন্ত্র অনুসারে রাজ্যশাসন চলিয়াছিল; তাহার পরই "কনসলেট" সভার অধীনে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। তখন হইতেই নেপোলিয়নের প্রাদুর্ভাব। * সেই প্রাদুর্ভাব-বশতঃ তিনি সম্রাট-পদ লাভ করেন; তদবধি প্রথম সাধারণ-তন্ত্রের উচ্ছেদ সাধিত হয়। মধ্যে অষ্টাদশ লুই, দশম চার্লস ও ফিলিপ প্রভৃতি রাজত্ব করেন। তৎপরে এই দ্বিতীয় সধারণতন্ত্র। এই সাধারণ-তন্ত্র ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অব্যাহত রহিল। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভ্রাতুষ্পুত্র, লুই নেপোলিয়ন, এই দ্বিতীয় সাধারণ-তন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হইলেন। এই সময় নিয়ম হইল,—চারি বৎসরের অধিককাল কেহ প্রেসিডেন্ট থাকিতে পারিবেন না। রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত বিধি-বিধানেরও বহু সংস্কার সাধিত হইল। কিন্তু

সুযোগ বুঝিয়া, লুই নেপোলিয়ন, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে, সম্রাট বলিয়া বিঘোষিত হইলেন। সেই হইতেই দ্বিতীয় সাধারণ তন্ত্রের উচ্ছেদ সাধিত হইল। তিনি প্রায় ১৮ বৎসর (১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, গ্যারিবল্ডী কর্তৃক ইটালী উদ্ধার, দিনেমারগণের সহিত যুদ্ধ, এবং পরিশেষে ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ সমাহিত হয়। শেষোক্ত যুদ্ধেই তাঁহার ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত হইল;—ফরাসীরও শাসন-প্রণালীও আবার এক নূতন আকার ধারণ করিল।

"ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ।"

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্পেন-রাজ্যে প্রজা-বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায়, রাণী ইজাবেলা রাজ্যচ্যুত হন। কতকগুলি অনুচর সহ, রাণী আসিয়া ফরাসীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে "হোহেন-জোলারস্" বংশসম্ভূত যুবরাজ লিওপোল্ড, স্পেনের অধিকারী বলিয়া ঘোষিত হন; প্রুশীয়ার রাজা তাঁহার পোষকতা করেন। এই ব্যাপারে ফ্রান্সের বা রাণী ইজাবেলার কোন মতামত গ্রহণ করা হয় না। সুতরাং বিবাদ বাধিয়া উঠে। এই বিবাদ মীমাংসার জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু জর্ম্মণীর মহামন্ত্রী বিসমার্ক প্রভৃতির অমনোযোগিতায়, কোনই ফললাভ হয় নাই। অবশেষে ফ্রান্স ও প্রুশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধ 'ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয়' যুদ্ধ নামে অভিহিত। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ফরাসী পক্ষ 'মেজ' নামক স্থানে, এবং প্রুশীয় সেনা 'মেঞ্জ' নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করে। প্রথমে জেনারেল ম্যাকমোহনের অধীন ফরাসী সেনা কিয়দ্দূর অগ্রসর হয়। পরিশেষে কিন্তু ১৪ই, ১৬ই ও ১৮ই আগষ্টের যুদ্ধে তাহাদিগকে পশ্চাৎ হাটিয়া আসিতে হয়। এই সময়ে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এদিকে সম্রাট-পত্নী, জেনারেল ম্যাকমোহনকে বেলজিয়মের সীমান্ত-প্রদেশে অগ্রসর হইয়া প্রুশীয়-সেনা আক্রমণের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। ইতিমধ্যে ১লা সেপ্টেম্বর 'সেডানের' ভীষণ যুদ্ধে ফরাসীর এক বিষম সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। ঐ দিন, সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন, আশী হাজার সৈন্যসহ, প্রুশীয়ার রাজার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। বন্দিরূপে বিসমার্কের হস্তে সমর্পিত হইয়া, অবশেষে তিনি প্রুশীয়ার রাজধানীতে উপনীত হন। এই আত্ম-সমর্পণেই ফরাসীর বিজয়-লাভের আশা ফুরাইয়া যায়।

পারিস অবরোধ।

সম্রাটের আত্ম-সমর্পণের পর প্রুশীয়ার সৈন্যগণ পারিস নগর অবরোধ করিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত পারিস নগর অবরুদ্ধ রহিল। জর্ম্মণ-সৈন্য পারিসের চতুর্দ্দিকের প্রায় সমস্ত দুর্গ অধিকার করিয়া লইল। পরিশেষে সন্ধির ঘোষণা-পত্র প্রচারিত হওয়ায়, কিছু দিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রহিল। কিন্তু সন্ধি-সম্বন্ধে সর্ত্তের সত্বর কোনই বন্দোবস্ত হইল না; জর্ম্মণ-সৈন্য আবার আসিয়া পারিস অবরোধ করিল। দ্বিতীয়বার ২রা এপ্রেল হইতে ২রা মে পর্য্যন্ত এক মাস কাল পারিস নগর অবরুদ্ধ রহিল। সেই সময় সহরে লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের অভিনয় চলিল। রাজপথে মারামারি কাটাকাটি চলিতে লাগিল; সরকারী ঘর-বাড়ী লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইল; নগরে হাহাকার উঠিল। অবশেষে, টিয়ার্সের অধ্যবসায়ে ও পরিশ্রমে,

ফ্রান্স ও জর্ম্মণীর মধ্যে সন্ধির বন্দোবস্ত হইল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে "ফ্রাঙ্কফোর্ট" নগরে সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হয়। সেই সন্ধি-সর্ত্তে, 'আলসেস' এবং 'লোরেন' প্রদেশের অধিকাংশই জর্ম্মণীকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। ফরাসীগণ 'বেলফোর্ট' ফিরাইয়া পাইলেন। যুদ্ধের ব্যয়-স্বরূপ ফরাসীগণ জর্ম্মণীকে বহু অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ-তন্ত্রের ভিত্তিমূল দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইল।

তৃতীয় সাধারণ-তন্ত্র।

এইবার পূর্ণরূপে সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। জর্ম্মণীর সহিত সন্ধি-সর্ত্ত স্থির করিয়া লইয়া, ফরাসী-রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, সাধারণ-তন্ত্রের দৃঢ়তা-সাধনে মনোযোগী হইলেন। এ সময়েও দেশের মধ্যে দলাদলির অবসান নাই; এখনও পরস্পরের মধ্যে হুঙ্কারক্তির বিরাম হইল না; সৈন্যদলের উচ্ছৃঙ্খলায় নিত্য নূতন অনর্থ সাধিত হইতে লাগিল। অধিক বলিব কি, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের মে মাসের শেষ সপ্তাহে ২০ হাজার হইতে ৩০ হাজার নরনারী ফরাসী-সৈন্যের গুলির আঘাতে পারিসের রাজপথে নিহত হইল। যাহা হউক, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে টিয়ার্স এবং গাম্বেতা প্রভৃতির চেষ্টায়, দেশে ক্রমশঃ শান্তি-স্থাপনের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও দলের অবধি রহিল না। নেপোলিয়নের ভক্তগণ 'নেপোলিয়নিষ্ট' দল গঠন করিল; আদিম-রাজবংশের শাসন-প্রার্থিগণ 'ওরিয়েণ্টালিষ্ট' নামে অভিহিত হইল; ন্যায্য স্বত্বের প্রার্থিদল 'লেজিটিমিষ্ট' নাম গ্রহণ করিল। এইরূপ দলাদলির প্রকোপে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে টিয়ার্স সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন। ম্যার্শেল ম্যাক্মোহন নামক রাজার দলের একজন সহৃদয় সৈনিক-পুরুষ, এইবার সাধারণ-তন্ত্রের নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করিয়া বসিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে মার্সেল ম্যাকমোহন ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কিসে দেশের লোকে একপ্রাণ একমন হইয়া রাজ্যরক্ষায় মনোযোগী হয়,—স্বতঃপরতঃ তাহারই চেষ্টা চলিতে লাগিল। ম্যাক্মোহন প্রায় ছয় বৎসর ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু দলাদলির বিরোধে সর্ব্বদাই তাঁহাকে বিব্রত থাকিতে হইয়াছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 'জুলেস গ্রেভি' প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার সময়ে মহামন্ত্রী গাম্বেতার চেষ্টায় বহু শাসন-সংস্কার সাধিত হইল। যাহা হউক, গ্রেভির কার্য্যকলাপে জনসাধারণ কিন্তু সন্তুষ্ট হইল না। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বরের নির্ব্বাচনে তিনি পুনরায় প্রেসিডেণ্ট পদ প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি লোকে মনে মনে বড়ই বিরক্ত রহিল। সুতরাং দুই বৎসরের পরে পুনরায় নির্ব্বাচন আরম্ভ হইল। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে "কারনট" ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইলেন। এই সময় "পানামা" যোজক কাটিবার জন্য যৌথ-কারবারে বহু অর্থ সংগ্রহ হইয়াছিল; শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ মনে করিয়াছিলেন যে, "সুয়েজ" প্রণালী খনন হওয়ায় যেরূপ আয়ের পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে, "পানামা" যোজক কাটা হইলেও সেইরূপ লাভ হইবে।* কিন্তু

* ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সুয়েজ' যোজকের মধ্য দিয়া, (৭২ মাইল দৈর্ঘ্য) 'সুয়েজ ক্যানেল' কাটা হয়। তদবধি ভারতের সহিত ইউরোপীয় জাতির সম্বন্ধের পথ সুগম হইয়া আসিয়াছে।

কার্য্যকালে তাহার ফল বিপরীত দাঁড়াইল। নানা কারণে দেশের লোকের টাকাগুলি নষ্ট হইল। এইহেতু লোকের মন শাসন-কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রতি বড়ই বিরক্ত হইল। অধিকন্তু ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই সময় একটা গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিল। সেই সমস্ত অসন্তোষের ফলভাগী হইলেন—প্রেসিডেণ্ট 'কারনট'। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৩এ জুন জনৈক রাজদ্রোহী "এনার্কিষ্ট" তাঁহার বক্ষে ছুরী বসাইয়া দিল। ঘাতুকের গুপ্ত অস্ত্রে দেশপতি কারনট প্রাণত্যাগ করিলেন। এই দুর্ঘটনার চারিদিন পরে 'কাসিমীর-পেরিয়া' প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু সে সময় দারুণ অশান্তি—চারিদিকেই গুপ্ত ঘাতুকের বিভীষিকা। সুতরাং কয়েক মাস পরেই তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার পদত্যাগের ৪৮ ঘণ্টা পরে, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী, "ফেলিক্স ফর" প্রেসিডেণ্ট-পদে বরিত হন। তাঁহার সময় রুষিয়ার সহিত ফ্রান্সের মিত্রতা স্থাপিত হয়। তদুপলক্ষে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে রুষিয়ার সম্রাট পারিস-সহর পরিভ্রমণ করিতে আসেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী 'ফরের' মৃত্যু হয়। অতঃপর 'লুবে' সাধারণ-তন্ত্রের 'প্রেসিডেণ্ট' পদে বরিত হইলেন। তাঁহার শাসনকালে সেনানায়ক 'ড্রেফু' রাজ্যের উচ্ছেদ-সাধনে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন বলিয়া বিষম হৈ-চৈ পড়িয়া যায়। সামরিক বিচারালয়ে তাঁহার বিচার প্রভৃতি ব্যাপারে দলাদলির বিশিষ্ট পরিচয় প্রকাশ পায়। এখন যিনি ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট, তাঁহার নাম—'আরমণ্ড ফেলিয়ার। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী তিনি প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রতি সাত বৎসর অন্তর, 'সেনেট' সভার এবং "চেম্বার অব ডেপুটী" সভার সদস্যগণের 'ভোট' লইয়া প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। প্রেসিডেণ্ট বার্ষিক প্রায় চারি লক্ষ ফ্রাঙ্ক মুদ্রা (ফ্রাঙ্ক—প্রায় ৯॥ পেন্স—॥/১০ টাকা) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। "সেনেট" সভা এবং 'চেম্বার' সভার সদস্য নির্ব্বাচনের ভার, দেশের জনসাধারণের উপর অর্পিত আছে। প্রথমোক্ত সভার সদস্য-সংখ্যা তিন শত; শেষোক্ত সভার সদস্য-সংখ্যা ৫৯৪ জন। ২১ বৎসর বয়সের ব্যক্তি মাত্রেই সদস্য-নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারেন। বহু বিপ্লব-বিবর্ত্তনের পর ফরাসী-রাজ্যে এক্ষণে শান্তি বিরাজমান। ফরাসী জাতি এখন সাধারণ-তন্ত্রের শান্তিসুখাস্বাদে সম্মোহিত।

কি শিখিলাম? স্বাধীনতার ইতিহাসে ফরাসী-বিপ্লবের ভীষণ চিত্র কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি-তেই বিরাজমান রহিয়াছে! কি ভীষণ!—কি লোমহর্ষণ!—কি বীভৎস দৃশ্য! একবার আদ্যোপান্ত স্মরণ করিলে, শরীর শিহরিয়া উঠে,—পাষাণ প্রাণও শতধা বিদীর্ণ হইয়া অশ্রুনির্ঝর প্রবাহিত হয়। জগতের ইতিহাসে আর কখনও কেহ সে দৃশ্য দেখিয়াছেন কি? প্রায় এক শত বৎসর কাল,—সে যে কি অন্তর্বিপ্লব চলিয়াছিল,—সে যে কি রক্তের নদী প্রবাহিত হইয়াছিল,—সে যে কি দিগ্দাহী দাবানলে দেশ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল,—শত আবর্ত্তনেও জগৎ তাহা বিস্মৃত হইতে পারিবে কি? কিন্তু স্মৃতির সেই বৃশ্চিক-দংশনের মধ্যেও, ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাসে কি শিক্ষা প্রদান করিতেছে? অজস্র অর্থনাশ, অসংখ্য নরবলি, বসুন্ধরা অবিরত রক্তস্রোতে প্লবমানা,—সে কিসের জন্য?—তাহাতে কি ফল উৎপন্ন হইল?—ফরাসী-বিপ্লবে এত ধন-প্রাণ-বিনিময়ে জগৎ কি শিক্ষা

লাভ করিল? সে পরিচয় কি আর আবশ্যক হয়? সে পরিচয়ে দেখিতে পাই,—রাজ-অত্যাচার অসহ্য হইলে, জনসাধারণ কেমনতর দিশাহারা উন্মাদ হইয়া উঠে। দেখিতে পাই,—প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে দুর্ব্বল প্রজাশক্তি কিরূপ অসম-সাহসে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারে। দেখিতে পাই,—রাজশক্তির উচ্ছেদ-সাধন করিয়া, শত-বাধা শত-বিপত্তির মধ্যেও কেমন করিয়া প্রজাশক্তি সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলনে সমর্থ হয়। দেখিতে পাই,—স্বাধীনতার অমৃতোপম সুধাস্বাদ একবার প্রাপ্ত হইলে, পুনঃপুনঃ তাহা লাভের জন্য প্রাণ কেমনতর ব্যাকুল হইয়া উঠে! দেখিতে পাই,—জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলে, মানুষ অসম্ভব সম্ভব করিতে পারে। আর দেখিতে পাই,—কোনও মহৎ সঙ্কল্প সাধন করিতে হইলে, কত অত্যাচার, কত অবিচার সহ্য করিতে হয়,—কত অর্থব্যয়, কত প্রাণদানের আবশ্যক হয়;—আর সেই শুভ অনুষ্ঠানের ফলে, এক পুরুষে না হউক, পরবর্ত্তী পুরুষ-পরম্পরাও একদিন-না-একদিন সুফল প্রাপ্ত হয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ভৌগলিক বিবরণ। ফরাসী রাজ্যের উত্তর সীমায় 'ইংলিশ চ্যানেল' ও 'ডোভার' প্রণালী; উত্তর-পূর্ব্বে বেলজিয়ম, ও 'ল্যাকসেমবর্গ'; পূর্ব্বসীমায় জর্ম্মণি, সুইজারলণ্ড ও ইটালী; দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর ও স্পেন; পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগর। পরিমাণ ফল,—২ লক্ষ, ৭২ হাজার, ২১৮ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা (১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণনা অনুসারে) ৩ কোটী, ৮৯ লক্ষ, ৬১ হাজার, ৯৪৫ জন। কয়েক বৎসর হইতে ফরাসী রাজ্যে জন্মের হার বড়ই কমিয়াছে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ৮ লক্ষ, ১৮ হাজার, ২২৯ জনের জন্ম হয়; ৭ লক্ষ ৬১ হাজার, ২০৩ জনের মৃত্যু হয়। ফরাসী রাজ্যের রাজধানীর নাম পারিস নগর; উহার লোকসংখ্যা (১৯০৬ খৃষ্টাব্দে) ২৭ লক্ষ, ৩১ হাজার, ৭২৮ জন। অন্যান্য প্রধান নগরের মধ্যে,—'মার্সেলিস' সহরের লোকসংখ্যা,—৪ লক্ষ, ৯১ হাজার, ১৬১ জন; 'লিয়ন্স' সহরের লোকসংখ্যা,—৪ লক্ষ, ৫৯ হাজার, ৯৯ জন; 'বোঁর্দো' সহরের লোকসংখ্যা,—২ লক্ষ, ৫৭ হাজার, ৪৭১ জন; 'লাইল' সহরের লোকসংখ্যা,—২ লক্ষ, ১০ হাজার, ৬৯৬ জন। ফরাসী দেশে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ (১৯০৫ খৃষ্টাব্দে),—১৪ কোটী, ৪৯ লক্ষ, ২৩ হাজার পাউণ্ড; (১৯০৬ খৃষ্টাব্দে) ১৪ কোটী, ৮৩ লক্ষ, ৭০ হাজার পাউণ্ড। রাজকার্য্যে ব্যয়;—(১৯০৫ খৃষ্টাব্দে),—১৪ কোটী, ৪৯ লক্ষ, ২২ হাজার পাউণ্ড; (১৯০৬ খৃষ্টাব্দে),—১৪ কোটী, ৮৩ লক্ষ, ৬৮ হাজার পাউণ্ড। রাজ্যের ঋণ,—১১৬ কোটী, ৩৭ লক্ষ, ৭০ হাজার পাউণ্ড। আমদানীর পরিমাণ (১৯০৫ খৃষ্টাব্দে),—১৮ কোটী, ৬৯ লক্ষ, ৫০ হাজার পাউণ্ড। রপ্তানীর পরিমাণ (১৯০৫ খৃষ্টাব্দে);—১৯ কোটী, ৪ লক্ষ, ৫৯ পাউণ্ড।

বৈদেশিক অধিকার। পৃথিবীর সকল মহাদেশেই ফরাসীর অধিকৃত অল্প-বিস্তর রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সকল রাজ্যের আনুমানিক পরিমাণ ফল,—৪০ লক্ষ বর্গ মাইল। তৎসমুদয়ের লোকসংখ্যা,—৫ কোটী ৭০ লক্ষের অধিক।

ভারতবর্ষের মধ্যে ফরাসীর অধিকৃত নগরসমূহ,—পণ্ডিচারী, কারিকল, মাহী, ইয়ানন এবং চন্দননগর। এই সকল স্থানের পরিমাণ ফল,—১৯৬ বর্গ মাইল ; লোক-সংখ্যা,—২ লক্ষ, ৭৩ হাজার, ৭৪৮ জন। পণ্ডিচারী,—ভারতবর্ষে ফরাসীর অধিকৃত রাজ্যের রাজধানী। তথায় একজন গবর্ণর আছেন। পণ্ডিচারীর লোকসংখ্যা (১৯০২ খৃষ্টাব্দে) ৪৭ হাজার, ১৯৪ জন। এসিয়া মহাদেশে ফরাসীর অধিকৃত অন্যান্য স্থানের মধ্যে,—ইণ্ডো-চায়না, আনাম, কাম্বেডিয়া, কোচিন-চায়না, টংকুইন, এবং লেয়ো প্রদেশ উল্লেখযোগ্য। আফ্রিকা মহাদেশে ফরাসীর অধিকৃত রাজ্যসমূহের মধ্যে কমোরো দ্বীপপুঞ্জ, মাদাগাস্কর, ফ্রেঞ্চ কঙ্গো, ডাহুমে, ফ্রেঞ্চ গায়ানা, আইভরি কোষ্ট, সেনিগাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে ফ্রেঞ্চ-গায়ানা, এবং গোয়াডেলোপ, মার্টিনিক্, সেণ্টপিরি, মিকিউলেনো প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ প্রধান। ওশেনিয়ার মধ্যে নিউ কালিডোনিয়া দ্বীপ এবং অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জ ফরাসীর অধিকৃত। ফরাসীর বৈদেশিক অধি-কারের শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একজন ঔপনিবেশিক মন্ত্রী আছেন। কোনও কোনও উপনিবেশ হইতে ফরাসী রাজ্যের 'সিনেট' ও 'চেম্বর' সভায় প্রতিনিধি প্রেরিত হয়। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতবর্ষে ফরাসীর অধিকার বিস্তৃত হয়। ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপনের পূর্ব্বে ১৬২৬ হইতে ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমেরিকায় চারিটী এবং ১৬৩৭ ও ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকায় দুইটী উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ভূমধ্য সাগ-রের 'কর্ষিকা' প্রভৃতি দ্বীপ ফরাসীর অধিকৃত।

অন্যান্য কথা।

ফরাসী রাজ্যে প্রধানতঃ দুই প্রকার আব-হাওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। পশ্চিম দিকে আটলাণ্টিক মহাসাগরের এবং দক্ষিণ দিকে ভূমধ্যসাগরের প্রভাব বিস্তৃত; জলবায়ু প্রধানতঃ তদনুসারেই পরিবর্ত্তিত হয়। ফরাসী রাজ্যে বনজঙ্গলের পরিমাণ,—প্রায় ৩৪ হাজার ২২০ বর্গ মাইল। 'আল্পস' এবং 'পিরানীজ' পর্ব্বতের দিকেই জঙ্গলের আধিক্য দৃষ্ট হয়। ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩২২ বর্গ মাইল জমীতে কৃষিকার্য্য ও উদ্যান প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ফরাসী রাজ্যে চারি প্রকার ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছে। তন্মধ্যে 'রোমান ক্যাথলিক,'—৩ কোটী ৬০ লক্ষের উপর; 'প্রোটেষ্টাণ্ট' ধর্ম্মাবলীর সংখ্যা,—২০ লক্ষের উপর; হিব্রু সম্প্রদায়ভুক্ত 'ইহুদী'দিগের সংখ্যা,—৫০ হাজার হইতে ১ লক্ষের মধ্যে। বিদ্যাচর্চ্চার বিষয়ে দিন দিন ফরাসীর উন্নতি দৃষ্ট হয়। ছয় বৎসর হইতে তের বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাগণ সকলেই বিনাব্যয়ে 'প্রাইমারী শিক্ষা' প্রাপ্ত হইয়া থাকে; প্রত্যেকেই লেখাপড়া শিখিতে আইন অনুসারে বাধ্য। ফরাসী রাজ্যে ১৫টী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তথায় ৩০ হাজার বালিকা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। ফরাসী রাজ্যে দৈনিক সংবাদ পত্রের সংখ্যা তিন শতের অধিক। তন্মধ্যে "পেটিট প্যারিশিয়ান" নামক সংবাদ পত্রের প্রচার পৃথিবীর সকল সংবাদপত্রের অপেক্ষা অধিক বলিয়া কথিত হয়। "পেটিট জরন্যাল" সংবাদপত্রের গ্রাহক-সংখ্যা ১০ লক্ষেরও অধিক। ফরাসী রাজ্য দিন দিন শিক্ষার পথে কিরূপ প্রধাবিত হইতেছে,—ইহাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

স্পেন-রাজ্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্পেনের অভ্যুদয়।

সূচনা। সহস্র সহস্র বৎসরের পরাধীনতার মধ্যেও ধীরে ধীরে শক্তি-সঞ্চয় করিয়া যে সকল জাতি জগতে বরণীয় স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে স্পেন-রাজ্য অন্যতম। অতি প্রাচীন কাল হইতে ইতিহাসে স্পেন-রাজ্যের বহু ভাগ্য-বিবর্ত্তনের পরিচয় পাওয়া যায়। কখনও রোমের, কখনও গ্রীসের, কখনও কার্থেজের, কখনও "গথ"দিগের, কখনও আরব জাতির, কখনও মুর-বংশের,—এইরূপে পরাধীনতার পেষণ-যন্ত্রের মধ্য দিয়া স্পেন-দেশ কিরূপে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইল, তাহা বড়ই কৌতুহলপ্রদ। সে তত্ত্ব আলোচনা করিলে, জাতীয় প্রতিষ্ঠার প্রশস্ত পথ নয়ন-পথে পতিত হয়। দেখিতে পাওয়া যায়,—কি কারণে বিশ্ববিজয়ী প্রবল-পরাক্রান্ত জাতি উন্নতির উচ্চ চূড়া হইতে অবনতির অতল তলে নিমজ্জিত হয়। দেখিতে পাওয়া যায়,—কি কারণে অন্ধতমসাচ্ছন্ন অধঃপতিত জাতির ক্ষীণ প্রাণে স্বাধীনতার শুভ্র-জ্যোতি নবশক্তি প্রদান করে। সেই অভ্যুত্থান-অধঃপতনের কারণ-পরম্পরা বিবৃতি-করণ অভিলাষেই অদ্য স্পেন-রাজ্যের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতেছি।

স্পেনই পৃথিবীর প্রান্তসীমা। স্মরণাতীত কালে পৃথিবীর মানচিত্রে ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী কতকগুলি জনপদের পরিচয় পাওয়া যায়। পুরাবৃত্তে তৎসমুদায় বিশেষ প্রসিদ্ধ। এক-দিকে গ্রীস, রোম, গল, আইবিরিয়া; অন্যদিকে কার্থেজ, মিসর, মুররাজ্য; পার্শ্বে ভ্যাণ্ডেল, গথ, সারাসেন ও ফিনিসীয় রাজ্য।* তৎপ্রদেশে অনেকেরই তখন ধারণা ছিল,—ভূমধ্যসাগর-প্রান্তস্থিত জনপদ-সমূহই পৃথিবীর মধ্যদেশ; শিক্ষা, সভ্যতা ও সমৃদ্ধি প্রভৃতিতে উহারাই শ্রেষ্ঠপদবাচ্য। অনেকেরই তখন মনে হইত,—স্পেনরাজ্যই পৃথিবীর প্রান্ত-সীমা; তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন,—স্পেন-দেশ অস্তগামী সূর্য্যের বিশ্রামস্থল। "অস্তাচল" বলিতে তখন যেন স্পেন-দেশকেই বুঝা যাইত। ভূমধ্য-সাগর সান্নিধ্যে স্পেন-দেশের দুইটী পাহাড়, "হারকিউলিসের স্তম্ভ" নামে অভিহিত হইত; সেই দুইটী পাহাড়ই যেন প্রান্তসীমা, তাহার পশ্চিমে যেন আর কোনও দেশ নাই, শুধুই যেন অনন্ত আকাশ বিরাজমান রহিয়াছে;—প্রাচীন কালে অনেক দিন পর্য্যন্ত অনেক জাতির এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল।

---

* 'ফিনিসীয়,' 'কার্থেজীয়', 'মিসরীয়', 'সারাসেন,' মুর, গথ ও ভেণ্ডাল প্রভৃতি জাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'পরিশিষ্টে' দ্রষ্টব্য।

ইতিবৃত্ত।

অতি প্রাচীনকালে 'ফিনিসীয়-জাতি বাণিজ্য-ব্যপদেশে স্পেন-দেশে গমনাগমন করিত। তাহাদের নিকট সংবাদ পাইয়া, "আইওনিয়া" দ্বীপের অধিবাসী গ্রীকগণ স্পেনের অভিমুখে অগ্রসর হন। তাঁহারাই প্রথমে স্পেন-দেশে 'গ্রীক' উপনিবেশ স্থাপন করেন। গ্রীকগণ স্পেন-দেশকে "আইবিরিয়া নামে অভিহিত করিয়াছিল। গ্রীকদিগের পরে স্পেনে কার্থেজীয়দিগের অধিকার বিস্তৃত হয়। খৃষ্ট জন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে "কার্থেজীয়গণ" স্পেনের অধিকাংশ প্রদেশ—সমুদ্রতীর হইতে "পিরেনিজ" পর্ব্বত পর্য্যন্ত—অধিকার করেন। কার্থেজীয়দিগের শাসন সময়ে স্পেনে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল। কার্থেজীয়গণের রক্ষণা-বেক্ষণে স্পেন-দেশের শাসনকার্য্য পরিচালিত হইত; স্পেনের অধিবাসিগণ কার্থেজীয় সৈন্যদলে "ভলন্‌টিয়ার" সৈনিকরূপে প্রবেশ করিতে পারিত; কার্থেজের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইত। কার্থেজীয়দিগের নিকট হইতে রোমীয়গণ স্পেন দেশ অধিকার করিয়া লন। তাঁহারা স্পেন ও পর্ত্তুগাল দেশকে 'হিস্পানীয়া' বা 'ইস্পানীয়া' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। রোমের পতনের পর 'গল' জাতি স্পেনে আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহাদের হস্ত হইতে মুসলমানগণ,—আরবীয়, মিসরীয়, সারাসেন ও মুরগণ,—স্পেন-দেশ কাড়িয়া লন। এইরূপে প্রায় দুই হাজার বৎসর পরাধীন থাকিয়া স্পেন দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। সে এক বিচিত্র ইতিহাস!

'কার্থেজের' আধিপত্য।

"হামিলকার" নামক কার্থেজের এক প্রধান পুরুষ, কার্থেজের সহিত স্পেনের সম্বন্ধ স্থাপনের মূলীভূত। খৃষ্ট জন্মের ২৩৭ বৎসর পূর্ব্বে জিব্রাল্টার প্রণালী পার হইয়া, হামিলকার স্পেনে উপনীত হন। তিনি আসিয়া দেখিলেন,—স্পেনের অধিবাসিগণ রণ-কুশল; পরন্তু স্পেন-দেশ বহুল খনিজ পদার্থে পরিপূর্ণ। তাঁহার মনে হইল,—এই জাতিকে শিক্ষা-দান করিয়া, এই দেশের ধন-সম্পত্তি লইয়া, 'কার্থেজের' গৌরব-বৃদ্ধি হইতে পারে। স্পেনকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করা অপেক্ষা, স্পেনের অধিবাসীদিগকে লইয়া এক নূতন শক্তি সংগঠন করিবেন,—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় হইল। প্রথমতঃ তিনি স্পেনের অধিবাসিগণকে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। সদ্ব্যবহারে, বন্ধুত্বে, প্রীতির বন্ধনে, তাহাদিগকে দিন দিন বন্ধন করিতে লাগিলেন। দুই জাতির মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া আত্মীয়তা-বন্ধন যাহাতে দৃঢ় হয়, হামিলকার তৎপক্ষে বিশেষরূপ উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার চেষ্টায় বহু স্পেনীয় ও বহু কার্থেজীয় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইল। অধিক কি, আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরবর হানিবলকেও তিনি একজন স্পেনীয় রমণীর সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। ভারতবর্ষে মোগল-সাম্রাজ্যের প্রাধান্য-সময়ে বাদসাহ আকবর, হামিলকারের এই নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা-সাধনের জন্য হিন্দুদিগের সহিত আত্মীয়তা-স্থাপনে আকবর মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সেলিমের সহিত মানসিংহের ভগ্নীর বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্পর্ক-স্থাপনের এইরূপ আরও অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। জেতা ও বিজিতের মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ-স্থাপনে, কূট-রাজনীতির গূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধি ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

যাহাই হউক, স্পেনের যাহাতে উন্নতি হয়, সে পক্ষেও হ্যামিলকার চেষ্টার ক্রটি করিলেন না। খনি হইতে কি উপায়ে স্বর্ণ-রৌপ্য উদ্ধার করা যায়, এবং কেমন করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার হইতে পারে,—দেশের লোককে তিনি সেই শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন; সাধারণের উন্নতিতে আপনার উন্নতি,—সকলের প্রাণে প্রাণে সেই ভাব বদ্ধমূল করিয়া দিলেন। এইরূপে তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া, স্পেনের লোক তাঁহার নিকট আত্ম-বিক্রয় করিল। পরের দেশে উপস্থিত হইয়া কেমন করিয়া সে দেশ আপনার করিয়া লইতে হয়, হ্যামিলকার সেই দৃষ্টান্ত জগৎকে দেখাইয়া গেলেন।

পতনের সূত্রপাত।

হ্যামিলকারের মৃত্যুর পর (খৃষ্ট জন্মের ২২৮ বৎসর পূর্ব্বে) তাঁহার জামাতা হাসড্রুবল রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি প্রায় সাত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন-কালে সুন্দর বন্দর, সুদৃশ্য রাজধানী এবং বহুদূর-বিস্তৃত রাজ্য স্থাপিত হওয়ায়, স্পেনের শোভা-সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সে সময় স্পেনে যেন এক নূতন 'কার্থেজ'-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। খৃষ্ট জন্মের দুই শত একুশ বৎসর পূর্ব্বে হানিবল রাজপদে অভিষিক্ত হন। দুই বৎসর যুদ্ধ করিয়া তিনি প্রায় সমস্ত স্পেন অধিকার করেন। হানিবল একবার স্থলপথে রোমরাজ্য আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহার রাজত্বকালে, রোমীয়গণ কর্তৃক স্পেন আক্রান্ত হয়। 'নিয়স সিপিও' এবং 'পাবলিয়স সিপিও' নামক রোমের দুই জন প্রধান সেনাপতি এই সময়ে স্পেন আক্রমণ করেন। ৬ বৎসর ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে থাকে। সেই যুদ্ধ "দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ" নামে প্রসিদ্ধ। ঐ যুদ্ধে রোমের সেনাপতিদ্বয় পরাজিত ও নিহত হন। অতঃপর খৃষ্ট জন্মের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে 'পাবলিয়সের' পুত্র 'সিপিও আফ্রিকেনাস্' দ্বিগুণ উৎসাহে স্পেন আক্রমণ করেন। পাঁচ বৎসর যুদ্ধের পর, স্পেন হইতে 'কার্থেজ'-রাজ্যের অবসান হয়; স্পেনের অন্তর্গত আণ্ডালুশিয়া, গ্রাণাডা, মুরসিয়া, ক্যাটালোনিয়া এবং আরাগণ প্রদেশ প্রথমতঃ রোমের অধীনতা স্বীকার করে।

রোমের আধিপত্য।

স্পেন জয় করিয়া, আফ্রিকেনাস্ বিব্রত হইলেন। প্রজাগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহিল না। হ্যামিলকার জেতা-বিজিতের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন; পরবর্ত্তী দুই রাজার শাসন-সময়ে অনেকে তাহা বিস্মৃত হইলেও, এখন সেই ভাব কতকটা জাগিয়া উঠিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত আফ্রিকেনাসের সহিত স্পেনীয়দিগের বিবাদ-বিসম্বাদ চলিতে লাগিল। সুকৌশলী আফ্রিকেনাস (খৃষ্ট জন্মের ২০৫ বৎসর পূর্ব্বে) অনেককে বশীভূত করিলেন; স্পেনের প্রধান প্রধান প্রদেশ, রোমের করদ রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইল। এইরূপে অনেক প্রদেশ রোমের প্রাধান্য স্বীকার করিলেও, কোনও কোনও প্রদেশ তখনও সম্পূর্ণরূপ রোমের অধীনতা স্বীকার করিল না। 'এব্রো'-নদীর পশ্চিমাংশের সমস্ত দেশ রোমের বিরুদ্ধাচারী হইয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে "সেল্টিবেরী" নামে স্পেনে এক যোদ্ধজাতি বাস করিত। তাহারা কখনও রোমের সহিত মিত্রতা করিত; কখনও বা কার্থেজের পক্ষ অবলম্বনে রোমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিত। এই জাতির সহিত রোমীয়দিগের বহুকালব্যাপী যুদ্ধ হয়; 'সেল্টিবেরীর যুদ্ধ' নামে রোমের

ইতিহাসে তাহা প্রসিদ্ধ। ১৯৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে রোমীয় সেনাপতি কেটোকে এই জাতির বিরুদ্ধে ঘোর যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কথিত আছে,—কেটো ঐ জাতির অধিকাংশ ব্যক্তিকেই নিরস্ত্র করিয়াছিলেন; 'পিরিণজ' পর্ব্বত হইতে "গাডেল কুইভার" নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খণ্ডের সমস্ত দুর্গ ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু পুনঃপুনঃ এইরূপ উৎপীড়ন সত্ত্বেও সে জাতি দমিত হয় নাই। ১৭৯-১৭৮ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে ঐ জাতি পুনরায় বিদ্রোহী হইয়াছিল। এই সময় রোমীয় সেনাপতি গ্রাকাস তাহাদিগের দমনকল্পে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি 'সেল্টিবারী' জাতির ১০৩ খানি নগর অবরোধ করিলেন; তাহাদের অনেকে বন্দী ও নিহত হইল। গ্রাকাস এই সময়ে আর এক নূতন উপায় অবলম্বন করিলেন। দেশের দরিদ্র লোকদিগের মনস্তুষ্টির জন্য তাহাদিগকে অনেক জমি-জমা প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে কৌশলেও অনেকে বশ্যতা স্বীকার করিল। কিন্তু ইহাতেও যে সকল গণ্ডগোল দূর হইয়াছিল, তাহা নহে। ইহার পরও বহুদিন পর্য্যন্ত রোমের সহিত সেই যোদ্ধজাতির যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিয়াছিল। মম্মিয়সের সময় রোমীয়গণ একবার পরাজিত হয়; "সেল্টিবারীয়' জাতি রোমীয়দের একটী নগর একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলে; তাহাতে বহু নরনারী নিহত হয়। দুই বৎসর পরে (১৫২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে) ক্লডিয়স্ মার্সেলাস তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। ভিরিয়াথাসের সময় ঐ জাতির সহিত পুনরায় যুদ্ধ ও সন্ধি হয়। অতঃপর "সেল্টিবারীয়" জাতির রাজধানী 'নুমান্সিয়া' নগরে আর একবার রোমীয়গণ পরাজিত হন। পরিশেষে (১৩৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে) সিপিও, সেই নগর আক্রমণ ও অধিকার করেন। তদবধি স্পেন, রোমের অধীনতা-পাশে আরও একটু দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হয়। বহুদিন পর্য্যন্ত আর বিশেষ কোন উত্তেজনা দৃষ্ট হইল না; রোমের শাসনাধীনে ক্রমশঃই সকল উপদ্রব দূরীভূত হইতে লাগিল; ভূমধ্য-সাগরের উপকূলে নূতন নূতন বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইল; কোনও কোনও নগরে রোম-সম্রাটের নামাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুত হইতে লাগিল; উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ মাত্র রাজকর-রূপে গৃহীত হইবার ব্যবস্থা হইল। তবে এই সময় সৈন্যদিগের বেতনের ভার প্রজাবর্গকে বহন করিতে হওয়ায়, তাহারা কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল।

উদ্দীপনায় অবসাদ। এইবার আর এক নূতন উত্তেজনার সূত্রপাত হইল। "সেল্টিবারীয়" জাতি আবার রোমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। "সারটোরিয়স" নামক এক বীর-পুরুষ, ঐ জাতির অধিনায়করূপে দণ্ডায়মান হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি হামিলকার বা হানিবলের ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। আত্মীয়তা-সূত্রে ও সদ্ব্যবহারে, স্পেনীয়দিগকে একতা-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, তিনি আট বৎসর কাল রোমের বিরুদ্ধে ঘোর যুদ্ধ চালাইলেন। রোমের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া, স্পেন একবার স্বাধীনতা-লাভের চেষ্টা করিল। সুলা ও পম্পে নামক রোমীয় সেনাপতিদ্বয় "সারটোরিয়সকে" দমন করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ৭১ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে পম্পে কর্ত্তৃক পরাজিত হওয়ায়, সারটোরিয়সের আশা-লতার উচ্ছেদ-সাধন হইল। অতঃপর ৬১ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে 'জুলিয়স সিজর' স্পেন দেশে আগমন করিলেন। তখন কিছুকালের

জন্য পুনরায় স্পেনীয়গণ দমিত হইল। ২৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে, রোম-সম্রাট অগষ্টস, স্পেনে আগমন করিলেন। তিনি দুই বৎসর কাল স্পেনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই স্পেন প্রকৃতরূপে রোম-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়; অগষ্টসের নামানুসারে তিনটী নগর ("ব্রাকারা অগষ্টা', 'অষ্টরিকা অগষ্টা' এবং 'এমার্সিয়া অগষ্টা') প্রতিষ্ঠিত হয়; আচার-পদ্ধতি ও রীতি-প্রকৃতিতে স্পেন দেশ নূতন একটী 'রোম' রূপে পরিণত হয়। এমন কি, এই সময় স্পেনের বীরপুরুষ, ট্রাজান, * রোমের সম্রাট-পদে পর্য্যন্ত অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। রোমের ভাষা ('লাটিন') স্পেনবাসিগণ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে; 'প্রুডেন্সিয়াস' †, মাস প্রভৃতি লাটিন কবিগণ স্পেনদেশে জন্মগ্রহণ করেন; স্পেনের শিক্ষা-প্রণালী রোমের অনুকরণে পরিচালিত হইতে আরম্ভ হয়। রোমের মুদ্রা, রোমের বেশ-ভূষা, স্পেনীয়গণ অবাধে গ্রহণ করেন। সুকৌশলী রোম এমনইভাবে তখন স্পেনকে গ্রাস করিয়া ফেলেন যে, স্পেনের জাতীয় চিহ্ন সমস্তই লোপ পায়। অধিক কি, রোমের বিরুদ্ধে যে জাতি এতকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া আসিয়াছিল, সে জাতি তখন অতীত-কথা সমস্তই ভুলিয়া গেল। রোমের সভ্যতার কুহক, রোমের বল-বীর্য্যের প্রভাব, একে একে স্পেনীয়গণকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। এইরূপে প্রায় চারি শত বৎসর কাল স্পেন নীরবে রোমের অধীনতাপাশে আবদ্ধ রহিল। অহিফেনের মৌতাতে মানুষ যেমন আকৃষ্ট হয়, সেই আকর্ষণে শেষে যেমন তাহার অবসাদ আসে, কূট-রাজনীতিক সভ্য-জাতির কবলে নিপতিত হইলে, তাহার মোহ-মদিরায় মানুষকে তেমনই প্রাণহীন করিয়া ফেলে। রোমের আধিপত্যে স্পেনের ঠিক অহিফেন-সেবীর অবস্থাই উপস্থিত হইল।

'গথ'দিগের আধিপত্য।

বহুদিন নিরুপদ্রবে স্পেন-রাজ্য শাসিত হইল। মধ্যে একবার ২৫৬ খৃষ্টাব্দে "ফ্রাঙ্কস" জাতি 'টারাকো' নগর এবং অন্যান্য কতকগুলি উন্নতিশীল গ্রাম ধ্বংস করে; চারি শত বৎসর রাজত্বের মধ্যে সে যেন একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছিল। তৎপরে বহুদিন পর্য্যন্ত বিশেষ আর কোনও দুর্ঘটনা ঘটে নাই; নির্ব্বিবাদে স্পেন-দেশ রোমীয়গণ শাসন করিয়াছিলেন। শেষ দুর্ঘটনা—অদৃষ্ট-চক্রের আবর্ত্তনে রোম-রাজ্যের পতন। সেই পতনের কারণ-পরম্পরা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। বিলাসিতাই রোম-রাজ্যের পতনের প্রধান কারণ। বহুদূর-ব্যাপী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া, রোম অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়াছিল, গর্ব্বভরে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, বিলাসব্যসনে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল। তাহার অধীনস্থ রাজ্যসমূহও তাহারই অনুকরণে—তাহারই ভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়াছিল। রোমের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সেই সকল জাতি যে শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে, সে সামর্থ্য

---

* মার্কাস উলপিয়স টেনস ট্রেজান স্পেনদেশে, 'সেভিলের' নিকটবর্ত্তী স্থানে ৫৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি রোমের চতুর্দ্দশ সম্রাট।

† অরেলিয়াস ক্লিমেন্স প্রুডেন্সিয়স—৩৪৮ খৃষ্টাব্দে স্পেন দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রোমের বিচারালয়ের এক জন প্রধান উকীল ছিলেন। লাটিন ভাষায় তিনি 'এপোথিওসিস', 'হামারটিজেনিয়া', প্রভৃতি আটখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

তাহাদের আদৌ ছিল না। পূর্ব্বেই তো বলিয়াছি, রোমের অনুকরণে স্পেন-দেশের অহিফেন-সেবীর অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। অতএব, রোমের শাসন তাহাদের অভিপ্রেত হইলেও, আপনাদের অকর্ম্মণ্যতা-নিবন্ধন, তাহারা আপৎকালে রোমের কোনই সহায়তা করিতে পারিল না; রোমের আধিপত্য স্পেন হইতে আপনিই বিলুপ্ত হইয়া গেল। অধুনা ইংরেজ-জাতি যে ভাবে ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, বিলাস-ব্যসনের অনুকরণে দিন দিন যেরূপ দেশবাসীকে অভ্যস্থ করিয়া তুলিয়াছেন,—তাহাতে অনেকের মনে এদেশ সম্বন্ধেও সেই দুর্ভাবনা সময়ে সময়ে উপস্থিত হইতে পারে। ঈশ্বর না করুন, ইংরেজের যদি তেমন দুর্দ্দিন কখনও আসে, ইংরেজের হিতৈষী হইয়াও, কেহ ইংরেজের কোনরূপ সহায়তা করিতে পারিবেন না—এ ক্ষোভ কি রাখিবার স্থান আছে? ইংরেজ ভারতবাসীকে দলিত মথিত ননীর-পুতুল-রূপে পরিণত করিয়া, আপনার অমঙ্গল আপনিই ডাকিয়া আনিতেছেন বলিয়া মনে হয় না কি? যাহা হউক, রোম-রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে স্পেনেরও শাসন-শৃঙ্খলা শিথিল হইতে লাগিল; ভিন্ন ভিন্ন জাতি স্পেন-দেশ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। এলারিকের শাসন-সময়ে ৪০৯ খৃষ্টাব্দে রোম নগর লুণ্ঠিত হয়। "সুইভি" "আলানি", "ভাণ্ডাল" প্রভৃতি জাতি, ঐ সময় রোমের অধিকৃত বহু নগর ও প্রদেশ ধ্বংস করে। তাহাতে স্পেনের প্রাধান্য লুপ্ত-প্রায় মনে করিয়া, "ভিসি-গথিক্" বা "পশ্চিম-গথিক" জাতি স্পেনে প্রবেশ করে। ৪১৪ বা ৪১৫ খৃষ্টাব্দে 'গথ'-দিগের রাজা আতাউলফস্' স্পেনের সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজধানী 'বারসেলেনায়' ঘাতুকের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়। অতঃপর "ওয়ালিয়া" নামক এক বীরপুরুষ তাঁহার স্থান অধিকার করেন। তিনিই স্পেনে "গথ"-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ৪১৮ খৃষ্টাব্দে ওয়ালিয়া স্পেন-দেশ জয় করেন;—স্পেনে রোমের আধিপত্য বিলুপ্ত হয়। ৭১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্পেন-রাজ্যে "গথ"-দিগের শাসন অক্ষুণ্ণ থাকে। "গথ"-রাজাদিগের মধ্যে 'থিয়োডোরিক', 'ইউরিক', 'রেকার্ড' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। রেকার্ডের রাজত্বকালে স্পেন-দেশে ইহুদীদিগের প্রতি বড়ই অত্যাচার হয়। ইতিপূর্ব্বে কতকগুলি উৎপীড়িত 'ইহুদী' স্পেনে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করে। তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। সেই ইহুদীদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কারের জন্য, "টলেডোর মন্ত্রিসভা" এক কঠোর আইন পাশ করেন; অধিকন্তু ৯০ হাজার ইহুদীকে জোর-জবরদস্তী করিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়। এই সকল কারণে দেশের মধ্যে একটা অশান্তির ভাব প্রবল হইয়া উঠে। এ দিকে, ইহুদীদিগের প্রচুর ধন-সম্পত্তির পরিচয় পাইয়া, আফ্রিকার উপকূলস্থিত মুসলমানগণ, স্পেনের প্রতি লোলুপ-দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করে।

'সারাসেন' জাতির আক্রমণ।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে আফ্রিকার উপকূল- সমূহে "সারাসেন" জাতির প্রাদুর্ভাব হয়। সময়ে সময়ে তাহারা স্পেনের বন্দরসমূহ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে। ৭১০ খৃষ্টাব্দে একদল 'সারাসেন', 'জিব্রেল্টার' বন্দরে আসিয়া উপনীত হয়; এবং বহু ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়; তদ্দর্শনে

পর বৎসর (৭১১ খৃষ্টাব্দে) পাঁচ হাজার "সারাসেন" ভলাণ্টিয়ার লইয়া, 'তারিক' নামক একজন সেনাপতি স্পেনদেশে উপস্থিত হন। লুণ্ঠন-ব্যপদেশে উপস্থিত হইয়া, তিনি 'কর-ডোভা' এবং 'টেলেডো' অধিকার করিয়া বসেন। সে সময় 'মুসা' আফ্রিকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। স্পেনে আসিয়া, তিনি 'তারিককে' বন্দী করিলেন। অতঃপর মুসার অধীনস্থ দুই জন সেনাপতির উপর ঐ দুই দেশ শাসনের ভার অর্পিত হইল। 'তারিক' কিন্তু শক্তিসম্পন্ন ছিলেন; সুতরাং তাঁহার মুক্তিলাভে বিলম্ব ঘটিল না। মুক্তির পর, কতক-গুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, 'তারিক' স্পেনদেশ অধিকারে প্রবৃত্ত হইলেন। চারি বৎস-রের মধ্যে প্রায় সমস্ত স্পেন-দেশ তাঁহাদের করতলগত হইল। তারিকের মুষ্টিমেয় মুসলমান-সেনা স্পেনীয়দিগকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিল।

'গথ'-দিগের পতন। সামান্য একদল লুণ্ঠনকারী আসিয়া "গথ" জাতির তিন শত বৎসরের রাজত্ব ফুৎকারে উড়াইয়া দিল,—এ বিচিত্র ব্যাপার এক ভারতবর্ষের ইতিহাসেই দৃষ্ট হয়। সপ্তদশ জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বক্তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা দেশ অধিকার করিলেন; কতকগুলি মাত্র অনুচর লইয়া মামুদ, হিন্দুর বক্ষের উপর হিন্দুর আরাধ্য দেব-দেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ করিল,—ভারতবর্ষে মুসলমান-রাজত্বের সূত্রপাত করিয়া গেল; আবার সেদিনও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কয়েক জন লোক বণিক-বেশে আসিয়া, সুদৃঢ় মুসলমান-রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন,—সামান্য কয়েক জন সৈন্য লইয়া জালিয়াৎ ক্লাইব পলাশীক্ষেত্রে জয়-লাভ করিল;—এ সকল ভারতবর্ষের ইতিহাসেই শোভা পায়। যে কারণে ভারতবর্ষে এই সকল ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, অন্য দেশেও যে সে কারণের অভাব নাই,—স্পেনের প্রাচীন ইতিহাসে "গথ"দিগের হস্ত হইতে মুসলমানদিগের হস্তে রাজ্য যাওয়ার দৃষ্টান্তেও তাহাই দেখিতে পাই। 'গথ'-জাতি যখন স্পেন-দেশ শাসন করিত, তখন দেশের লোকের সহিত তাহারা বড় একটা সম্পর্ক রাখিত না। তাহারা মনে করিত,—তাহারা জেতা ও স্পেন বিজিত। স্পেনের অধি-বাসীদিগের সহিত তাহারা জেতা-বিজিতের ন্যায় ব্যবহার করিত। সেই হেতু, গথ-শাসনে জনসাধারণের মনে বৈদেশিক শাসনের কথাই জাগিয়া উঠিয়াছিল। কার্থেজীয়দিগের শাসন-সময়ে রাজা-প্রজার মধ্যে তাহারা যে আত্মীয়তার ভাব উপলব্ধি করিয়াছিল, এ সময়ে সে ভাব একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। সদ্ব্যবহারেই প্রজা বশীভূত হয়, অসদ্ব্যবহারে কখনই তাহাদিগকে বশ করা যায় না। গথ-গণ রাজমদে মত্ত হইয়া ইহুদী প্রজাদিগের প্রতি যে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল, এখন তাহারই প্রতিফল হাতে হাতে ফলিতে লাগিল। উৎপীড়িত ইহুদীগণ, অত্যাচারের প্রতিশোধ জন্য মুসলমানদিগকে যেন অভ্যর্থনা করিয়া আনিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি ইংরেজকে আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহাদের হস্তে মুসলমান-রাজ্য অর্পণ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন;—ইহুদীগণও সেই ভাবী সুখ-লালসায় 'গথ'দিগের পরিবর্ত্তে 'আরব'দিগের হস্তে কৌশলে রাজ্য সমর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

স্পেনে মুসলমান অধিকার। বহুকাল পর্য্যন্ত স্পেন মুসলমানদিগের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ রহিল। স্পেনে মুসলমান আধিপত্য বিস্তৃত হইলে, নানা দেশের নানা জাতীয় মুসলমান আসিয়া স্পেনে বসবাস আরম্ভ করিল। রাজ্য অধিকারের সময়ে, নানা

দেশের মুসলমানগণ যুদ্ধ-বিগ্রহে যোগদান করিয়াছিল। রাজ্য প্রতিষ্ঠা হওয়ায়, এখন তাহাদের মধ্যে মনোবিবাদ আরম্ভ হইল। কেবল আরব-দেশের মুসলমানেরাই কি স্পেনের একছত্র সম্রাট-পদ প্রাপ্ত হইবে? মুরগণ, মিশরদেশীয়গণ, সিরিয়া-বাসিগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। সুতরাং পরস্পর ভাগাভাগির বন্দোবস্ত হইল। প্রথম চল্লিশ বৎসর কাল স্পেনের কোন্ প্রদেশে কোন মুসলমান-নৃপতি রাজত্ব করিতে লাগিলেন, তাহা নির্ণয় করাই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল; মাঝে মাঝে 'গল' প্রভৃতি জাতিরা স্পেন আক্রমণ করিতে লাগিল। সে সকল আক্রমণ-উৎপীড়ন দমন করিয়া, 'আবদাল রহমন' সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে বাগদাদের 'খালিফে'র সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়; আবদাল রহমন স্বাধীন বলিয়া পরিচিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর, ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে 'হিসাম' সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি আট বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র 'আলহাকামের' রাজত্ব সময়ে 'টোলেডো' এবং 'করডোভায়' ঘোর বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠে। কু-চক্রী 'আলহাকাম' সেই সময়ে এক দারুণ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিয়া বসিলেন। একটী ভোজ উপলক্ষে দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে সমাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণ-রক্ষার জন্য দেশের নেতৃবর্গ যখন তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইল,—একটী ঘরের মধ্যে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গিয়া, তিনি একে একে সকলের প্রাণ-সংহার করিলেন। এইরূপে ৮০৭ খৃষ্টাব্দে 'কসীর' দিনে সাত শত সম্ভ্রান্ত লোকের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইল। দেশের লোক ভগ্নপ্রাণে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। সাত বৎসর পরে, "আলহাকামের" জনৈক শরীর-রক্ষক 'বডিগার্ড' একজন চর্ম্মকারকে হত্যা করে। সেবার দেশের লোক ক্ষেপিয়া উঠিল; জনসাধারণ উন্মত্ত হইয়া রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিল। 'আলহাকাম' কৌশলে প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইলেন। কিন্তু তদবধি কঠোরতর শাসন আরম্ভ হইল; স্পেনের লোকও 'আলহাকামে'র উচ্ছেদ-সাধনে নিয়ত চেষ্টা করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।



খৃষ্টান-রাজ্যের অভ্যুদয়।

খৃষ্টান-রাজ্যের সূত্রপাত।

একদিকে মুসলমান-শাসনকর্ত্তাদিগের অত্যাচারে দেশ উৎপীড়িত হইতে লাগিল; অন্যদিকে ধীরে ধীরে একটী খৃষ্টান-রাজ্যের অভ্যুদয় আরম্ভ হইল। মুসলমানগণ যে সময় স্পেন-দেশে অধিকার বিস্তার করে, সেই সময় 'ভিসিগথিক' রাজবংশের 'পেলেও' নামক এক ব্যক্তি কতকগুলি সৈন্য লইয়া 'কোভাডোঙ্গা' নামক এক দুর্গম গিরিসঙ্কটে পলায়ন করেন। তৎকর্ত্তৃক সেখানে এক ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার পৌত্র প্রথম 'আলফানসো', আরবদিগের গৃহ-বিবাদের সূত্রপাতে,

বর্ত্তমান মুরগণ।



প্রাচীন 'মুর'জাতির পরিচয়-চিহ্ন-রূপে আফ্রিকার মরক্কো-দেশে অধুনা যে 'মুর'জাতি বিদ্যমান, তাহাদেরই চিত্র প্রদত্ত হইল। এই মুরগণ এক্ষণে ফরাসীর সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

[১৭৮ পৃষ্ঠা।

সেই নব-রাজ্যের বিস্তৃতি-সাধন আরম্ভ করিলেন। মুরদিগকে তাড়াইয়া, তিনি 'গেলিসিয়া' প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। ক্রমশঃ তাঁহার সৈন্যদল ডুরো পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। তখন তাঁহার ও মুরদিগের রাজ্যের মধ্যে একটী মরুভূমি মাত্র ব্যবধান রহিল। আলফানসোর পুত্র প্রথম 'ফ্রুয়েলা' ৭৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা হইলেন। 'ওভিয়েডো' তাঁহার রাজধানী ছিল। অন্তর্বিপ্লবে শত্রুহস্তে তিনি নিহত হন। মধ্যে কিছুদিন "আরেলিয়া" ও তৎপুত্র "সিলো" সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। ৭৮৪ খৃষ্টাব্দে 'দ্বিতীয় আলফানসো' সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তি কর্ত্তৃক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। দ্বিতীয় আলফান্সোর রাজত্বকালে 'চার্লস দি গ্রেট' আর একটী স্বতন্ত্র খৃষ্টান-রাজ্য স্থাপন করেন। শেষোক্ত রাজ্য 'বারসেলোনা' রাজ্য নামে অভিহিত হয়। দুইটী ক্ষুদ্র রাজ্যে দুই জন খৃষ্টান নরপতি রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মুসলমানদিগের মধ্যেও 'দ্বিতীয় আবদাল রহমন', 'মহম্মদ আবদুল্লা', 'দ্বিতীয় আলহাকাম', দ্বিতীয় হিসাম', 'সলিমন' প্রভৃতি নৃপতিগণ মুসলমান-অধিকৃত দেশের শাসন-কার্য্যে ব্যাপৃত হন। সঙ্গে সঙ্গে 'ন্যাভার', 'ক্যাষ্টিল' এবং 'আরাগন' প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খৃষ্টান-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। পরিশেষে সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খৃষ্টানরাজ্য নানারূপে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত এবং একত্র-বদ্ধ হইয়াছিল। ঐ সকল খৃষ্টান-রাজ্যে যাঁহারা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে 'আলফানসো' নামে এগার জন, 'জন' নামে দুই জন, 'পেড্রো' নামে চারিজন, 'হেনরি' নামে পাঁচ জন এবং 'ফার্ডিনাণ্ড' নামে চারি জনের পরিচয় পাওয়া যায়।

মুসলমানদিগের অধঃপতন।

মুসলমানদিগের সহিত স্পেনের প্রায় সাড়ে সাত শত বৎসরের সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধ কি প্রকারে বিচ্ছিন্ন হইল, কেমন করিয়া স্পেনে খৃষ্টান-প্রতিষ্ঠিত হইল;—সে এক প্রকাণ্ড ইতিহাস। নানা কারণে মুসলমানদিগের উচ্ছেদ-সাধন হইয়াছিল। খৃষ্টান প্রজা এবং মুসলমান প্রজার প্রতি ব্যবহারের তারতম্য একবিধ কারণ বলিয়া উক্ত হয়। খৃষ্টানদিগের প্রত্যেক লোকের উপর ব্যক্তিগত কর (Poll-tax) ধার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে, কাহাকেও সে কর দিতে হইত না। জমির উপর 'খারাজ' নামে আর একটী কর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল; সে করও মুসলমানগণকে দিতে হইত না। এই জাতিগত পার্থক্যেই প্রধানতঃ খৃষ্টান-মুসলমানে মনোবিবাদ আরম্ভ হয়। মনোবিবাদের দ্বিতীয় কারণ,—আল্‌হাকাম প্রভৃতির অত্যাচার। সেই অত্যাচারে প্রাণ-ভয়ে বহু প্রজা আরণ্য-প্রদেশে ও পর্ব্বত-কন্দরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল; কতকগুলি লোক আলেক্‌জেন্দ্রিয়া প্রভৃতি দূরদেশে গিয়াও প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। যখন খৃষ্টান-রাজ্যের সূত্রপাত আরম্ভ হইল, সেই সকল পলায়িত প্রজা ফিরিয়া আসিয়া মুসলমানদিগের উচ্ছেদ-সাধনে বদ্ধপরিকর হইল। তৃতীয় কারণ,—মুসলমানদিগের গৃহবিবাদ। 'মুরগণ', 'মিসরীয়গণ', 'সিরিয়াবাসিগণ, এবং 'আরব জাতি' পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া দেশ-শাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের হিংসা-দ্বেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুযোগ বুঝিয়া খৃষ্টানগণও ধীরে ধীরে নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠায় মনস্থ করিয়াছিলেন। চতুর্থ কারণ,—মুসলমানগণ জোর করিয়া অনেককে মুসল-

মান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ সেই উত্তেজনায় অনলে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। 'ক্রুসেড' (ধর্ম্মযুদ্ধ) লইয়া খৃষ্টান-সম্প্রদায় মুসলমান-দিগের বিরুদ্ধে পূর্ব্বেই উত্তেজিত হইয়া ছিলেন। সেই উত্তেজনার প্রভাব এক্ষণে স্পেনে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলে, ধার্ম্মিকের প্রাণ কিরূপ ব্যথিত হয়, তাহার আর পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য মানুষ ধন-প্রাণ সকলই বিসর্জ্জন দিতে পারে। যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মবল বলীয়ান, তাঁহাদের দ্বারা অসম্ভব কার্য্যও সম্ভব হইতে পারে। স্পেনীয়গণও এইবার সেই ধর্ম্মের উত্তেজনায় ক্ষেপিয়া উঠিল। মুসলমানের আধিপত্য প্রথমেই টুকরা টুকরা হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্পেন হইতে সে আধিপত্য বিলুপ্তপ্রায় হইল। কিন্তু মুরগণ স্পেন দেশের অস্থি-মজ্জার সহিত মিশিয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভাব স্পেনে বিস্তৃত রহিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে 'মুর' রাজ্যের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের মানচিত্র হইতে মুসলমান-রাজ্যের চিহ্ন লোপ পাইল বটে; কিন্তু মুর জাতির চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হইল না।—নগরাদির নাম প্রভৃতিতে আজিও সে পরিচয় বিদ্যমান আছে।

নূতন স্পেনের অভ্যুত্থান।

শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গেল; পরাধীনতার পর পরাধীনতার ইতিহাস প্রস্তুত হইল; ইহার পরও কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবেন —স্পেন আবার স্বাধীন হইয়াছিল? কিন্তু অসম্ভব কিছুই নয়। জগতের ইতিহাসে নিত্য নিত্যই দেখিতে পাওয়া যায়, অসম্ভব কিছুই নাই। স্পেনের মত চির-পরাধীন জাতিও যখন স্বাধীন হয়, তখন আর অসম্ভব কি থাকিতে পারে? জাতির প্রাণের ভিতর যদি আত্ম-প্রতিষ্ঠার ভাব জাগরূক হয়, সে গতি কেহ রোধ করিতে পারে না। মুসলমানদিগের পতনের সময়, স্পেনে খৃষ্টানদিগের কতকগুলি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়;—তন্মধ্যে দুইটী প্রধান। একটীর নাম—"ক্যাষ্টিল'; অপরটী নাম "আরাগণ"। রাণী 'ইসাবেলা' ক্যাষ্টিলের শাসনাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; রাজা 'ফারডিনাণ্ড', 'আরাগণের' সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন; উত্তরাধিকার-সূত্রে দুই জনে দুই সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে ফারডিনাণ্ডের সহিত ইসাবেলার বিবাহ হয়। সেই বিবাহ-সূত্রে দুইটী প্রদেশ এক হইয়া যায়; স্পেন নব-শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া উঠে। ফারডিনাণ্ড ও ইসাবেলার রাজত্বকালে স্পেনের বহুল উন্নতি সাধিত হয়; বহু দূর পর্য্যন্ত স্পেনরাজ্য বিস্তৃতি-লাভ করে। তাঁহাদের রাজত্ব-কালের সর্ব্ব প্রধান ঘটনা—কলম্বস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কার। কলম্বস সমুদ্র যাত্রার জন্য অনেকেরই নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন; কিন্তু ইউরোপের রাজন্যবর্গ কেহই তাঁহাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন নাই। রাজা ফারডিনাণ্ড পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাণী 'ইসাবেলা' সেই দায়িত্ব আপনার স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন; কলম্বসের সমুদ্রযাত্রার ব্যয়-নির্ব্বাহের বিষয় লইয়া যখন রাজসভায় বাদানুবাদ উপস্থিত হইল, রাণী ইসাবেলা বলিলেন,—"কেহ না পারেন, আমি নিজেই এই ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত আছি। আমার যে অলঙ্কার বা জহরৎ আছে,

তৎসমস্ত বন্ধক দিয়া বা বিক্রয় করিয়া আমিই কলম্বসের জন্য টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।" রাজসভায় উপস্থিত হইয়া, কলম্বস আপনার অভিজ্ঞতার যে পরিচয় দেন, তাহাতেই রাণী ইসাবেলা তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।



আমেরিকা আবিষ্কার।

সনন্দ-লাভ। স্পেনের রাণী ইসাবেলা, আমেরিকা আবিষ্করের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিলেন। ভবিষ্যতের অন্ধতম গর্ভে কি ফল নিহিত আছে,—তাহা বিচার করিয়া দেখিলেন না; আটলাণ্টিক মহাসাগরের পরপারে আমেরিকার ন্যায় কোনও দেশ আছে কি না,—তাহারও প্রমাণ লইবার চেষ্টা পাইলেন না; কলম্বসের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়াই, রাণী অজস্র অর্থব্যয়ে স্বীকৃত হইলেন। রাণীর একমাত্র উদ্দেশ্য— স্পেনের গৌরব-বর্দ্ধন। যদি কোনও অনাবিষ্কৃত অজ্ঞাত দেশ কলম্বস কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে, স্পেনের গৌরব কতগুণ বৃদ্ধি পাইবে, রাণী কেবল তাহাই মনে করিতে লাগিলেন। হয় তো, তাঁহার সমস্ত অর্থব্যয় নিষ্ফল হইতে পারে? হয় তো, পথে সমুদ্রের মধ্যে ঘোর বিপৎপাতে কলম্বসের আশা-তরনী বিপর্য্যস্ত হইতে পারে? হয় তো, ধনে প্রাণে নিধন প্রাপ্ত হইয়া কলম্বস আর দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে না পারেন? হয় ত বা, কোনও নূতন দেশ আবিষ্কার করিয়াও, পরিশেষে সেই দেশবাসীর হস্তেই কলম্বসের ধ্বংস-সাধন হইতে পারে? এ সকল দুশ্চিন্তা রাণী ইসাবেলার মনে আদৌ স্থান পাইল না। পরন্তু, কলম্বস যদি কোন দেশ আবিষ্কার করিতে পারেন, তাহা হইলে, তিনিই সেই দেশের শাসনকর্ত্তা হইবেন; সে দেশ হইতে তিনি যদি কোনও মণি-মাণিক্য, স্বর্ণ-রৌপ্য কিংবা কোনও পণ্যদ্রব্য আনয়ন করিতে পারেন, তাহার দশমাংশ তাঁহাকেই প্রদত্ত হইবে;—এই মর্ম্মে কলম্বসকে সনন্দ প্রদত্ত হইল। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল, "সাণ্টা ফে" নগরে, রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও রাণী ইসাবেলার স্বাক্ষরযুক্ত এক সনন্দ-পত্র কলম্বসের হস্তে অর্পিত হইল।

আমেরিকা যাত্রা। কলম্বস আমেরিকায় যাত্রা করিবেন! 'প্যালো' বন্দরে তিনখানি জাহাজ সজ্জিত হইল। স্থির হইল,—'সাণ্টা মেরিয়া' নামক জাহাজে কলম্বসের পতাকা উত্তোলিত হইবে; 'পিণ্টা' নামক জহাজ 'মার্টিন আলোঞ্জো পিঞ্জোন' চালাইবেন; এবং 'মিনা' নামক জাহাজ 'ভিসেণ্ট জানেজ পিঞ্জোন' কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে। যাত্রার পূর্ব্বদিন কলম্বস এবং তাঁহার সঙ্গিগণ উপবাসী রহিলেন; 'রাবিটার' ধর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন; "যদি কোনও পাপ করিয়া থাকি, হে জগদীশ্বর, ক্ষমা

কর!"—এই বলিয়া, অনুতাপ করিতে লাগিলেন; সমুদ্র-যাত্রায় যাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তজ্জন্যও ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রার্থী হইলেন। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগষ্ট শুক্রবার উষাকালে তিনখানি জাহাজ শুভযাত্রা করিল। পূর্ব্ব হইতেই দর্শকবৃন্দে বন্দরের তীর পরিপূর্ণ হইয়াছিল। যাত্রার সময় সকলেই একবাক্যে ভগবানের নিকট তাঁহাদের মঙ্গলকামনা করিতে লাগিল। জয়ধ্বনির মধ্যে বন্দর ত্যাগ করিয়া জাহাজ সমুদ্র-বক্ষে ভাসমান হইল। ১৩ই আগষ্ট জাহাজ 'কেনারি' দ্বীপপুঞ্জে উপনীত হয়। ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য আর কোনও বিশেষ ঘটনা ঘটিল না। কেনারি দ্বীপ পর্য্যন্ত আসিতে নাবিকগণও কোনরূপ সঙ্কোচ-বোধ করিল না। সেই পথ, সেই দ্বীপপুঞ্জ, তাহাদের অজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং তাহাদের মনে এ পর্য্যন্ত কোনই দ্বিধাভাব উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু যেদিন কেনারি দ্বীপপুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া দূর অজ্ঞাত প্রদেশের উদ্দেশে পশ্চিমাভিমুখে তরণী প্রধাবিত হইল, নাবিকগণের মন সেই দিন হইতেই সংশয়-দোলার দোলায়মান হইতে লাগিল। ভাবী বিপদের কল্পিত বিভীষিকায় তাহারা দিন দিন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দৃঢ়মনা কলম্বস কিন্তু তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করিবেন না। ৬ই সেপ্টেম্বর কেনারি দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত 'গোমেরা' হইতে পোতত্রয় পশ্চিমাভিমুখে দূর সমুদ্রে অগ্রসর হইল।

সমুদ্র-বক্ষে। তরঙ্গভঙ্গে নাচিতে নাচিতে জাহাজ-তিনখানি দূর পশ্চিম-সমুদ্রে যাত্রা করিল। প্রথম দিন আকাশে স্থির গম্ভীর,—বায়ুসমাগমশূন্য। পোতত্রয় মন্থর গতিতে অল্প দূর মাত্র অগ্রসর হইল। পরদিন কেনারি দ্বীপের আর কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। কোন দেশে, কোথায় যাইবে,—কেহই বলিতে পারে না; সে অজ্ঞাত সমুদ্র-বক্ষে সে দেশের পথের পরিচয়ও কেহ জ্ঞাত নহে; সম্মুখে শুধুই অনন্ত-বিস্তৃত বিশাল মহাসমুদ্র; মনুষ্য-সমাগমের কোনও চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না! পশ্চাতে কেনারি দ্বীপপুঞ্জ পড়িয়া রহিল; যতক্ষণ দৃষ্টি চলিল, নাবিকগণ সেই দ্বীপের প্রতি সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া দেখিল। তাহারা ভাবিতে লাগিল,—যদি ফিরিতে পারে, সেই পথেই ফিরিতে হইবে। কেনারি দ্বীপ অতিক্রম করিয়া তরণী যতই দূর সমুদ্রে অগ্রসর হইল, নাবিকগণের ব্যাকুলতা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরিশেষে, যতই দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, ততই তাহাদের মনে হইল,—আর বুঝি তাহারা দেশে ফিরিতে পারিল না। কলম্বস নানারূপে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। নূতন দেশে উপনীত হইলে, কতই ধনরত্ন প্রাপ্ত হওয়া যাইবে; সে সমস্ত ধনরত্ন লইয়া দেশে ফিরিলে, তাহারা ধনবান হইতে পারিবে;—এইরূপ নানা প্রলোভন-বাক্যে কলম্বস নাবিকদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। নাবিকগণ প্রধানতঃ ভূমধ্যসাগরের উপকূল-সমূহে তরণী-চালনা করিত; বিশাল মহাসমুদ্রের অনন্ত জলরাশি তাহারা ক্বচিৎ দেখিতে পাইত। সুতরাং যতই সেই অনন্ত নীলাম্বুরাশির অনন্ত বক্ষে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই তাহাদের মনোমধ্যে দুশ্চিন্তারাশি ঘনীভূত হইয়া আসিল। ১৪ই সেপ্টেম্বর তাহারা অনুমান করিয়া দেখিল,—কেনারি দ্বীপপুঞ্জ হইতে তাহারা প্রায় দুই শত 'লিগ' (প্রতি 'লিগ" প্রায় তিন মাইল বা দেড় ক্রোশ) দূরবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু তখনও নূতন দেশের চিহ্ন পর্য্যন্ত লক্ষিত হইতেছে না। পরন্তু এই সময় প্রতীত হইল, কম্পাসের 'চুম্বক' পশ্চিম

দিকের প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে। নাবিকগণ ইহাকে দুর্লক্ষণের চিহ্ন বলিয়া মনে করিল। কিন্তু কলম্বস বুঝিলেন, হয় ত পশ্চিমের দিকে কোন দেশ আছে এবং সেই জন্যই 'চুম্বক' ঐ দিকে ফিরিয়াছে। সুতরাং কখনও প্রলোভন-প্রদর্শনে, কখনও বা স্পেনে ফিরিলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিবার ভয় দেখাইয়া, কলম্বস নাবিকদিগকে পোত-চালনায় উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পোতত্রয় ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অশান্তি ও উত্তেজনা।

১লা অক্টোবর পোতাধ্যক্ষগণ হিসাব করিয়া দেখিলেন, তাঁহারা 'কেনারি দ্বীপপুঞ্জ' হইতে সাত শত পঁচাত্তর 'লিগ' (প্রায় ১১ শত ৬৩ ক্রোশ) পশ্চিমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু তখনও নাবিকগণ কোনও জনপদের চিহ্ন দেখিতে পাইল না; সুতরাং তাহারা অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। কলম্বস তাহাদিগকে প্রবোধ দিবার জন্য কহিলেন,—"আর অধিক দূর নাই; আর ৩শত ৮৪ লিগ যাইলেই, আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারিব।" এইবার অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইল; জাহাজ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও তো কূল মিলিল না! নাবিকদিগের ব্যাকুলতা তখন রোষে পরিণত হইল। তাহারা মনে করিল, তাহাদিগের ধ্বংস-সাধনের জন্যই যেন এই সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং নাবিকগণ ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রস্তাব করিল,—'কলম্বসকে ধরিয়া সমুদ্রে ডুবাইয়া মারিবে; এবং দেশে গিয়া প্রচার করিবে—কলম্বস মরিয়াছেন; সেইহেতু তাহারা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। অকৃতকর্ম্মা কলম্বসের সম্বন্ধে এ কথা রাষ্ট্র হইলে, স্পেনের লোক সহজেই বিশ্বাস করিবে; তদ্বিষয়ে আর কোনই অনুসন্ধান হইবে না।' নাবিকগণ যেদিন কলম্বসকে সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করিতে কৃতসঙ্কল্প, কোন অচিন্ত্য শক্তি যেন কলম্বসের প্রাণের ভিতর সেই ভাবী বিপদের সংবাদ জ্ঞাপন করিল। নাবিকদিগের চাঞ্চল্য দর্শনে কলম্বস কহিলেন,—"আর তিন দিন! আর তিন দিন মাত্র অপেক্ষা করিয়াও যদি সে দেশে পৌঁছিতে না পারি, আমরা স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইব। আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন কর।" নাবিকগণ অগত্যা কলম্বসের আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস করিল; আরও তিন দিন পর্য্যন্ত জাহাজ চলিবে স্থির হইল।

আশার ক্ষীণালোক।

তিন দিন মাত্র সময়! তিন দিনের মধ্যে যদি নূতন দেশ আবিষ্কৃত না হয়, তাহা হইলে, সকল পরিশ্রম, সকল অর্থব্যয় ব্যর্থ হইবে। এই দুর্ভাবনায় এক্ষণে কলম্বসের মন আলোড়িত। তিনি একবার ভাবিতেছেন,—"যদি নূতন দেশ আবিষ্কৃত না হয়, তবে কোন মুখে স্পেনে প্রত্যাবৃত্ত হইব?' আবার ভাবিতেছেন,—'এ অপযশে এ কলঙ্কে সকল আশা-ভরসা একেবারে লোপ পাইবে, জীবন-ভার দুর্ব্বহ হইয়া পড়িবে।' ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের সকল চিন্তা, সকল কথা, একে একে তাঁহার মানসপটে উদিত হইতে লাগিল। এমন সময়, নৈরাশ্যের প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যে, সহসা আশার ক্ষীণরশ্মি প্রকাশ পাইল। কলম্বস দেখিলেন,—সমুদ্রের উপরে নভোমণ্ডলে কতকগুলি পক্ষী উড়িয়া বেড়াইতেছে। 'কেনারি দ্বীপপুঞ্জ' পরিত্যাগের পর ত্রিশ দিন কাল সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিতেছেন; কিন্তু একদিনও তো এ দৃশ্য দেখিতে পান নাই! কলম্বসের মনে হইল,—

তবে বুঝি নিকটেই কোন দেশ আছে! হতাশ নাবিকগণকেও তাই বলিয়া তিনি প্রবোধ দিলেন। ক্রমে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই নানা জাতীয় পক্ষী তাঁহাদের নয়ন-গোচর হইতে লাগিল। কলম্বস অধিকতর আশান্বিত হইলেন। ইতিমধ্যে 'পিণ্টা' নামক জাহাজের নাবিকগণ দেখিতে পাইল,—একগাছি বেত ভাসিয়া যাইতেছে। সেই বেত্রখণ্ড উত্তোলন করিয়া দেখা গেল, অল্পদিন পূর্ব্বে উহা কর্ত্তিত হইয়াছে; উহার বক্র অগ্রভাগ, মনুষ্যকর্ত্তৃক কৃত্রিম উপায়ে নির্ম্মিত বলিয়াও প্রতীত হইল। 'নিনা' জাহাজের নাবিকগণ দেখিতে পাইল,—সদ্যশ্ছিন্ন একটী ভাসমান বৃক্ষ-শাখায় অনেকগুলি পাকা জাম ঝুলিতেছে। সেই স্থানের মৃদু ও উত্তপ্ত বায়ু-প্রবাহ দেখিয়াও তাঁহাদের মনে নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের চতুষ্পার্শে মেঘমালার অভিনব সৌন্দর্য্য দর্শনেও, তাঁহারা পুলকিত হইলেন। তখন সকলেরই মনে হইল,—'আর বেশী দূর নহে,—বোধ হয়, নিকটেই জনপদ দেখিতে পাওয়া যাইবে।'

নূতন দেশে আগমন।

১১ই অক্টোবর সন্ধ্যার প্রাক্কালে জাহাজের 'পাল' নামাইবার হুকুম হইল। সে রাত্রে তাঁহারা সেইখানেই অবস্থিতি করিবেন স্থির হইল। রাত্রিতে কলম্বস জাহাজের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন,—কোনও দিকে আর কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় কি না! সহসা দূরস্থিত এক আলোকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি সঞ্চালিত হইল। 'পেড্রো গুটারেক' নামক জনৈক ভৃত্যকে তিনি সেই আলোক দেখাইলেন। অতঃপর জাহাজের আরও তিন ব্যক্তিকে সেই আলোক দেখান হইল। সকলেই দেখিলেন,—আলোকটী যেন একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া হইতেছে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় 'পিণ্টা' জাহাজ হইতে আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত হইল। সকলেই বলিয়া উঠিলেন,—'ঐ দেশ দেখা যায়।' তখনই জাহাজ হইতে আনন্দ-সূচক তোপধ্বনি ধ্বনিত হইল। জাহাজে আমোদ-প্রমোদ ও গীতবাদ্য চলিতে লাগিল। সারা রাত্রি আনন্দোৎসবে কাটিয়া গেল। পরদিন (১২ই অক্টোবর) প্রত্যুষে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন,—তাঁহাদের পুরোভাগে ফল-শস্য-সমন্বিত এক মনোহর দ্বীপ বিদ্যমান। স্বদেশ হইতে যাত্রা করার প্রায় ৭১ দিন পরে, কলম্বস এই নূতন দেশ দেখিতে পাইলেন। অতঃপর সঙ্গিগণ সহ সুসজ্জিত হইয়া, কলম্বস তীরে অবতরণ করিলেন। এই সময় কলম্বস সেনাপতির বেশে সুসজ্জিত। তাঁহার বামহস্তে স্পেনের রাজ-পতাকা, দক্ষিণ-হস্তে উন্মুক্ত তরবারি। সঙ্গিগণ সহ তীরে অবতরণ করিয়াই, ভগবানের নাম স্মরণপূর্ব্বক, কলম্বস মুক্তকণ্ঠে রাণী ইসাবেলা ও রাজা ফার্ডিনাণ্ডের নামে ঐ দ্বীপ উৎসর্গ করিলেন। রাণী ও রাজার জয়োল্লাসে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। সহসা এই অভাবনীয় দৃশ্য দর্শনে দ্বীপের অধিবাসিগণ চমকিয়া উঠিল। এমন ভাব, এমন দৃশ্য—তাহারা আর তো কখনও দেখে নাই! সুতরাং কৌতুহলাক্রান্ত নরনারী সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কলম্বস কি দেখিলেন?

কলম্বস দেখিলেন,—দ্বীপের অধিবাসীরা অনেকেই উলঙ্গ। প্রায় সকলেরই পৃষ্ঠদেশে ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি দোদুল্যমান। তাহারা দেখিতে গাঢ় তাম্রবর্ণ মধ্যমাকৃতি। তাহাদের মুখশ্রী অমায়িক সরলতাপূর্ণ; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

কলম্বসের নূতন পৃথিবীতে প্রথম পদার্পণ।



বাম হস্তে স্পেনীয় পতাকা দক্ষিণ হস্তে উলঙ্গ কৃপাণ লইয়া কলম্বস দণ্ডায়মান।

ঐ দেখ পাঠক! আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্কর্ত্তা কলম্বস আমেরিকার সানসালভেডোর দ্বীপে প্রথম পদার্পণ করিয়া তথায় স্পেনীয় পতাকা প্রোথিত করিতেছেন। আর ঐ বৃক্ষতলে তত্রত্য আদিম অসভ্য উলঙ্গ জাতি, তাঁহাদিগকে ভয়ে ভয়ে দেখিতেছে, একজন ভক্তিভরে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছে।

[১৮৪ পৃষ্ঠা]

বিবিধ রঙ্গ-রঞ্জিত। প্রথমতঃ ভয়-প্রযুক্ত তাহারা কলম্বসের নিকট আসিতে সঙ্কুচিত হইল। পরস্পর পরস্পরের ভাষা বুঝিতে না পারায়ও বহু অসুবিধা ঘটিল। কিন্তু পরিশেষে অঙ্গভঙ্গী দ্বারা পরস্পর পরস্পরের মনোভাব কতকটা বুঝিতে পারিলে, দ্বীপ-বাসীরা কলম্বস প্রভৃতির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। কলম্বস বুঝিলেন,—দ্বীপবাসীরা সরল-প্রকৃতি, অতিথি-সৎকার-পরায়ণ, বিনীত-স্বভাব। সুতরাং তাহাদের দ্বারা আপন অভীষ্ট-সিদ্ধির পক্ষেও কলম্বস সুযোগ পাইলেন। দ্বীপবাসীদের গায়ে সোণার অলঙ্কার ছিল। তাহা দেখিয়া, কোথায় সোণা পাওয়া যায়,—কোথা হইতে তাহারা সোণা প্রাপ্ত হয়, —কলম্বস তাহার সন্ধান লইবার চেষ্টা করিলেন। তাহারাও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা 'সোণার দেশের' বিবরণ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল। অতঃপর তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, তাহাদিগেরই সাহায্যে, স্বর্ণ অন্বেষণে গমন করিবেন,—কলম্বস মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই কলম্বস দ্বীপবাসীদিগের সহিত অমায়িক ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাদিগকে ঘণ্টা, কাচের বাসন ও খেলানা প্রভৃতি উপহার প্রদান করিলেন; সেই সকল দ্রব্যের বিনিময়ে তাহারাও তাঁহাকে যথেষ্ট কার্পাস-বস্ত্র প্রদান করিল। তাহাদের সহিত সারাদিন অবস্থান করিয়া, কলম্বস সেই দ্বীপের নানা স্থান পরিদর্শন করিলেন। সন্ধ্যার সময় জাহাজে প্রত্যাগমন কালে, তাঁহার ব্যবহারে প্রলুব্ধ হইয়া, দ্বীপের অধি-বাসীরাও কয়েক জন তাঁহার জাহাজে আগমন করিল, এবং পথ-প্রদর্শকরূপে তাঁহাকে 'সোণার দেশে' লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল। কলম্বস তখনও অবশ্য বুঝিতে পারিলেন না যে, তিনি কোন দেশে আসিয়াছেন। তাঁহার মনে হইল,—ইহা বোধ হয় ভারত-বর্ষেরই অন্তর্গত কোন দ্বীপ; হয় তো একটু দূরে বাদসাহদিগের রাজধানী দেখিতে পাই-বেন। যাহা হউক, অতঃপর সেই ক্ষুদ্র দ্বীপটাকে "সানসালভেডার" নামে অভিহিত করিয়া, কলম্বস সেই 'সোণার দেশের' উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

সোণার দেশ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী দ্বীপ অতিক্রম করিয়া, ২৮শে অক্টোবর, কলম্বস সেই "সোণার দেশে" উপনীত হইলেন। উহাই "কিউবা" দ্বীপ। সেই দ্বীপ নয়নগোচর হইলে, তাহার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া, কলম্বস কহিলেন,—এমন মনোহর দেশ আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। প্রথমতঃ তাঁহাকে দেখিয়া দ্বীপবাসীরা দূরে পলায়ন করিল। পরিশেষে কলম্বস নানা কৌশল-জাল বিস্তার করিলেন। তখন একে একে অনে-কেই ফাঁদে আবদ্ধ হইতে লাগিল। এইখানে কলম্বস নূতন ধরণের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার নিকট হইতে ঘণ্টা, কাচের বাসন ও খেলানা প্রভৃতি লইয়া, কিউবার অধিবাসিগণ, তাঁহাকে রাশি রাশি সোণা আনিয়া দিতে লাগিল। কয়েক দিন সেই দ্বীপে অবস্থান করিয়া, সেই দ্বীপের অবস্থা প্রভৃতি সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ অবগত হইলেন। দ্বীপবাসীরা দ্বীপের নাম বলিল,—"কিউবা-নাকান"। কলম্বস বুঝিলেন,—তাহারা যেন বলিতেছে,—'কুবলা খাঁ' নামক কোন রাজার রাজ্য। অতঃপর (১২ই নবেম্বর) সুবর্ণ প্রভৃতিতে জাহাজ পূর্ণ করিয়া কলম্বস "কিউবা" পরিত্যাগ করিলেন। যাইবার পথে (৬ই ডিসেম্বর) 'হেটি' দ্বীপে উপস্থিত হন। ঐ দ্বীপকে "ইসপানেলা" বা ক্ষুদ্র স্পেন নামে অভি-

হিত করিয়া কলম্বস স্পেনে প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ সমুদায় দেশ হইতে নানা ফলমূল-শস্য, কতকগুলি পাখী এবং কয়েক জন দ্বীপবাসীকে সঙ্গে লইয়া, কলম্বস স্বদেশে রওনা হইলেন।

আমেরিকা ও ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের যখন বিশেষ কোনরূপ চাক্ষুষ-সম্বন্ধ হয় নাই, কল্পনার চক্ষে ইউরোপীয়েরা তখন ভারতবর্ষের কতই গৌরব-বিভবের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিত। তাহাদের তখন মনে হইত,—বুঝি বা ভারতবর্ষে সোণার মাটীতে মুক্তার ফল গড়াগড়ি যায়; বুঝি বা হীরার পাহাড়ে মণি-মাণিক্য ছড়াইয়া থাকে। সেই মোহিনী কল্পনার মোহন কুহকে পড়িয়া, আকাশ-কুসুম লাভের আশায় বিচলিত হইয়া, ইউরোপীয় জাতিরা ভারতের দিকে অগ্রসর হইবার পথ অন্বেষণ করে। বহুপূর্ব্বে 'ফিনিসীয়' প্রমুখ বণিকগণ ভারতবর্ষ ও ইউরোপের সহিত স্থলপথে বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু ইউরোপ হইতে জলপথে জাহাজ চালাইয়া যে ভারতবর্ষে আসিতে পারা যায়, সে সন্ধান কেহই অবগত ছিল না। প্রধানতঃ ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কার করিবার জন্যই কলম্বস সমুদ্র-যাত্রা করিয়াছিলেন। আমেরিকা বলিয়া যে কোন মহাদেশ ছিল, সে ধারণা তাঁহার মনে আদৌ স্থান পায় নাই। পশ্চিম মহাসমুদ্র আবর্ত্তন করিয়া ভারতবর্ষে পৌঁছিবেন, ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। ভারতবর্ষের পথ খুঁজিতে খুঁজিতে অন্য পথে পড়িয়া ঘটনাচক্রে কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। আমেরিকায় উপনীত হইয়াও উহাকে ভারতবর্ষ বলিয়াই তাঁহার মনে হইয়াছিল। তাঁহার আবিষ্কৃত 'সানসালভেডার' প্রভৃতি দ্বীপগুলিকে ভারতবর্ষের অন্তর্গত বলিয়া মনে হওয়ায়, কলম্বস আমেরিকা মহাদেশকে "ইণ্ডিয়া" নামে অভিহিত করেন, এবং সেই দেশের অধিবাসিগণও তৎকর্তৃক 'ইণ্ডিয়ান' নামে পরিচিত হয়। পরিশেষে 'ভাস্কোডিগামা' কর্তৃক ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কৃত হওয়ার পর, যখন প্রতিপন্ন হয়, আমেরিকা স্বতন্ত্র দেশ—ভারতবর্ষ নহে, তখন উহা "ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া" এবং উহার অধিবাসিগন 'রেড ইণ্ডিয়ান্' নামে অভিহিত হইয়াছিল। কলম্বস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের পাঁচ বৎসর পরে (১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে) ভাস্কোডিগামা আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ পরিভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হন। ভাস্কোডিগামার ভারত আগমন,—সে আজ চারি শত নয় বৎসর পূর্ব্বের কথা। পর্ত্তুগীজ নাবিক ভাস্কোডিগামার বাণিজ্যপোত দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালীকূটের জমোরিণের রাজ্যে আসিয়া প্রথম উপস্থিত হয়। পর্ত্তুগীজগণ সে সময় এ দেশে ফিরিঙ্গি নামে অভিহিত হইত। ফিরিঙ্গি ভাস্কোডিগামা কালীকূটের রাজ জমোরিণের নিকট হইতে ভারতবর্ষে বাণিজ্য-অধিকার প্রাপ্ত হন। সেই অধিকার-প্রাপ্তির পর, তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণে, ওলন্দাজেরা, দিনেমারেরা, ফরাসীরা ও ইংরেজেরা কি প্রকারে এদেশে আগমন করে, কি প্রকারে অধিকার বিস্তার করে, এবং শেষে কি সূত্রে কি চক্রান্তে ঐ সকল জাতিকে অতিক্রম করিয়া ইংরেজের সাম্রাজ্য-শাসন ভারতে প্রাধান্য-লাভ করে,—ইতিহাস-পাঠক সকলেই সে সমাচার অবগত আছেন। পাঠক! চিত্রে দেখুন,—ভারতে ফিরিঙ্গির প্রথম আগমন—ভাস্কোডিগামার বাণিজ্য-অধিকার ভিক্ষার অপরূপ দৃশ্য! ঐ দেখুন,—সেই ফিরিঙ্গি ভাস্কোডিগামা হিন্দু-রাজা জমোরিণের পদপ্রান্তে বসিয়া, কি ভাবে বাণিজ্য-অধিকার প্রার্থনা করিতেছেন!

ভারতে ফিরিঙ্গির প্রথম পদার্পণ।



কালীকুটের রাজা জমোরিণের দরবারে পর্তুগীজ বণিক ভাস্কোডিগামা। [১৮৩ পৃষ্ঠা]

আমেরিকা নামের উৎপত্তি।

কলম্বসের জীবিত কালে 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ' দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণ আমেরিকার কিয়দংশ মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কলম্বসের বিশ্বাস ছিল,—ঐ দেশ বা দ্বীপপুঞ্জ এসিয়া মহাদেশের বা ভারতবর্ষের অংশ-বিশেষ। কলম্বসের মৃত্যুর প্রায় দশ বৎসর পরে ইউরোপীয় নাবিকগণ কর্তৃক আমেরিকার প্রকৃত তথ্য নির্ণীত হয়। তৎকালে "আমেরিগো ভেসপুকাই" নামক 'ফ্লোরেণ্টাইন'-নগরবাসী একজন নাবিক ঘটনা-চক্রে উত্তর আমেরিকায় উপস্থিত হন; এবং তৎকর্ত্তৃক উহা 'আমেরিকা' নামে অভিহিত হয়। প্রথমে 'মার্টিন ওয়াল্ডসিমুলার' নামক জনৈক গ্রন্থকার, লাটিন ভাষায় লিখিত তাঁহার ভূ-বৃত্তান্ত পুস্তকে ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে ঐ মহাদেশের 'আমেরিকা' নাম-করণ সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বলেন,—যে দেশ এতদিন অজ্ঞাত ছিল এবং এক্ষণে আবিষ্কৃত হইল, উহার নাম 'আমেরিকা' হওয়াই কর্ত্তব্য; যেহেতু 'আমেরিগস' কর্ত্তৃক উহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ তদনুসারেই নামকরণ হইয়া থাকিবে। কেহ কেহ আবার বলেন,—'আমেরিগস' যে প্রদেশে প্রথমে অবতরণ করেন, সেই প্রদেশে 'আমারকা' নামক এক জাতি বাস করিত; তাহারা আপনাদের দেশকে 'আমারকা' নামে অভিহিত করিত। 'আমারকা' 'কারিব'-ভাষার একটী শব্দবিশেষ। তদনুসারেই নূতন মহাদেশের নাম 'আমেরিকা হইয়াছে। যাহাই হউক, যদি শেষোক্ত কারণেই আমেরিকা নাম হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিশেষ কোনও বক্তব্য নাই। কিন্তু 'আমেরিগসের' নাম অনুসারেই যদি 'আমেরিকা' নাম-করণ হইয়া থাকে— এমন হয়; তাহা হইলে, আমেরিকার প্রথম আবিষ্কর্ত্তা কলম্বসের প্রতি কিছু অবিচার করা হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। তাঁহাদের মতে, সে ক্ষেত্রে 'আমেরিকা' নামের পরিবর্ত্তে 'কলম্বস' নামে অভিহিত করিলেই বোধ হয় ভাল হইত।

কলম্বসের প্রত্যাবর্ত্তন

প্রায় সাত মাস পরে ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে ১৫ই মার্চ্চ, কলম্বস স্পেনে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার প্রত্যাগমনের সময় দেশে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার অবধি রহিল না। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বন্দরে বহু ব্যক্তি সমবেত হইলেন। রাজা ও রাণী, কলম্বসের সম্বর্দ্ধনার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি যখন রাজ-সভায় অগ্রসর হইলেন, রাজপথে শোভা-যাত্রার ধুম পড়িয়া গেল। কিউবা প্রভৃতি দ্বীপ হইতে তিনি যে সকল পক্ষী ধরিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি যে সকল ফল মূল ও খাদ্য সামগ্রী আনিয়াছিলেন, তিনি সেই দেশের যে সকল অধিবাসীদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন; সেই সকল সামগ্রী ও লোকজন শোভাযাত্রার পথে সারি সারি সজ্জিত হইয়া চলিতে লাগিল। দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া চলিলেন। রাজপথের দুই ধারে সৈন্যদল ও পুলীশ-প্রহরী সুসজ্জিত রহিল। অতঃপর কলম্বস রাজ-সভায় উপনীত হইয়া রাজা ও রাণীর নিকট সকল বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন; কহিলেন,—"সে দেশের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি; সে দেশের ধনসম্পদ অতুলনীয়; প্রকৃতিপুঞ্জ শিষ্ট, নম্র ও শান্তিপ্রিয়। সে দেশে স্পেনের আধিপত্য বিস্তৃত হইলে, নিশ্চয়ই স্পেনের গৌরব বৃদ্ধি হইবে। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, তেমন সহিষ্ণু জাতি—তেমন সুন্দর দেশ পৃথিবীর আর কোথাও নাই।"

কলম্বসের বর্ণনা শুনিয়া, তাঁহার আনীত স্বর্ণাদি দর্শন করিয়া, এবং সেই দেশের লোকজন ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিচয় পাইয়া, রাণী ইসাবেলা এবং রাজা ফার্ডিনাণ্ড, আপনাদের সকল অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেন, সেই দেশে স্পেনের আধিপত্য-বিস্তারের জন্য উৎসুক হইয়া পড়িলেন।

স্পেনে মুর।

রাণী ইসাবেলার রাজত্ব-কালে স্পেন হইতে মুরদিগের আধিপত্য লোপ পায়। স্পেনীয়দিগের সহিত মুর জাতির বহুদিনের সম্বন্ধ। আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলস্থিত 'বার্‌বারি'-প্রদেশের অন্তর্গত আলজিরিয়া ও মরক্কো প্রভৃতি দেশ মুর-জাতির আদিম বাসস্থান। ৭১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আরব ও 'বারবারি'-দেশীয় বিজেতৃবৃন্দ স্পেন-দেশে ন্যূনাধিক পরিমাণে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। ইউরোপীয় ইতিহাসে তাহারাই প্রধানতঃ মুর বলিয়া কথিত হয়। সে হিসাবে কোনটী আরব, কোনটী মুর, কোনটী সিরিয়া-বাসী, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মুর-জাতি স্পেনে পদার্পণ করিয়া বিশ বৎসরের মধ্যে প্রায় সমস্ত স্পেন অধিকার করিয়া লইয়াছিল। এমন কি, ফ্রান্সেরও অনেক দূর পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। মুরগণ যে সময় স্পেন-দেশে প্রথম আধিপত্য বিস্তার করে, সেই সময়ে বোগদাদের 'কালিফকে' তাহারা আপনাদের সম্রাট বলিয়া মান্য করিত। বোগদাদ হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগরের সীমানা পর্য্যন্ত যেখানে যত মুসলমান রাজ্য ছিল, তৎসমুদায় কালিফের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কথিত হইত। ৭৫০ খৃষ্টাব্দে 'আব্বাসাইদ'* কালিফগণ 'ওমিয়াদেস'† কালিফদিগের উচ্ছেদ-সাধন করে। সেই সময় 'ওমিয়াদের' বংশধর প্রথম আবদর রহমন স্পেনে পলাইয়া আসেন এবং ৭৫৫ খৃষ্টাব্দে 'করডোভায়' পশ্চিম কালিফ রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরগণ ১০৩১ খৃষ্টাব্দে হাসিমের অধঃপতন পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে কিছুদিন অরাজকতা উপস্থিত হয়। ১০৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 'আলমোরাভিডেস'গণ (বারবারি-দেশীয়) রাজত্ব করেন। অতঃপর 'আলমো-হেডেস'গণ ১১৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। এই সময়ে স্পেনের অধিকাংশ প্রদেশ মুসলমানদিগের হস্তচ্যুত হয়। ১২৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গ্রাণাডা-প্রদেশে 'বেনী-নাসার' বংশীয়দিগের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল। স্পেনে সেই শেষ মুসলমান অধিকার। অষ্টম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত স্পেন দেশীয় মুরগণ, কি স্থপতি-বিদ্যায়, কি সাহিত্যে, কি বিজ্ঞানে, কি শিল্পে, কি কৃষিকার্য্যে, তাৎকালিক উত্তর ইউরোপের সমস্ত জাতিকে সর্ব্ববিষয়ে পরাজিত করিয়াছিল; ৭৮৪—৭৯৩

* মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদের খুল্লতাত আব্বাসের বংশধরগণ অব্বাসাইদ নামে অভিহিত। ৬৫২ খৃষ্টাব্দে আব্বাসের মৃত্যু হয়। তাঁহার বংশধরগণ ৭৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বোগদাদের 'কালিফ' পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতবর্ষ, তুরস্ক এবং পারস্য দেশে এই বংশের বংশধরগণ বিদ্যমান আছেন।

† মহম্মদের পরবর্ত্তী চতুর্থ কালিফের মৃত্যুর পর, এই বংশ আরবের কালিফ পদে অধিষ্ঠিত হয়। 'ওমিয়া' নামক পূর্ব্বপুরুষের নামানুসারে এই বংশ 'ওমিয়াদ' বংশ নামে অভিহিত। আবদাল্লা কর্ত্তৃক ওমিয়াদ-বংশের হত্যাকাণ্ড সাধিত হইলে, সেই বংশের দুই ব্যক্তি পলায়ন করেন। এক জন আরবের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দেশে 'কালিফ' বলিয়া পরিচিত হন; অন্য জন, আবদার রহমন, স্পেনে আসিয়া করডোভায় কালিফ উপাধি গ্রহণ করেন।

স্পেনরাজ-সভায় কলম্বস।



স্পেনরাজ ফার্ডিনাণ্ড ও রাণী ইসাবেলার সম্মুখে কলম্বস।

স্পেন হইতে মুর-রাজ্যের সমূলে উচ্ছেদকারী-দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ স্পেনরাজ ফার্ডিনাণ্ড এবং অনিন্দ্যসুন্দরী বুদ্ধিমতী রাণী 'ইসাবেলা', আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্কর্ত্তা প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক ও নাবিক কলম্বসকে রাজসভায় অভ্যর্থনা করিতেছেন। রাজা রাণী উভয়ে সিংহাসন হইতে উঠিয়া হাত বাড়াইয়া কলম্বসকে অভ্যর্থনা করিতেছেন; আর কলম্বস নতজানু হইয়া অনাবৃত ও অবনত মস্তকে রাজ-দম্পতিকে সম্মান জানাইতেছে।

[১৮৭ পৃষ্ঠা]

খৃষ্টাব্দে মুরগণ 'করডোভা'য় যে মসজিদ প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহার কারু-কার্য্যের নিকট পশ্চিম ইউরোপের তাৎকালিক সকল জাতিকেই হারি মানিতে হইয়াছিল। দর্শন-শাস্ত্রে এবং গণিত ও জ্যোতিষ-তত্ত্বের শব্দ-পরম্পরায়, মুরগণ ইউরোপের সমস্ত ভাষার উপর অক্ষয় প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছে। প্রথমে যখন স্পেনে খৃষ্টান অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল, তখন পাঁচটী বা ছয়টী মাত্র ক্ষুদ্র খৃষ্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মুরগণের পতনের সময় মুরদিগের রাজ্য ২০টীরও অধিক ভাগে বিভক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই সকল রাজ্যের অধিকারীদিগের মধ্যে পরস্পর গৃহ-বিবাদই মুরদিগের পতনের কারণ। এখনও স্পেনে অনেক মুর বাস করিয়া থাকে, স্পেনের শিরায় শিরায় এখনও মুরদিগের প্রভাব বিস্তৃত রহিয়াছে, স্পেনীয়দিগের সঙ্গীতে এখনও মুরদিগের বীর-গাথা গীত হয়। স্পেনে না হউক, এখনও বারবারি-প্রদেশে, আলজিরিয়া ও মরক্কো প্রভৃতি স্থানে, মুরজাতির প্রাধান্য বিদ্যমান আছে। সংপ্রতি ফরাসীর সহিত মুরদিগের বিবাদ বাধিয়াছে; সংগ্রাম চলিতেছে। সে সংবাদ অনেকেই অবগত আছেন। ফলতঃ মুর জাতির পুর্ব্বের প্রভাব বিলুপ্ত হইলেও, স্বাধীনতার ইতিহাস হইতে তাহাদের নাম এখনও একেবারে লোপ পায় নাই।

স্পেন ও আমেরিকার সম্বন্ধ স্থাপন।

যাহা হউক, কলম্বসের প্রত্যাবর্ত্তনের পর ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে রাণী ইসাবেলা আদেশ দিলেন,—প্রতিমাসেই নূতন মহাদেশের দিকে একখানি করিয়া স্পেনের বাণিজ্য-পোত প্রেরিত হইবে, এবং প্রতি মাসেই সেখান হইতে একখানি করিয়া জাহাজ স্পেনে প্রত্যাবৃত্ত হইবে। ফলতঃ কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর দশ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ ৮০ বার স্পেনের বাণিজ্য-পোত-সমূহ আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র পার হইয়া আমেরিকার দিকে রওনা হইয়াছিল। প্রথম-বার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, কলম্বস আরও তিন বার আমেরিকায় গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বার ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর 'কেডিজ' উপসাগর হইতে তিনখানি বৃহৎ জাহাজ এবং চৌদ্দখানি ক্ষুদ্র জাহাজ লইয়া কলম্বস রওনা হইলেন। এবার তাঁহার সঙ্গে চৌদ্দ শত লোক, বহু অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামাদি লইয়া, যাত্রা করিয়াছিল। প্রথম যাত্রায় 'হেটি' বা 'লা-নাভিডার্ড' দ্বীপ অধিকার করিয়া সেখানে দুর্গ স্থাপনে কলম্বস্ আপনার অধীনস্থ ৩২ জন কর্ম্মচারীকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তাহাদিগকে বলিয়া আসিয়াছিলেন,—"শীঘ্রই আমি উপযুক্ত সৈন্যদল লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিব।" কিন্তু দ্বিতীয় যাত্রায় গিয়া দেখিলেন,—তাহারা কেহই জীবিত নাই; সেই দেশের অধিপতিগণ তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিয়াছে। যাহা হউক, এবার সেই দ্বীপ পুনরধিকার করিয়া আপন ভ্রাতা "ডাএগোর"* উপর তাহার শাসনভার প্রদান করিলেন। ঐ দ্বীপ 'হেটি' দ্বীপ নামে অভিহিত। দ্বিতীয় যাত্রায় 'জামেকা', 'পোর্টরিকো", 'উইণ্ডওয়ার্ড' দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কৃত হয়। এই যাত্রায় প্রায় তিন বৎসর আমেরিকায় অবস্থান করিয়া, ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে কলম্বস স্পেনে প্রত্যাগমন করেন। তৎপরে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে তিনি তৃতীয় বার আমেরিকায় যাত্রা করিয়াছিলেন। সেবার তাঁহার সঙ্গে ছয়খানি জাহাজ প্রেরিত হয়। তাঁহার চতুর্থবার যাত্রার দিন,—১৫০২ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে। এবার তিনি দক্ষিণ আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে

অবতরণ করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু বিশেষ কোনও কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার সঙ্গের কয়েকখানি পুরাতন জাহাজ এবার নষ্ট হইয়া যায়। একখানি মাত্র জাহাজ লইয়া এবার কলম্বস স্পেনে ফিরিয়া আসেন।

কলম্বসের শেষ জীবন।

ভগ্নপ্রাণে ফিরিয়া আসিয়া, কলম্বস এবার ব্যথার উপর ব্যথা পাইলেন। স্পেনে আসিয়া দেখিলেন,—তাঁহার উৎসাহদাত্রী, তাঁহার সহায়-স্বরূপিণী, রাণী ইসাবিলা তখন লোকান্তরে গমন করিয়াছেন ; বিধি-বিপাকে কুচক্রীর চক্রান্তে রাজা ফার্ডিনাণ্ড তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। কলম্বস বুঝিতে পারিলেন,—এখন স্বদেশ-বিদেশে অনেকেই তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; আর সেই শত্রুগণের ষড়যন্ত্রে তাঁহাকে কৌশলে আমেরিকা হইতে বন্দী করিয়া আনা হইয়াছে। তাঁহার অপরাধ ? অপরাধ,—কলম্বস আমেরিকায় গিয়া অনেক লুটতরাজ করিয়াছেন, অনেক অত্যাচারের প্রশ্রয় দিয়াছেন! যাহা হউক, চক্রান্তে সেই অভিযোগই সাব্যস্থ হইল। কলম্বস শেষ-জীবনে কারাগারে বন্দী হইলেন। রাণী ইসাবেলা বাঁচিয়া নাই ; রাজা ফার্ডিনাণ্ড বিরূপ হইয়াছেন ; সুতরাং কে আর তাঁহাকে রক্ষা করিবে ? যে কলম্বস প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া অশেষ বিপদসঙ্কুল সমুদ্রপথে অজ্ঞাত দেশের অনুসন্ধানে গমন করিয়াছিলেন ;—সেই কলম্বসকে স্পেনবাসীরা কারাগারে অবরুদ্ধ করিল! ১৫০৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে ৫৯ বৎসর বয়সে নিদারুণ মনস্তাপে ভগ্নপ্রাণে ভগ্নদেহে কলম্বস প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাণীর মৃত্যুর পর।

রাণী ইসাবেলা ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন ; কলম্বস কাল-কবলে নিপতিত হইলেন ; কিন্তু স্পেনের প্রাধান্য দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহারা যে আত্মত্যাগ, যে অধ্যবসায়, যে পরিশ্রমে স্পেন-রাজ্যের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন ; পরবর্ত্তী কালে ক্রমশঃ তাহারই উপর সুধাধবলিত অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আমেরিকার অনেক দেশ স্পেনের অধিকারভুক্ত হইল। রাণী ইসাবেলার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা "জোয়ানা" এবং জামাতা 'ফিলিপ' (জোয়ানার স্বামী) এক যোগে 'ক্যাষ্টিলের' শাসনকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ফার্ডিনাণ্ড পুনরায়, 'আরাগণে' ফিরিয়া যান। ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে ফিলিপের মৃত্যু হয় ; জোয়ানা পাগল হন। তখন পুনরায় ফার্ডিনাণ্ড অভিভাবক-রূপে ক্যাষ্টিল ও আরাগণ উভয় প্রদেশের শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। দশ বৎসর পরে ফার্ডিনাণ্ডের মৃত্যু হয়। তৎপরে 'জোয়ানার' পুত্র প্রথম 'চার্লস' সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। নানারূপ মনস্তাপে কাতর হইয়া রাজা চার্লস ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যপদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ স্পেনের রাজপদে অধিরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালেই স্পেন-রাজ্য উন্নতির উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ



সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপ।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্পেন উন্নতির উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর কাল স্পেন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে পরিণত ছিল। স্পেনের সম্রাট প্রথম চার্লস যে উন্নতির সূত্রপাত করেন, তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ফিলিপের সময় তাহার চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়। এখন যেমন কথায় কথায় আমরা উপমা দিই,—"ইংরেজের রাজ্যে কখনও সূর্য্যাস্ত হয় না," ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেন সম্বন্ধে লোকে একবাক্যে সেই কথা বলিতে পারিত। স্পেন-সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপ ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রায় ৪২ বৎসর কাল তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে স্পেন-সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা শুনিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। উত্তর আমেরিকার সামান্য অংশ মাত্র তখন ইংরেজের ও ফরাসীর অধিকার-ভুক্ত ছিল; অবশিষ্ট সমস্তই স্পেন-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এখন দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সমস্ত ভূখণ্ডে স্পেনের একাধিপত্য বিস্তৃত হয়। আফ্রিকা মহাদেশেরও অনেক প্রদেশ স্পেনের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। এদিকে ইউরোপেও স্পেনের আধিপত্য বড় অল্পদূর বিস্তৃত হয় নাই। পর্ত্তুগাল-রাজ্য স্পেনের সহিত সংযোজিত হয়। 'সিসিলি' দ্বীপ এবং ইটালীর বহু প্রদেশে স্পেনের বশ্যতা স্বীকার করে। হলাণ্ড এবং বেলজিয়ম রাজ্যও স্পেনের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হয়। 'কিউবা', 'জামেকা' প্রভৃতি 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ' দ্বীপপুঞ্জে এবং 'ফিলিপাইন' প্রভৃতি 'ইষ্ট ইণ্ডিজ' দ্বীপপুঞ্জে স্পেনের এক ছত্র প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। রাণী ইসাবেলার সময় স্পেনে মুরদিগের আধিপত্য লোপ পায়; ফিলিপের সময় তাহারও মূল উৎপাটনের চেষ্টা হয়। কত বলিব? সহস্র সহস্র বৎসরের অধীনতার পর বিজিত জাতি উন্নতির কতদূর উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিতে পারে, ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেন-রাজ্য তাহারই আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছিল। পৃথিবীর যে জাতি পরাধীনতার পেষণ-যন্ত্রে পুনঃপুনঃ পিষ্ট হইয়া অবসাদে মনে করে,—"চির-পরাধীন জাতির কখনও উন্নতির আশা নাই"; স্পেনের ইতিহাস পাঠ করিয়া, তাহারা একবার আপনাদের হতাশার তপ্তশ্বাস নিবারণ করুক।

কেন পতন হয়?

এমন যে শ্রেষ্ঠ শক্তি স্পেন, তাহারও পতন হয়। এমন যে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, তাহাকেও মস্তক অবনত করিতে হয়। নিয়তি-চক্রের সে এক অপূর্ব্ব গতি! স্পেনের ইতিহাস স্মরণ করিয়া, ফিলিপের অভ্যুত্থান-কাহিনী আলোচনা করিয়া, ভারতবর্ষের প্রবলপ্রতাপ মোগল-সাম্রাজ্যের চিত্র-পট নয়ন-সমক্ষে স্বতঃই প্রতিভাত হয়। ফিলিপের বৃত্তান্ত পাঠ করিতে করিতে, দিল্লীর বাদশাহ আওরঙ্গজেবের ইতিহাস কেবলই মনে আসে। আওরঙ্গজেবের সময় মোগল-সাম্রাজ্য উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। আবার আওরঙ্গজেবই সেই বৃহৎ ভারত-সাম্রাজ্যের ভিত্তি-

ভূমি শিথিল করিয়া গিয়াছিলেন। স্পেনের সম্রাট ফিলিপের সময়ও স্পেন-সাম্রাজ্য যেমন বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, আবার তাঁহারই শাসন-শৃঙ্খলার দোষে সে রাজ্যের ধ্বংস-সাধনের বিষ-বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। প্রজার প্রতি পীড়ন আরম্ভ করিয়া আওরঙ্গজেব ভারতে অশান্তির অনল প্রধূমিত করিয়া গিয়াছিলেন; তাঁহার অত্যাচারের অনলশিখা উৎক্ষিপ্ত হইয়া দিগ্দাহী দাবানলের সৃষ্টি করিয়াছিল; তাঁহার অসহনীয় উৎপীড়নের ফলে, একদিকে শিবাজীর অধীনে মহারাষ্ট্রীয় জাতি মস্তকোত্তলন করিয়াছিলেন, অন্যদিকে রাজপুত ও শিখগণ পুনঃপুনঃ বিধ্বস্ত হইয়াও বলসঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফিলিপের রাজত্বকালেও স্পেন-সাম্রাজ্য সেই অবস্থায় উপনীত হয়। দারুণ অত্যাচারে বিভিন্ন জনপদে তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইল,—বিষম পীড়নে অধিকৃত রাজ্যসমূহ শাসিত হইতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে সে বিষময় ফল উৎপন্ন হইল, তাহার গতি কেহই রোধ করিতে পারিল না। যে ফল স্বাভাবিক—যে গতি অনিবার্য্য, স্পেন-সাম্রাজ্যও আপন অত্যাচার উৎপীড়নের দরুণ সেই ফল—সেই গতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অত্যাচারে বা অস্ত্রের সাহায্যে রাজ্য বিস্তৃত হইতে পারে,—জনপদের পর জনপদে আধিপত্য বিস্তৃক হওয়াও অসম্ভব নহে; কিন্তু অধিকৃত রাজ্য রক্ষা করিতে হইলে, অস্ত্রের সাহায্যে বা অত্যাচারের আধিক্যে কদাচ তাহা রক্ষিত হয় না। স্পেনের ইতিহাসে এই বিষয় স্বতঃসিদ্ধরূপ প্রমাণিত হইয়াছে। অধিক বলিব কি?—আমেরিকার যে আদিম নিরীহজাতি আদরে স্পেনকে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে আপনাদের দেশের রাজা বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল; স্পেনের অত্যাচারে, স্পেনের শোষণ-নীতির ফলে, তাহারাও ক্রমে ক্রমে উত্তেজিত হইতেছিল। নিত্য নূতন কর স্থাপন, নিত্য নূতন উপায়ে দেশ লুণ্ঠন, নিত্য নূতন অছিলায় প্রজাপীড়ন,—মানুষ কতদিন সহিতে পারে? ফিলিপের সময় পীড়নের একশেষ আরম্ভ হইল; পরবর্ত্তীকালে দিন দিনই পীড়ন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের অধঃপতনের পথও প্রস্তত হইয়া আসিল। প্রায় এক শত বৎসরের মধ্যে স্পেন প্রকৃতপক্ষে অর্দ্ধ-পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, পরবর্ত্তী তিন শতাব্দীর মধ্যে সে তাহার প্র য় সমস্ত হারাইতে চলিল। অত্যাচারের ফলে, স্পেনের বিস্তৃত সাম্রাজ্য—আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশ, এখন একে একে তাহার করস্খলিত হইয়াছে; আমেরিকা মহাদেশে তাহার প্রথম আবিষ্কৃত ও প্রথম অধিকৃত 'কিউবা' দ্বীপটী পর্য্যন্ত তাহার অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছে; 'ইষ্ট ইণ্ডিজ' দ্বীপের 'ফিলিপাইন' প্রভৃতি অতুল সম্পদ, সমস্তই সে একে একে হারাইয়াছে; ইউরোপের 'বেলজিয়ম', 'হলাণ্ড' প্রভৃতি দেশ, অনেক দিন হইল, তাহার অধিকারচ্যুত হইয়াছে; সে এখন একটী ক্ষুদ্র চিহ্নের ন্যায় ইউরোপের মানচিত্রের এক পার্শ্বে আপনার অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। এ অস্তিত্বও অনেক দিন পূর্ব্বেই লোপ পাইত; কিন্তু শাসন-নীতির পরিবর্ত্তন হওয়ায়, প্রজা-সাধারণের মতানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য-পরিচালনার ব্যবস্থা করায়, সেটুকু রক্ষিত হইয়াছে; কি হইতে কি কারণে কি হইতে পারে, তাহারই নিদর্শন মাত্র বক্ষে ধারণ করিয়া, সেই পরিণাম জগতকে দেখাইবার জন্য, সে যেন এখনও সভ্যজগতে স্বাধীন রাজ্য মধ্যে মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে।

অত্যাচারের চিত্র।

ভারতের আওরঙ্গজেব এবং স্পেনের ফিলিপ দুই জনের চরিত্র-চিত্র আলোচনা করিলে মনে হয়, বুঝি একের প্রেতাত্মা অন্যের শরীরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আওরঙ্গজেব, হিন্দুধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়া, 'ইসলাম' ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন; স্পেন-সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপও সেইরূপ গোঁড়া খৃষ্টান সম্প্রদায়ের দলপুষ্টির জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন। ফিলিপের রাজত্বকালে স্পেনের ইহুদি জাতির প্রতি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান জাতির প্রতি কি অত্যাচারই না হইয়াছিল! তাঁহার পিতা চার্লস অত্যাচারের হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছিলেন: সম্রাট ফিলিপ সেই অনলে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। ইহুদি এবং মুরদিগের অনেকেই ধর্ম্মান্তর গ্রহণে অস্বীকৃত হওয়ায়, ফিলিপের বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অথবা নির্ব্বাসিত হইতে লাগিল। দণ্ডের ভয়ে কেহ কেহ বা পূর্ব্বেই দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। আরবদিগের শাসন-সময়ে অন্যূন ২ কোটী লোক স্পেন-রাজ্যে বাস করিত; ফারডিনাণ্ড ও ইসাবেলার রাজত্ব-কালেও ১ কোটী ৮০ লক্ষ লোকের বসতি ছিল। ফিলিপের পিতা প্রথম চার্লসের পীড়নে, সেই লোক-সংখ্যা ৬০ লক্ষে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের রাজত্বকালে লোকসংখ্যা আরও কমিয়া গেল। প্রধানতঃ ধর্ম্মের নামে যে গুরুতর অত্যাচার চলিতে লাগিল, লোকসংখ্যা-হ্রাসের তাহাই মূল কারণ বলিয়া মনে হয়। সে অত্যাচার যে কি ভীষণ—কি লোমহর্ষণ, দুই একটী দৃষ্টান্ত এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন জনপদে "ইনকুইজিসন" নামক এক শাসক-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। যাহারা 'রোমান্ ক্যাথলিক' খৃষ্টান-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মত না মানিবে, তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়াই "ইনকুইজিসন"-দিগের উদ্দেশ্য। অনেক রাজা "ইন্‌কুইজিসন"-দিগের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। "ইন্‌কুইজিসন কোর্ট" নামক বিচারালয় পর্য্যন্ত বহু রাজ্যে স্থাপিত হইয়াছিল। "ইনকুইজিসন"-গণ খুঁজিয়া খুঁজিয়া 'ক্যাথলিক'-ধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদীদিগকে ধরিয়া আনিত; এবং "ইনকুইজিসন-কোর্ট" বিচারালয়ে তাহাদিগের বিচার হইত। বিচারে প্রাণদণ্ডই প্রশস্ত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত ছিল। ক্বচিৎ কেহ 'ক্যাথলিক' ধর্ম্মমত মানিতে স্বীকৃত হইলে, তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইত। স্পেনে পূর্ব্ব হইতে "ইনকুইজিসন-কোর্ট" বিচারালয়ের প্রাধান্য ছিল। সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের সময় 'ইন্‌কুইজিসন'-দিগের প্রাধান্যের আর অবধি রহিল না। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে নৃশংস 'টরকোয়েমেডা' স্পেনীয় 'ইন্‌কুইজিসন'-বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রায় ১৬ বৎসর ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি যে কত নরনারীর সংহার-সাধন করেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। 'লোরেণ্ট' নামক 'ইন্‌কুইজিসন'-সংক্রান্ত ইতিহাস-লেখক বলেন,—বিচারপতি 'টরকোয়েমেডা' ১৬ বৎসর ৯০০০ হাজার লোককে জ্বলন্ত অনলে পুড়াইয়া মারিয়াছিলেন। 'টরকোয়েমেডার' পর, 'ডায়েগো ডেজা' ঐ পদ প্রাপ্ত হন। তিনিও আট বৎসরে ১৬ ষোল শত লোককে জীবন্তে দগ্ধ করিয়াছিলেন। আর কত দেখাইব? এই অত্যাচারে অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ কেহই আর স্পেন-দেশে বাস করিতে সাহসী হইল না। দিন দিন স্পেনের জনসংখ্যা কমিয়া আসিতে

লাগিল। মুরগণ প্রাণভয়ে গৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল; বহু জনপদ শ্মশান-ক্ষেত্রে পরিণত হইল; কৃষিকার্য্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল; উর্ব্বর ভূমিখণ্ড মরুভূমিতে পরিণত হইল। কৃষিকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবাণিজ্যও দিন দিন শ্রীহীন হইয়া আসিতে লাগিল। স্থলপথে ও জলপথে স্পেনের যে শক্তি-সামর্থ্য ছিল, তাহার মধ্যেও যেন কাল-কীট আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাজ-অত্যাচারে, ধর্ম্ম-ভয়ে, প্রাণ-ভয়ে, মাননাশ আশঙ্কায়, মানুষ যে কিরূপ বিপন্ন হয়,—ভারতের ইতিহাসে সে দৃষ্টান্তের অবধি নাই। ভারতেরও কত জনপদ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে; কত নরনারী জ্বলন্ত অনলে 'জহর'ব্রতে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন,—সে পুরাতন স্মৃতি একবার স্মরণ করিলে, স্পেনের তাৎকালিক অবস্থার আভাস পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং স্পেনের সে দৃষ্টান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ কি আর উল্লেখ করিব?



স্পেন-সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপ।

[১৫২৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে মে ইহাঁর জন্ম হয়। কি সাংসারিক, কি রাজনৈতিক, সকল বিষয়ে আপন আধিপত্য-রক্ষাই ইহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে ফিলিপ সম্রাট-পদ প্রাপ্ত হন। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় ফিলিপ গোঁড়া ক্যাথলিক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ইহাঁর নিষ্ঠুরতায় লোকে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে ফিলিপ নিজ দুষ্ক্রিয়ার জন্য দারুণ অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন।]

বীভৎস।

রাজ্য আক্রমণ বা অধিকার করিয়া মোগল-সম্রাট আওরঙ্গজেব সে রাজ্যের নরনারীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিতেন; ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম নাশ, সতীর সতীত্ব হরণ, নির্দ্দোষের দণ্ড বিধান, অনুগত ও আশ্রিত শত্রুর প্রতি নিদারুণ

স্পেনীয় সৈন্যের ভীষণ অত্যাচার



রমণীর অপূর্ব্ব সতীত্ব রক্ষা।

হলাণ্ডের মেস্‌ট্রিক্ট দুর্গ আক্রমণ-কালে স্পেনীয় সৈন্যগণ, দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় প্রাপ্ত নর-নারীর প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহারই লোমহর্ষণ ভীষণ চিত্র।

[১১৫ পৃষ্ঠা।]

নির্য্যাতন,—সে ইতিহাসে যে চিত্র দর্শন করিয়াছেন,—ফিলিপের রাজত্বে তাহারই প্রকট মূর্ত্তি জাজ্জ্বল্যমান। আত্মীয়জনের প্রতি আওরঙ্গজেবের যে দুর্ব্ব্যবহার, ফিলিপের চরিত্রেও তাহা পূর্ণ প্রতিভাত। আওরঙ্গজেব পিতৃদ্রোহী; আওরঙ্গজেব ভ্রাতৃহন্তা; আওরঙ্গজেব আপনার পিতা সাজাহানকে কারাগারে বন্দী করেন, এবং সেই কারাগারেই সাজাহানের মৃত্যু হয়। ফিলিপও আপনার আত্মীয়জনের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহারের ত্রুটি করেন নাই। ফিলিপ আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র 'ডন কারলোস্‌কে' কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন; এবং সেই কারাগারে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া কুমার মৃত্যুমুখে পতিত হন। মোগল-সম্রাট আওরঙ্গজেব, জীবনে কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না; ফিলিপও আপনাকে ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আপনার বলিয়া জানিতেন না। আশ্রিত শত্রুকে অভয় প্রদান করিয়া, তাহার দ্বারা কার্য্যোদ্ধারান্তে, আওরঙ্গজেব তাহার প্রতি যে দুর্ব্ব্যবহার করিতেন, ইতিহাস-পাঠক অনেকেই তাহা অবগত আছেন। বিজিত শত্রুগণের প্রতি, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে নিরীহ নরনারীর প্রতি, ফিলিপের রাজত্বে যে অমানুষিক অত্যাচার সংঘটিত হয়, তাহা বর্ণনাতীত। হলাণ্ডের 'মেসা ট্রিক্ট' দুর্গ স্পেনীয়গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। বহু অসহায় নরনারী, আক্রমণের ভয়ে, সেই দুর্গ-মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল,—দুর্গ সহজে স্পেনের হস্তগত হইবে না; যদিও উহা স্পেনের হস্তে পতিত হয়, নিরীহ জনসাধারণ নিশ্চয়ই রক্ষা পাইবে। কিন্তু স্পেনীয়গণ যখন সেই দুর্গ অধিকার করিল, তখন কি ভীষণ—কি লোমহর্ষণ—কি বীভৎস অভিনয় আরম্ভ হইল! দুর্গপার্শ্বে পল্লীসমূহ অগ্নি-সংযোগে ধূ-ধূ জ্বলিতেছে, পুড়িতেছে;—বায়ুপরিচালিত ভস্মস্তূপে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইতেছে। আর এদিকে দুর্গাভ্যন্তরে, ঐ দেখুন—কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! নিরীহ রমণীগণ,—দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মান-প্রাণ বাঁচাইবে বলিয়া মনে করিয়াছিল,—দেখুন, তাহাদের কি শোচনীয় পরিণাম! ঐ দেখুন,—বর্ষার তীক্ষ্ণাগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া দুর্গের উচ্চ চূড়া হইতে কি ভাবে তাহাদিগকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইতেছে। ঐ দেখুন,—নিম্নে নিপতিত হইয়াও অস্ত্র-ফলকে রমণীর কোমল হৃদয় কিরূপে বিচ্ছিন্ন হইতেছে। ঐ দেখুন,—বন্দুকের গুলিতে, অস্ত্রের আঘাতে, বর্ষার খোঁচায়, কেমন করিয়া যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা দেওয়া হইতেছে। ঐ দেখুন,—অসহায়া রমণী সতীত্ব-নাশের ভয়ে কিরূপে ব্যাকুল প্রাণে অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিতেছে। মানুষ হইয়া মানুষের প্রতি কতদূর নৃশংস ব্যবহার করিতে পারে,—এই দুর্গজয়ে তাহারই চিত্র প্রতিফলিত রহিয়াছে। সত্য বটে,—নিস্পন্দ নির্ব্বাক চিত্রপটে আর্ত্তনাদের ঘোর রোল শুনিতে পাইবেন না! সত্য বটে,—যন্ত্রণার সে বিকৃত অঙ্গ-সঞ্চালনও দেখিতে পাইবেন না! তবে যদি মানুষের প্রাণ কাহারও থাকে, ঐ প্রাণহীন জড় চিত্রপট দর্শনেই তিনি বুঝিতে পারিবেন—কি যন্ত্রণা, কি আর্ত্তনাদ, কি অত্যাচার! কেবল কি প্রাণের উপর নির্য্যাতন? মানীর মান, সতীর সতীত্ব—স্পেনীয় সৈন্যগণ কর্ত্তৃক এইরূপে অপহৃত হইতে লাগিল। সে পাপে, সে অশ্রুজলে, রাজ্য-সৌভাগ্য কখনও কি অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে? মনে হয়,—এই অত্যাচারের ফলেই 'হলাণ্ড' দেশ পরিশেষে স্পেনের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। মনে

হয়,—এই পাপেই রাজার রাজ্যে রাষ্ট্র-বিপ্লব উপস্থিত হয়,—উৎপীড়িতের তপ্তশ্বাসে রাজার বংশচিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পায়।

ভীষণ চরিত্র।

নর-নারীর প্রতি নৃশংস অত্যাচারের সংবাদে ফিলিপ কখনও বিচলিত হইতেন না; অথবা নিপীড়িতের প্রতি কখনও অণুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন না। বরং অত্যাচার-উৎপীড়নের সংবাদে তাঁহার আনন্দের অবধি থাকিত না। কি ভীষণ চরিত্র-চিত্র! ইতিহাসে প্রকাশ,—'ফিলিপকে জীবনে কেহ কখনও হাসিতে দেখে নাই।' কেবল একবার তিনি হাসিয়াছিলেন;—যেদিন 'সেণ্ট বারথেলমিউ' হত্যাকাণ্ডে অসংখ্য নরনারী নিহত হইয়াছিল *;—যেদিন সেই সংবাদ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল,—ফিলিপ সেই দিন কেবল একবার মাত্র হাসিয়াছিলেন। নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদে আনন্দোচ্ছ্বাস বা হাস্য-তরঙ্গ, পিশাচেই সম্ভব পায়; মানুষে তাহা সম্ভব কি? রোমসম্রাট 'নিরো' প্রজার বাড়ী-ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া, তদ্দর্শনে, দূরে দাঁড়াইয়া আনন্দে বংশীবাদন করিতেন। জানি না, ইঁহারা মানুষ—না আর কি? যে দেশের যে ইতিহাস যখনই আলোচনা করা যায়, পতনের এই লক্ষণ সর্ব্বদা দেখিতে পাই। স্পেনের কি হইবে, ভবিষ্যতে স্পেন-সাম্রাজ্য কোথায় কোন অতল তলে নিমজ্জিত হইবে,—সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের শাসন-নীতি দেখিয়াও কি তাহা বুঝিতে বাকী থাকে? স্পেনের ভবিষ্যৎ ফিলিপ আপনিই দেখাইয়া গেলেন। এই অঙ্কে, সেই ইতিহাসের যবনিকা পতনের দূর দৃশ্য, আপনিই প্রতিভাত হয় না কি? স্পেনের পরবর্ত্তী ইতিহাসে কিউবা ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতির অত্যাচার-চিত্রে ফিলিপের আদর্শ-আভাসই প্রতিফলিত দেখিতে পাই। দেশবাসীদিগকে সমুদ্রতীরে বধ্যভূমে লইয়া গিয়া শৃগাল-কুক্কুরের মত গুলি করিয়া মারা হইতেছে,—সঙ্গে সঙ্গে বাজানা বাজিতেছে, ফটোগ্রাফ তোলা হইতেছে, আনন্দের তরঙ্গ ছুটিয়াছে,—স্পেনের ইতিহাসে এ চিত্র প্রায়শঃই নয়নপথে পতিত হয়। ইহার পরও কি আর বলিতে হয়,—স্পেনের পতন কেন হইল?

স্পেনীয় নৌ-বহর।

আকাঙ্ক্ষা কখনও পূর্ণ হয় না। আধিপত্যের তীব্র তৃষ্ণা কখনও নিবারিত হয় না। এ সংসারে মানুষ যতই পদগৌরবে ও ধন-সম্পদে উন্নীত হয়, ততই মোহমদে উন্মত্ত হয়,—ততই উন্নতি-স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। অর্দ্ধ-পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও, ফিলিপের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্ত হইল না। নূতন নূতন দেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া, অতঃপর ফিলিপের দৃষ্টি ইংলণ্ডের প্রতি সঞ্চালিত হইল। ইংলণ্ডের রাণী মেরীর সিংহাসনচ্যুতির পর, ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর, রাণী এলিজাবেথ ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। ফিলিপ প্রথমে তাহাতে কোনও আপত্তি করেন নাই। কিন্তু ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সভ্য ইংরেজ জাতির বিচারে, ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাণী মেরীর প্রাণদণ্ড হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের সিংহাসন-লাভের জন্য ফিলিপ ব্যগ্র হইয়া

* ১৫৭২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট পারিস সহরে 'হিউজেনট' (প্রোটেষ্টাণ্ট) ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নেতৃগণের বধসাধন হয়, এবং সেই হত্যাকাণ্ডের উত্তেজনায় এক লক্ষের অধিক 'হিউজেনট' ফ্রান্সের ভিন্ন ভিন্ন নগরে নিহত হইয়াছিল। এই হত্যাকাণ্ড "সেণ্ট বারথেলমিউ হত্যাকাণ্ড" নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

পড়িলেন। আপন কন্যার সহিত মেরীর সম্বন্ধ-সূত্রে ইংলণ্ডের উত্তরাধিকারী বলিয়া, স্পেন-সম্রাট ফিলিপ ইংলণ্ডের সিংহাসন-লাভের জন্য দাবী করিলেন। ইংলণ্ড সে দাবী গ্রাহ্য করিল না। ফিলিপ রণসাজে সজ্জিত হইলেন; স্পেনীয় রণতরীসমূহ ইংলণ্ড আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইল। প্রায় এক বৎসর ধরিয়া এই রণসজ্জার আয়োজন চলিল। ফিলিপের আদেশে, এক শত ছত্রিশ খানি সুবৃহৎ রণতরী 'ডোভার' প্রণালীর মধ্য দিয়া 'ইংলিশ চ্যানেল' অভিমুখে অগ্রসর হইল। ইহার পূর্ব্বে এত অধিক যুদ্ধ-জাহাজ আর কখনও একত্র সমবেত হয় নাই। রণতরীসমূহ যে দিন যাত্রা করিল, সেদিন সমুদ্র-বক্ষে যেন আর তিল ধারণের স্থান রহিল না। জাহাজের পর জাহাজ প্রধাবিত হইল; পতাকার পর পতাকা-শ্রেণী গগনবক্ষে পতপত উড়িতে লাগিল। সে শোভা—সে দৃশ্য, তৎপূর্ব্বে আর কেহ কখনও দেখে নাই। পরবর্ত্তী কালেও কেহ দেখিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই স্পেনীয় নৌ-বহর—"অজেয় স্পেনীয় আরমাডা" (Invincible 'Spanish Armada') নামে আজিও জগতের নিকট পরিচিত। রুষো-জাপানী যুদ্ধে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রুষিয়ার "বালটিক ফ্লিট" নৌ-বহর প্রশান্ত মহাসাগর বক্ষে যে শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়া জাপান অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল, সে দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, স্পেনীয় নৌ-বহরের আভাস তাঁহারাই কতক বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু বিধি-নিগ্রহ!—দুই নৌ-বহরই তাই সমান দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতি দর্পী স্পেন, বিশাল ভূখণ্ডের অধিকারী হইয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে না পারায়, তৃণতুচ্ছ-জ্ঞানে ক্ষুদ্র ইংলণ্ডকে গ্রাস করিবে বলিয়া মনে করিয়াছিল; প্রবল রুষ-ঋক্ষ, ক্ষুদ্র জাপান-মূষিককে গলা টিপিয়া মারিবে ভাবিয়া, বড়ই দম্ভে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু পরিণাম উভয়েরই সমান। বিধি বাম হইলে, কাহার সাধ্য—সে গতি রোধ করে? স্পেনীয় নৌ-বহর 'ইংলিশ'-প্রণালী অভিমুখে অগ্রসর হইবার সময় ঘোর ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত হইল। ইংলণ্ডের অভিমুখে অগ্রসর হইবে কি, নৌ-বহর উত্তর-সাগরের দিকে বিচালিত হইল। এদিকে ইংলণ্ড আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সুতরাং ফিলিপ জয়ী হইতে পারিলেন না; তাঁহার রণতরী-সমূহ কতক বিছিন্ন হইল, কতক জলমগ্ন হইল, কতক খাদ্য ও যুদ্ধোপকরণের অভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। ফিলিপের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল; তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটিল। ইহার পর ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে ফিলিপ আর একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেবারও তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়; পরাজিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া, তাঁহার ক্ষুদ্র নৌবহর ফিরিয়া আসে। এই দুই পরাজয়ে, ফিলিপের সকল সম্ভ্রম সকল গৌরব নষ্ট হইল; তাঁহার অক্ষমতার বিষয় চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল; তাঁহার পশার-প্রতিপত্তি কমিতে লাগিল। মানুষের যখন দুঃসময় উপস্থিত হয়, মানুষের যখন সুনামে অপবাদ ঘটে, তখনই তাহার পতনের পথ প্রশস্ত হইয়া আসে। এত দেশ এত রাজ্য অধিকারভুক্ত রহিয়াও, এই পরাজয়ের দুর্নামে, স্পেনের দুর্দ্দিন অলক্ষ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল।

পরে কি হইল? শেষ পরাজয়ের পর সম্রাট ফিলিপ ভগ্নপ্রাণে দুই বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র তৃতীয় ফিলিপ রাজ্য পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল

পূর্ব্ব পুরুষগণের অশেষ চেষ্টায় যে সকল দেশ জয় হইয়াছিল, তিনি তাহার কতকগুলি হারাইয়া বসিলেন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে স্পেন হইতে কৃষিজীবী 'মরিসকস' জাতির বহিষ্কারে দেশে খাদ্য-দ্রব্যের অভাব উপস্থিত হইল। দেশ দারুণ দুর্দ্দশায় ডুবিতে লাগিল। 'বুরবোঁ' রাজবংশ বিদ্রোহী হইল, এবং "মারমার" ডিউক স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন। অতঃপর ১৬২১ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ ফিলিপ এবং ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লস রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ইহার পরই স্পেন-রাজ-বংশের উচ্ছেদ-সাধন হইল। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুইর পৌত্র 'বুরবোঁ' বংশসম্ভূত পঞ্চম ফিলিপ স্পেনের রাজপদ প্রাপ্ত হইলেন। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে কয়েক মাসের জন্য ঐ বংশের প্রথম লুই রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরে পুনরায় পঞ্চম ফিলিপই সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ষষ্ঠ ফার্ডিনাণ্ড (১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে), তৃতীয় চার্লস (১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে), চতুর্থ চার্লস (১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে), সপ্তম ফার্ডিনাণ্ড (১৮০৮ খৃষ্টাব্দে) স্পেনের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। শেষোক্ত রাজার শাসন-সময়ে, ফরাসী রাজ্যে নেপোলিয়নের মহা প্রাদুর্ভাব; নেপোলিয়ন স্পেন দেশ অধিকার করিয়া লইলেন। অতঃপর নেপোলিয়নের ভ্রাতা জোসেফ বোনাপার্ট ১৮০৮ হইতে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্পেনের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। জোসেফ বোনাপার্টের সময় হইতেই নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। কখনও রাজ-তন্ত্র, কখনও সাধারণ-তন্ত্র চলিতে থাকে। অতঃপর রাণী দ্বিতীয় ইসাবেলা স্পেনের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনিও ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তখন দুই বৎসরের জন্য "প্রভিসনাল গবরমেণ্ট" প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের কয়েক জন প্রধান ব্যক্তির উপর স্পেনের শাসনভার ন্যস্ত হয়। ১৮৭০-৭৩ খৃষ্টাব্দে "স্যাভয়ের আমেডিয়ার" স্পেনের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই সময় ঘোর প্রজা-বিদ্রোহ হয়; এবং তাহার ফলে, স্পেনে সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়। এক বৎসর সেই সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল। তৎপরে রাজা দ্বাদশ আলফানসো (১৮৭৪-৮৫ খৃষ্টাব্দ) স্পেন-দেশের শাসন-কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর সময় তাঁহার পত্নী গর্ভবতী ছিলেন। সেই গর্ভে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে ত্রয়োদশ আলফানসো জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই এখন স্পেনের রাজা। স্পেনের রাজকার্য্য এখন দুইটী মন্ত্রি-সভার পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হয়। আলফানসোর রাজত্বকালে স্পেনের প্রজাগণ অনেকাংশে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। প্রজা-সাধারণের মত লইয়া, তাঁহাদেরই নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের পরামর্শ-ক্রমে, এখন স্পেনের রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। বহুদিনের বহু ঝঞ্ঝাবাতের পর এখন আবার স্পেনে শান্তি-সুখ বিরাজ করিতেছে। সংপ্রতি ত্রয়োদশ আলফানসো এক পুত্র-সন্তান লাভ করিয়াছেন। এই নবকুমারই স্পেনের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী।

কোথায় কি গেল?

স্পেনের ইতিহাস লিখিতে গেলে, মনে হয়, কোথায় কি গেল! আমেরিকার বিস্তৃত রাজ্যখণ্ড নিশ্বাসে উবিয়া গেল! রাজা সপ্তম ফার্ডিনাণ্ডের শাসন-সময়ে কয়েকটী দ্বীপ ব্যতীত আমেরিকা স্পেনের হস্তচ্যুত হয়। সেই দ্বীপ কয়টীও পরবর্ত্তী কালে স্পেনের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছে। ত্রয়োদশ আলফানসোর নাবালক

অবস্থায়, তাঁহার মাতা মেরিয়া ক্রিশ্চিয়ানার প্রতিনিধিত্ব সময়ে, কিউবা এবং ফিলিপাইন দ্বীপ স্বাধীনতা লাভ করে।* ইউরোপের সমস্ত অধিকার পূর্ব্বেই স্পেনের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে "ইউট্রেচ্‌টের সন্ধিসর্ত্তে' ইটালীর সমস্ত অধিকার এবং সার্ডিনিয়া, মাইনর্কা, জিব্রল্টার ও সেগুার্স স্পেনের হস্তস্খলিত হয়। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগাল এবং তাহার উপনিবেশ সমূহ হইতে স্পেনের শাসন বিলুপ্ত হয়। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে জামেকাদ্বীপ এবং ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে হলণ্ড ইহতে স্পেন বিতাড়িত হন। তন্ন তন্ন করিয়া সে আর কত দেখাইব? আমেরিকার এক একটী প্রদেশ,—পেরু, বলিভিয়া, মেক্সিকো, ব্রেজিল প্রভৃতি,—যেরূপে স্পেনের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়াছে, যেরূপে এই সকল দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, তাহার এক একটীর বিষয় বর্ণনা করিতে গেলে, এক একটী বৃহৎ প্রবন্ধ লিখিতে হয়। স্বাধীন গতির প্রতিরোধে সংসারের সকল পদার্থই আপনার শক্তি প্রকাশের চেষ্টা করে। মনুষ্য তো দূরের কথা, জড়জগতেই ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। জল যে এমন তরল পদার্থ,—যে জলের ন্যায় নিম্নগ সহিষ্ণু পদার্থ সংসারে আর অল্পই আছে; সেই জলও যদি বাধা প্রাপ্ত হয়, সেও আপনার বেগ-প্রকাশের চেষ্টা করে; তাহার উচ্ছ্বসিত আবেগে দৃঢ়বন্ধন ভাঙ্গিয়া যায়, দেশ প্লাবিত হয়। স্পেনের অত্যাচারে নিরীহ জনসাধারণ তেমনইভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল; তাহাদের মৃত-দেহেও প্রাণ-সঞ্চার হইয়াছিল। অধিক কি, স্পেনের অত্যাচারের ফলে, শেষে এমনই হইয়া দাঁড়াইল যে, স্পেনের অধিকৃত অধিকাংশ রাজ্য এক্ষণে রাজশাসন আদৌ মানিতে চাহে না; কি স্বদেশের, কি বিদেশের, কোনও রাজারই আধিপত্য, তাহারা স্বীকার করে না। তাহারা এখন সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন,—সেই সকল দেশে এখন স্বায়ত্তশাসন-প্রনালী প্রবর্ত্তিত। প্রাণিমাত্রেই স্বাধীনতা চায়। উন্মুক্ত গগনবিহারী বিহঙ্গম, অনুপম আহার্য্য প্রাপ্ত হইলেও, কখনও বহুমূল্য স্বর্ণ-পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিতে আকাঙ্ক্ষা করে না; একটু সুযোগ পাইলেই উড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করে; উৎপীড়ন-অত্যাচারে সে যে কি ভাবে অবস্থিতি করে, তাহা বলাই বাহুল্য। স্পেনের শাসনে, স্পেনের অধিকৃত দেশসমূহের সেই অবস্থাই উপস্থিত হইয়াছিল।

* এইগ্রন্থের ৮৭ পৃষ্ঠায় রাজা ত্রয়োদশ আলফানসোর নাবালক অবস্থায় এবং তাঁহার মাতা মেরিয়া ক্রিশ্চিয়ানার চিত্র দেখুন।

পরিশিষ্ট।

রাজ্য বৃত্তান্ত।

নানা কথা।

স্পেন দেশ,—নিউ ক্যাষ্টিল, ওল্ড ক্যাষ্টিল, লিয়ন, গিলিসিয়া, ভেলেন্সিয়া প্রভৃতি আটটী বিভাগে বিভক্ত। সেই আটটী বিভাগে ৩৭টী জেলা আছে। আটটী বিভাগের মোট পরিমাণ ফল,—১লক্ষ, ৪১ হাজার, ৬২৮ বর্গ মাইল। লোক-সংখ্যা (১৯০০ খৃষ্টাব্দের গণনা অনুসারে),—১ কোটী, ৮৬ লক্ষ, ১৮ হাজার, ৮৬ জন (বিলিয়ারিক, কেনারি এবং আফ্রিকার উত্তর উপকূলস্থিত অধিকার সহ)। স্পেনের রাজ-ধানী 'মাদ্রিদ' সহরের লেকেসংখ্যা—৫লক্ষ, ৪০ হাজার; 'বার্‌সেলোনা' সহরের লোক-সংখ্যা—৫লক্ষ, ৩৩ হাজার। রাজস্ব (১৯০৬ খৃষ্টাব্দের হিসাবে),—৩ কোটী, ৬৭ লক্ষ, ৪০ হাজার পাউণ্ড; ব্যয়,—৩ কোটী, ৫২ লক্ষ, ৩০ হাজার পাউণ্ড; রাজকীয় ঋণ,—৭১ কোটী, ৭২ লক্ষ, ১৬ হাজার পাউণ্ড। স্পেনের রাজ-পরিগৃহীত ধর্ম্ম,—'রোমান ক্যাথলিক'। স্পেনে সর্ব্বশুদ্ধ ৩১১৫টী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছে; তন্মধ্যে ২৬১১টী রেজেষ্টারী-ভুক্ত। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের স্পেনে ২৫ হাজার ২৪০টী সাধারণ বিদ্যালয় ছিল। স্পেনে ৮৫ হাজার মাইল রেলপথ আছে; সকলগুলিই ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। লৌহ, কয়লা এবং তাম্র স্পেনের প্রধান খনিজ পদার্থ। মদ্য, কার্পাস-সূত্র প্রভৃতির জন্য স্পেনদেশ বিখ্যাত। রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণ,—(১৯০৫খৃষ্টাব্দের গণনা অনুসারে) ২ কোটী, ৭৭ লক্ষ, ৯২ হাজার পাউণ্ড; আমদানির পরিমাণ,—৩ কোটী, ৯ লক্ষ, ১৫ হাজার পাউণ্ড। স্পেনের অধিবাসীদিগের মধ্যে বার আনা রকম লোক কৃষি-ব্যবসায়ী; স্পেনের ভেলে-ন্সিয়া প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়।

বৈদেশিক অধিকার।

'গিনি' উপসাগরে 'ফারনাণ্ডো-পো' নামক আগ্নেয় গিরি-সমন্বিত একটী দ্বীপ,—স্পেনের অধিকৃত। সেই দ্বীপের পরিমাণ ফল,—৭৮০ বর্গ মাইল মাত্র। (২) আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে "মুনি" নদীর উপনিবেশ সমূহ; পরিমাণ ফল ৯ হাজার বর্গমাইল। (৩) সাহারা মরুভূমির পশ্চিমে 'রায়ো-ডি-ওরো' নামক স্পেনীয় অধিকারের পরিমাণ-ফল ৭০ হাজার বর্গ মাইল। (৪) আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলস্থিত 'কেনারি' দ্বীপপুঞ্জের পরিমাণ-ফল,—২৮০৮ বর্গমাইল। আমেরিকায় স্পেনের যে সকল অধিকার ছিল, একে একে স্পেন তাহার সকলই হারাইয়াছে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে 'ক্যারোলাইন', 'পেলিউ' এবং 'লাড্রোণ' দ্বীপ-সমূহ জর্ম্মাণিকে বিক্রয় করিয়াছে। আজকাল মরক্কো-দেশের যুদ্ধে স্পেন যে সৈন্য পাঠাইতেছে, তাহার কারণ—মরক্কোর দক্ষিণ সীমান্তে স্পেনের 'রায়োডি ওরো' রাজ্য অবস্থিত। সীমান্ত-রক্ষাই সৈন্য-প্রেরণের অছিলা।

বেলজিয়মের স্বাধীনতা লাভ।

সূচনা।

প্রসঙ্গ সূচনা।

ইটালীর পুনরুদ্ধার-প্রসঙ্গে 'বঙ্গবাসীতে' লিখিত হইয়াছিল,—চিরপরাধীন বেলজিয়ম একখানি নাটকের অভিনয় দর্শনে উত্তেজিত হইয়া দেশের পরাধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়াছিল।* এই সংবাদ পাঠ করিয়া, 'বঙ্গবাসীর' বহু পাঠক বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন; তাঁহাদের অনেকেই আমাদিগকে পত্র লিখিতেছেন,—"নাটকের অভিনয় দর্শনে উত্তেজিত হইয়া দেশ স্বাধীনতালাভে সমর্থ হয়, সে আবার কি প্রকার ব্যাপার?" সেই সূত্রে, বেলজিয়মের অধীনতা-মুক্তির ইতিহাস-কথা শুনিবার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। এ দিকে আবার আফ্রিকার অন্তর্গত বেলজিয়মের অধিকৃত কঙ্গো-রাজ্য লইয়াও একটা বিষয় গণ্ডগোল বাধিয়াছে; কঙ্গো-রাজ্য বেলজিয়মের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে চায়। সে সম্পর্কেও বেলজিয়মের ইতিবৃত্তের প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। অতএব, বেলজিয়ম কি ছিল, কি করিয়া স্বাধীন হইল, কঙ্গো-রাজ্য প্রভৃতির সহিতই বা তাহার কি সম্বন্ধ,—এক্ষণে তাহাই আলোচনা করিব।

বেলজিয়মের পরাধীনতা।

অতি প্রাচীন কাল হইতে বেলজিয়মের পরাধীনতারই পরিচয় পাওয়া যায়। কস্মিন্ কালে কখনও যে বেলজিয়ম স্বাধীন ছিল, পুরাবৃত্তে তাহার কোনও নিদর্শন নাই। রোমরাজ্যের অভ্যুদয়-কালে উহা 'গলের' অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। তৎপরে কখনও ফ্রান্সের, কখনও অষ্ট্রীয়ার, কখনও স্পেনের, কখনও হলাণ্ডের,—বেলজিয়মের চিরজীবন অধীনভাবেই অতিবাহিত হয়। মধ্যে ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে স্পেন-রাজ-দুহিতা ইসাবিলা, বেলজিয়ম রাজ্য যৌতুক-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য পরিচালনার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে সময় রাজ্যের বিবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু ইসাবেলার স্বামী আলবার্টের লোকান্তরের সঙ্গে সঙ্গে (১৬২১ খৃষ্টাব্দে) পুনরায় উহা স্পেনের অধিকার-ভুক্ত হয়। তৎপরে পুনঃপুনঃ বেলজিয়মের ভাগ্য-বিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। 'ইউট্রেচ্‌টের সন্ধি-সর্ত্তে (১৭১৩ খৃষ্টাব্দে) বেলজিয়ম অষ্ট্রীয়ার অধীনতা স্বীকার করে; 'লুনেভিলের' সন্ধি-ক্রমে (১৮০১ খৃষ্টাব্দে) ফ্রান্সের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হয়; 'পরিসের' সন্ধি-মতে (১৮১৪ খৃষ্টাব্দে) অষ্ট্রীয়ার অধিকারে আসে। পরিশেষে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে হলাণ্ডের 'নাশাউ'-বংশের যুবরাজ প্রিন্স উইলিয়ম্ ফ্রেডরিক, 'নেদারল্যাণ্ডের রাজা' নাম গ্রহণ করিয়া, বেলজিয়মকে আপন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে, ভিয়ানার কংগ্রেস-সভার সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের সিদ্ধান্ত-ক্রমে হলাণ্ডের ঐরূপ অধিকার ও সীমা নির্দ্ধারিত হয়। তদবধি বেলজিয়ম দৃঢ়রূপে হলাণ্ডের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ

---

* ১৩১৪ সাল ১১ই শ্রাবণ (২৭এ জুলাই, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে) এই প্রবন্ধ 'বঙ্গবাসীতে' প্রকাশিত হয়। তৎপূর্ব্ব সপ্তাহে "ইটালীর পুনরুদ্ধার" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

হয়; হলাণ্ড, একছত্রপ্রভাবে বেলজিয়মে শাসন-দণ্ড পরিচালনা আরম্ভ করেন। তখন ভ্রমেও কেহ ভাবেন নাই যে, বেলজিয়ম আবার স্বাধীন হইবে। চিরপরাধীন, চিরপদদলিত সেই পতিত জাতির মনে স্বাধীনতার সুখ-স্পৃহা কখনও যে জাগিতে পারে, এ চিন্তাও কাহারও মনে তখন উদিত হয় নাই।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অশান্তি।

অসন্তোষের সূত্রপাত।

আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি এবং ধর্ম্মমত,—প্রথম প্রথম এই তিনটী বিষয়ে বেলজিয়মবাসীরা হলাণ্ডের সহিত পার্থক্য অনুভব করিতে লাগিল। উভয়েই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বটে; কিন্তু দুই জাতি খৃষ্ট-ধর্ম্মের দুই শাখার অন্তর্ভুক্ত;—বেলজিয়মবাসীরা 'রোমান্ ক্যাথলিক্, আর হলাণ্ডবাসী ওলন্দাজেরা 'প্রোটেষ্টাণ্ট' মতাবলম্বী। সুতরাং ধর্ম্মমত লইয়াই রাজা-প্রজায় প্রথম মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইল। বেলজিয়মের 'রোম্যান্ ক্যাথলিক' ধর্ম্মযাজকগণ, 'প্রোটেষ্টাণ্ট' রাজার অধীনতা স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিল। দেশে অসন্তোষের অঙ্কুর উদ্গত হইল। 'রোমান ক্যাথলিক' এবং 'প্রোটেষ্টাণ্ট' সম্প্রদায়ের এই বিদ্বেষ-ভাব বেলজিয়মেই যে এই প্রথম দৃষ্ট হইল, তাহা নহে; উভয় সম্প্রদায়ের এইরূপ মতানৈক্য-বশতঃ ইউরোপের বহুস্থানে বহুবার বিপ্লব-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, এবং বহু জনপদ, বহু সম্প্রদায় সে বহ্নি-মুখে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যে হিসাবে ভারতের বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম্মমতকে অনেকে ভারতের উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডের, ফ্রান্সের এবং ইউরোপের অন্যান্য জাতির ধর্ম্ম-বিপ্লবের ইতিহাস স্মরণ করিতে বলি। কি কারণে, কি সূত্রে, কি বিবাদে, ঐ সকল দেশে কত রাষ্ট্রবিপ্লব, কত হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইয়াছিল, ইতিহাস তাহার জাজ্বল্য সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কেবল খৃষ্টান-সম্প্রদায়ের কথাই বা বলি কেন, মুসলমানদিগের 'সিয়া' ও 'সুন্নি' সম্প্রদায়ের বিবাদ-বিসম্বাদের ইতিবৃত্তই বা কে না শুনিয়াছেন? ফলতঃ, জাতিত্যাগ করিলেই—একাকার হইলেই—যে দেশের উন্নতি ও একতা সাধিত হয়, তাহা ভ্রান্তি মাত্র। তাহা হইলে, পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত। যাহা হউক, বেলজিয়মে ও হলাণ্ডে ধর্ম্মমতের পার্থক্য হইলেও বিদ্বেষের ভাব ততটা বৃদ্ধি পাইত না। কিন্তু হলাণ্ডের রাজা, বেলজিয়মের ধর্ম্মযাজকদিগের শিক্ষার জন্য আপনার ইচ্ছা-মত একটা ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন;—বিদ্বেষ বৃদ্ধির তাহাই কারণ হইয়া দাঁড়াইল। মনে করুন দেখি,—ইংরেজ আজ যদি ভারতের সমস্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়া নিজহস্তে সেই ভার গ্রহণ করেন, অথবা স্বজাতীয় পাদরী-পুঙ্গবদিগের হস্তে সেই ভার অর্পণ করেন, তাহা হইলে দেশে কিরূপ অশান্তি উপস্থিত হয়? মোহের ঘোরে বা প্রলোভনে পড়িয়া এদেশের লোক আপনার শিক্ষা-প্রণালীর যতই পরিবর্ত্তন-

সাধনে প্রস্তুত হউন; কিন্তু জোর করিয়া কেহ সে পরিবর্ত্তন ঘটাইতে গেলে, প্রাণে একটা আঘাত লাগে না কি? কতকটা সেই কারণেই বেলজিয়মে অশান্তির অন্তঃ-সলিল-প্রবাহ বহিতে লাগিল।

মনোমালিন্যের অন্যান্য কারণ।

মনোমালিন্যের দ্বিতীয় কারণ,—ব্যবসায়-বাণিজ্য। বেলজিয়মবাসীরা কৃষি-শিল্প-জীবী; ওলন্দাজেরা বণিজ্য-ব্যবসায়ী। সে হিসাবে রাজার জাতির সহিত প্রজার জাতির মনোবিবাদ অনিবার্য্য হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বিদেশীয় বণিক জাতির সহিত আমদানী-রপ্তানী বিষয়ে অধুনা মধ্যে মধ্যে ভারত-বাসীর যে মনোমালিন্য দৃষ্ট হয়, তাহাতেই হলাণ্ডের প্রতি বেলজিয়ম-বাসীদের তাৎ-কালিক মনের অবস্থা, অনেকটা অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং তাহার বিস্তৃত আলোচনা এক্ষণে আর নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ ওলন্দাজগণ নদীর মোহনা বন্ধ করিয়া দেওয়ায়, বেলজিয়মবাসীদের ব্যবসা বাণিজ্যে নানা অসুবিধা ঘটিয়াছিল। তৃতীয় মনোবাদ—ভাষাসম্পর্কে। বেলজিয়মবাসীরা আজীবন ফরাসী ভাষায় অভ্যস্ত ও অনু-রক্ত; কিন্তু ওলন্দাজেরা, রাজ্য-ভার গ্রহণ করিয়াই আপনাদের 'ডচ' ভাষাকে রাজভাষা-রূপে চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেশ-প্রচলিত ভাষার উচ্ছেদ-সাধন করিয়া, দেশে ওল-ন্দাজ (ডচ) ভাষার যতই আধিপত্য বিস্তৃত হইল, ততই ভাষা-বিষয়ে রাজা-প্রজার মধ্যে একটা মনোমালিন্যের বিষবীজ অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ভারতবাসীর মাতৃভাষার উচ্ছেদ-সাধনে ইংরেজী ভাষার প্রচলনের চেষ্টা হইলে, সময়ে সময়ে ভারতবর্ষে যে অশান্তির ভাব লক্ষিত হয়, ভাষা-পরিবর্ত্তনের উদ্যোগ-পর্ব্বে বেলজিয়মে সেই অশান্তি একটু প্রস্ফুট হইয়া পড়িল।

অশান্তির প্রধান কারণ।

প্রজার অশান্তির—প্রজার মর্ম্মবেদনার আর এক প্রধান কারণ,—রাজার জাতির সহিত প্রজার জাতির অধিকার-ভেদ। রাজার জাতি ওল-ন্দাজেরা দেশের প্রধান প্রধান রাজকীয় পদগুলি অধিকার করিয়া বসিল; আর বেলজিয়মবাসীরা দিন দিনই সেই পদে বঞ্চিত হইল;—ইহাতে অশান্তির মাত্রা আরও বাড়িয়া উঠিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় কোন্ বিভাগে কত জন ওলন্দাজ এবং কত জন বেলজিয়ান্ অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার একটা হিসাব বাহির হইল। হিসাবে দেখা গেল,—তখন সাত জন রাজ-সচিবের মধ্যে, ছয় জন ওলন্দাজ এবং একজন মাত্র বেলজিয়ান স্থান পাইয়াছেন; দেশের আভ্যন্তরীণ রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যে সকল প্রধান কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহাদের ১১৭ জন ওলন্দাজ, ১১ জন মাত্র বেলজিয়ান; সমর-বিভাগের উচ্চপদে ১০২ জন ওলন্দাজ, ৩টী মাত্র বেলজিয়ান; 'অফিসার' সৈন্যের মধ্যে ১৯৬৭ জন ওলন্দাজ, ২৮৮ জন মাত্র বেলজিয়ান। এই পার্থক্যের বিষয় বেলজিয়মবাসীরা পুনঃপুনঃ রাজার গোচরে উপস্থিত করিল। কিন্তু রাজা তাহাতে আদৌ কর্ণপাত করিলেন না। অধিকন্তু রাজকার্য্যে দিন দিন ওলন্দাজের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; অশান্তির উদ্বেগ শনৈঃ শনৈঃ বাড়িয়া উঠিল। এইরূপ অশান্তির কারণ, ভারতবর্ষেও সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়; দেশের প্রধান প্রধান সকল পদগুলিতেই ইংরেজের একচেটিয়া অধিকার, আর দেশীয়গণ তাহাতে চির-

বঞ্চিত,—এ দেশেও এ কথা অনেক সময় উঠিয়া থাকে। কিন্তু ইংরেজের শাসন-শৃঙ্খলার গুণে সে অশান্তি আপনিই দূরীভূত হয়, সে আন্দোলন আপনিই নিবিয়া যায়।

অশান্তির জ্বালামালা।

রাজা-প্রজার এই অশান্তির মধ্যে রাজা যদি একটু সহৃদয়তা অবলম্বন করিতেন, প্রজার মর্ম্মবেদনা উপলব্ধি করিয়া রাজা যদি তৎসম্পর্কে একটু সমবেদনা প্রকাশ করিতেন, সকল জ্বালা, সকল অশান্তি অঙ্কুরেই বিলুপ্ত হইত,—বিপ্লবের বহ্নি কদাচ দেশমধ্যে প্রসারিত হইতে পারিত না। কিন্তু সে চেষ্টা দূরে থাকুক, রাজা বরং তাহার বিপরীতাচরণ আরম্ভ করিলেন। ক্রমেই ধর্ম্মযাজকদিগের প্রতি রাজার অত্যাচার বৃদ্ধি পাইল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেশের 'ক্যাথলিক' ধর্ম্মাবলম্বিগণ, তাঁহাদের সহায়-স্বরূপ দণ্ডায়মান হইতে লাগিলেন। সেই ফ্রান্সের 'লিবারেল' সম্প্রদায় তাঁহাদিগের পৃষ্ঠপোষণ আরম্ভ করিলেন। উৎসাহে, বেলজিয়মের রাজধানীতে অধিকতর উত্তেজনা উপস্থিত হইল;—সংবাদপত্রসমূহ তারস্বরে রাজকীয় অন্যায়াচরণের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। ওলন্দাজ গবরমেণ্ট এ সময়ও সতর্ক হইতে পারিতেন; দেশের লোকের ন্যায্য আবেদনে কর্ণপাত করিয়া সকল অশান্তি দূর করিতে পারিতেন। কিন্তু সে পক্ষে তাঁহারা কোনই চেষ্টা করিলেন না। বরং গবরমেণ্ট কঠোর হইতে কঠোরতর শাসন-নীতির অনুসরণে অগ্রসর হইলেন। প্রথমেই দেশের সংবাদপত্র-সমূহের মুখ-বন্ধনের চেষ্টা হইল। উত্তেজনাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকটন করিয়াছেন বলিয়া, কয়েক জন সম্পাদক রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন; কয়েক জনকে নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। লোকে বুঝিল, লোকে বিশ্বাস করিল, অন্যায় বিচারে, অন্যায় আচরণে, দেশে নিরপরাধের দণ্ড হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ন্যায্য কথা লিখিয়া, দেশের অভাব-অভিযোগের চিত্র অঙ্কিত করিয়া, সম্পাদকগণ দণ্ড প্রাপ্ত হইলেন,—এই বিশ্বাসে তখন দেশের অনেকেরই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। অশান্তির-জ্বালামালা দেশে বিস্ফারিত হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উত্তেজনায় বন্ধন মোচন।

নাটকাভিনয় দর্শনে উত্তেজনা বৃদ্ধি।

এই সময়ই রঙ্গালয়ে সেই নাটকের অভিনয় হয়। নাটকখানির নাম,—"লা মিউটে।" সেই নাটকে বেলজিয়মের অবস্থা এবং রাজার অত্যাচার বিশদভাবে বর্ণিত ছিল; দেশের উপর দিয়া কি অবিচার কি অত্যাচার দিন দিন বহিয়া যাইতেছে, তাহার জীবন্ত চিত্র দেখান হইয়াছিল। আমাদের দেশে 'নীলদর্পণ' নাটকে নীলকরদিগের অত্যাচার-চিত্র যেমন চিত্রিত হইয়া আছে, সেই নাটকে রাজ-অত্যাচারের বীভৎস-চিত্র সেইরূপভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে "নীলদর্পণ" নাটকের অভিনয় দর্শনে দর্শকবৃন্দ সময়ে সময়ে যেমন আত্মহারা হইয়া উঠেন, সে নাটকের রাজ-অত্যাচারের দৃশ্যে প্রাণে প্রাণে সেইরূপ ভাব-প্রবাহই প্রবাহিত হইয়াছিল। তবে

এ দেশের সহিত সে দেশের পার্থক্য এই যে, এ দেশের দর্শকবৃন্দ ছায়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হন, আর সে দেশের দর্শকবৃন্দ কায়া ধরিয়া আকর্ষণ করিয়াছিলেন। "নীলদর্পণের"* অভিনয়ে দেখিয়াছি,—নরপিশাচ 'রোগ' সাহেবের অংশ যিনি অভিনয় করেন, দর্শকবৃন্দ, হর্ষ-বিস্ময়-বিদ্বেষ-বশে বিভোর হইয়া, তাঁহারই প্রতি জুতা ছুড়িয়া মারেন। কিন্তু সে দেশের সে অভিনয়ে সেবার ঠিক বিপরীত ভাব প্রত্যক্ষীভূত হইল। দর্শকবৃন্দ, অভিনয়-দর্শনে উন্মত্ত হইয়া, অভিনেতাদিগের প্রতি রোষ বা বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন না; তাঁহারা কেবল অত্যাচারী রাজার প্রতি—নরপিশাচ রাজ-কর্ম্মচারীদিগের প্রতিই উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। আর সেই উত্তেজনা-বশে তাঁহারা যখন রাজপথে বাহির হইলেন, দেশের অগণ্য লোক তাঁহা-দিগের সঙ্গে যোগদান করিল। সেই জনসঙ্ঘ,একত্র সম্মিলিত হইয়া, প্রথমেই রাজকীয় কার্য্যালয়-সমূহ আক্রমণ করিল। ধনাগার লুণ্ঠিত হইল। অতঃপর তাঁহারা একদল দেশীয় প্রহরী গঠন করি-লেন; তাহারা নগর-রক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে হলাণ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া নানারূপ ন্যায্য অধিকারের দাবী করা হইল; রাজমন্ত্রী 'ভ্যান ম্যাননকে' পদচ্যুত করার জন্য অনুরোধ করা হইল। এই ঘটনার একমাস পূর্ব্বে, ফরাসী-বিপ্লবের ফলে, ফ্রান্সে সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় বেলজিয়মবাসীদের মনেও সেই আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। নাটকের অভিনয়-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে যেন এক নবীন জীবনের সঞ্চার হইল।

বিপ্লব-বিদ্রোহ। বেলজিয়মের এই অশান্তির সময়, হলাণ্ড হইতে অরেঞ্জের যুবরাজ বেলজিয়মে শান্তি-স্থাপনে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু শান্তির জন্য যাহা প্রয়োজন, সে ক্ষমতা তাঁহাকে আদৌ দেওয়া হইল না। সুতরাং শান্তি-স্থাপন সুদূর-পরাহত হইয়া পড়িল। দেশ দিন দিনই রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে প্রস্তুত হইতে লাগিল। সমরানল প্রজ্বলিত হইল। তখন ওলন্দাজ সেনাপতি তোপ দাগিয়া নগর উড়াইয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। দেশে দেশে ওলন্দাজ-শাসনের অত্যাচার-কথা ঘোষিত হইয়া পড়িল। সে অত্যাচারে ইউরোপের অন্যান্য জাতির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; অন্যান্য জাতিরা বেলজিয়মের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কয়েক দিন যুদ্ধ স্থগিত রহিল। ইউরোপের পাঁচটী প্রধান শক্তি লণ্ডনের এক সভায় মিলিত হইয়া স্থির করিলেন, ওলন্দাজ-শাসন হইতে মুক্ত হইয়া বেলজিয়ম স্বাধীনরাজ্যে পরিণত হইবে। হলাণ্ড কয়েক-বার সে পক্ষে বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। বহু বিপ্লব-বিদ্রোহের ও বহু প্রাণদানের পর ইউরোপীয় সমগ্র রাজশক্তি কর্তৃক বেলজিয়ম স্বাধীন বলিয়া গণ্য হইল। নাটকের অভিনয় দেখিতে দেখিতে উত্তেজিত হইয়া, একটী জাতি এইরূপে স্বাধীন হইয়া গেল। এই দৃষ্টান্তেই বোধ হয়, ইংরেজও যেন আজ কাল একটু একটু বিচলিত! যাত্রা-থিয়েটার শুনিয়া পাছে ভারতের নরনারী নব-জীবন লাভ করে, সম্ভবতঃ সেই আশঙ্কায় গবর্‌মেণ্ট আজকাল সময় সময় এদেশেও যাত্রা-থিয়েটার বন্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেদিন যে একটী স্বদেশী যাত্রার দলকে মাজিষ্টর সাহেবের হুকুমে ঢাকা হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইল, তাহারই বা অন্য কারণ কি থাকিতে পারে? গত বৎসর মেদিনীপুরের মাজিষ্টর সাহেব, ইংরেজের জালিয়াতী জুয়াচুরির পরিচায়ক বলিয়া, 'মিনার্ভা থিয়েটারকে'

মেদিনীপুরে "সিরাজউদ্দৌলা" ও "মিরকাশিম" নাটকের অভিনয় করিতে দেন নাই। এই সকল দেখিয়া, কাহারও কাহারও আশঙ্কা হয়, হয় তো বা কোন দিন শ্রাদ্ধ-পূজা প্রভৃতির মন্ত্রপাঠ এবং রামায়ণ মহাভারতের কথকতা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে! তাহাতেও তো প্রাণে পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব-গরিমার অতীত স্মৃতি জাগিয়া উঠিতে পারে?



বেলজিয়মের প্রথম রাজা লিওপোল্ড।

["বেলজিয়মের রাজা লিওপোল্ড স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মাতুল। ইনি ভাল লেখা-পড়া শিখিয়া রুষিয়ার সৈন্যের একজন সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন; এবং লটজেন বটজেনের মহাযুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্ধে মহাবীর নেপোলিয়ন জয়ী হইয়াছিলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ডে আসিয়া রাজকুমারী সারলোটের প্রণয়ভাজন হন; পরে তাঁহারই পাণিগ্রহণ করেন। রাজনন্দিনী সারলোট ইংলণ্ডের রাজ-দুহিতা; তিনি রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী ছিলেন। সুতরাং এই বিবাহে লিওপোল্ডের ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের রাজা হইবার আশা হইয়াছিল। রাজকুমারী সারলোট কিন্তু ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ইনি বেলজিয়মের রাজা মনোনীত হন। ইহার পরে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে 'লুইসা মেরিয়া থেরিসার' সহিত ইহার বিবাহ হয়। ইনিই রাজকুমার আলবার্টের সহিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শুভ বিবাহ ঘটাইয়াছিলেন। পদ-মর্য্যাদা হিসাবে আলবার্ট ইংলণ্ডেশ্বরীর সমকক্ষ ছিলেন না; কাজেই মর্য্যাদার খাতির করিলে এ বিবাহ হইত না। যুবরাজ আলবার্ট, ইহাঁর ভ্রাতষ্পুত্র ছিলেন। সে হিসাবে ভিক্টোরিয়ার সহিত আলবার্টের বিবাহ দিয়া ইনি ভাই-ভগিনীকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ৭৫ বৎসর বয়সে লিওপোল্ডের মৃত্যু হয়।]

রাজা লিওপোল্ড।

প্রথমে সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী-ক্রমে বেলজিয়মের শাসন-কার্য্য সম্পন্ন করিবার কথা উঠিল। কিন্তু শেষ তাহা বদলাইয়া গেল। তখন, অধিকাংশ বেলজিয়মবাসী এক মত হইয়া 'সাক্স-কোবর্গ-গোথার' যুবরাজ লিওপোল্ডকে

বেলজিয়মের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন লিওপোল্ড, বেলজিয়মের রাজা বলিয়া গণ্য হইলেন। এই লিওপোল্ড, স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মাতুল; আবার ইহাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র যুবরাজ আলবার্টের সহিত মহারাণীর বিবাহ হইয়াছিল। মহারাণী, রাজা লিওপোল্ডকে বড়ই ভক্তি করিতেন। ৩৪ বৎসর রাজত্বের পর ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর রাজা লিওপোল্ডের লোকান্তর হয়। তিনি লোকের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বেলজিয়মবাসীরা শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় লিওপোল্ড রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনিই এখন বেলজিয়মের অধীশ্বর। তাঁহার বয়ঃক্রম এক্ষণে প্রায় ৭২ বৎসর।

দর্শনীয়। বেলজিয়ম এখন স্বাধীন প্রতিষ্ঠাপন্ন দেশ;—বেলজিয়ম এখন দশের মধ্যে গণনীয়, দেশের মধ্যে সম্মানার্হ। কি হইতে বেলজিয়মের কি অবস্থা হইয়াছে, চির-পরাধীন জাতি পুনঃপুনঃ পরপদে দলিত, লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হইয়াও কি প্রকারে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, বেলজিয়মের চিত্রে তাহাই দর্শনীয়। পুনঃপুনঃ হতাশের সহিত সংগ্রাম করিয়াও মানুষ যে জয়-শ্রী লাভ করিতে পারে, বেলজিয়মের চিত্রে তাহাই প্রকটিত। বেলজিয়মের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে, নিরাশায় চিরমগ্ন প্রাণও পুনরায় আশার কুহকে উন্মত্ত হইয়া উঠিতে পারে। বেলজিয়ম চির-নিরাশ উদাস-প্রাণে আশার সঞ্চার জন্যই যেন জগতের সম্মুখে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।



বেলজিয়মের অন্যান্য বিবরণ। বেলজিয়ম ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র রাজ্য; পরিমাণ ফল ১১,৩৭৩ বর্গমাইল (গ্রেট ব্রিটেনের অষ্টমাংশ মাত্র); লোক-সংখ্যা (১৯০৫ খৃষ্টাব্দের গণনাক্রমে) ৭০ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯১০ জন। ইউরোপের অন্যান্য দেশের অপেক্ষা বেলজিয়মে ঘন-বসতি বলিয়া কথিত হয়। ৯টী বিভাগে বেলজিয়ম বিভক্ত। রাজধানী 'ব্রুসেলসের' লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ ৯৮ হাজার ৫৯৯ জন; 'এণ্টওয়ার্প' নামক প্রধান বন্দরের লোকসংখ্যা ২ লক্ষ ৯১ হাজার ৯৪৯ জন; লিগ ও ঘেণ্ট নগরদ্বয়ের লোকসংখ্যা দেড় লক্ষের উপর। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ম যখন হলাণ্ডের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ ছিল, সমগ্র বেলজিয়মে তখন ৩৪লক্ষ মাত্র লোকের বসতি ছিল। রাজ-অত্যাচারে অনেকে বেলজিয়ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বেলজিয়মের শাসন-প্রণালী এখন লোকের অভিপ্রায়ানুরূপ; দেশের লোকের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, রাজা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বার্লিনের সন্ধিসর্ত্ত-ক্রমে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ মধ্য-আফ্রিকায় অনেক দেশ পরস্পরের মধ্যে বিভাগ করিয়া লন।

কঙ্গো-দেশ সেই সময় বেলজিয়মের ভাগে পড়ে। এতকাল কঙ্গো-রাজ্যে বেলজিয়মের একজন শাসনকর্ত্তা (গবরনর) থাকিতেন; স্থানীয় শাসন-বিভাগের সহিত পরামর্শ করিয়া, কঙ্গো-দেশের রাজকার্য্য সম্পন্ন হইত; সেই কঙ্গো-রাজ্য এক্ষণে সম্পূর্ণরূপ স্বাধীনতা-লাভে উদ্‌গ্রীব। সেখানে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, বেলজিয়মের আধিপত্য লোপ পায়,—দেশবাসীর ইহাই আশা। রাজস্ব (১৯০৬ খৃষ্টাব্দের হিসাবে)—২ কোটী, ২৩ লক্ষ, ৫৪ হাজার ৫৫৭ পাউণ্ড; রাজকীয় ব্যয়,—২ কোটী, ২৩ লক্ষ, ১২ হাজার, ২১৯ পাউণ্ড। আমদানীর পরিমাণ—(১৯০৫ খৃষ্টাব্দে) ১৯ কোটী, ৯৫ লক্ষ, ৯৬ হাজার পাউণ্ড; রপ্তানীর পরিমাণ,—১৭ কোটী ২ লক্ষ ৪০ হাজার পাউণ্ড। রাজকীয় ঋণ—১২ কোটী, ৬০ লক্ষ, ৮৩ হাজার, ৩৬১ পাউণ্ড। বেলজিয়মে ফরাসী ও ফ্লেমিশ ভাষা প্রচলিত। ২৮ লক্ষ, ২২ হাজার, ৫ জন লোক 'ফ্লেমিশ' ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে; ২৫ লক্ষ, ৭৪ হাজার, ৮০৫ জন লোক ফরাসী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে। ৮ লক্ষ, ১ হাজার, ৫৮৭ জন উভয় ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। উত্তরাংশ কৃষিকার্য্যের জন্য এবং দক্ষিণাংশ শিল্পাদির জন্য প্রসিদ্ধ। বেলজিয়মে ২৮৫০ মাইল রেলপথ আছে। তন্মধ্যে রাজকীয় রেলপথ—২৫২৬ মাইল। বেলজিয়মে ১৩৬০ মাইল 'খাল' আছে। রপ্তানীর মধ্যে কাপড়, চিনি, কল-যন্ত্রাদি এবং কৃষিজাত দ্রব্য প্রধান। দেশের অধিকাংশ লোক "রোমান ক্যাথলিক" খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। বেলজিয়মে ৭০৩২টী প্রাইমারী স্কুল, ২৬০৪টী শিশুদিগের স্কুল, ৩৬৯১টী বয়ঃপ্রাপ্তদিগের স্কুল আছে।

ইটালীর পুনরুদ্ধার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বস্মৃতি।

গারিবল্ডীর জন্মোৎসব।

বিগত জুলাই মাসে ইউরোপের নানা স্থানে গারিবল্ডীর জন্মতিথি-উপলক্ষে উৎসব-সমারোহ আরম্ভ হইয়াছে।* সে আজ এক শত বৎসর অতীত হইল,—১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই গারিবল্ডীর জন্ম হয়। গারিবল্ডী ইটালীর লুপ্ত-স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার-সাধন করিয়াছিলেন। ইটালী যখন আপন গৌরব-সম্ভ্রম হারাইয়া পরপদে আত্ম-বিক্রীত; ইটালী যখন পরাধীনতার কঠোর শৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ;—ইটালীর সেই ঘোর দুর্দ্দিনে, গারিবল্ডী, আত্ম-ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া, ইটালীর স্বাধীনতা-বন্ধন মোচন করেন। তদবধি গারিবল্ডীর নাম নগরে নগরে প্রতিধ্বনিত; তদবধি সভ্যজাতি মাত্রেই গারিবল্ডীর স্মৃতি-সম্মান জন্য অনুপ্রাণিত; তদবধি গারিবল্ডীর জন্মতিথি-উপলক্ষে মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত। প্রতি বৎসর এই জুলাই মাসে গারিবল্ডীর সমাধি-ক্ষেত্রে (ক্যাপ্রেরা দ্বীপে †) মহামেলার অনুষ্ঠান হয়; দেশ-দেশান্তর হইতে তাঁহার ভক্তবৃন্দ—অসংখ্য নরনারী—সেই সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া গারিবল্ডীর জয়-ঘোষণা করেন। এ বৎসর সেই মহাপুরুষের শতবার্ষিক জন্মোৎসব। সুতরাং এ বৎসর তাঁহার সমাধি-ক্ষেত্রে পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক সমারোহে উৎসব-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। কেবল ক্যাপ্রেরা দ্বীপে নহে;—এ বৎসর ইটালীর ভিন্ন ভিন্ন নগরে এবং ইউরোপের বিভিন্ন জনপদে গারিবল্ডীর জন্মোৎসব-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। গত ১৩ই জুলাই পারিস-নগরে তাঁহার এক প্রস্তর-মূর্ত্তির আবরণ-উন্মোচন-উপলক্ষে মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল; সেখানেও গারিবল্ডীর গুণগৌরব কীর্ত্তিত হয়। গারিবল্ডী এখন স্বদেশে বিদেশে সর্ব্বত্র সম্মানিত। আমরাও তাই, তাঁহার শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে ইটালীর স্বাধীনতা-লাভের সেই ইতিহাস-কথায় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সে আলোচনায়, পাঠক দেখিতে পাইবেন,—হতাশের ভস্মস্তূপের ভিতরেও কিরূপে বহ্নিকণা লুক্কায়িত থাকে; সে আলোচনায়, পাঠক বুঝিতে পারিবেন,—ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সংযোগে কিরূপে দিগ্‌দাহকারী প্রচণ্ড অনলের উৎপত্তি হইতে পারে।

পৌরাণিক স্মৃতি।

সমগ্র ইউরোপ যখন অজ্ঞান-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, জ্ঞান-গৌরবের প্রথম অরুণ-কিরণে রোম-সাম্রাজ্য তখন উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এখনও যে প্রতীচ্যে শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি লক্ষিত হইতেছে, তাহারও মূলে রোম- সাম্রাজ্যের প্রথম প্রভাব লক্ষিত হয়। খৃষ্ট জন্মের সাত শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় তের

---

* ১৩১৪ সাল ৪ঠা শ্রাবণ (২০শে জুলাই, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ) 'বঙ্গবাসী'তে এই প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশ করি।

† ভূমধ্যসাগরে সার্ডিনিয়ার উত্তর উপকূল হইতে কয়েক মাইল দূরে এই দ্বীপ অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র দ্বীপের দৈর্ঘ্য পাঁচ মাইল মাত্র।

শত বৎসর কাল শৌর্য্যে বীর্য্যে, জ্ঞানে গৌরবে, সভ্যতায় মর্য্যাদায় রোমসাম্রাজ্য ইউরোপের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল; এবং ইউরোপের অন্যান্য জাতিকে আপনার পদাঙ্ক অনুসরণে দিন দিন উন্নত করিয়া তুলিতেছিল। রোমের রাজ্য-বিস্তৃতির কথাই বা কি বলিব? পৃথিবীর তাৎকালিক মানচিত্রের প্রতি একবার লক্ষ্য করুন; দেখিতে পাইবেন, রোম-সাম্রাজ্য তখন কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল! দেখিতে পাইবেন,—পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র; উত্তরে ইংলিশ চ্যানেল, রাইন নদী, ডানিয়ুব নদী, কৃষ্ণসাগর এবং ককেশস্ পর্ব্বত; পূর্ব্বে আর্ম্মেনীয় পর্ব্বত, টাইগ্রিস নদী এবং আরব মরুভূমি; দক্ষিণে আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি;—এই চতুঃসীমায় রোমসাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। রোম-সম্রাট অগাষ্টাসের সময় সাম্রাজ্যের এইরূপ সীমা-পরিমাণের পরিচয় পাওয়া যায়। অধুনা যাহা ইটালী বলিয়া অভিহিত, তখন ইহা রোম-সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল মধ্যে পরিগণিত ছিল। এখনকার যে রাজধানী রোম-নগরী, তখনও তাহাই রাজধানী বলিয়া গণ্য হইত; অপিচ, সেই রাজধানীর নামেই সাম্রাজ্যের নামকরণ হইয়াছিল। তখনকার সেই প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের কথা মনে হইলে, কত কথাই মনে আসে। মনে আসে,—রোমের বীর-সেনাপতি সিপিও এবং কার্থেজীয় বীর হানিবলের ঘোর সমর; মনে আসে,—কার্থেজ-সমর; মনে আসে,—ট্রোজান-যুদ্ধ! মনে আসে,—কনষ্টাণ্টাইন ও অগাষ্টাসের সুশাসন—সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তনা; মনে আসে,—নীরোর অমানুষিক অত্যাচার—অগ্নি-সংযোগে নগর ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া পর্ব্বতোপরি দাঁড়াইয়া আনন্দে বংশীবাদন! আরও মনে আসে,—বিলাস-বিহ্বলে বিভোর হইয়া পাপের ভারে ধীরে ধীরে কি প্রকারে রোম-সাম্রাজ্যের পতন হইল; আর একে একে কি প্রকারে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিদেশীরা সে সুখ-সাম্রাজ্য গ্রাস করিয়া ফেলিল।* আর মনে পড়ে,—প্রতিভার সমুজ্জ্বল ছবি—দান্তে, আরিষ্টাষ্টো, ভার্জ্জিল, হোরেস প্রভৃতি কবি-দার্শনিকগণের কথা! পুঙ্খানুপুঙ্খ সে পরিচয় আর কত দিব? রোম-সাম্রাজ্যের সেই অতীত গৌরবের ইতিহাসে মনুষ্য-সমাজ আজিও গৌরবানুভব করেন;—ইহার অধিক পরিচয়, তাহার আর কি হইতে পারে?

প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্য।

খৃষ্ট জন্মের ৭৫৩ বৎসর পূর্ব্বে 'টাইবার' নদীর তীরে 'রোম' নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে একটী পাহাড়ের উপর কয়েকখানি মাত্র কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছিল; এবং তাহার চতুষ্পার্শ্ব প্রাচীর-বেষ্টিত ছিল। ১৫০ বৎসরের মধ্যে, লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, 'রোম' নগরীর আয়তন বৃদ্ধি পায়; তখন সাতটী পাহাড়ের উপর 'রোম' নগরী প্রতিষ্ঠিত, এবং ষোল মাইল পরিধিযুক্ত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল। সাতটী পাহাড়ের উপর স্থাপিত বলিয়া, 'রোম' নগরীকে "সাত পাহাড়ী নগর" বলিত। দেশের শাসন-কার্য্যের জন্য, প্রথমে প্রত্যেক গৃহস্থের প্রধান ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া, "সেনেট" বা 'প্রবীণদিগের সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; সেই সম্মিলনের মত অনুসারেই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইত; যিনি সেই 'সেনেট' সভার প্রেসিডেণ্ট হইতেন, তাঁহাকেই সকলে 'রাজা' বলিয়া মান্য করিত। খৃষ্ট জন্মের ৫০৯ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ২৪৪ বৎসর কাল 'রোমে' রাজপদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময়ের মধ্যে সাত জন রাজা রোমে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা 'টারকুইনাস' অত্যাচারী হওয়ায়,

* 'গিবন' প্রণীত "রোম সাম্রাজ্যের পতন" (Gibbon's "Decline and fall of the Roman Empire") গ্রন্থে রোম-সাম্রাজ্যের উন্নতি ও পতনের বিশদ বিবরণ বর্ণিত আছে। রোম-সাম্রাজ্যের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থ সমূহ প্রসিদ্ধ।

জনসাধারণ তাঁহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করে। এই সময় রাজক্ষমতাযুক্ত 'ডিক্টেটর' পদের সৃষ্টি হয়। ডিক্টেটরগণ এক বৎসর মাত্র সেই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের যথেচ্ছাচার দেখিয়া, (দুই বৎসরের জন্য) একজন 'প্রিটর' (নেতা) এবং একজন 'কনসল' (শান্তিরক্ষক) নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা হয়। এইভাবেই অনেক দিন কাটিয়া যায়। ফলে এই সময় হইতেই রোমে সাধারণ-তন্ত্রের সূত্রপাত। তাহাতে দুই শত বৎসর (৫০০—৩০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ) 'প্রে ট্রিসিয়ান' ও 'প্লিবিয়ান' দুই দলের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ-বিসম্বাদ চলিয়াছিল। ৪৮৩ বৎসর কাল সাধারণ-তন্ত্র-প্রথা রোমে প্রবর্ত্তিত ছিল; তখন 'কন্‌সল', 'ট্রিবিউন', 'ডিসেভিরি' এবং 'ডিক্টেটর' কর্ত্তৃক পর্য্যায়ক্রমে দেশ শাসিত হইয়াছিল। অবশেষে খৃষ্ট জন্মের ২৭ বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ৩৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৬০ জন সম্রাট রোমে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শাসন-সময়ে 'কার্থেজীয়' যুদ্ধ, 'স্পেনীয়' যুদ্ধ, 'পার্থিয়ান' যুদ্ধ, 'গল ও ইহুদী' দিগের সহিত যুদ্ধ 'মিথ্রিডেটিস' যুদ্ধ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে রোম-সম্রাট থিয়োডোসিয়সের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, রোম সাম্রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। জ্যেষ্ঠপুত্র আর্কেডিয়স পূর্ব্ব-প্রদেশের আধিপত্য গ্রহণ করেন, এবং হনোরিয়স পশ্চিম-প্রদেশ অধিকার করিয়া বসেন। রোমের পতনের ইহাই প্রথম সূত্রপাত। এই সময় 'গথ', 'ভাণ্ডাল,' 'হুন', 'ফ্রাঙ্কস' প্রভৃতি জাতি রোম-সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে; রোম সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ তাহাদের করতলগত হয়। আক্রমণকারীরা ৪১০ খৃষ্টাব্দে রোম নগরী পুড়াইয়া দিয়াছিল। ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে একজন 'জর্ম্মাণ' রাজার শাসনাধীনে রোমসাম্রাজ্য পুনরায় প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিয়াছিল। ৫২৭ ৫৬৫ খৃষ্টাব্দে 'জষ্টিনিয়ান' রোমের সম্রাট-পদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর মহম্মদ-প্রচারিত ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া, ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে 'আরবগণ' রোম-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত 'সিরিয়া', 'মিশর' ও 'আফ্রিকা' অধিকার করিয়া বসিলেন। ৮০০ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে রোমের 'পোপ,' 'ফ্রাঙ্ক'-জাতীয় রাজা চার্লসকে রোমের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহার পর রোমরাজ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা চলিতে লাগিল। শেষে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে 'তুর্কমান'গণ, 'কনস্তান্তিনোপল' অধিকার করিয়া রোমের পূর্ব্ব-সাম্রাজ্যের ধ্বংস-সাধন করিলেন। শেষ-সময়ে পোপের প্রাধান্যই রোমে অক্ষুণ্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সম্রাটকে তাঁহার মত লইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বহু বিপ্লব-বিবর্ত্তনের মধ্যে ক্ষুদ্র একটী বিন্দুর ন্যায় রোম-সাম্রাজ্য অবস্থিত ছিল। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে 'দ্বিতীয় ফ্রান্সিস' সে পরিচয়-চিহ্নও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া পদত্যাগ করেন। প্রাচীন কালে রোমে দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। হিন্দুগণ কর্ত্তৃক রোমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অনেকে তাহাই বিশ্বাস করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ 'পোককের' মতে 'রাম' শব্দ হইতেই রোম নামের উৎপত্তি। তিনি বলেন,—ইংরাজী 'এ' ('a') বর্ণের পরিবর্ত্তে 'ও' ('o') বর্ণের প্রয়োগ অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। 'নেবর' বলেন,—'রোম' শব্দটী লাটিন ভাষার শব্দ নহে। ভারতবর্ষ হইতে ঔপনিবেশিকগণ আসিয়া রোমরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল,—'পোককের' ইহাই মত। হিন্দুদিগের বীরগণ, প্রাচীন গ্রীসের এবং রোমের দেবদেবী বলিয়া পূজিত হইতেন।* কিন্তু কালচক্রের আবর্ত্তনে সকলই পরিবর্ত্তিত।

* মিঃ পোকক প্রণীত "India in Greece" এবং "Theogony of Hindus" প্রভৃতি পুস্তক এবং শ্রীযুক্ত হরবিলাস সার্দা বি-এ প্রণীত 'হিন্দু সুপিরিয়রিটি' পুস্তক দ্রষ্টব্য। ("Hindu Superiority" by Harbilas Sarda B. A.)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেশের অবস্থা।

পতনের চরম চিহ্ন।

নিয়তি-চক্রের অবিচ্ছিন্ন গতি,—উত্থানের পর অনিবার্য্য পতন। রোম, উন্নতির উচ্চ চূড়ায় উঠিয়াছিল; ক্রমে পতনের নিম্নস্তরে পতিত হইল। সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া ক্রমশঃ শতধা বিভক্ত হইয়া পড়িল। এক দিকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি, পরিপুষ্টি ও শাখা-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম-রাজ্যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল; কতক অংশ জর্ম্মণী, কতক অংশ ফ্র্যান্সী, কতক অংশ অষ্ট্রীয়া অধিকার করিয়া লইল। অন্যদিকে মহম্মদের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বিগণের বীর্য্য-প্রভাবে পূর্ব্বরাজ্য তুর্কের করতলগত হইল; ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে 'কনস্তান্তি-নোপল তুর্কী-সাম্রাজ্যের রাজধানী মধ্যে পরিগণিত হইয়া গেল। অবশিষ্ট যেটুকু বাকী রহিল, সেটুকুও শতধা বিভক্ত হইয়া ইউরোপীয় ভিন্ন ভিন্ন শক্তির কুক্ষিগত হইল। এখন যে ভূখণ্ড ইটালী নামে অভিহিত, ফরাসী-সম্রাট বীরকেশরী নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপীয় রাজন্যবৃন্দ তাহাও ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। নেপোলিয়নের এলবা-দ্বীপে নির্ব্বাসনের পর ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ মিলিত হইয়া পারিস-নগরে যে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, সেই সন্ধিসর্ত্তে ইটালী-দেশ অষ্ট্রীয়ার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হয়। তখন রোম, টাস্কানী, লম্বার্ডি, পিডমণ্ট, ভিনিসিয়া, নেপলস বা নিয়াপোলিস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অংশে ইটালী বিভক্ত ছিল। সেই ভিন্ন ভিন্ন অংশের এক এক জন রাজা বা শাসনকর্ত্তা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সকলেই অষ্ট্রীয়ার অধীনতা স্বীকার করিতেন। দেশের লোকের মাথা তুলিবার বা শাসন-সম্পর্কে কোনও কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না। বিশেষতঃ ফরাসী-বিপ্লবে ইউরোপের রাজন্যবর্গ ভীত হইয়া ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ভিয়ানা সহরে যে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হন, তদনুসারে ইউরোপের সকল দেশের প্রজাবর্গই দারুণ অধীনতায় আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের সেই সম্মিলনে স্থির হইয়াছিল যে, রাজ্যের মধ্যে কোনও ব্যক্তি যদি কখনও মস্তক উত্তোলন করে, তখন সকলে একযোগে তাহাকে দমন করিবেন। সেই সম্মিলনের নাম হইয়াছিল,—"পবিত্র সম্মিলন" (Holly Alliance)। এক ইংলণ্ড ব্যতীত ইউরোপের প্রায় সকল শক্তিই ঐ সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। ঐ সম্মিলন-হেতু, রাজ-শাসনের বিরুদ্ধে কেহই কোনও কথা কহিতে পারিত না; দেশে দারুণ অত্যাচার-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। সে অত্যাচারের আর অধিক পরিচয় কি দিব? এক পরিচয়,—অত্যাচারের জন্য ঐ "পবিত্র সম্মিলনী" পরিশেষে লোকের নিকট "জাতীয় স্বাধীনতা-নাশিনী সম্মিলনী" নামে অভিহিত হইয়াছিল।

ঘোর অশান্তি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বৈদেশিক শাসনে ইটালীর অধিবাসিগণ জর্জ্জরী-ভূত হইয়া পড়িল। উচ্চ-আশা, উচ্চ কল্পনা, উচ্চ চিন্তা, তাহাদের অন্তর হইতে একবারে দূরীভূত হইল। কখনও স্পেনীয়েরা, কখনও ফরাসীরা, কখনও অষ্ট্রীয়ানেরা, নানা অছিলায় তাহাদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মযাজকেরাও নানা অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। দেশবাসী যাহাতে উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত হয়, যাহাতে একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতে না

পারে, যাহাতে উচ্চ আশায় অনুপ্রাণিত হইতে না শিখে,—স্বতঃপরতঃ সেইপক্ষে চেষ্টা চলিতে লাগিল। ক্রমশঃ দেশের সংবাদপত্রের এবং বক্তাদিগেরও মুখবন্ধের চেষ্টা চলিল। সময়ে সময়ে আবার সৈন্যদল আনিয়া দেশবাসীকে শাসনের বিভীষিকা দেখান হইতে লাগিল। দেশের যাঁহারা ধনী বা ভূস্বামী ছিলেন, দণ্ডের ভয়ে তাঁহারা নিয়তই আতঙ্কিত রহিলেন। কেবল যে বৈদেশিক শক্তিসমূহের পীড়নেই দেশবাসী বিব্রত হইল, তাহা নহে; দেশের মধ্যে যাঁহারা শাসনকর্তা রহিলেন, তাঁহারাও সময় সময় অত্যাচারের একশেষ আরম্ভ করিলেন। নেপলসের রাজা ফার্ডিনাণ্ড একবার জনসাধারণের উচ্ছেদ-সাধনে প্রবৃত্ত হন; জনপদ-সমূহ সমভূমিতে পরিণত হইবার উপক্রম হয়। দেশের বহু লোক সেবার ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে অষ্ট্রীয়া হইতে সৈন্য আসিয়া তাহাদের দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিল; জনসাধারণ 'মরার উপর খাঁড়ার ঘায়' যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। ইটালীর এই ঘোর অশান্তির চিত্র 'গারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত' গ্রন্থে এইরূপে ব্যক্ত আছে,—"ইতালী,—ছিন্ন ভিন্ন ও বিশীর্ণ, ছয়টী যথেচ্ছচারিণী প্রভুশক্তি দ্বারা খণ্ডশঃ বিভক্ত, পতিত পোপীয় শাসনের অত্যাচারে ও নিষ্ঠুরতায় দাসীকৃত এবং নিজের রাজগণের ও বৈদেশিক প্রভুশক্তির মর্ম্মন্তুদ শাসনে ও নির্দ্দয় অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া এরূপ নীতি-ভ্রষ্ট হইয়াছিল যে, ইহার স্বদেশের উদ্ধারের জন্য গৃহীতব্রত ব্যক্তিগণের মধ্যেও পরামর্শের একতা ও মতের সমতা ছিল না। * * * বহুদিনের দাসত্বের ফলে তাঁহারা পরস্পর বিদ্বেষী ও কার্য্যকালে সংশয়াকুল হইয়াছিলেন।"* পতিত পরাধীন দেশের অত্যাচার-প্রপীড়িত প্রজার অবস্থা,—ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা গেল না কি?

অন্ধকারে ধ্রুবতারা।

দেশের এই ঘোর দুর্দ্দশার দিনে, দেশে দুই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দেশের চিন্তার স্রোত একটু একটু পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইল। সেই দুই মহাপুরুষের একজনের নাম—গারিবল্ডী; অন্য জন—ম্যাট্‌সিনী। গারিবল্ডী ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে 'নিস্'-নগরে এবং ম্যাট্‌সিনী ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে 'জেনোয়া'-নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ম্যাট্‌সিনীর পিতা চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন। গারিবল্ডীর পিতা সমুদ্রপথে বাণিজ্য-পোত পরিচালনা করিতেন। দুইজনেই স্বাধীন জীবিকা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ম্যাট্‌সিনী এবং গারিবল্ডীর মনেও পিতৃ-আদর্শের ছায়া পতিত হইয়াছিল। তাঁহারাও বাল্যকাল হইতেই স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের জন্য অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। কি যেন কোন্ অজ্ঞাত শক্তি, বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন সেই শক্তি বিস্ফারিত হইতে লাগিল। স্বাধীনতার কি যেন অক্ষর বীজ, জন্মাবধি দুই জনের হৃদয়কন্দরে অঙ্কুরিত ছিল; বুদ্ধিবৃত্তির পরিস্ফুটনায় নবীন জলসেকে সে যেন দিনদিন মুকুলিত পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ম্যাটসিনী বাল্যকালে আইন-বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেন; গারিবল্ডী সমুদ্রযাত্রী নাবিকের বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। একজন, ব্যবহারাজীবীর কূটতর্কে দেশের দুর্দ্দশায় চিত্র লোকের হৃদয়ে হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে লাগিলেন; অন্য জন, অনন্ত সমুদ্রের উন্মুক্ত পথে বিচরণ করিয়া, সেই আদর্শে হৃদয়ের প্রসারতা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

* পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম-এ প্রণীত "গারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত।" এই প্রসঙ্গের অন্যান্য স্থানেও এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

ম্যাটসিন্নীর প্রাণপাত চেষ্টা।

ম্যাট্‌সিনী, আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সাহিত্যের উচ্চ চিন্তায় এবং রাজনীতির গূঢ় তত্ত্বালোচনায় নিযুক্ত হইলেন। বিদ্যাচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে আপনার এবং পারিপার্শ্বিক জন-সমাজের হৃদয় যাহাতে উন্নত হয়, স্বতঃপরতঃ তিনি সেই চেষ্টাই করিতে লাগিলেন। উচ্চ চিন্তা, উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত না হইলে, মানুষ শ্রেষ্ঠপদবাচ্য হইতে পারে না;—ম্যাটসিনি নিয়ত সেই তত্ত্ব প্রচার করিতে লাগিলেন; সেই উচ্চ চিন্তা বা উচ্চ আদর্শের চিত্র, প্রতিনিয়ত লোকের চক্ষের উপর প্রতিফলিত হইতে লাগিল। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে



মহাপ্রাণ ম্যাটসিনী।

[ইটালীয় পুনরুদ্ধার-কল্পে ম্যাটসিনী মন্ত্রগুরু। তাঁহারই শিক্ষা ও উপদেশে ইটালী উদ্ধারের জন্য জনসাধারণ অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। ম্যাটসিনী ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে জেনোয়া নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার লোকান্তর হয়। গ্যারিবল্ডীর সঙ্গে সঙ্গে ম্যাটসিনীর নামও আজি ইউরোপের সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকে।]

"ডেল্‌ আমর পেট্রিও ডি ড্যান্‌টি" নামক তাঁহার প্রবন্ধ "সুবাল্‌পিনো" নামক পত্রে প্রকাশিত হইল। তৎপরে 'ফ্লোরেন্স' প্রভৃতি নগরের এবং অন্যান্য স্থানের পত্রেও তিনি প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ম্যাটসিনীর মতে, সাহিত্যের প্রাণভূত উদ্দেশ্য,—হৃদয়ে হৃদয়ে স্বাধীন চিন্তার উন্মেষণ। তাঁহার প্রবন্ধাদিতে সেই ভাব ব্যক্ত হওয়ায়, তিনি যে সকল পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতেছিলেন, রাজকর্ত্তৃপক্ষগণ তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। এই সময় ম্যাটসিনি

জেনোয়ার যুবকবৃন্দকে লইয়া এক সভা প্রতিষ্ঠা করিলেন; সভার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল,—ইটালীর পুনরুদ্ধার-সাধন। ঐ সভার মুখপত্ররূপে একখানি সাহিত্যিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইল; উদ্দেশ্য,—দেশের লোকের হৃদয়ে হৃদয়ে আত্মসম্মানের উদ্বোধন। কিন্তু শীঘ্রই সে উদ্যমে বাধা পড়িল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে "কার্ব্বনারী" নামক গুপ্ত সভার সভ্য বলিয়া, একজন পিডমণ্ট-বাসী গুপ্ত-চরের ষড়যন্ত্রে ম্যাটসিনী ধৃত ও বন্দী হইলেন। 'সাভোনা দুর্গে ছয় মাস কারা-দণ্ডভোগের পর, ম্যাট-সিনীকে ইটালী হইতে নির্ব্বাসিত করা হইল। ম্যাটসিনী অতঃপর ফ্রান্সের অন্তর্গত মার্সেলিস্ বন্দরে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু নির্ব্বাসনেও ম্যাটসিনী জন্মভূমির দুর্দ্দশার কথা ভুলিতে পারিলেন না; সেখানে আরও দৃঢ়তার সহিত ইটালীর উদ্ধার-চিন্তায় জীবন উৎসর্গ করিলেন। মার্সেলিসে গিয়া, সার্ডিনিয়ার রাজা চার্লস আলবার্টকে তিনি এক পত্র লিখিলেন। সেই পত্রে রাজ-শাসনের প্রতি ঘোরতর দোষারোপ করিলেন। তাহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া, চার্লস আল-বার্ট, ম্যাটসিনীর প্রতি চির-নির্ব্বাসনের আদেশ দিলেন। ম্যাটসিনী আর কখনও ইটালীতে ফিরিতে না পারেন, সেইরূপ বন্দোবস্ত হইল। অতঃপর ম্যাটসিনীর উদ্যোগে 'মার্সেলিস' সহরে 'নব্য ইটালী' (Young Italy) নামে সভা প্রতিষ্ঠিত হইল; এবং সেই সভারই মুখপত্ররূপে তিনি "নব্য ইটালী" সংবাদপত্র প্রকাশ করিলেন। বিচ্ছিন্ন ইটালীকে আবার কি প্রকারে একসূত্রে আবদ্ধ করা যাইতে পারে, আবার কি প্রকারে স্বদেশের ও বিদেশের প্রভুশক্তির পীড়নের হস্ত হইতে ইটালীকে পরিত্রাণ করা যাইতে পারে, আবার কি প্রকারে পদদলিত পরাধীন প্রজার উদ্ধার-সাধন হয়,—এই চিন্তা, এই উদ্যম, এই শক্তি, লোকের প্রাণে প্রাণে প্রবেশ করাইবার জন্য ম্যাটসিনী ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। প্রথমে অনেকেই ম্যাটসিনীকে উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া পরিহার করিল; ইটালী আবার স্বাধীন হইবে!'—প্রথমে এ কথা ভাবিতেও অনেকের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। কিন্তু দৃঢ়মনা ম্যাটসিনী কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। উদ্দীপনার অনল-স্ফুলিঙ্গ তিনি অবিরল ধারায় চতুর্দ্দিকে ছড়াইতে লাগিলেন। একটী দুইটী করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার দলপুষ্টি আরম্ভ হইল। প্রাণের মায়ায় বা বিপদের আশঙ্কায় অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া, রাজশক্তির প্রতি ভ্রূকুটী-ভঙ্গি প্রদর্শনে, বিদেশে বসিয়াই ম্যাটসিনী বৈপ্লবিক দল সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাজ অত্যাচারে বিপন্ন হইয়া ইটালী হইতে যাহারা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, অথবা রাজদণ্ডে নির্ব্বাসিত হইয়া যাহারা দেশান্তরী হইয়াছিল; এই সময় সেই সকল লোক, ম্যাটসিনীর সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইল। সভার উদ্দেশ্য হইল,—পৃথিবীর সর্ব্বত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্য রক্ষা; সর্ব্বত্র নৈতিক উন্নতি বিধান। তাঁহাদের সঙ্কেত বাক্য হইল,—'স্বাধীনতা—সাম্য—মনুষ্যত্ব।' তাঁহাদের মূলমন্ত্র,—'ঈশ্বর এবং জনসাধারণ'। শ্বেত, লোহিত, হরিত—ত্রিবিধ বর্ণের পতাকা তাঁহাদের দলের পরিচয় চিহ্ন-রূপে পরিগণিত হইল। শিক্ষা-বিস্তার এবং রাজদ্রোহ প্রচার,—সেই সম্প্রদায়ের কার্য্য মধ্যে গণ্য রহিল। কিন্তু কোনপ্রকারে নরহত্যা না হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ নিয়মাবলী প্রচার করিলেন। "কার্ব্বনারী" সম্প্রদায়ের পরিচয়-চিহ্নরূপে তরবারি ব্যবহৃত হইত; কিন্তু এই "নব্য ইটালী" সম্প্রদায় তৎপরিবর্ত্তে 'পুস্তক এবং শোকচিহ্ন' ধারণ করিলেন। ম্যাটসিনী এই দলের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হইলেন; ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে "নব্য ইটালীর" শাখা-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল; ইউরোপীয় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত অভাব পূরণের জন্য ম্যাটসিনী সমগ্র ইউরোপের মধ্যে যেন নূতন চিন্তার একটী জাল বিস্তার করিলেন।

পীড়নের চিত্র।

একদিকে ম্যাটসিনী উদ্দীপনার অনল-স্রোত প্রবাহিত করিলেন; অন্যদিকে ইটালীতে প্রজাপীড়নের চরম চিত্র প্রকটিত হইল। ম্যাটসিনীর "নব্য ইটালী" পত্র ইটালীর জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে প্রচারিত হয়, ম্যাটসিনী সর্ব্বতোভাবে তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইটালীতে আবার, সেই পত্রিকা পাঠ করিতেছে বলিয়া, প্রজাকুল নির্য্যাতিত হইতে লাগিল। সে কি লোমহর্ষণ নির্য্যাতন! টাম্বুয়াল্লী, টোল্লা, মিগলিও, বিগলিয় ও গ্যাভেল্লী প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি ম্যাটসিনীর "নব্য ইটালী" পত্র পাঠ করিয়াছিলেন; সেই অপরাধে পিডমণ্টের রাজা চার্লস্ আলবার্ট তাঁহাদিগকে গুলি করিয়া মারিলেন। শুধু তাহাই নয়; "নব্য ইটালী" পত্র কয়েক জন ভদ্রলোকের শয্যার নীচে এবং ঘরের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল; পুলীশের একজন গুপ্তচরের নিকট এই সংবাদ পাইয়া, আর কোনও প্রমাণ প্রয়োগ না লইয়া, রাজা চার্লস্, সেই সকল ভদ্রলোকের অনেকের প্রাণদণ্ড, কাহারও বা নির্ব্বাসন-দণ্ড বিধান করিলেন। রাজা চার্লস কেবল কি একটী প্রদেশেই অত্যাচার করিয়া নিবৃত্ত ছিলেন? চ্যাম্বে, জেনোয়া ও আলেক্‌জেন্দ্রিয়াতেও এই প্রকারের অবিচারে যে কত লোকের প্রাণ-দণ্ড হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। শেষ তিনি, ফ্রান্সের রাজা ফিলিপকে হস্তগত করিয়া, ম্যাটসিনীকে যাহাতে উপযুক্ত দণ্ড দিতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময় ফরাসী বিচারালয়ে ম্যাটসিনীর বিরুদ্ধে এক মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত হইল। ম্যাটসিনী জন-সাধারণের স্বাধীনতার জন্য নরহত্যার প্রশ্রয় দিয়াছেন,—ইহাই অভিযোগের মূল তাৎপর্য্য। কিন্তু বিচারালয়ে সে অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল; ম্যাটসিনী অব্যাহতি পাইলেন। ইংলণ্ডও তৎকালে ম্যাটসিনীকে সেই অপরাধে অপরাধী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে (১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে) বৃটিশ পার্লামেণ্টের পক্ষ হইতে সার জেম্‌স্ গ্রেহাম ম্যাট্‌সিনীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ প্রচারের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মার্সেলিসে নানারূপে উৎপীড়িত হইয়া, ম্যাটসিনী কিছুকাল পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি সুইজার্লণ্ডে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানে গিয়া, ইটালীর উদ্ধার-কল্পে তিনি বিপুল উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শুভ-সম্মিলন।

ম্যাটসিনী গারিবল্ডী সম্মিলন।

ইটালীর উদ্ধার উদ্দেশে ম্যাটসিনী যখন মার্সেলিসে মহাযোগসাধনায় নিমগ্ন, সেই সময় গারিবল্ডী আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। মণিকাঞ্চন মিলন হইল। ম্যাটসিনী ও গারিবল্ডী—দুই জনেরই এক সঙ্কল্প। দুই জনেরই এক উদ্দেশ্য—ইটালীর উদ্ধার সাধন। তবে পার্থক্য এই,—দুই জন দুই উপাদানে সংগঠিত, দুই জন দুই শক্তিতে শক্তিমান্। এক জন জ্ঞানবীর, অন্য জন কর্ম্মবীর। ম্যাটসিনী, মানুষকে মনুষ্যত্ব দিতে চাহেন; ম্যাটসিনী, মানুষকে মানুষ প্রস্তুত করিতে জানেন। আর গারিবল্ডী, সেই মনুষ্যত্বের কার্য্যকারিতা দেখাইতে জানেন; মানুষের মনুষ্যত্ব লইয়া কিরূপে কি কার্য্য সাধিত হয়, তিনি তাহা বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত ছিলেন। এই দুই চরিত্রের আলোচনায় "গারিবল্ডীর

"জীবন বৃত্ত" লেখক বলিয়াছেন,—"এক জনের আদর্শ নারায়ণ, অন্যতরের আদর্শ নরনারায়ণ। একজন শ্রীকৃষ্ণ, অন্য জন অর্জ্জুন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন কুরুক্ষেত্র সমরের প্রকৃত নায়ক, ম্যাটসিনিও সেইরূপ ইটালীর স্বাধীনতা-সমরের প্রকৃত নেতা। শ্রীকৃষ্ণ যেমন কুরুক্ষেত্র সমরের বৈধতা প্রতিপন্ন করিয়া অর্জ্জুনকে সেই নরমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, ম্যাটসিনীও সেইরূপ গারিবল্ডী প্রমুখ বীরবৃন্দকে জাতীয় স্বাধীনতা সমরের ধর্ম্মতা প্রতিপাদন করিয়া তাহার জন্য প্রাণোৎসর্গ করিতে গৃহীতব্রত করিয়াছিলেন। * * * এই জ্ঞানময় ও কর্ম্মময় জীবনের ঐকতানিক সাধনা ব্যতীত কোন মহৎ কার্য্যই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। ফ্রান্সের বিপ্লবে রুসো ও ভলটেয়ার, আমেরিক বিপ্লবে আডামস ও ফ্রাঙ্কলিন এবং ইটালীর বিপ্লবে ম্যাটসিনী—নারায়ণের অবতার। আর ফরাসী বিপ্লবে নেপোলিয়ন, আমেরিক বিপ্লবে ওয়াসিংটন এবং এই ইটালীর বিপ্লবে গারিবল্ডী—নরনারায়ণের অবতার।" হয় তো হিন্দুর প্রাণে এই উপমায় আঘাত লাগিতে পারে; পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বা পুরুষ-প্রধান অর্জ্জুনের সহিত পাশ্চাত্যদেশের ঐ সকল মনীষি জনের উপমা,—হয় তো হিন্দুর নিকট বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইতে পারে। আমরাও তাহা না মনে করি, এমন নহে। তবে ঐ উপমায় প্রাণে যে একটা ভাব-সমাবেশ হয়, কে তাহা অস্বীকার করিতে পারেন?

ইটালী উদ্ধারের চেষ্টা।

নাবিকের কার্য্য শিক্ষার জন্য নিযুক্ত হইয়া, গারিবল্ডী প্রথমে রুষিয়ার 'ওডেসায়' বন্দরে গমন করেন। কাপ্তেন 'পেসেণ্ট' নামক জনৈক সুদক্ষ নাবিক গারিবল্ডীকে নৌ-বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। অতঃপর অন্যান্য নাবিকগণের সহিত গারিবল্ডী,—রোম. 'কাগ্লিয়ারী' 'ভোডা' এবং 'জেনোয়া' প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন। এবম্প্রকার সমুদ্র-যাত্রায় গারিবল্ডীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় প্রকাশ পায়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি "নোট্রে ডেম ডি'গ্রেস" নামক একখানি জাহাজের প্রধান পরিচালকের পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে ইটালীর একজন স্বদেশ-প্রাণ আরোহীর সহিত মধ্যে মধ্যে স্বদেশের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার কথাবার্ত্তা হইত। তাহাতেই গারিবল্ডীর মনে স্বদেশ-হিতৈষণার ভাব উন্মেষিত হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাটসিনীর সহিত পরিচয়ে, রাজকীয় অত্যাচারের প্রতি তাঁহার মনে বিষম ঘৃণার সঞ্চার হয়; গারিবল্ডী তদবধি স্বদেশের উদ্ধার-সাধন জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন। এ দিকে পূর্ব্ব হইতেই ম্যাটসিনী আপনার দলস্থ ব্যক্তিবৃন্দকে সমর-কৌশল শিক্ষা দিতেছিলেন। গারিবল্ডী আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করায়, যেন সোনায় সোহাগা সংযোগ হইল। তাঁহারা সত্বর ইটালি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সুইজার্লণ্ডের রাজধানী 'জেনিভা' হইতে তাঁহারা ইটালীর এক একটী প্রদেশ আক্রমণ করিবেন,—মনস্থ করিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তিন দল সৈন্য তিন দিক দিয়া পিডমণ্ট আক্রমণে প্রস্তুত হইল। গারিবল্ডী, সার্ডিনিয়ার এক রণতরীর মধ্যে নাবিকরূপে প্রবিষ্ট হইয়া, নৌসেনাগণকে ও নাবিকদিগকে ইটালীর উদ্ধারে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। সেই সময় আরও স্থির হইল, তাঁহারা অগ্রসর হইলে, 'প্লেস সার্জনা" নগরের সৈনিকাবাসের সৈন্যগণও তাঁহাদের সঙ্গে বিপ্লবে যোগদান করিবে। কিন্তু কার্য্যকালে বিপরীত ফল ফলিল। সৈনিকাবাসের সৈন্যগণ যোগদান করিল না; অধিকন্তু কেহ কেহ বিশ্বাসঘাতকতা আরম্ভ করিল। অগত্যা সে অভিযানে গারিবল্ডী ও ম্যাটসিনীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে তাঁহারা পরাজিত হইলেন। রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন-কালে, তাঁহাদের সৈন্যদলের কেহ কেহ ধরা পড়িলেন; কেহ কেহ নিহত হইলেন; ম্যাটসিনী ও গারিবল্ডীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। কিন্তু ইহাতেও তাঁহারা

ভগ্নোদ্যম হইলেন না। কৌশলে দুই জনেই পলায়ন করিয়া সে যাত্রা প্রাণরক্ষা করিলেন। কখনও রমণীর বেশে, কখনও ভিক্ষুকের বেশে, নানা নামে নানা পরিচয়ে, গারিবল্ডী প্রথমে ফরাসী দেশে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন, তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ ঘোষিত হইয়াছে। সুতরাং পুনরায় নাবিকের কার্য্য গ্রহণ করিয়া গারিবল্ডী দক্ষিণ আমেরিকায় পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। আমেরিকায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে, দুই বৎসর কাল, কখনও মিশর দেশে, কখনও মার্সেলিসে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই সময়ে গারিবল্ডী জরীপ শিক্ষা করেন। অতঃপর মিশর দেশের এক রণপোতে কার্য্য গ্রহণ করিয়া 'টিউনিস' উপসাগরে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু, তথায় আশানুরূপ ফললাভ না হওয়ায়, তিনি দক্ষিণ আমেরিকার 'রাইও জেনিরো' নামক সমুদ্র-উপকূলস্থিত ব্রাজিলের রাজধানীতে উপনীত হইলেন। তখন আর্জেন্টাইন সাধারণ-তন্ত্রের রাজধানী "বিউনস আয়াসের" 'ডিক্‌টেটর' শাসনকর্ত্তা 'রোজাস', 'উরুগয়ে' সাধারণ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া, 'উরুগয়ে' সাধারণতন্ত্রের পক্ষ গ্রহণ করিয়া, গারিবল্ডী, সেখানে এক সৈন্য-দলের পরিচালনা-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। ইটালী হইতে পলায়নের পর, তাহার সঙ্গে কতকগুলি ইটালীয় সৈন্য আমেরিকায় গিয়াছিল। এই যুদ্ধ-কার্য্যে তাহারাও গারিবল্ডীর সহিত যোগদান করিল। গারিবল্ডীর মনে মনে উদ্দেশ্য রহিল—আমেরিকা হইতেও ইটালীর উদ্ধারের জন্য কতক সৈন্য-সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারেন। ভগবানের করুণায় তাহার শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। 'আরজেন্টাইন' সাধারণতন্ত্রের অন্তর্গত 'সাণ্টার' যুদ্ধে গারিবল্ডী যে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে তদ্দেশবাসিগণ মুগ্ধ হইলেন; 'উরুগয়ের' রাজধানী 'মণ্টিভিডিও' সহরে গারিবল্ডীর প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইল; তিনি সামরিক ও নৌ-বিভাগস্থ সমস্ত সেনার প্রধান সেনাপতির পদ প্রদত্ত হইলেন। এই সময় 'উরুগয়ে' গবর্ণমেণ্ট আরও আদেশ দিলেন,—গারিবল্ডী ইচ্ছা করিলে, তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যদল লইয়া, তাঁহার ইচ্ছামত অন্য দেশেও যুদ্ধ করিতে পারিবেন।

নূতন ভাব—নূতন চিন্তা।

এই সময়ে ম্যাটসিনী, কখনও ফ্রান্সে, কখনও ইংলণ্ডে, কখনও ইটালীতে, নানাভাবে নানা মূর্ত্তিতে আপনার সঙ্কল্প-সিদ্ধির উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইটালীর লোকের হৃদয় হইতে হতাশার অন্ধকার একটু একটু করিয়া অপসৃত হইতে আরম্ভ হইল; সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের স্বত্বাধিকার প্রাপ্তির ইতিহাসে একটু একটু করিয়া ইটালীর লোকের অভিজ্ঞতা জন্মিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে যে ইটালী সকল কথাই 'অসম্ভব' বলিয়া উড়াইয়া দিত, ইতিপূর্ব্বে যে ইটালী "পরাধীন জাতির আর আশা কি!" বলিয়া সকল কথাতেই হতাশের তপ্তশ্বাস ত্যাগ করিত; এখন সেই ইটালী একটু একটু করিয়া, আপনার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে শিখিল। রাজস্বত্ব ও প্রজাস্বত্বের উজ্জ্বল চিত্র প্রজাবৃন্দের হৃদয়ে পুনঃপুনঃ প্রতিভাত হইতে আরম্ভ হইল। ইটালী দেখিল, ইটালী ভাবিল,—ফ্রান্সের রাজা দশম চার্লস প্রজাদিগকে ন্যায্য স্বত্বাধিকার প্রদান করিতে স্বীকৃত হওয়ায়, প্রজাগণ কিরূপে তাঁহাকে রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল; এবং সেই প্রতিশ্রুত স্বত্বাধিকারে প্রজাদিগকে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করাতেই বা কি প্রকারে পুনরায় তাঁহার রাজ্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল। আর তাহারা স্মরণ করিল,—হলাণ্ডের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ থাকিয়াও, একখানি নাটকের অভিনয় দর্শনে, কি উত্তেজনা-বশে উত্তেজিত হইয়া, বেলজিয়মবাসীরা লিওপোল্ডকে স্বদেশের রাজ-সিংহাসনে বসাইতে পারিয়াছিল। আরও তাহাদের মনে পড়িতে লাগিল,—

যুক্তরাজ্যের স্বাধীনতা-লাভের জীবন্ত ইতিহাস। মনে পড়িতে লাগিল,—কিরূপ ভাবে, কি উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়া, ইংরেজকে শেষে আমেরিকা হইতে মস্তক নীচু করিয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল ;—ক্ষুদ্র প্রজাশক্তি কিরূপে প্রবল রাজশক্তিকে বিধ্বস্ত করিতে পারিয়াছিল। দিন দিন এই সকল চিত্র যতই তাহাদের হৃদয়-দর্পণে প্রতিভাত হইতে লাগিল; ততই তাহারা ভাবিতে শিখিল,—ফ্রান্সের প্রজাশক্তি অত্যাচারী রাজাকে পদচ্যুত করিয়া অভীষ্ট স্বত্ব লাভ করিতে পারিয়াছিল, আর তাহারাই বা তাহা না পারিবে কেন? ততই তাহারা চিন্তা করিতে লাগিল,—প্রজার চেষ্টায় বেলজিয়ম হইতে হলাণ্ডের আধিপত্যের উচ্ছেদ-সাধন হইয়াছিল, ইটালীই বা তাহা না পারিবে কেন? জনসাধারণ এক-কেন্দ্রীভূত হইলে, ইংরেজের ন্যায় প্রবল শক্তিকেও বিদূরিত করিতে পারে; মার্কিণ যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে সে দৃশ্য তাহারা দর্শন করিয়াছে; তাহারা কি সে দৃশ্য জগৎকে দেখাইতে পারিবে না? ম্যাটসিনীর শিক্ষা-গুণে ইটালীর প্রাণে এই মন্ত্র এই চিন্তা দিন দিন বদ্ধমূল হইয়া আসিল। নব-ভাবের নবীন উদ্দীপনায় ইটালী মত্ত হইয়া উঠিল।

বিপ্লবের দাবানল।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে চার্লস্ আল্‌বার্ট, জনসাধারণের অধিকার-স্বত্ব প্রদান করিবেন বলিয়া ঘোষণা-পত্র প্রচার করেন; এবং লোকে তাহাতে রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার জয়-গানে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করে। কিন্তু রাজার সে ছলনা বা স্তোক-বাক্য মাত্র। প্রকৃতপক্ষে প্রজাদিগকে তিনি কোনই স্বত্বাধিকার প্রদান করেন না। সুতরাং রাজার এই মিথ্যা ছলনায়, প্রজাপুঞ্জ তাঁহার প্রতি বড়ই বিরক্ত হয়; এবং তাহাদের হৃদ্গত প্রধূমিত বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠে। ঐ বৎসর মার্চ্চ মাসে জনসাধারণ রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়, অস্ত্রধারণ করে। ইটালী স্বাধীনতা লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়াছে,—এই সংবাদে, গারিবল্ডীও আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমেরিকার কতকগুলি সৈন্য ও একখানি যুদ্ধ-জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। দেশে পৌঁছিয়াই, তিনি পিডমণ্টের অস্ত্রাগার ও বস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিলেন। সেই লুণ্ঠিত দ্রব্যে তাঁহার 'ভলন্‌টিয়ার' সৈন্যদলের পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইল। তাহার পর ১২ই আগষ্ট গারিবল্ডী এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া দেশের সমস্ত লোককে অষ্ট্রীয়ার ও চার্লস্ আল্‌বার্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ জন্য উত্তেজিত করিলেন। নানাস্থানে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দক্ষিণ 'টাইরলের' যুদ্ধে অষ্ট্রীয় সেনার বিরুদ্ধে গারিবল্ডী বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেন. রোম-নগরীতে ফরাসী সেনাপতি 'ভেলাণ্ট', গারিবল্ডীর রণ-কৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। ৯ই মে তারিখের 'পালেষ্টিনের' যুদ্ধে বহুসংখ্যক 'নিয়াপোলিটান' সৈন্যকে গারিবল্ডী পরাজিত করিলেন। এই যুদ্ধের কয়েক দিন পরে 'ভেলো ট্রি' যুদ্ধেও তাঁহার জয়লাভ হইল। কিন্তু এই যুদ্ধে তিনি গুরুতররূপে আহত হইলেন। অতঃপর গারিবল্ডী প্রায় এক মাস কাল ফরাসী সৈন্যের গতিরোধ করিয়া ছিলেন। এই সময় অন্যান্য নেতৃগণের সহিত তাঁহার মতবিরোধ উপস্থিত হইল। অনেকেই রাজপক্ষ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এদিকে অষ্ট্রীয়া ও ফরাসী দেশ হইতে দলে দলে সৈন্য আসিয়া ইটালী ঘেরিয়া ফেলিল। সুতরাং গারিবল্ডী ইটালী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। বহু দূর পর্য্যন্ত বিপক্ষ সৈন্য তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিল। এই সময় কৌশলে 'সেণ্ট মার্টিনে' উপস্থিত হইয়া, গারিবল্ডী আপন সৈন্যদলকে বিদায় দিলেন। কিন্তু তাঁহার একান্ত অনুরক্ত দুই শত সৈন্য কিছুতেই তাঁহাকে ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল না। অতঃপর গারিবল্ডী পুনরায় আমেরিকায় গমন করিলেন। সেখানে কিছুকাল শিল্প ও ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা-র্জ্জনের চেষ্টা করিয়া, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি পেরু-দেশীয় সৈন্যদলের অধিনায়ক-পদে নিযুক্ত হন।

অত্যাচার-বৃদ্ধি। '৮৪৮ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধ শেষ হইলে, ইটালীতে পুনরায় প্রজাপীড়ন আরম্ভ হইল। সেই পীড়নে বহু ভদ্রলোক ইটালী ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। তাৎকালিক প্রবল পীড়নে জনসাধারণকে কিরূপ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল, তাহার পরিচয় আর কত দিব? 'গারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত' পুস্তকে প্রকাশ,—সে অত্যাচারের ফলে, "লেড্রোরোলিন নামক একজন ইটালীয়, আমেরিকায় আসিয়া সমুদ্রতীরে একজন মুটের কাজ করিতেছিলেন; লুই ব্ল্যাঙ্ক নামক একজন ইটালীয়, নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দিতেছিলেন; ফেলিক্স পিয়ার্ট নামক একজন ইটালীয়, চিত্রকরের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন; এবং লা মার্টিন নামক একজন ইটালীয়, পরিব্রাজকের জীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন। একজন জর্ম্মাণ পার্লামেন্টের সভ্য (ইটালীয়) রাজকীয় অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া আমেরিকায় আসিয়া ক্ষৌরকারের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছিলেন; আর একজন দেশহিতৈষী ফরাসী, দেশীয় গবর্ণমেণ্টের অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া স্বদেশ ছাড়িয়া আমেরিকায় আসিয়া মাথায় করিয়া, কপি বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছিলেন।" গারিবল্ডীও এই সময়ই 'ষ্টেটেন' দ্বীপে গিয়া, নিজের হাতে বাতি ও সাবান প্রস্তুত করিয়া, ১৮ মাস কাল জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ইঁহারা কেহই স্বদেশে থাকিয়া পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হন নাই। পরাধীনতা অপেক্ষা মুটে-মজুরগিরিও যে ভাল, অনেকেরই মনে তখন এই ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল।

যুদ্ধ ও জয়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের পর দশ বৎসর কাল সহিয়া ছিল; কিন্তু আর সহিতে পারিল না। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে জনসাধারণ রাজ-অত্যাচারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে 'পালেরমো' নামক স্থানে প্রথম বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। এই সময় গারিবল্ডী 'ক্যাপ্রেরা' দ্বীপে স্বগৃহে কৃষিকার্য্যে জীবনযাপন করিতেছিলেন। উন্মত্ত জনসাধারণ তাঁহার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইল। তাঁহাকে বিনীতভাবে জ্ঞাপন করিল,—এবার তাহারা কোনক্রমেই গারিবল্ডীর আদেশ অমান্য করিবে না। গারিবল্ডী তাহাদের সাহায্যের জন্য প্রণোদিত হইলেন। প্রথমে জেনোয়া নগরে ১০৭০ জন স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তিকে সংগ্রহ করিয়া গারিবল্ডী 'ভলন্টিয়ার' সৈন্যদল গঠন করিলেন। ৫ই মে সেই সৈন্যদলসহ গারিবল্ডী সিসিলি দ্বীপে উপনীত হইলেন। ১৫ই মে 'কালাটা ফিমি' নামক স্থানের যুদ্ধে সাড়ে তিন হাজার 'নিয়াপোলিটান' সৈন্য গারিবল্ডীর নিকট পরাজিত হইল। ১৮ই মে গারিবল্ডী 'পালেরমো' নগরের সম্মুখস্থ পর্ব্বতের উপর সৈন্য-সমাবেশ করিলেন। গারিবল্ডী পুনরায় সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া, চারিদিকে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। গারিবল্ডীর বিজয়লাভে উৎসাহিত হইয়া, বহু স্বাধীনচেতা বীরপুরুষ গারিবল্ডীর দলে আসিয়া যোগদান করিলেন। ২০ জুলাই 'মেলাজো'র যুদ্ধে গারিবল্ডীর আড়াই হাজার সৈন্য সাত হাজার 'নিয়াপোলিটান' সৈন্যকে পরাজিত করিয়া তত্রত্য দুর্গ অধিকার করিয়া বসিল। আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে গারিবল্ডীর সৈন্যদল আরও বৃদ্ধি পাইল। এইবার গারিবল্ডী 'নেপল্‌স্‌' অধিকারের জন্য অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে গারিবল্ডীর সৈন্য-সংখ্যা ২৫ হাজার হইতে ৩০ হাজার পর্য্যন্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ৫ই সেপ্টেম্বর গারিবল্ডী কর্তৃক 'সালারনো' অধিকৃত হয়। ৭ই সেপ্টেম্বর সসৈন্যে গারিবল্ডী 'নেপল্‌স্‌' নগরে প্রবেশ করেন; রাজপক্ষ 'নেপল্‌স্‌' হইতে পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল। গারিবল্ডীর নগর-প্রবেশের পূর্ব্বে জনসাধারণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নগর-মধ্যে লইয়া গেল। ইউরোপ বুঝিল,—গারিবল্ডী স্বাধীনতা-দানের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন; কেবল দেশ-বিজয় তাঁহার

উদ্দেশ্য নহে। তাই তাঁহার এত সমাদর। ২২শে সেপ্টেম্বর নেপল্‌সের দুর্গোপরি গারিবল্ডীর বিজয়-পতাকা উড্ডীন হয়। তার পর ক্রমে ক্রমে ইটালীর অন্যান্য দেশও গারিবল্ডীর অধীনস্থ দেশীয় সৈন্য-দলের করায়ত্ত হয়। ক্রমাগত দশটী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গারিবল্ডী ইটালীর উদ্ধার-সাধন করেন। ১লা অক্টোবরের 'কাপুয়ার' যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ বলিয়া কথিত হয়। ঐ দিন ১৫ হাজার রাজকীয় সৈন্য এক সঙ্গে গারিবল্ডীকে আক্রমণ করে। ঐ যুদ্ধে বহুক্ষণ জয়-পরাজয় নির্ণীত হয় না। এক একবার মনে হইয়াছিল,—বুঝি বা ঐ দিনই গারিবল্ডীর শেষ হইল। কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা, ভগবান তাহার সহায়! সারাদিন যুদ্ধের পর গারিবল্ডী জয়লাভ করিলেন। তাঁহার প্রেরিত টেলিগ্রামে ঘোষিত হইল,—"সর্ব্বত্র বিজয় পতাকা উড়িয়াছে।"

পত্নী 'আনিটা।'

গারিবল্ডীর পত্নীর নাম 'আনিটা'। আনিটা, অনেক সময় স্বামীর সঙ্গে রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন,—ইটালী উদ্ধারের ইতিহাসে সেও এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। আনিটা, ভারতের রাজপুত ললনার ন্যায় অনেক সময় গারিবল্ডীকে সমরসাজে সাজাইয়া দিতেন; গারিবল্ডীর সহায়তা করিতেন। 'গারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত' লেখক বলেন,—"এরূপ পত্নী যাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, তিনি যে ইটালীর উদ্ধারকর্ত্তা হইবেন,—ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? নেপোলিয়ন দিগ্বিজয়ী হইয়াছিলেন, জোসেফিনের গুণে; জন ষ্টুয়ার্ট মিলের প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল, তদীয় পত্নীর সহ বসতিতে; সীতা রামের, দময়ন্তী নলের, সাবিত্রী সত্যবানের, দ্রৌপদী পাণ্ডবগণের, গৌরী-গঙ্গা শিবের ও রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের,—চরিত্র-বিকাশের নিদানীভূত হইয়াছিলেন। প্রকৃতি পুরুষের যথাযথ মিলনেই এই জগতের উদ্ভব ও বিকাশ।"

ম্যাটসিনী ও গারি-বল্ডীর মতবিরোধ।

কাপুয়ার যুদ্ধের পরও কিছু দিন যুদ্ধ চলিল। কিন্তু রাজপক্ষ আর মস্তক উত্তোলন করিতে পারিলেন না। এই সকল যুদ্ধে, গারিবল্ডীর সঙ্গে, ম্যাটসিনী, ইম্যানুয়েল এবং কাভুর প্রভৃতি মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণও অশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন। ম্যাটসিনীর আজীবন আশা ছিল,—তিনি ইটালীতে সাধারণ-তন্ত্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু গারিবল্ডী সে পক্ষে উদাসীন হইলেন। গারিবল্ডীর ইচ্ছা,—রাজবংশের ইম্যানুয়েলকে ইটালীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুশৃঙ্খলায় রাজ্য-পরিচালনার ব্যবস্থা করিবেন। এই লইয়া উভয়ের মধ্যে মত-বিরোধ উপস্থিত হইল। কিন্তু সে বিরোধে গারিবল্ডীই জয়লাভ করিলেন। এক একটী প্রদেশ অধিকৃত হওয়ার পর, গারিবল্ডী, ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে সেই সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করিতে লাগিলেন। ইম্যানুয়েলও, তাঁহার ছায়ার ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ পরিভ্রমণ করিয়া, দেশে শান্তি-স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে "ভিক্টর ইম্যানুয়েল" রাজা বলিয়া ঘোষিত হন। কিন্তু তখনও রোম নগরী অধিকৃত হয় নাই। সুতরাং আরও কয়েক-বৎসর যুদ্ধ চলিল। পরিশেষে, প্রায় ৯ বৎসর পরে, রোম নগরী অধিকৃত হয়। এখন (১৮৭০ খৃষ্টাব্দে) 'ভিক্টর ইম্যানুয়েল' পূর্ণরূপে ইটালীর রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইম্যানুয়েলকে উপলক্ষ করিয়া, ইটালীর উদ্ধার-সাধনে গারিবল্ডীর কি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা বুঝা যায় না। তবে ম্যাটসিনী তাঁহাকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, এই দৃষ্টান্তে সেই শিক্ষাই পরিস্ফুট বলিয়া মনে হয়। মনে হয়,—তাঁহার নিষ্কাম কর্ম্মের ইহা এক পবিত্র আদর্শ। বাহুবলে সমস্ত রাজ্য জয় করিয়া, রাজ্যের সমস্ত কণ্টক দূরীভূত করিয়া, দেশের রাজার হস্তে সেই রাজ্যভার

সমর্পণ করিয়া, যেরূপে তিনি অবসর গ্রহণ করেন, এ যুগে—আজিকার দিনে—কলির পূর্ণপ্রভাব-কালে—সে দৃষ্টান্ত দুর্লভ,—অতি বিস্ময়কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গারিবল্ডীর মহাপ্রাণতা।

নিষ্কাম কর্ম্মই লোকানুরাগের মূল।

গারিবল্ডী এবং ম্যাট্‌সিনীর মূল মন্ত্র ছিল—"বৈদেশিকের অধীনে দাসভাবে জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।" এই ভিন্ন তাঁহারা যেন আর কিছুই জানিতেন না। এই মন্ত্রসাধন করিতেই তাঁহারা যেন জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই মন্ত্র সাধন করিয়াই তাঁহারা যেন জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ ম্যাটসিনীর এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন গারিবল্ডীর লোকান্তর হয়। সেই হইতেই ম্যাটসিনীর ও গারিবল্ডীর পূজায় দেশে দেশে উৎসব-সমারোহ আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাদের নিষ্কাম কর্ম্মে—তাঁহাদের অমানুষিক আত্মত্যাগে, তাঁহাদের প্রতি লোকানুরাগ কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে। ম্যাটসিনী ও গারিবল্ডী দুই জনের অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেশের লোক পরিচালিত হইয়াছিল,—তাহার কারণ আর কিছুই নহে। তাহার কারণ—তাঁহাদের নিষ্কাম-কর্ম্মানুরাগ। তাঁহারা দুই জনেই কখনও নিজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। দেশের কিসে হিতসাধন হয়—কি করিলে ইটালীর উদ্ধার হয়, এই মাত্র তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল। গারিবল্ডী, নিজের অধীনস্থ ব্যক্তিগণকে পুত্রের ন্যায় দর্শন করিতেন; আপনার সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি অণুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া, কিসে তাহাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়,—তৎপ্রতি গারিবল্ডীর সর্ব্বদা দৃষ্টি ছিল। আমেরিকা মহাদেশে 'সাণ্টার' যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গারিবল্ডীর যশঃপ্রভা দিগন্ত ব্যাপ্ত হয়। সেই সময় বিপক্ষ-পক্ষের ফরাসী-সেনাপতি 'লেইন' স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গারিবল্ডীকে এক প্রশংসা-পত্র প্রদান করেন; সে প্রশংসা পত্রে লিখিত ছিল,—"মহাবীর নেপোলিয়নের সহিত গারিবল্ডীর বীরত্বের তুলনা হয়।" কেবল প্রশংসা-পত্র প্রদান করিয়াই সেনাপতি 'লেইন' তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। গারিবল্ডীর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া, একদিন সন্ধ্যার পর, তিনি গারিবল্ডীর বাসায় গারিবল্ডীর সহিত দেখা করিতে আসিলেন। কিন্তু আসিয়া কি দেখিলেন? দেখিলেন,—একটী ভগ্ন কুটীরে গারিবল্ডী ও তাঁহার স্ত্রী 'আনিটা' বসিয়া আছেন। দীপ অভাবে গৃহ অন্ধকারময়। 'লেইন' আসিয়া গারিবল্ডীকে আহ্বান করিবামাত্র গারিবল্ডী আপন স্ত্রীকে বাতি জ্বালিতে বলিলেন। কিন্তু বাতি তো নাই! স্ত্রী বিমর্ষভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। গারিবল্ডীর তখন জ্ঞানসঞ্চার হইল; তিনি ঈষৎ হাসিয়া সেনাপতিকে 'চুল্লির' নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে তাঁহার শিশু সন্তানগণ শুইয়া ছিল। সেনাপতির হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া গারিবল্ডী তাঁহাকে একখানি কাষ্ঠাসনে বসাইয়া দিলেন। বলিলেন,—"আলো নাই; পার্শ্বে আমার পুত্র-কন্যাগণ শুইয়া আছে; স্ত্রী আনিটা আপনার সম্মুখেই দণ্ডায়মানা। গারিবল্ডীর ন্যায় ব্যক্তির

গৃহে আলো জ্বালাইবার সামর্থ্য নাই,—'লেইন' ইহাতে বিস্মিত হইলেন। কিন্তু গারিবল্ডী তাহাতে উত্তর দিলেন,—"সেনাপতি, আমি রাজার নিকট বেতন গ্রহণ করি না; নিজের ও স্ত্রী-পুত্রের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাইলেই আমার যথেষ্ট। এ রাত্রে বাতির প্রয়োজন হইবে, তাহা আমি জানিতাম না; সেইজন্য বাতি আনাইয়া রাখি নাই।" সেনাপতি 'লেইন' আধ



স্বদেশপ্রাণ মহাবীর গারিবল্ডী।

[ইটালীর উদ্ধারসাধন করিয়া, মহাপ্রাণ গারিবল্ডী যে নিঃস্বার্থ স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহা চিরদিন সমুজ্জ্বল রহিবে। সভ্যজগৎ গারিবল্ডীর স্মৃতি কখনই ভুলিতে পারিবে না। গারিবল্ডী ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই 'নিস' নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন তাঁহার লোকান্তর হয়।]

ঘণ্টা কাল গারিবল্ডীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন; তাহাতে তিনি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। যাহা হউক, বিদায়ের পর, 'লেইন' 'উরুগয়ের' সমর-সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট গারিবল্ডীর অবস্থা ও মহত্ত্বের কথা বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া, সমর-সচিব, লজ্জিত বিস্মিত হইয়া,

গারিবল্ডীর নিকট তৎক্ষণাৎ এক শত ডলার মুদ্রা পাঠাইয়া দিলেন। ঐ টাকা প্রাপ্ত হইয়া, গারিবল্ডী কেবল মাত্র কয়েকটি বাতি ক্রয় করিলেন; আর সমস্তই তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণের বিধবা পত্নী ও অনাথ সন্তানগণকে বণ্টন করিয়া দিলেন। কি প্রকারে পরের প্রাণ আকর্ষণ করিতে হয়, মহাপ্রাণ গারিবল্ডীর এতাদৃশ কার্য্যই তাহার প্রমাণ। আর এক দিন, একটী লোককে গাত্রবস্ত্রের অভাবে শীতে কাঁপিতে দেখিয়া, তিনি আপন গায়ের জামাটী খুলিয়া তাহার গায়ে পরাইয়া দিয়াছিলেন। আপনার জামাটী পরকে দিয়া আপনি যখন কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার স্ত্রী বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—"এ কি! তুমি কি করিয়াছ? তোমার তো আর জামা নাই! একটী ছিল, সেটীও বিলাইয়া দিলে?" গারিবল্ডী ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তো রক্ষা করিতে হইবে?" যাহা হউক, অতঃপর বন্ধু 'আঞ্জানের' নিকট হইতে একটী জামা ধার করিয়া আনিয়া গারিবল্ডী আপনার শীত নিবারণ করিলেন। গারিবল্ডীর নিঃস্বার্থ আত্ম-ত্যাগের কি এই একটী দৃষ্টান্ত! যেদিন ইম্যানুয়েলের হস্তে ইটালীর শাসনভার অর্পণ করিয়া গারিবল্ডী ক্যাপ্রেরা দ্বীপে প্রস্থান করেন, সেদিন তাঁহার চরিত্রে প্রাচীন রোমের "সিনসিনেটস" যেন পূর্ণ-পরিস্ফুট হইয়াছিলেন। * গারিবল্ডী ইচ্ছা করিলে, সেদিন বহু ধনরত্ন দেশে লইয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু সেদিন তিনি প্রায় রিক্তহস্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার স্মরণার্থ তাঁহার কর্ম্মচারী তাঁহাকে বলিলেন,—"সঙ্গে টাকাকড়ি কিছু রহিল না। শুধু হাতে যাইবেন!" কিন্তু গারিবল্ডী তাহাতে উত্তর দিলেন,—"দেশে জমী আছে, চাষবাস করিয়া খাইব। বন-জঙ্গল আছে, কাটিয়া বিক্রয় করিব। উদর-পূর্ত্তি অবশ্যই হইবে।" গারিবল্ডি!—তুমি ধন্য! তুমি যদি এমনই না হইবে, তাহা হইলে কি আজিও দেশে দেশে তোমার পূজার আয়োজন হইত! তুমি ধন্য;—তাই তোমার ন্যায় মহাপুরুষের জন্মগ্রহণে ইটালীও ধন্য হইয়াছে। তোমার সেই পবিত্র আত্মার উজ্জ্বল জ্যোতিঃকণা যাহারই হৃদয়ে পতিত হইবে, সেই ধন্য।

গারিবল্ডীর অন্তিম শয্যা।

"১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন শুক্রবার রজনীতে নব্য ইটালীর নব্যতম যুগের শেষ বীর গারিবল্ডী ইহলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় তাঁহার রুগ্নশয্যার শিরোদেশের গবাক্ষ-দ্বার উদ্ঘাটিত ছিল; সেই গবাক্ষ-দ্বার দিয়া সেই সময় পরিদৃষ্ট হইল যে, কর্ষিকা-দ্বীপের প্রতীচ্য-সাগরে ভগবান্ অংশুমালী ডুবিতেছেন। দেখিয়া বোধ হইল, যেন গারিবল্ডীর শোক সহিতে না পারিয়াই তিনি জলনিধিতে অঙ্গ ত্যাগ করিলেন। শেষ প্রাণবায়ু উড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে গারিবল্ডী দেখিলেন যে, একটী সুন্দর পক্ষী তাঁহার গবাক্ষ-দ্বারে বসিয়া সুমধুর সঙ্গীত করিতেছে। দেখিয়া তিনি হর্ষোৎফুল্ল বদনে অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন,—'আহা! কি সুখী এ!' এই কথা বলিতে বলিতে সেই মহাপুরুষের বদন জন্মের মত নীরব হইল।"

শোক প্রবাহ।

গারিবল্ডীর মৃত্যু-সংবাদে সমগ্র ইটালী মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হইল। সেই সংবাদ যখন রোমে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল, তখন রঙ্গালয়-সকলে অভিনয় হইতেছিল। 'মস্ত্রে'—রঙ্গালয়ের হাস্য-রসের অভিনেতা; তিনি তখন হাস্য-রসের অভিনয় করিতেছিলেন। সেই

---

* এই গ্রন্থের ৬৮ পৃষ্ঠার 'নোট' দ্রষ্টব্য।

অবস্থায় হঠাৎ শ্রোতৃবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন,—“গারিবল্ডীর মৃত্যু হইয়াছে।” মেঘ-নির্ম্মুক্ত আকাশে সহসা বজ্রধ্বনির ন্যায় এই সংবাদ শ্রোতৃবর্গের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। শ্রোতৃমণ্ডলী হাস্য-সংবরণ করিয়া সমস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। হাস্যের পরিবর্ত্তে রঙ্গালয় ক্রন্দন-ধ্বনিতে বিদীর্ণ হইল। ‘মিনাশিও’ গিরিমালার যেদিন গারিবল্ডীর মৃত্যু-সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল, সে দিন ‘হাটবার’। গারিবল্ডীর মৃত্যু-সংবাদে হাটের স্ত্রীপুরুষ যে যেখানে দাড়াইয়া ছিল, সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। আর ক্রয়-বিক্রয় করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না; সকলেই কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিয়া গেল; সকলেই ভাবিল,—যেন তাহার পরিবারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। ইটালীর গারিবল্ডীর মৃতুঃ-সংবাদে সমস্ত দোকান-পসার, স্কুল-আপিস বন্ধ হইয়াছিল। একটী বালিকা-বিদ্যালয় কিছু ক্ষণ খোলা ছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া শিক্ষয়িত্রীকে বলিল,—“নানারূপ উৎসব ব্যাপারে আমাদিগকে ছুটী দিয়া থাকেন; কিন্তু আজ গারিবল্ডীর মৃত্যু দিন; আজ আমাদের বিদ্যালয় বন্ধ দিবেন না।’ শিক্ষয়িত্রীকে এই কথা বলিয়া, টেবিল ও চেয়ার উল্টাইয়া রাখিয়া বালিকাগণ চলিয়া গেল। গারিবল্ডীর মৃত্যুতে কেবল ইটালীতে নহে;—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণি প্রভৃতি দেশেওশোক-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল।

ভূত ও বর্ত্তমান।

ইটালীর অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাসের আলোচনায় ইটালীর তিনটী অবস্থার কথা মনে হয়। মনে হয়,—ইটালী কি ছিল; মনে হয়,—ইটালী কি হইয়াছিল; আর মনে হয়,—কেমন করিয়া ইটালী আবার এমনটী হইতে পারিল! শেষোক্ত সমস্যার প্রতিই সর্ব্বাপেক্ষা চিত্ত আকর্ষিত হয়। শতধা-বিচ্ছিন্ন, আত্মসম্ভ্রমশূন্য, পরপদানত জাতি আবার যে জাগিয়া উঠিবে, আবার যে লুপ্ত স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবে,—এ চিন্তা তো কাহারও মনে কখন উদয় হয় নাই? সে বিচ্ছিন্ন জাতি আবার যে কখনও একত্র সম্মিলিত হইতে পারিবে, পরাধীনতার পাষাণ-স্তূপ তাহার বক্ষ হইতে আবার যে কখনও অপসারিত হইবে,—স্বপ্নেও তো কেহ তাহা ভাবিতে পারে নাই! অমূল্য মণি একবার হস্তস্খলিত হইয়া অতল জলধি-গর্ভে নিপতিত হইলে, আর কি তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায়? কিন্তু ইটালীর ইতিহাস, সে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া দিয়াছে; সে স্বপ্নাতীত চিন্তাকে প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্যরূপে পরিণত করিয়াছে। আর তাই দেখিয়াই মনে হয়, ‘গারিবল্ডীর’ চরিত-লেখক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভাষাতেই বলিতে ইচ্ছা হয়,—“ঐ যে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী ঝির ঝির শব্দে গিরিগুহা হইতে বহির্গত হইতেছে, তুমি আজ ইচ্ছা করিলে পাষাণ মুখে চাপাইয়া উহার গতিরোধ করিতে পার। কিন্তু এই নির্ঝরিণীগুলি যখন মিলিত হইয়া স্ফীতাবয়বে সাগরাভিমুখিনী হইবে, তখন ইহার গতি রোধ বা পরিবর্ত্তন করা তোমার অসাধ্য হইবে সেইরূপ ইটালীর হৃদয়-স্রোতস্বিনী যখন বহুধাবিভক্তা ও বিশীর্ণা ছিল, তখন যথেচ্ছচারী রাজবৃন্দ সেই ক্ষুদ্র ও বিভক্ত স্রোতস্বিনীগুলিকে যে দিকে ইচ্ছা সেইদিকে ফিরাইয়াছিলেন। কিন্তু আজ কোটী কোটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী মিলিত হইয়া প্রকাণ্ড নদীতে পরিণত হইয়াছে! আজ তাহার মিলিত বেগ সম্বরণ করে, কাহার সাধ্য?”

পরিশিষ্ট।

রাজ্যব্যবস্থা।

ইটালীর বর্ত্তমান রাজার নাম,—তৃতীয় ইম্যানুয়েল। ইটালী উদ্ধারের পর ইটালীর প্রথম পার্লামেণ্ট সভা কর্ত্তৃক ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ্চ দ্বিতীয় ইম্যানুয়েল সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইটালীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম হামবর্ট রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই জনৈক রাজদ্রোহী কর্ত্তৃক 'মেঞ্জা' সহরে তিনি নিহত হন। তৎপরে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে তৃতীয় ইম্যানুয়েল রাজা হইয়াছেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর ইহাঁর জন্ম হয়। জনসাধারণের নির্ব্বাচিত 'চেম্বার অব ডেপুটী' সভায় ৫০৮ জন সদস্য এবং 'সেনেট' সভায় ৩৬৭ জন সদস্য আছেন; তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়াই এখন বিধি-বিধান সংগঠিত এবং রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। শাসন-সৌকর্য্যের জন্য ইটালী ৬৯টী বিভাগে বিভক্ত। প্রাদেশিক সমিতি কর্ত্তৃক এই সকল বিভাগের শাসন-কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

সীমা-পরিমাণাদি।

ইটালীর পরিমাণ ফল—১ লক্ষ, ১০ হাজার, ৬৪৬ বর্গ মাইল; লোকসংখ্যা—(১৯০৪ খৃষ্টাব্দের গণনাক্রমে) ৩ কোটী, ৩৩ লক্ষ, ৪৬ হাজার, ৫১৪ জন। রাজধানী 'রোম'-নগরীর লোকসংখ্যা—৪ লক্ষ, ৮৯ হাজার, ৯৬৫ জন। 'নেপল্‌স্' নগরের লোক সংখ্যা—৫ লক্ষ, ৫০ হাজার, ৩৬৯ জন; 'মিলান' নগরের লোকসংখ্যা—৫ লক্ষ, ২০ হাজার, ৬ শত জন; 'টিউরিন' নগরের লোকসংখ্যা—৩ লক্ষ, ৩৫ হাজার, ৬৫৬ জন; 'পালেরমো' নগরের লোক-সংখ্যা—৩ লক্ষ, ৯ হাজার, ৬৯৪ জন; 'জেনোয়া' নগরের লোকসংখ্যা—২ লক্ষ, ৩৩ হাজার ৭১০ জন; 'ফ্লোরেন্স' নগরের লোকসংখ্যা—২ লক্ষ, ৫ হাজার, ৫৮৯ জন। রাজস্ব (১৯০৪-৫ খৃঃ) ৭ কোটি, ৫২ লক্ষ, ১ হাজার, ৭৬০ পাউণ্ড; রাজকীয় ব্যয়—৭ কোটী, ৩২ লক্ষ, ৮৯ হাজার, ৮২৮ পাউণ্ড; রাজকীয় ঋণ (১৯০৬ খৃঃ) ৫২ কোটী, ১৫ লক্ষ, ৬৮ হাজার, ৬২৯ পাউণ্ড। আমদানীর পরিমাণ (১৯০৪ খৃঃ)—৭ কোটী, ৬৫ লক্ষ, ৪৯ হাজার পাউণ্ড; রপ্তানীর পরিমাণ—৬ কোটী, ৩৮ লক্ষ, ৮৮ হাজার পাউণ্ড। রেশম, মদ্য, তৈল, তুলা, 'সলফার', চামড়া, খনিজ পদার্থ, গৃহপালিত পশু, ইটালীর প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। ইটালীতে ৬৬৯০ মাইল 'ষ্টেট' রেলপথ আছে। এতদ্ব্যতীত যৌথ-কারবারেও ১৪৪০ মাইল রেলপথ স্থাপিত হইয়াছে। ইটালীর তৃতীয়াংশ অধিবাসী কৃষিজীবী। ইটালীতে গম, ভুট্টা এবং অন্যান্য শস্য প্রচুর উৎপন্ন হয়।

অন্যান্য কথা।

ইটালীর ৫৬ হাজার প্রাইমারী স্কুলে ২৯ লক্ষ ৫০ হাজার ছাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। ৬ বৎসর হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক বালক বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতে বাধ্য। ধর্ম্মবিষয়ে ইটালীতে এখনও পোপের প্রাধান্য বিদ্যমান আছে। ইটালীতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখপত্ররূপে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। রোমের "ট্রিবিউনা" গবর্ণমেণ্টের মুখপত্র। ইটালীর 'বিসুবিয়স' প্রভৃতি আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের বিষয় সর্ব্ববিদিত। ইটালীর চিত্রকার্য্য জগদ্বিখ্যাত। ইটালীর বৈদেশিক অধিকারের মধ্যে—'ইরিথেরা', ও 'ইটালিয়ান্' সোমালিলাণ্ড প্রসিদ্ধ। প্রথমটী লোহিত সাগরে, এবং শেষোক্তটী আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত।

[বর্ত্তমান ইটালী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রসিদ্ধ;—King's "History of Italian Unity'; Thayer's "The Dawn of Italian Independence"; Taylor's "Italy and the Italians," &c.]

বলী দ্বীপ।

এই হিন্দু কি সেই হিন্দু?

যে হিন্দুর গৌরব-প্রভায় এক সময় সমগ্র পৃথিবী উদ্ভাসিত হইয়াছিল; যে হিন্দুর মহীয়সী মহিমায় এক সময় জগতের সকল শক্তি সকল জাতি তাহার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিল; এই হিন্দু কি সেই হিন্দু? এখন কিছুই নাই;—সব গিয়াছে; তাই মনে হয়,—এই হিন্দু কি সেই হিন্দু? জগতের প্রধান বল—ধর্ম্মবল; জগতের প্রধান শক্তি—ধর্ম্মশক্তি। সেই বল—সেই শক্তি হারাইয়াই হিন্দু এখন অধঃপতনের পথে অগ্রসর; জগতের বক্ষ হইতে হিন্দুর অতীত-স্মৃতি পিতৃ-পরিচয় পর্য্যন্ত লোপপ্রায়। যেদিন হইতে হিন্দু আপন ধর্ম্মমণি—অমূল্য পরশমণি হারাইতে বসিয়াছে; যেদিন হইতে হিন্দু ধর্ম্মভ্রষ্ট আচারভ্রষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে; সেই দিন হইতেই একে একে হিন্দুর সকল ঐশ্বর্য্য, সকল সম্পদ্, সকল গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে;—হিন্দুর সকল আশা, সকল ভরসা, সকল গৌরব লোপ পাইতে বসিয়াছে। অধিক বলিব কি, সেই দিন হইতে সকলেরই মনে সংশয়ের সঞ্চার হইতেছে,—এই হিন্দু কি সেই হিন্দু?

আর কি হিন্দুর ভরসা আছে?

আর কি সেদিন ফিরিয়া আসিবে? আবার কি এক সুপ্রভাতে সুখ-সূর্য্যের উদয় হইবে? আবার কি এই হিন্দু সেই হিন্দুর পবিত্র আসন অধিকার করিবার উপযোগিতা লাভ করিবে? অসম্ভব কিছুই নয়! ধর্ম্মবলে সকলই সম্ভব হয়। হিন্দু আবার যদি প্রকৃত হিন্দু হইতে পারে, হিন্দু আবার যদি আচারে ব্যবহারে শিক্ষায় দীক্ষায় ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় দিতে শিখে, তবে আবার সকলই হিন্দুর করতলগত হয়। হিন্দু মুমূর্ষু বটে, কিন্তু এখনও মরে নাই; হিন্দু হতচেতন বটে, কিন্তু এখনও প্রাণশূন্য নহে; হিন্দু বিভ্রান্ত বিপথগামী বটে, কিন্তু এখনও তাহার পিতৃপদচিহ্ন বিদ্যমান আছে; হিন্দু হৃতসর্ব্বস্ব বটে, কিন্তু এখনও তাহার পুরোবর্ত্তী স্মৃতিসৌধ বিলুপ্ত নহে। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে; বিপ্লবের উপর বিপ্লবের স্রোত বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু হিন্দুর স্মরণের—হিন্দুর দর্শনের এখনও বহু সামগ্রী বর্ত্তমান। হিন্দু!—দেখ! হিন্দু!—স্মরণ কর! হিন্দু!—আত্মগঠনের স্বধর্ম্ম-সাধনের জন্য প্রস্তুত হও। আশা অবশ্যই ফলবতী হইবে।

হিন্দুর "বলীদ্বীপ"।

হিন্দুকে দেখাইবার জন্য, হিন্দুকে অতীত স্মৃতি স্মরণ করাইবার জন্য, হিন্দুর প্রাণে ধর্ম্মপ্রাণতা জাগাইবার জন্য,—অদ্য আমরা হিন্দুর বলী দ্বীপের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি। বলী দ্বীপ কোথায়, শুনিবেন কি? ভারত মহাসমুদ্রে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিষয় সকলেই অবগত আছেন। যবদ্বীপ (Java Island) ভূগোল-পাঠক মানচিত্র-দর্শক সকলেই সম্ভবতঃ মানসপটে দর্শন করিতেছেন। যবদ্বীপের পূর্ব্বে ঐ যে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ দৃষ্ট হয়, উহারই নাম "বলী-দ্বীপ"। অনেকের নিকট ঐ দ্বীপটী "বালি দ্বীপ" বলিয়া পরিচিত। ইংরেজী বর্ণবিন্যাসের অনুসরণে উচ্চারণ করিতে গিয়াই ঐ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। নচেৎ, মূল অর্থ ধরিয়া উচ্চারণ করিলে, "বলী দ্বীপ" কখনই "বালি দ্বীপ" নাম ধারণ করিত না। ইংরেজী অনুকরণের ইহাই অনিবার্য্য ফল। 'কলিকাতা' সহরটা পর্য্যন্ত ইংরেজীর অনুকরণে 'ক্যালক্যাটা' হইয়া দাঁড়াইয়াছে; পুণ্যভূমি 'বারাণসী' এখন 'বেনারাস' নামে পরিচিত হইতে চলিয়াছে। অধিক দৃষ্টান্ত আর কি দেখাইব? বলী দ্বীপে "উষণ-বলী' নামে এক প্রাচীন গ্রন্থ প্রচলিত আছে। সেই গ্রন্থে 'বলী দ্বীপের' নাম 'বলি-অঙ্ক'

অর্থাৎ 'বীরপুরুষদিগের জন্মস্থান' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আরও 'বলি-সংগ্রহ' নামক অপর একখানি প্রাচীন গ্রন্থেও ঐ দ্বীপের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেও 'বীরগণের জন্মভূমি' বলিয়া 'বলী দ্বীপের' নামকরণ প্রমাণিত হয়। সুতরাং আমরাও "বালিদ্বীপ" না বলিয়া 'বলী দ্বীপ' নামেই প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম। দোষ হইল কি?

অবস্থান পরিমাণাদি। যবদ্বীপ ও বলী-দ্বীপের মধ্যে বলী প্রণালী অবস্থিত ঐ প্রণালীর সলিল-রাশির ব্যবধান-বশতঃই উভয় দ্বীপ পৃথকীকৃত রহিয়াছে। বলী-প্রণালীর পরিসর কোথাও এক মাইল, কোথাও অর্দ্ধমাইল। সমগ্র 'বলী-দ্বীপের' পরিমাণ ফল ২২৪০ বর্গ মাইল। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সর্ব্বত্র সমান নহে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৈর্ঘ্যের পরিমাণ ৭৫ মাইল, প্রস্থ ৫০ মাইল। দ্বীপের মধ্যে পূর্ব্ব-পশ্চিম-ব্যাপী এক পর্ব্বত-শ্রেণী আছে। তাহাতে 'তাবানান', 'বাতুর', 'গুণং অগু' নামক তিনটী আগ্নেয়গিরি দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত আগ্নেয়-গিরির উচ্চতা ১০,৪৯৭ ফিট্; অপর দুইটীর উচ্চতা সাড়ে সাত হাজার ফিটের মধ্যে। কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে। কিন্তু স্রোতের আধিক্যহেতু তাহাতে নৌকা চলাচল দুঃসাধ্য। কয়েকটী হ্রদ আছে, তাহা সুগভীর। দ্বীপটী প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত; এক অংশ ওলন্দাজদিগের (Dutch) অধিকৃত, অপরাংশ দেশীয় নৃপতিগণের শাসনাধীন। ওলন্দাজাধিকৃত প্রদেশের লোকসংখ্যা ১ লক্ষ, ৩ হাজার, ১০১ জন এবং দেশীয় রাজ্যের লোকসংখ্যা ১২ লক্ষ, ৫৯ হাজার, ১৩৫ জন। ইহা পূর্ব্বের হিসাব। লোকসংখ্যা এখন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

জল-বায়ু স্বাস্থ্য। বলী দ্বীপের অধিবাসিগণ, দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ। জল বায়ুর অবস্থা যবদ্বীপের ন্যায়। দ্বীপটী গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পর্য্যায়ভুক্ত। সুতরাং বৃক্ষ ও পশু পক্ষী প্রভৃতির পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সময়ে সময়ে এই দ্বীপে বড়ই মহামারী উপস্থিত হয়। ১৮৭১ ও ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে দুই বৎসরে ১৫ হাজার লোক বসন্ত-রোগে মারা পড়িয়াছিল। তৎপরে ওলন্দাজেরা, টীকা দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে একবার ওলাউঠার প্রকোপ বৃদ্ধি হয়। এক মাসে সাম্পিদিয়ার ৩০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৭ শত লোক সেই পীড়ায় মারা যায়; অবশিষ্ট সকলেই প্রাণভয়ে বনমধ্যে পলায়ন করে। বিশুদ্ধ পানীয়ের জন্য এবং কৃষি-কার্য্যের সুবিধার জন্য এখন বলী-দ্বীপের নানাস্থানে খাল খনন আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষের ন্যায় ষড়-ঋতুই বলী দ্বীপে প্রবহমাণ।

কৃষি-শিল্প। বলী দ্বীপের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান, তামাক, কফি, কোকো, নীল, তুলা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ধান অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়; এবং মাদুরা, সেলিবিস প্রভৃতি দ্বীপে রপ্তানী হইয়া থাকে। কফির আবাদও দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে; ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম চারি মাসে দেড় লক্ষ কফির গাছ রোপণ করা হইয়াছিল। মৎস্য যথেষ্ট। এই দ্বীপের অধিবাসীরা বড় শিল্পনিপুণ। ইহারা ইষ্টক ও প্রস্তর দ্বারা এরূপ সুন্দর ও দৃঢ় দেবমন্দির প্রস্তুত করে যে, পাশ্চাত্য-দেশবাসীরাও তাহা দেখিয়া চমকিত হয়; শত শত ভূমিকম্পের পরও সেই সকল মন্দিরের কারু-কার্য্য অক্ষুণ্ণ আছে দেখিয়া অনেকেই আশ্চর্য্য হন। স্বর্ণালঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্র, গীতবাদ্যের যন্ত্র, কাষ্ঠের উপর কারুকার্য্য এবং তুলা, রেশম ও স্বর্ণ প্রভৃতির সূত্র নির্ম্মাণ-কার্য্যে এই দ্বীপবাসীরা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়া থাকে। চীন-দেশীয়, আরব-দেশীয় এবং ইউরোপীয় বণিকগণ ব্যবসায়-বাণিজ্য-ব্যপদেশে অধুনা প্রায়ই এই দ্বীপে গতায়াত করেন। বস্ত্র, লৌহ ও আফিং প্রভৃতিই প্রধানতঃ এই

দ্বীপের আমদানী সামগ্রী; শস্যাদি রপ্তানীর অন্তর্গত। বৎসরে ৪।৫ লক্ষ পাউণ্ডের দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে।

সম্বন্ধ তত্ত্ব। বলী দ্বীপের অপরাপর পরিচয় প্রদান করিবার পূর্ব্বে, বলী দ্বীপের সহিত হিন্দুদিগের সম্বন্ধের একটু আভাস দেওয়া আবশ্যক। যবদ্বীপ, বলী-দ্বীপ প্রভৃতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পূর্ব্বে হিন্দু-নৃপতিগণের অধিকৃত ও শাসনাধীন ছিল; হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর আচার-ব্যবহার, হিন্দুর শিক্ষা-দীক্ষা, হিন্দুর প্রাধান্য, সর্ব্বরূপেই ঐ সকল দ্বীপে বিস্তৃত ছিল। কালক্রমে, ভারতে হিন্দুর প্রাধান্যলোপের এবং পাশ্চাত্য-শক্তির প্রতাপ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ঐ সকল দ্বীপ হইতেও হিন্দুর শাসন, হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর আচার ব্যবহার লোপ পাইতে আরম্ভ হয়। এক্ষণে অনেক স্থলে চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে; কোথাও বা একটু আধটু ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। বলী-দ্বীপ তাহারই একটু অংশ মাত্র। বলী-দ্বীপ এখনও সেই লুপ্ত হিন্দু গৌরবের কিছু কিছু সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আপাততঃ এই পর্য্যন্ত বলিলেই বোধ হয় অন্যান্য প্রসঙ্গ বিশদ হইয়া আসিবে; আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সাহিত্য-ইতিহাস প্রভৃতির তত্ত্ব-কথা অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারিবে। প্রথমে সেই সকল কথা কহিয়া, উপসংহারে প্রাচীন ও আধুনিক রাজ্যেতিহাসাদির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব।

ভাষা ও সাহিত্য। বলী দ্বীপের কথিত ভাষাও দুই প্রকার, লিখিত ভাষাও দুই প্রকার। তবে কথিত ভাষার সহিত লিখিত ভাষার যে বিশেষ কোনও সম্বন্ধ আছে, তাহা মনে হয় না। ইতর ও ভদ্রলোকের কথাবার্ত্তার জন্য যে দুই প্রকার ভাষা প্রচলিত আছে, তাহাই কথিত ভাষা নামে উল্লিখিত হইল। লিখিত ভাষার একটীর নাম "সংস্কৃত ভাষা", দ্বিতীয়টী 'কবি-ভাষা'। শাস্ত্রাদি সমস্তই ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় রচিত; দেশের পুরোহিতেরা এখনও সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিয়া থাকেন। কবি ভাষায় প্রধানতঃ কাব্যাদি গ্রন্থ রচিত হয়। ছন্দোবন্ধে রচিত এবং গীত হওয়ার জন্যই কবি-ভাষার সমাদর। আমাদের দেশের সংস্কৃত ভাষা এবং বাঙ্গালা ভাষার সম্বন্ধের বিষয় স্মরণ করিলেই বলী দ্বীপের 'সংস্কৃত' এবং 'কবি' ভাষার ভাব কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। বাঙ্গালা ভাষা যেমন পদ্য ও গদ্য দ্বিবিধ আকারে প্রচলিত, বলী-দ্বীপের কবি-ভাষাও তদ্রূপ পদ্য ও গদ্য দুই রূপেই বিদ্যমান আছে। সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বেদ-চতুষ্টয়, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ এবং কয়েকখানি তন্ত্র বিশেষ আদরণীয়; কবি-ভাষার পদ্য-গ্রন্থের মধ্যে 'রামায়ণ', 'ভরত-যুদ্ধ', 'বিবাহ', 'অর্জ্জুন-বিজয়', 'হরি-বংশ' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ; গদ্য-গ্রন্থের মধ্যে 'আগম', 'আদিগ', 'দেবাগম' ইত্যাদি ব্যবহার-শাস্ত্র উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীও বলী দ্বীপে বিরল নহে। দুই একখানির নাম,—'বংলবি', 'উষণ-যব' ইত্যাদি। দেশে 'জ্যোতিষ-শাস্ত্রের' বিশেষ প্রচলন আছে। 'বর্ণমালা'—ভারতবর্ষেরই বর্ণমালার অনুরূপ। বাঙ্গালা বা দেবনাগর বর্ণমালার সহিত বর্ণগুলির আকৃতিগত সাদৃশ্য অনেকটা লক্ষিত হয়। দুই একটী বর্ণ লুপ্ত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, বুঝিতে পারা যায়। উচ্চারণেরও অনেক ইতর বিশেষ লক্ষ্য হয়; 'ওঁ' স্থলে "ওঙ্গ", 'ভস্ম' স্থলে 'বস্ম', 'ভারত' স্থলে 'বারত' ইত্যাদি। 'ত' ও 'দ' বর্ণের উচ্চারণে বলী দ্বীপবাসীরা পার্থক্যের পরিচয় দিতে পারে না। দেশভেদে উচ্চারণভেদ ব্যতীত ইহার আর অন্য কারণ কি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? মন্বাদি 'সংহিতা', 'মূল-রামায়ণ', 'মূল মহাভারত' প্রভৃতি গ্রন্থাবলী এই দ্বীপে প্রচলিত নাই। 'রামায়ণ' বাল্মীকি-প্রণীত বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু রাজা কুসুম কর্ত্তৃক সঙ্কলিত কবি-ভাষায় রচিত রামায়ণই দেশে প্রচলিত। ঐ রামা-

য়ণে উত্তরকাণ্ড আদৌ নাই, এবং বালকাণ্ডেরও অনেক অংশ দেখিতে পাওয়া যায় না। 'মহাভারতের' নাম অষ্টাদশ পর্ব্ব; কিন্তু পর্ব্ব আটটী মাত্র বিদ্যমান আছে; বলা বাহুল্য, তাহা কবি-ভাষায় লিখিত। 'গম্বু' বলিতে নাটকাভিনয় বুঝায়; 'রামায়ণ' এবং "মালং" নামক বীর-কাহিনীমূলক গ্রন্থ নাটকাকারে অভিনীত হয়। প্রচলিত সংস্কৃত গ্রন্থাদির ব্যাখ্যা, প্রায়ই গ্রন্থের সহিত কবি-ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম-কর্ম্ম। বলী দ্বীপের প্রধান ধর্ম্ম—হিন্দুধর্ম্ম। বৌদ্ধধর্ম্মও প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চতুর্বর্ণের বিভাগ এখনও বর্ত্তমান। ব্রাহ্মণের প্রধান্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ। বলী দ্বীপের অধিকাংশ হিন্দুই 'শৈব'-মন্ত্রে দীক্ষিত। শিবপূজায় ধূম ব্যাপার। এই প্রবন্ধের শেষভাগে এক শিবমূর্ত্তির চিত্র প্রদত্ত হইল। উহা যবদ্বীপের এক শিবমূর্ত্তির ফটোগ্রাফ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, বলী দ্বীপেও ঐরূপ শিবমূর্ত্তিরই পূজা হইয়া থাকে। সেখানে বৈষ্ণবের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। উপাসনার প্রধান স্থান 'সাদ-কাহানগ ন' বা ছয়টি শিবমন্দির। "উষণবলী" গ্রন্থে ছয়টী শিবমন্দিরের পরিচয় ও স্থাননির্দ্দেশ আছে। এতদ্ব্যতীত অধুনা উপাসনার জন্য অন্যান্য মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বেদবিহিত ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত, ব্রহ্মাদি দেবদেবী সকলেরই সম্পূজিত। অবতারতত্ত্ব হিন্দুমাত্রেই স্বীকার করেন। কালী, দুর্গা, শিব, ইন্দ্র, বাসুকি এবং গণপতি প্রভৃতি সকল দেবতারই পূজার ব্যবস্থা আছে। রামায়ণ ও মহাভারতাদির পর দেবস্তুতি বা স্বস্তিবচন দৃষ্ট হয়; যেমন,—'সিদ্দিরস্তু তত্তস্তু' 'ওঙ্গং মাঙ্গ গণপতয়ে নমঃ', 'ওঙ্গ দীর্ঘায়ুরস্তু' ইত্যাদি। সৃষ্টিপ্রক্রিয়া-বিষয়ে শাস্ত্রের মতই স্বীকৃত হয়। পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ প্রত্যহ বেদ পাঠ করেন। অপরাপর গৃহস্থেরা নির্দ্দিষ্ট দিনে পূজা-পার্ব্বণে ব্যাপৃত হন। দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবীর নিকট বলিদানের প্রথা প্রচলিত আছে। মুরগী, হাঁস, বরাহ, মহিষ, ছাগল ও কুক্কুর প্রভৃতি বলি দেওয়া হওয়া হয়। বলীদ্বীপে বহুবিবাহ-প্রথা বড়ই প্রবল। অধিক পরিচয় আর কি দিব? রাজা কাশিমনের প্রপিতামহের ৫০০ শত বিবাহিতা রাণী ছিলেন। এখন তত দর নাই; কিন্তু ২০।২৫ টী বিবাহ বড়লোকদের অনেকেরই আছে। বলী দ্বীপে সৎকার-প্রথা প্রচলিত আছে। রাজাদিগের সংকারে বড়ই ধূমধাম হইয়া থাকে। তাঁহাদের সৎকার, বড়ই সময় ও ব্যয়-সাপেক্ষ। মৃতদেহ বহনের জন্য রাজবাটীর প্রাচীরের উপর দিয়া একটা সাঁকো প্রস্তুত করা হয়, এবং সাঁকোর উপর দিয়া মৃতদেহ শ্মশানক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়। শ্মশানে বাঁশ কাঠ প্রভৃতির দ্বারা সুসজ্জিত মন্দির প্রস্তুত হয়। ঐরূপ মন্দির তিন তালা হইতে ১১ তালা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। মন্দিরে চিত্রবিচিত্র ধ্বজ-পতাকা সজ্জিত হয়। মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ তালায় মূল্যবান্ শ্বেতবস্ত্রাদির দ্বারা আবৃত করিয়া মৃতদেহ স্থাপিত হইলে, সৎকার-ক্রিয়া আরম্ভ হয়।

সতী-দাহ। বলী দ্বীপে সতীদাহপ্রথা এখনও প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে সতীদাহের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল। এখন ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। ক্রফর্ড সাহেব 'আসিয়াটিক রিসার্চ' পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, রাজা কাশিমনের পাঁচ শত স্ত্রীই সতীদাহে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। অধুনা রাজবংশের মহিলারাই প্রধানতঃ পতির সহমৃতা হন। বর্ত্তমান প্রচলিত নিয়ম এই যে রাজা বা কোন সম্ভ্রান্ত লোকের মৃত্যুর আট দিন পরে তাঁহাদের স্ত্রীগণ সহমরণের জন্য প্রস্তুত কি না, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়। কেহ স্বীকৃত হইলে, তাঁহাকে সতীদাহের জন্য প্রস্তুত হইতে বলা হয়। বলীদ্বীপ অপেক্ষা লম্বক দ্বীপে এখনও সতীদাহের কড়াকড়ি খুব

বেলা। ওলন্দাজদিগের জনৈক দূতের পত্রে প্রকাশ, লম্বকের দুইজন রাজার মৃত্যুতে পর্য্যায়ক্রমে ৪২ জন ও ৩৪ জন স্ত্রী সহমৃতা হইয়াছিলেন। কিন্তু বলী দ্বীপে দুই বৎসর অবস্থান করিয়াও জনৈক ইংরেজ একটীর অধিক সতীদাহ দেখিতে পান নাই। দুই সংবাদই বৈদেশিক বণিকজাতির পুঁথিপত্রে প্রকাশ। ফলতঃ সতীদাহ এখনও যে বলীদ্বীপে প্রচলিত আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। ক্রফর্ড সাহেবের বিবরণে প্রকাশ, স্বামীর সহিত যে স্ত্রী এক শয্যায় সহমৃতা হয়, তাহার নাম 'সত্য' এবং যে স্ত্রী ভিন্ন শয্যায় সহমৃতা হয়, তাহার নাম 'বেলা'। যুবরাজ পাশারের সহিত ৯টি স্ত্রী বেলা-রূপে প্রাণদান করিয়াছিলেন।

পুরাতত্ত্ব। কোন্ সময় বলী দ্বীপ হিন্দুদিগের অধিকৃত হয় এবং কত দিন পর্য্যন্ত বলী দ্বীপের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ ছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। এখানকার ব্রাহ্মণগণ পদাণ্ড বাহু রাওয়ের বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেন। তিনি কেদিরি নামক স্থানে বাস করিতেন। তাঁহার বংশধরগণ যবদ্বীপের অন্তর্গত 'মাজাপাইত' হইতে বলী দ্বীপে আগমন করেন। ক্ষত্রিয়রাজগণ সকলেই দেব আগঙ্গের বংশধর বলিয়া পরিচিত। তন্মধ্যে তাবানান ও বাদঙের রাজবংশ আর্য্য দামর হইতে উৎপন্ন; এবং মেঙ্গুই, করাং আসেম, বোলেং ও লম্বকের রাজবংশ পতি-গজ-মঙ্গের বংশ-সম্ভূত বলিয়া কথিত হয়। আমাদের দেশের যেমন ব্রাহ্মণগণের উপাধি 'শর্ম্মণ' এবং ক্ষত্রিয়দিগের উপাধি 'বর্ম্মণ': বলীদ্বীপের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উপাধি পর্য্যায়ক্রমে সেইরূপ 'ইড়া' ও দেব। যবদ্বীপের সহিত বলীদ্বীপের সম্বন্ধের বিষয় 'উষণ-বলী' পুস্তকে প্রকাশ। উষণ-যব' পুস্তকে বলীদ্বীপ জয়ের বিবরণ বিবৃত আছে। তাহাতে জানা যায় যে, বলীদ্বীপে এক সময় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়; সেই সময় আর্য্য দামর এবং পতি-গজ-মর্দ্দা আসিয়া বলীদ্বীপ অধিকার করেন। আর্য্য দামর উত্তরাংশ এবং পতি-গজ-মর্দ্দা দক্ষিণাংশ জয় করেন। ইহা অবশ্যই ভারতবর্ষের সহিত সম্বন্ধসূত্রের পূর্ব্বকাহিনী নহে; পরবর্ত্তী এক সময়ের ইতিহাসের ছায়ামাত্র। তাহার পর বহু শতাব্দীর বহু বিবর্ত্তনের পর বলী দ্বীপ আটটী ভিন্ন ভিন্ন হিন্দুরাজ্যে পরিণত হয়। মাজাপাইত হইতে বলী দ্বীপে রাজবংশের আগমনকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। সেই সময় যবদ্বীপ হইতে মজাপাইত রাজবংশের উচ্ছেদ সাধনের প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে ভারতীয় হিন্দুগণ যে উহার অনেক পূর্ব্বে এই দ্বীপে অধিকার বিস্তার করেন, ইহা অবিসংবাদিত। লাসেনের মতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বলী দ্বীপে ভারতীয় হিন্দুগণের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল; এবং বলী দ্বীপ নাম-করণের মূলও—হিন্দুরাজত্বের প্রভাব। বাহুবলে ঐ দ্বীপ জয় হইয়াছিল বলিয়াই, উহা বলীদ্বীপ নামে অভিহিত হইয়াছিল। যাহাই হউক, উহা যে পূর্ব্বে হিন্দুরাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাহাতে কোনও ঐতিহাসিকেরই সংশয় নাই। চীনদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্তের মধ্যে বলীদ্বীপের উল্লেখ আছে। ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে বলীদ্বীপ হইতে চীন সম্রাটের নিকট উপঢৌকন স্বরূপ বস্ত্র, হস্তিদন্ত এবং শ্বেত-চন্দন প্রেরিত হইয়াছিল; এবং সম্রাট্ও তাঁদ্বিনিময়ে বলী দ্বীপের রাজাকে রাজসম্মান এবং বহু উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। চীনের সহিত বলী দ্বীপের সম্বন্ধের এইরূপ আরও নানা পরিচয় পাওয়া যায়। এক সময় বলী-দ্বীপে বৃক্ষপত্রে লেখাপড়া চলিত, মৃতদেহ দাহের সময় শবের মুখের ভিতর স্বর্ণ পুরিয়া দেওয়া হইত, বাহুতে ও পদে স্বর্ণাভরণ পরান হইত, এবং নানা সুগন্ধি তৈলে মৃতদেহ সিক্ত করা হইত—চীন দেশের বিবরণে বলী-দ্বীপ-সম্বন্ধে এইরূপ নানা সংবাদ অবগত হওয়া যায়।

আটটি হিন্দু-রাজ্য।

(১) 'কুলু-কুং', অতি ক্ষুদ্র রাজ্য। দেব আগঙ্গের বংশধরগণের শাসনকর্ত্তৃত্বাধীন। ঐ রাজ্যে ৬ হাজার লোকের বসতি। (২) 'জ্যাঙ্গার', ; দেব মলিশের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র দেব পাহান্ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্যের শাসন-কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। জ্যাঙ্গার রাজ্যে ৩৫ হাজার লোকের বসতি। বলীদ্বীপের মধ্যে এই রাজ্য অত্যন্ত উর্ব্বর এবং কৃষিকার্য্যের সমূহ উপযোগী। (৩) 'বাংলীং'; দেব আগঙ্গের বংশসম্ভূত, দেব তাঙ্কেবান উহার কর্ত্তা। তিনি সমর-কুশল। ঐ স্থানের স্ত্রীলোকেরাও যুদ্ধ করিতে পারে। (৪) 'মেঙ্গুই', ; বর্ত্তমান রাজার নাম আনক আগঙ্গ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিহত করিয়া ইনি রাজা হন। এই ক্ষুদ্র রাজ্যকে প্রকৃতি যেন পর্ব্বত-প্রাচীরে দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছেন। (৫) 'কারাং আসেম", ; রাজার নাম গুরুরা কারাং আসেম। ইনি গজ-মর্দ্দার বংশসম্ভূত বলীদ্বীপের অধিবাসীদের কথায় প্রকাশ, এই রাজ্যের পঞ্চাশ হাজার অধিবাসী সকলেই অস্ত্রধারণে সমর্থ। এই প্রদেশে চাউল অল্পই উৎপন্ন হয়; কিন্তু অধিবাসীরা শিল্পনিপুণ, কাঠের উপর কারুকার্য্যে দক্ষ; শিল্পদ্বারাই এই রাজ্যের অধিকাংশ লোকের জীবিকানির্ব্বাহ হয়। (৬) 'বোলেলং'; রাজার নাম গুরুরা মাদে কারাং আসেম। এখানকার প্রায় ১২ সহস্র ব্যক্তি যুদ্ধ-বিদ্যা-পারদর্শী। (৭) 'তাবানান্', ; রাজার নাম রাতু গুরুরা আগঙ্গ। এ দেশের প্রায় এক লক্ষ লোক অস্ত্র-ধারণে সমর্থ। এই প্রদেশেই অধিক মাত্রায় কফি উৎপন্ন হয়। (৮) 'বাদাং'; একত্র তিন জন রাজা এই রাজ্য শাসন করেন। পূর্ব্বে এই রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না; পশ্চিম ও পূর্ব্বপ্রদেশের রাজবংশধরগণের বিবাদ-বিসম্বাদ হেতু তাঁহাদেরই উদ্যোগে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ওলন্দাজদিগের প্রাধান্য।

বলীদ্বীপের আটটী হিন্দুরাজার মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ মারামারি-কাটাকাটি অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। প্রাধান্য-প্রতিপত্তি বিস্তারের লালসায় অথবা পরস্পরের প্রতি পরস্পর ঈর্ষ্যা-পরবশ হওয়ায়, যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রতি নিয়তই দেশের বলক্ষয় হইতেছে। এই গৃহবিবাদসূত্রে ক্রমে বলীদ্বীপে ওলন্দাজদিগের প্রবেশ-পথ সুগম হইয়া আসে। এক্ষণে বলী-দ্বীপের কিয়দংশ ওলন্দাজদিগেরই অধিকৃত; অপরাংশের রাজারাও পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত না হন; ইহাও তাঁহাদের লক্ষীভূত। যাহা হউক, ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ওলন্দাজেরা বলীদ্বীপে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। ঐ সময় একজন দেশীয় রাজার সহিত তাঁহারা মিত্রতাবন্ধনে বদ্ধ হন এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে বেদং বন্দরে চিরস্থায়ী স্বত্ব প্রাপ্ত হন। ১৮৪৮-৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের প্রাধান্য অধিকতর বর্দ্ধিত হয়; যেহেতু, ঐ সময় দেশীয় নৃপতি-গণের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ আরম্ভ হইয়াছিল। তৎপরে ক্রমেই ওলন্দাজদের অধিকার বিস্তৃত হয়। এখন বলী দ্বীপের বুলেলেং এবং জেমব্রাণা দুইটী প্রদেশ তাহাদের অধিকৃত। কুলুং-কুং, বাংলি, মেঙ্গুই, বাতুং, এবং তাবানান্,—দেশীয় রাজাদিগের শাসনাধীন। 'লম্বক' দ্বীপ দেশীয় রাজা-দিগের অধিকৃত; কিন্তু তাঁহারা ওলন্দাজদিগের প্রাধান্য মানিয়া চলেন। যে অৰ্দ্ধ বলীদ্বীপ দেশীয় রাজগণের অধিকৃত, তাঁহারা স্বাধীন হইলেও, ওলন্দাজদিগের প্রাধান্য মানিয়া চলেন এবং রাজ্যশাসন বিষয়ে প্রধানতঃ তাঁহাদের উপদেশ-অনুসারে চলেন। ওলন্দাজদিগের অধিকৃত দেশের অধিবাসিগণের ধর্ম্মকর্ম্ম, আচার ব্যবহার, সমাজের উপর তাঁহারা কোন হস্তক্ষেপ করেন না।

রাজা-প্রজার সম্বন্ধ।

বলী দ্বীপে প্রজাদিগকে রাজকর অতি অল্পই দিতে হয়। আবাদী জমির জন্য নাম মাত্র কর দিয়া প্রজারা পরিত্রাণ পায়। তবে রাজার সকল কার্য্যেই তাহারা সর্ব্বদা সাহায্য করিয়া থাকে। প্রাসাদ-নির্ম্মাণ, রাজপথসংস্কার, এবং রাজ-বাড়ীর উৎসবাদিতে প্রজারা স্বতঃই সহায়তা করিয়া থাকে। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ও প্রজারা রাজার

সে দেশের মহাদেব মূর্ত্তি।



[পার্শ্বে ত্রিশূল, এক হস্তে কমণ্ডলুঃ অন্য হস্তে জপমালা, ঐ দেখুন পাঠক, সে দেশের দেবাদিদেব মহাদেবের সাকার লীলামূর্ত্তির প্রতিকৃতি !]

সহায় হয়। ইউরোপে মধ্যযুগে "ফিউডেল সিষ্টেম্" নামক প্রথার প্রচলন ছিল। বলী দ্বীপেও অনেকটা সেই প্রথা বর্ত্তমান। কেবল যুদ্ধের সময় বলিয়া নহে; সকল সময়ই উচ্চ-নীচ-নির্ব্বিশেষে পরস্পরের সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। রাজা-প্রজার মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রায়ই দেখা যায়। পূর্ব্বে দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। এখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে।

পৃথিবীতে হিন্দুর দেশ।

পৃথিবীর মধ্যে এক ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ; আর পরিচয় দিতে পারা যায়, ক্ষুদ্র 'বলী দ্বীপ' হিন্দুর দেশ। হিন্দু কি ছিল, আর কি হইয়াছে? এখন স্মরণ করিলেও প্রাণ বিদীর্ণ হয়। বলীর পার্শ্বে 'লম্বক' নামে আর একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে; সেটুকুও হিন্দুর দেশ। ভারতবর্ষে এখন যেমন ইংরেজের প্রাধান্য, ঐ দুই দ্বীপেও সেই-রূপ ওলন্দাজদিগের কতকটা প্রাধান্য আছে। তবে বলী দ্বীপের হিন্দুগণ এখনও সম্যক্ পরিমাণে তাহাদের অধীনতা স্বীকার করেন নাই, ওলন্দাজগণও বলীদ্বীপে সম্পূর্ণরূপ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। পারুন আর নাই পারুন, সে কথার আলোচনার আবশ্যকতাও আর অনুভব করি না। এখন হিন্দুর এমন দিন—এমন দুর্দ্দিন, এখনও যে হিন্দুর নাম জগতের বক্ষ হইতে মুছিয়া যায় নাই, এই আশ্চর্য্য! আরও আশ্চর্য্য,—এখনও স্মরণ করিতে পারিতেছি, এখনও পরিচয়-চিহ্ন পাইতেছি,—হিন্দু কেবল ভারতবর্ষে নহেন, সুদূর ভারত-সাগরের ক্ষুদ্র দ্বীপেও হিন্দু বিরাজমান আছেন, অতীত-সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন! মনে হয়, উহাই যেন আশার আলোক, উহাই যেন আশা-মরীচিকার মাঝে পান্থপাদপ, উহাই যেন অকূল সমুদ্রে বিভ্রান্ত তরণীর পথ-প্রদর্শক। হিন্দু আবার যদি জাগে, আবার যদি উঠে, এই সকল প্রাচীন চিহ্ন দর্শন করিয়াই জাগিয়া উঠিবে; এই সকল অতীত কীর্ত্তি স্মরণ করিয়াই জাগিয়া উঠিবে; হিন্দু, হিন্দু হইয়াই জাগিয়া উঠিবে।

* * *

ওলন্দাজদিগের প্রাধান্যে এবং দেশীয় নৃপতিগণের শাসন-সৌকর্য্যে বলীদ্বীপে এখন শান্তি বিরাজমান। যিনি বলী-দ্বীপের সেই হিন্দু গৌরব চাক্ষুষ করিতে চাহেন, তাঁহাকে কলিকাতা হইতে জাহাজে চড়িয়া রেঙ্গুণ ও শিঙ্গাপুর হইয়া প্রথমতঃ যবদ্বীপের ওলন্দাজ-রাজধানী 'বাটাভিয়ায়' যাইতে হইবে; তৎপরে ওলন্দাজদিগের রেলপথ ও বলী-প্রণালী অতিক্রম-পূর্ব্বক বলীদ্বীপ।

পরিশিষ্ট।

স্পেনের অন্যান্য কথা।

ফিনিসীয়। খৃষ্ট জন্মের প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই 'ফিনিসীয়' জাতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বে, সিরিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বে, এবং জুডিয়ার উত্তরে 'ফিনিসীয়' রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমতঃ উহার দৈর্ঘ্য দুই শত মাইল এবং বিস্তৃতি ২০ মাইল ছিল। এই জাতি বাণিজ্য-ব্যবসায়ে পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তি যেন আপনাদের রাজধানীতে লইয়া গিয়াছিল। বহুস্থানে তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করে। তন্মধ্যে 'সাইপ্রাস' দ্বীপ তাহাদের অধিকৃত হওয়ায়, 'লেভাণ্ট' উপসাগরে এবং 'সিরিয়া' 'সিলিসিয়া' প্রভৃতি দেশে তাহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। 'রোডস' 'ক্রীট', 'সিসিলি', 'ইজিয়ান' উপসাগরের সমস্ত দ্বীপপুঞ্জ, 'সার্ডিনিয়া', মিনর্কা', আফ্রিকার উপকূলবর্ত্তী দ্বীপ-সমূহ এবং আরও অনেক স্থানে তাহারা প্রভুত্ব-বিস্তার করিয়াছিল। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই তাহারা বাণিজ্য-ব্যপদেশে যাতায়াত করিত। তাহাদের ভাষা, তাহাদের কারুকার্য্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'ফিনিসীয়' বর্ণমালার আদর্শেই ইউরোপীয় বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছে। 'টায়ার' এবং 'সিডন' ফিনিসীয়-দিগের প্রধান নগর ছিল।

সারাসেন। 'সিরিয়া' ও 'প্যালেষ্টাইনের' অধিবাসী মুসলমানগণ এবং উত্তর আফ্রিকায় 'আরব'-বংশীয় 'বারবারগণ' পুরাতত্ত্বে 'সারাসেন' বলিয়া পরিচিত। পুরাকালে এই জাতি স্পেন এবং 'সিসিলি' জয় করিয়া, ফরাসী-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। 'আরবী' ভাষায় 'সারাকা' শব্দের অর্থ,—'লুণ্ঠন', ; সে অর্থে লুণ্ঠনকারী বহু মুসলমান 'সারাসেন' নামে অভিহিত হয়। 'সারকিন' অর্থ,—পূর্ব্ব-দেশবাসী ; তাহাতে উহাদিগকে পূর্ব্ব-দেশীয় মুসলমান বলিয়া বুঝা যায়। খৃষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে 'সারাসেন' জাতির উল্লেখ দেখা যায়।

কার্থেজ। আফ্রিকার উত্তর উপকূলে 'সিসিলি' দ্বীপের সন্নিকটে 'কার্থেজ' রাজ্য অবস্থিত ছিল। প্রথমে ফিনিসীয়গণ কার্থেজে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। রোমসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার একশত বৎসর পূর্ব্বে 'টায়ার' নগরের উপনিবেশরূপে কার্থেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কার্থেজে রাজতন্ত্র-শাসন-প্রণালী ছিল না ; দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণই সাধারণ-তন্ত্র-প্রণালীক্রমে কার্থেজের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেন। আফ্রিকার উত্তর উপকূলের পশ্চিমার্দ্ধ কর্থেজিয়দিগের অধিকৃত হইয়াছিল। কার্থেজিয়গণ বাণিজ্য ব্যবসায়ে বিশেষ শ্রী-বৃদ্ধি-সাধন করিয়াছিল। কার্থেজ এবং ইটালীর মধ্যবর্ত্তী 'সিসিলি' দ্বীপ লইয়া রোমের সহিত তাহাদের প্রথম বিবাদ হয়। এক সময়ে সার্ডিনিয়া এবং কার্ষিকা প্রভৃতি দ্বীপ কার্থেজিয়দিগের অধিকারভুক্ত ছিল। কার্থেজের সাধারণ-তন্ত্র ৭৩৭ বৎসর পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। খৃষ্ট জন্মের ২০২ বৎসর পূর্ব্বে 'জামার' যুদ্ধে কার্থেজিয় বীর হানিবল, রোমের বীরশ্রেষ্ঠ

'সিপিওর' নিকট পরাজিত হওয়ায়, কার্থেজের পতন আরম্ভ হয়। কার্থেজ নগরের পরিধি প্রায় ২৩ মাইল ছিল; রোমীয়গণ ঐ নগর আক্রমণ করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিল। সতের দিন কাল আগুনে নগর পুড়িতেছিল। পরবর্ত্তী-কালে কার্থেজের ধ্বংসাবশেষের উপর 'এরিয়া-নোপলিশ' নগর প্রতিষ্ঠিত হয়।

মিশর। আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব্ব উপকূলে 'ঈজিপ্ত' বা 'মিশর' দেশ অবস্থিত। খৃষ্ট-জন্মের বহু বৎসর পূর্ব্বে ঐ দেশ ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ৫২৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ক্যাম্বেসেস্' মিশরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মিশরের প্রাচীন স্তম্ভ, গোলোকধাঁধা, মস্জিদ, প্রাসাদ প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ এখনও মিশরের প্রাচীন গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সেকেন্দর সাহ পারস্য জয় করিয়া, মিশর অধিকার পূর্ব্বক, অত্রত্য, আলেকজান্দ্রিয়া' নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। ৩২৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে 'টলেমি' মিশরের রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এক্ষণে ঈজিপ্ত দেশ তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত; 'অটোমান' রাজ-প্রতিনিধি দ্বারা তাহা শাসিত হয়। ঈজিপ্তের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তার নাম—আব্বাস হিল্মি; তাঁহার উপাধি—'খেদিভ'। আরবি পাশার বিদ্রোহের সময়, 'সুদান' সমরের পর, মিশর রাজ্যে অনেকাংশে ইংরেজের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছে।

'ভাণ্ডাল', 'গথ', ফ্রাঙ্কস প্রভৃতি। রোম সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের সময় 'ভাণ্ডাল', 'গথ', 'ফ্রাঙ্কস', প্রভৃতি জাতির প্রাদুর্ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। 'গথ'-গণ জর্ম্মণি ও রুশিয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানে বাস করিত; এক সময়ে ইহারা স্পেন ও পর্ত্তুগালের উত্তরার্দ্ধ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। 'গথ'-দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া, খৃষ্ট জন্মের ২৫১ বৎসর পরে, রোম সম্রাট 'ডিসিয়স' নিহত হইয়াছিলেন। 'ডিসিয়সের' পুত্র 'গ্যালস' বহুদিন পর্য্যন্ত 'গথ'-দিগের অধীনতা স্বীকার করিয়া, তাহাদিগকে কর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 'এশিয়া-মাইনর', 'গ্রীস' প্রভৃতি প্রদেশ, 'গথেরা' প্রায়ই লুণ্ঠন করিত। 'গথ'-জাতির সহিত ইংরাজদিগের সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। স্থপতি-বিদ্যায় 'গথ' জাতি এতই প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল যে, আজিও 'গথিক আরকিটেক্‌চার' শব্দে তাহাদের সেই গুণপনার পরিচয় প্রদান করিতেছে। 'ভাণ্ডাল'গণ আফ্রিকার পশ্চিম-উত্তর উপকূলে (বর্ত্তমান আল্‌জিরিয়া প্রভৃতি প্রদেশে) বাস করিত। ইহারা এক সময়ে স্পেনের দক্ষিণার্দ্ধ অধিকার করিয়াছিল। ফ্রান্স দেশের আদিম অধিবাসিগণ ফ্রাঙ্কস্ নামে অভিহিত। এই জাতিও সময়ে সময়ে রোমের উপর আক্রমণ করিয়াছিল।

[টিপ্পনী—স্পেন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পুস্তক কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য;—Lane Poole's 'Moors in Spain; Hume's 'Spain, Its Greatness and Decay', and 'Modern Spain'; Washington Irving's Life of Columbu's.]

সমাপ্ত।